শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২৬শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮০ { ১ম সংখ্যা

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সেবিত

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ**

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস** হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য চিদ্বিলাস পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

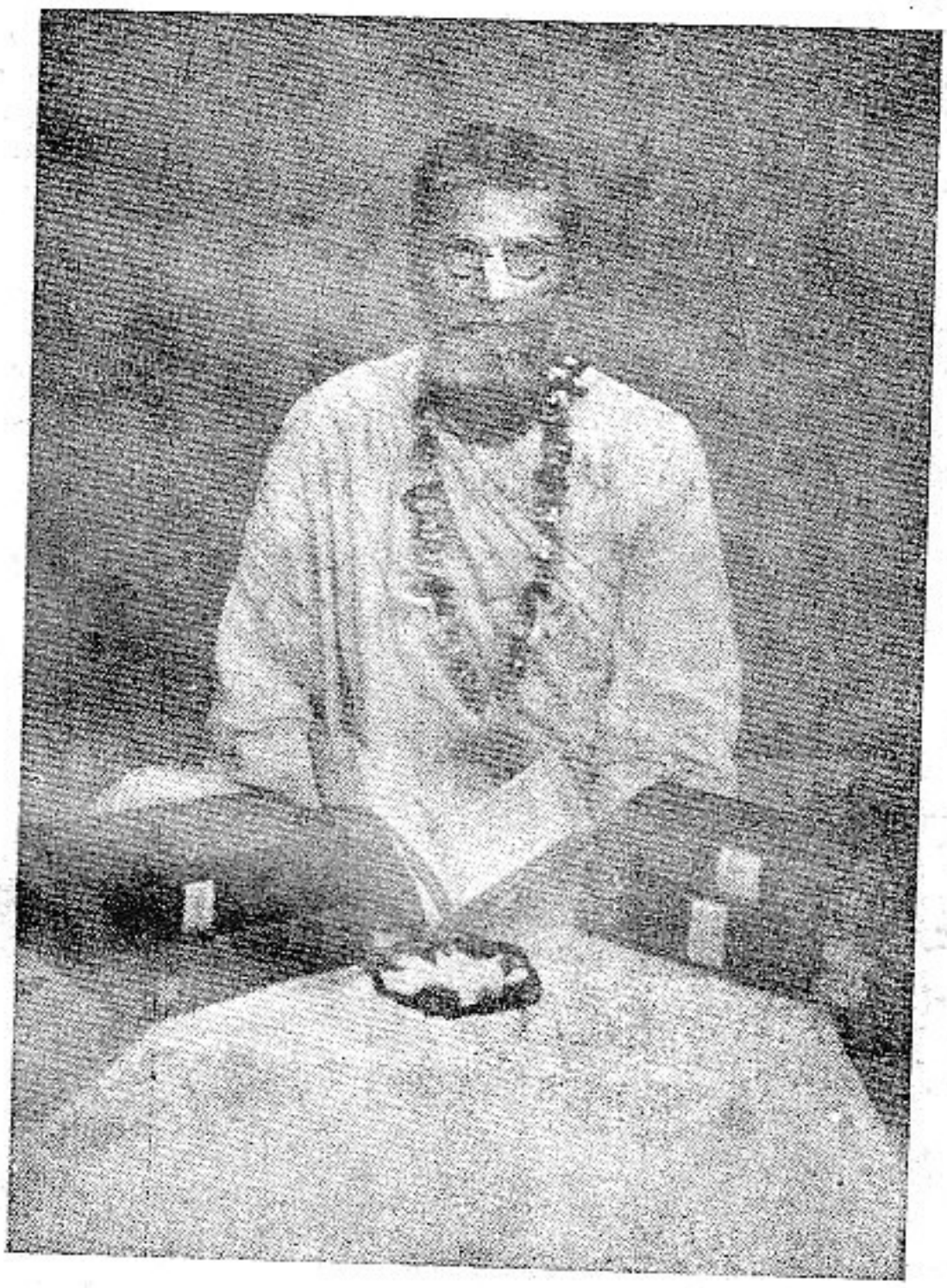

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ষড়্‌বিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৮ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮০ ফাল্গুন হইতে ১৩৮১ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৪ মার্চ্চ হইতে ১৯৭৫ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৭'০০ টাকা ॥*॥

ষড়্‌বিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অদ্ভুত দুই ভিক্ষারী	২।৫৭
২। আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব	৩।১০৩
৩। ইন্দ্রদ্যুম্ন-দেবগণকৃতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্তুতিঃ—শ্রী	১।১
৪। ইন্দ্রকৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রী	১১।৩৫৫
৫। ঈশোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৩।১০০
৬। উত্তমা ভক্তি	৮।২৫৪
৭। উদ্দীপন-বিভাব (সন্দর্ভ-সার)	১০।৩৩৮
৮। উপনিষৎ-সার— [ঈশো ৩।১০০ ; কেন ; ৪।১৩২ ; কঠো ৫।১৬৩, ৬।১৯৭ ; প্রশ্নো ৭।২৩৪, ৮।২৭৮ ; মুণ্ডক ৯।৩০৪, ১০।৩৪৩ ; মাণ্ডুক্য ১১।৩৬৯, ঐতরেয় ১১।৩৭০, তৈত্তিরীয় ১২।৪০২, শ্বেত ১২।৪০৩	
৯। একটি পত্র (শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ)	৪।১২৭
১০। ঐতরেয়োপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	১০।৩৭০
১১। কঠোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৫।১৬৩, ৬।১৯৭
১২। কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-শারী-দ্বন্দ্ব	৪।১৩৭, ৬।২০৬, ৭।২৩৮, ৮।২৭৬
১৩। কৃষ্ণনামাষ্টকম্—শ্রী	৬।১৭৯
১৪। কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রীশ্রী	৮।২৮৩
১৫। কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য	৯।২৯৫, ১০।৩৩৩
১৬। কৃষ্ণংপ্রতি শ্রীউদ্ধব-প্রার্থনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৩।৭৭
১৭। কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রীশ্রী	৬।২১৩
১৮। কেদারবদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	২।৭৫
১৯। গুরু-আবির্ভাব-তিথিবাসরে—শ্রী	২।৬৮
২০। গুরু-বন্দনা—শ্রী	৯।৩০৩
২১। গুরু-মহিমা—শ্রীশ্রী	১০।৩৪৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২২। গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্—শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৫।১৪৫
২৩। গৌড়ীয়ের ষড়্‌বিংশ-বর্ষ	১।৩৩
২৪। গৌর ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার বৈশিষ্ট্য—শ্রী	৯।২৯০
২৫। গৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি—শ্রী	১১।৩৫৯
২৬। চাতুর্ম্মাস্য (শ্রীল প্রভুপাদ)	৬।১৮৩
২৭। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত (সম্পাদকের সংগৃহীত)	৫।১৫৭
২৮। চেদিরাজ উপরিচর বসু	৪।১৩৪
২৯। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১১
৩০। জগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব	৫।১৭৪
৩১। ঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসব (সাময়িকী)	৭।২৪৮
৩২। তুলসী-মাহাত্ম্য—শ্রী (কবিতা)	১।১৮
৩৩। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস (সাময়িকী)	৩।১১০
৩৪। তৈত্তিরী (উপনিষৎ-সার)	১২।৪০২
৩৫। দামোদরাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৯।২৮৭
৩৬। দামোদরাষ্টক—শ্রীশ্রী (বঙ্গানুবাদ)	১১।৩৮৩
৩৭। দেহারামতা	৭।২৪২
৩৮। ধর্ম্মান্ধতা	৬।২০৯
৩৯। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী	৩।১০৫
৪০। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	১২।৪১৫
৪১। নাম-কীর্ত্তন—শ্রী	১০।৩২৭
৪২। নিত্যশান্তি-লাভের উপায়	৫।১৬৯, ৬।২০১
৪৩। নিরাকার ব্রহ্মবাদ—ভক্তিবিরোধী	৫।১৭২
৪৪। পত্রাবলী—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ [শিষ্য-বাৎসল্যের নিদর্শন ১।৫, ৩।৭৯ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন ছাড় ১।৪২]	
৪৫। পত্রোত্তর (শ্রীভক্তিবেদান্ত দামোদর)	১১।৩৭১
৪৬। পত্রোত্তর (শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ)	৮।২৭৪

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৭। পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ	১।৬, ২।৪৪, ৩।৮০
৪৮। পুরাণোক্ত ভবিষ্য ভারত ও বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণ	৩।৯৬
৪৯। পুরুষোত্তম-মাসকৃত্য—শ্রী	৬।১৮৮
৫০। পুরুষোত্তম-মাসমাহাত্ম্য	৭।২২৪
৫১। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ	৫।১৪৯
৫২। প্রণামপ্রণয়াখ্যঃ স্তবঃ— [শ্রীল-রূপ-গোস্বামিপাদ-বিরচিতঃ]	৪।১১৩
৫৩। প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন	১১।৩৬২
৫৪। প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া	৪।১১৭
৫৫। প্রভু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান (কবিতা)	১২।৪১৩
৫৬। প্রশ্নোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৭।২৩৪, ৮।২৭৮
৫৭। প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত [প্রেম ১।১০, ২।৪৯, ৩।৮৪ ; সমাধি ৪।১২৩ ; স্বরূপসিদ্ধি-বস্তুসিদ্ধি ৫।১৫৩, বিশ্বমঙ্গল ৮।২৬৭।]	
৫৮। প্রার্থনা—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিতা	২।৪১
৫৯। প্রেম	১।১৩
৬০। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা—শ্রী	১।২৩
৬১। বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি	১২।৪১৬
৬২। বাংলা-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব	৪।১৪২
৬৩। বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৮।২৮৫
৬৪। বিরহ-বাসর-স্মরণে	৯।৩০৭
৬৫। বিরহ-মহামহোৎসব (সাময়িকী)	৯।৩১৯
৬৬। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—শ্রী	১০।৩৪৭
৬৭। বিশ্বমঙ্গল (প্রশ্নোত্তর)	৮।২৬৭
৬৮। বিশ্বে গোলোকদর্শনাদি-প্রসঙ্গ	৮।২৬০
৬৯। বেদান্ত দর্শন	১২।৩৯৪
৭০। বৈষ্ণবগণ কি হিন্দু ?	২।৬৩, ৩।৯২
৭১। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী	১০।৩৫৪

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭২। ব্রজের বেতার (কবিতা)	৩।৯৯
৭৩। ব্রহ্মচারী ও আগন্তুক-সংলাপ	১।২৭
৭৪। ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ—শ্রী	২।৭৩
৭৫। ব্রজমণ্ডল-দ্বারকাদি-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী	৯।৩১৫, ১০।৩৫১, ১১।৩৭৯, ১২।৪১১
৭৬। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-বাসরে	২।৬৭, ২।৭১
৭৭। ভগবচ্চরণামৃত—শ্রী	৮।২৮২
৭৮। মুণ্ডকোপনিষৎ (উপনিষৎ-সার)	৯।৩০৪
৭৯। মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য	৭।২৪০
৮০। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।১৭৫
৮১। রঘুনাথ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের স্বধামে প্রয়াণ—শ্রী	৯।৩২২
৮২। রাজর্ষি জনক	১।৩১, ২।৬১
৮৩। রুদ্রকৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ—শ্রী	১০।৩২৩
৮৪। শিষ্যরত্ন কুরেশ	১২।৪০৫
৮৫। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য	৯।২৯৫, ১০।৩৩৩
৮৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণংপ্রতি শ্রীউদ্ধব-প্রার্থনাষ্টকম্	৩।৭৭
৮৭। শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্ (শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্)	৬।১৭৯
৮৮। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-দেবগণকৃতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তুতিঃ	১।১
৮৯। শ্রীকেদারবদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান	২।৭৫
৯০। শ্রীগুরু-আবির্ভাব-তিথি-বাসরে	২।৬৮
৯১। শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্	৫।১৪৫
৯২। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার বৈশিষ্ট্য	৯।২৯০
৯৩। শ্রীগুরু-বন্দনা (কবিতা)	৯।৩০৩
৯৪। শ্রীইন্দ্রকৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্	১১।৩৫৫
৯৫। শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি	১১।৩৫৯, ১২।৩৯০
৯৬। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব	১১।৩৮৫
৯৭। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব (সাময়িকী)	৩।১০৫

প্রবন্ধের নাম		সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৯৮।	শ্রীমহামায়া-কৃতা-শ্রীনারায়ণ-স্তুতিঃ	১২।৩৭৮
৯৯।	শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা	১।২৩
১০০।	শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য (কবিতা)	১।১৮
১০১।	শ্রীনাম-কীর্ত্তন	১০।৩২৭
১০২।	শ্রীভগবচ্চরণামৃত	৮।২৮২
১০৩।	শ্রীরুদ্র-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতি	১০।৩২৩
১০৪।	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী	১০।৩৪৭
১০৫।	শ্রীবামন গোস্বামী (কবিতা)	১১।৩৭৭
১০৬।	শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব	৫।১৭৫
১০৭।	শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ	২।৭৩
১০৮।	শ্রীরাধিকাষ্টকম্ (শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্)	৭।২১৫
১০৯।	শ্রীরঘুনাথ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের স্বধামে প্রয়াণ	৯।৩২২
১১০।	শ্রীপুরুষোত্তম-মাসমাহাত্ম্য	৭।২২৪
১১১।	শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব	১২।৪১৫
১১২।	শ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্ (শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতম্)	৮।২৫১
১১৩।	শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসব	৭।২৪৮
১১৪।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব	৮।২৮৩
১১৫	শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্	৯।২৮৭
১১৬।	শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাদি-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ	৯।৩১৫, ১০।৩৫১, ১১।৩৭৯, ১২।৪১১
১১৭।	শ্রীশ্রীগুরু-মহিমা (কবিতা)	১০।৩৪৬
১১৮।	শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান	১০।৩৫৪
১১৯।	শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক (পদ্যানুবাদ)	১১।৩৮৩
১২০।	শ্রীস্নানযাত্রা-মহোৎসব	৫।১৭৫
১২১।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সাদর আহ্বান	৬।২১৩
১২২।	শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ	৭।২১৮
১২৩।	শ্বেতাশ্বতর (উপনিষৎ-সার)	১২।৪০৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১২৪। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব (আহ্বান-পত্র)	৩।১১১
১২৫। সন্দর্ভ-সার— [প্রীতিসন্দর্ভ ২।৫২, ৩।৮৮, ৪।১২৪, ৫।১৫৯, ৬।১৯৩ ; দৃশ্যকাব্যে রসভাবনা ৭।২৩১, ৮।২৭১, ৯।৩০০ ; উদ্দীপন বিভাব ১০।৩৩৮, ১১।৩৬৫, ১২।৩৯৭	
১২৬। সাত্বত-শ্রাদ্ধ	৩।১০৪
১২৭। সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকাধাম দর্শন (আহ্বান)	৫।১৭৭
১২৮। সুখ	৪।১৩৯
১২৯। স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।১৭৩
১৩০। হরিজন	১।২০
১৩১। ষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্—শ্রী	৮।২৫১
১৩২। Statement about ownership and Particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika"—	১।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { কারণোদশায়ী ,৬ বিষ্ণু, ৪৮৮ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৩।১৯৭৪ } ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-দেবগণকৃতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তুতিঃ

[স্কান্ধে উৎকলখণ্ডে চতুর্ব্বিংশেঽধ্যায়ে]

২। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
প্রণতার্ত্তিবিনাশায় চতুর্ব্বর্গৈকহেতবে॥
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে॥ ১॥

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি প্রণত জনের অশুভ-বিনাশক ও চতুর্ব্বর্গলাভের একমাত্র নিদান ; যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষপ্রধান ও অব্যক্তরূপী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি॥১॥

৫-৬। সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো ব্যাপ্য অধ্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

যঃ পুমান্ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বংপুরুষ এব তৎ ॥ ২॥

যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র জ্ঞানেন্দ্রিয়, সহস্র কর্ম্মেন্দ্রিয় সেই নিখিল পার্থিব-দেহব্যাপী পরমাত্মা পুরুষ নাভির ঊর্দ্ধভাগে দশাঙ্গুলি স্থান অতিক্রমণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ হৃদয়পদ্মমধ্যে বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়গোচর ॥২॥

৭-৮। এতাবানস্য মহিমা জ্যায়ানেষ পুমান্ প্রভুঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে ত্বত্তস্ততো যজ্ঞপুমানপি।
ত্বত্তোঽশ্বাশ্চ ব্যজায়ন্ত গাবো মেষাদয়স্তথা ॥ ৩ ॥

এইরূপ সর্ব্বদেশ-সর্ব্বকালব্যাপী তাঁহার মহিমা, এই কারণে সেই প্রভু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিখিল পঞ্চভূত ইঁহার একপাদ, ঋক্, যজুঃ, সাম—এই বেদত্রয় ইঁহার অপর তিনপাদ। ইঁহার সেই বেদত্রয়াত্মক সূর্য্যরূপ স্বর্গে মুক্তির দ্বারস্বরূপ। হে দেব! আপনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মস্বরূপ, আপনা হইতেই ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনা হইতে যজ্ঞপুরুষের উৎপত্তি, আপনা হইতে অশ্ব-গো-মেষাদি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৩॥

৯-১২। ব্রাহ্মণা মুখতো জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব।
বিশস্তবোরুজাঃ পদ্ভ্যাং তথা শূদ্রাঃ সমাগতাঃ ॥
মনসশ্চন্দ্রমাজাতশ্চক্ষুষা দিবাকরঃ।
কর্ণাভ্যাং শ্বসনঃ প্রাণৈর্জিহ্বায়া হব্যবাড়পি ॥
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ মূর্দ্ধ্নস্তে সমবর্ত্তত।
পাদাভ্যাং তে ধরা জাতা দিশশ্চাষ্টৌ শ্রুতের্গতাঃ ॥
সপ্তাসন্ পরিধয়স্ত্বত্ত একবিংশৎসমিচ্চ বৈ।
চরাচরাঃ সর্ব্বভাবাস্ত্বত্ত এব হি জজ্ঞিরে ॥ ৪ ॥

আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং

চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণযুগল হইতে শ্রবণাদি পঞ্চবায়ু, জিহ্বা হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদযুগল হইতে পৃথিবী, কর্ণ হইতে অষ্ট-দিকের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি যজ্ঞপুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে সপ্ত সমুদ্র আপনার পরিধি (যজ্ঞভূমি বেষ্টনদ্রব্য) হইয়াছিল; একবিংশতি ছন্দ আপনার সমিধ্ হইয়াছিল। এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪॥

১৩-১৪। ত্বমেব জগতাং নাথস্ত্বমেব পরিপালকঃ।
উগ্ররূপশ্চ সংহর্ত্তা ত্বমেব পরমেশ্বর॥
ত্বমেব যজ্ঞো যজ্ঞাংশস্ত্বং যজ্ঞেশঃ পরাৎপরঃ।
শব্দব্রহ্ম পরং ত্বং হি শব্দব্রহ্মাসি বিশ্বরাট্ ॥ ৫ ॥

হে পরমেশ্বর! আপনিই জগতের নাথ, আপনিই আপন স্বপ্রকাশ, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞাংশ, জগতের পালনকর্ত্তা, আপনিই ইহার সংহর্ত্তা হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। আপনি পরাৎপর যজ্ঞেশ্বর, আপনিই পরমশব্দব্রহ্ম, আপনিই বিশ্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সম্রাট্ ॥৫॥

১৫-১৬। স্বরাট্ সম্রাট্ জগন্নাথ বিরাড়সি জগৎপতে।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ ত্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং জগন্ময়॥
প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং ত্বাং যজন্তশ্চ যাজ্ঞিকাঃ।
ভোজ্যং ভোক্তা হবির্হোতা হবনং ত্বং ফলপ্রদঃ ॥ ৬ ॥

হে জগন্ময়! আপনিই অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যকপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। যাজ্ঞিকগণ আপনার উপাসনা করিয়াই পরমস্থান প্রাপ্ত হয়। আপনিই ভোজ্য ও ভোক্তা, আপনিই হবি, হোতা ও ফলপ্রদ ফলস্বরূপ ॥৬॥

১৭-১৮। সমস্তকর্ম্মভোক্তা ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাত্মকঃ প্রভো।
সর্ব্বকর্ম্মোপকরণং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ॥
কর্ম্মপ্রেরয়িতা ত্বং হি ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদঃ।
ত্বামৃতে মুক্তিদঃ কোঽন্যো হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে ॥ ৭ ॥

হে প্রভো! আপনিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা এবং সমস্ত কর্ম্মস্বরূপ; আপনি নিখিল কর্ম্মের উপকরণ, আপনিই নিখিল কর্ম্মের ফলপ্রদ; আপনি সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন; আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি

প্রদান করিয়া থাকেন ; হে হৃষীকেশ ! আপনি ব্যতীত আর কে মুক্তি প্রদান করিতে পারে—তোমায় নমস্কার করি ॥৭॥

নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে, সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে ।
সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ ॥৮॥

সেই অনন্ত ও সহস্র মূর্ত্তি, সহস্র পাদ, সহস্র চক্ষু, শির এবং উরু ও বাহু-ধারী, সহস্র নামধেয়, শাশ্বত পুরুষ, সেই সহস্রকোটী যুগধারী পুরুষোত্তমকে প্রণাম করি ॥৮॥

২০। বয়ং চ্যুতাধিকারাস্ত্বাং প্রপন্নাঃ শরণং প্রভো ।
ত্রাহি নঃ পুণ্ডরীকাক্ষ অগতীনাং গতির্ভব ॥ ৯ ॥

প্রভো ! আমরা অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ; হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমরা অগতি, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৯॥

২১-২২। সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং প্রভো ।
ত্বৎসৃষ্টৌ ত্বাদৃশো নাস্তি যো দীনপরিপালকঃ ॥
দীননাথৈকশরণং পিতা ত্বং জগতঃ প্রভো ।
পাতা পোষ্টা ত্বমেবেশ সর্ব্বাপদ্বিনিবারকঃ ॥ ১০ ॥

হে প্রভো ! আপনিই সংসার-সাগরে পতিত-জীবের একমাত্র আশ্রয় ; আপনার এই সৃষ্টিতে আপনার তুল্য দীনপালক আর কেহই নাই। আপনি দীন-অনাথ ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয় ; প্রভো ! আপনিই জগতের পিতা, হে ঈশ্বর ! আপনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালন-কর্ত্তা ; আপনি সকল আপদের নিবারক ॥ ১০ ॥

২৩-২৪। ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ ত্রাহি নঃ পরমেশ্বর ।
ত্বামৃতে কমলাকান্ত কঃ শক্তঃ পরিরক্ষণে ॥
অন্তর্যামিন্নমস্তেঽস্তু র্ব্বতেজোনিধে নমঃ ॥ ১১ ॥

হে বিষ্ণো ! হে জগন্নাথ ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর ! হে কমলাকান্ত ! আপনি ব্যতিরেকে আর কে আমাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ? হে অন্তর্য্যামিন্ ! আপনি নিখিল তেজের আধারস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি ॥১১॥

পত্রাবলী *

[শিষ্য-বাৎসল্যের নিদর্শন]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
ইং ১০।৭।৬৪

স্নেহাস্পদেষু—

* * ! আপনার M.O. তে * * র ১৫'০০ ও আপনার ৫'০০ এই ২০'০০ টাকা পাইয়াছি। আপনার এখন কোন রোজগার নাই। আপনি টাকা পাঠাইলেন কেন? আপনার অবস্থাপেক্ষা মনের জোর বেশী। আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে মনের জোরে সব কাজ করিতে পারিবেন না। আপনি টাকা এখন পাঠাইবেন না। ভগবদিচ্ছায় আপনার রোজগারের প্রাচুর্য্য হইলে অর্থাদির দ্বারা সেবা করিবেন, নচেৎ নহে। অন্যের দ্বারা সেবা করাইলেও সেবাফল পাইবেন। আর কষ্ট করিবেন না। আপনি কষ্ট পাইলে আমিও কষ্ট পাইব—ইহা স্মরণ রাখিবেন।

আপনার দাদা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তাহার speculation-এ আমার ভয় লাগে, কখন তাহারও বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপে। শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি উপদেশ-বাণী স্মরণ রাখিবেন। তাহা এই—"যস্যাহং অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।"

* * * বাবু ও * * *কে সেবায় উৎসাহ দিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, জৈবধর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবেন। কলিকাতায় * * বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। শ্রীরথযাত্রা-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি নবদ্বীপে আছি ও থাকিব। জলপাইগুড়িতে বর্ষারম্ভ হওয়ায় প্রচারকগণ সেখানে যান নাই। বর্ষা থামিলে যাইবেন। আমার শরীর পুনরায় খারাপ হইয়াছে। Prof. প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবেন। বোধহয় তাঁহারও শরীর খারাপ। আমার সংবাদ তাঁহাকে দিবেন অথবা এই পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইবেন। তাঁহার কাছে হরিকথা শুনিবেন। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্খী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

---

* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**-কর্ত্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত। **—সম্পাদক**

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ

বিষয়—(সম্বন্ধ পর্য্যায়) উপাস্য পর্য্যায়, উপাসক পর্য্যায় ও বাস্তব-অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

উপনয়ন ব'লে একটি কার্য্য আছে। মনু বলেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

শ্রুতির উক্তি হ'তে জানা যায়, মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য মাতৃকুক্ষি হ'তে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে সাবিত্র্য-সংস্কার-লাভে দ্বিতীয় জন্ম তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম। সর্ব্বাগ্রে আমরা পিতার ঔরসে মাতৃকুক্ষি হ'তে শরীর লাভ করি, এটা একপ্রকার শরীর; দ্বিতীয় প্রকার শরীর—যে-সময় আচার্য্য-পিতা ও গায়ত্রী-মাতার সংযোগে মৌঞ্জিবন্ধনকালে লাভ হয়। "ত্বাং অহং বেদ-সমীপে নেষ্যে" প্রভৃতি মন্ত্রে যখন আচার্য্য-পিতা বেদ অধ্যয়ন করা'বার জন্য মৌঞ্জিবন্ধন করেন, তখন আমাদের আচার্য্য-গৃহে যে-জন্ম হয়, সে'টি দ্বিতীয় জন্ম। কেবল শরীরটা রক্ষা হ'ক, এমন নহে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞান সংগ্রহ হ'ক—এই উপলক্ষ ক'রে মৌঞ্জিবন্ধন। তৃতীয় জন্ম হয় আমাদের যজ্ঞদীক্ষাকালে, এর নাম—দৈক্ষ্য-জন্ম। দৈক্ষ্য-জন্মের কার্য্য—যজ্ঞ—উপাসনা। 'উপাসনা' অর্থে—সমীপে বাস। 'উপ' পূর্ব্বক আস্ ধাতু ভাবে অনট্। ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরবর্ত্তি-কালের আনুষ্ঠানিক কার্য্য। বাস্তববেদমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমরা যে-কার্য্য করি, তা'রই নাম—উপাসনা। যাঁ'র নিকট উপনীত হ'য়ে বাস করি, তাঁ'কে উপাস্য বলে; তিনি বেদপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। যে-জন্য বাস করি, সেটা উপাসনা, সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ। যজ্ঞের বিধি ভিন্ন যুগে ভিন্ন রকমের,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

১। ধ্যান-যজ্ঞ—সত্যযুগে, যখন চা'রপাদ ধর্ম্ম; ২। মখ-যজ্ঞ—ত্রেতা-যুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম; ৩। পরিচর্য্যা-যজ্ঞ—দ্বাপরযুগে, যখন দুইপাদ ধর্ম্ম; ৪। কীর্ত্তন-যজ্ঞ—কলিযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'য়েছে, এক পাদে ধর্ম্ম কোনরূপে অবস্থান কর্‌ছেন।

বেদ-শাস্ত্র শ্রুতি বা কীর্ত্তনমুখে এখানে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদযুগ; যে-কোন কথা বলিনা কেন, সঙ্গে-সঙ্গে তর্ক, প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে। হরিকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রৌতপথ। ঐকান্তিক শ্রৌতগুরু শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যে নারায়ণ সংহিতার বাক্য উদ্ধার ক'রে বল্‌ছেন,— দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।

কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

উপাস্য-বস্তু-বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যদি অচেতন পদার্থের নিকট বসে থাকি বা উপনীত হই, তা' হ'লে অচেতন পদার্থকে কাজে লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে জিনিষটা চেতন, তা' স্বতন্ত্র, তা'র ঘাড়ে যদি উঠ্‌তে চেষ্টা করি, তা' হ'লে সে বাধা দেয়। পূর্ণ চেতন, পূর্ণ স্বতন্ত্রকে মোটেই আমাদের কাজে লাগা'তে পারি না, আমরা তাঁ'র কাজে লেগে যে'তে বাধ্য হই। আজকালকার 'ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি (Utilitarian theory) নদীর জল, বায়ু, নায়েগ্রা প্রপাত—সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু আমরা চেতন বস্তুকে—পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকে সেরূপভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি না—তিনি আমাদের অধীনে আসেন না।

পৃথিবীতে থাকাকালে আমাদের বিচার প্রবল হ'য়েছে, অন্য বস্তু আমাদের সেবা করুক—আমরা উপাস্য হই। আমরা উপাসকের সজ্জায় অন্য বস্তুকে যে-পূজা কর্‌বার অভিনয় দেখাই, এই উপাসনা কি মিশ্রভাবযুক্ত, না অমিশ্র? ঋষিবংশ যজ্ঞাদি কর্‌তেন, ধ্যানাদি কর্‌তেন, তাঁ'রা অপরের সেব্য—এ বুদ্ধি কর্‌তেন না; তাঁ'রা দেবতাগণের সেবা কর্‌তেন। উপাসনা-কাণ্ডে দেখি, তাঁ'রা—

অগ্নে (গ্রে) নয় সুপথা রায়ে অস্মান্,
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে
নম-উক্তিং বিধেম॥

—প্রভৃতি মন্ত্রে দেবগণের স্তব কর্‌ছেন – স্তবগুলিকে উপাসনার অঙ্গ জ্ঞান কর্‌ছেন ; এ-সকল কথার প্রমাণ অতি প্রাচীনতম বৈদিক-ইতিহাসে সুস্পষ্ট র'য়েছে। তাঁরা নিজদিগকে উপাস্যবস্তু মনে করেন নাই, দেবতার উপাসনা ক'রেছেন। সুতরাং 'উপাসনা' ব'লে যে জিনিষ, তা' নূতন তৈরী হয়েছে, এরূপ কথা কেবলজ্ঞানাবলম্বী বা কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্থির ক'রেছেন,—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াই পুরুষার্থ, এরূপ বিচার জন্মগ্রহণ কর্‌বার বহু পূর্ব্বে জীবের সহজ সরল বৃত্তিতে 'সেবা কর্‌ব, উপাসনা কর্‌ব,'—এরূপ বিচারই ছিল। আজকাল কলিকালের বিচার হ'য়েছে—উপাসনা পরবর্ত্তি-কালে তৈরী হ'য়েছে ; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেখানে চেতন-ধর্ম্ম, সেখানেই উপাসনার কথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ-বস্তু স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছিল – বাস্তব-সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হ'য়েছিল।

ব্রহ্মার সন্তানগণই ঋষি বা দেবতা। দেবতাগণ অশেষ দীপ্তিসম্পন্ন। এজন্য ঋষিগণ যত্নপূর্ব্বক দেবতাদের সেবা কর্‌তেন। এই সেবা-সেবক-ভাব দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে চিরকালই ছিল।

আমাদের চেতনের আদি বিকাশে লক্ষ্য করি—সভ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার আলোচনার প্রাক্কালেও লক্ষ্য করি যে, সেবা বা উপাসনা আমাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি। পরবর্ত্তী সময়ে যত ধর্ম্ম-প্রণালী লক্ষ্য করি, প্রাগ্ ইতিহাস-সমূহেও দেখি, আমাদের সেবা কর্‌বার বৃত্তিটী স্বাভাবিক।

কলিকালে এত বিবাদ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, যেহেতু আমরা প্রভুত্ব করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে—যত বস্তু আমাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাস্য হ'বার জন্য কতই না উপাসনা করি। সভ্যতার প্রাক্কালে 'বিনিময়' বলে একটা ব্যাপার উদ্ভূত হ'য়েছিল। আমি যদি কারো সেবা ক'রে দেই, তখন তিনি আমাকে কিছু মূল্য দেন। মনুষ্য-জাতি সেবা-সেবকভাবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহজগতে সেবা করার যন্ত্র আমাদের এগারটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ও মন। ঐ সকল করণের দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্ত্তন ক'রে থাকি। একজন শ্রেষ্ঠ হ'য়ে থাকেন, আর একজন অধীন হ'য়ে থাকেন। একজনের নিম্ন ভূমিকা, আর একজনের উচ্চ ভূমিকা। একজন আর একজনের সেবা কর্‌ছে।

মানবমাত্রেই—প্রাণীমাত্রেই—চিদচিৎ বস্তুমাত্রেই উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য—এই তিন প্রকার সম্বন্ধে অবস্থিত সেবা-সেবকভাবে একবস্তু অপর বস্তুর সহিত অবস্থিত। যেখানে একের অধিক 'অনেক' ব'লে বস্তু উপস্থিত হ'য়েছে' সেখানে একটি অপরকে সেবা কর্‌ছে। চিদচিৎ জগতে আমরা এই উপাসনা ব'লে ব্যাপার লক্ষ্য করছি, অথচ আমরা বুদ্ধিমান্ ও যুক্তি-পরায়ণ অভিমান ক'রে নির্ব্বিশেষবাদকে স্থাপন কর্‌তে চাই। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান যদি আমার উপাস্য হয়, তা'হ'লে সেরূপ উপাস্যের উপাসনা কর্‌বার জন্য আমি যে-চেষ্টা করি, তা'ই আমার উপাসনা-চেষ্টা মাত্র।

নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—তিনরকম ধরণের বিচার যেখানে একীভূত হ'য়েছে, সেখানে বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমা। বিচিত্রতা লোপ হ'ক—একজন দেখ্‌ছে আর একজন দেখাচ্ছে—এ'দের উভয়ের বৃত্তি রহিত হ'য়ে যা'ক্—এই ব্যাপারটির নাম-জাড্য। আলোকের দ্রষ্টা, আলোক এবং আলোক-দর্শন-কার্য্য নষ্ট হ'য়ে গেল, উপাসনার হাত থেকে—ত্রিতত্ত্বের হাত থেকে এড়িয়ে যে'তে পারলাম মনে করি। আমরা কোন একটা কার্য্যের মধ্যে আছি—কর্ম্ম কর্‌তে বসেছি, তা নষ্ট হ'য়ে গেলে কর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায়, আমাদের এবিচার উপস্থিত হ'য়েছে।

অনশ্বর বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর জগতের মধ্যে আমাদের তটস্থ অবস্থান। এখানকার প্রাকৃত সকল ধরণের কথা শেষ হ'বে—যদি আমরা তটভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। অচিৎএর অনুসন্ধান যে-কাল পর্য্যন্ত কর্‌ছি, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হ'চ্ছে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিনষ্ট হ'লে আমরা অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পা'ব। এরূপ প্রস্তাব যে-স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, সে-স্থানের দুই দিক্ নেই—ব্রহ্মাণ্ড নেই, বৈকুণ্ঠও নেই। তটস্থশক্তি থেকে পরিণত হ'চ্ছে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। এটা হ'চ্ছে, সত্যবস্তুর একটা নশ্বর বিভাগ। এখানে যে উপাসক, উপাস্য, উপাসনা প্রভৃতির অভিমান ও আচরণ ক'রে থাকি, তা এক নহে,—বহু। কথায় বলে, একজন সেবক বহু বস্তুর সেবা করতে পারে না। এখানকার বস্তুর যখন সেবা কর্‌তে যাই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির সেবা হ'য়ে যায়। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একীভূত হ'য়ে গেলে মহা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(প্রেম)

১। প্রেমের স্বরূপ কি ?

"দৃঢ়মমতাশয়াত্মিকা প্রীতিঃ প্রেমা ॥

প্রীতি দৃঢ়-মমতাতিশয়রূপিণী হইলে 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয় ॥"

— আঃ সূঃ ৮৭

২। প্রেমের বিস্তার-ক্রম কি ? প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদির স্বরূপ কি ?

"রতি সর্ব্বাতিক্রমী সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থা নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ব্ববিস্মরণকারিণী শক্তিবিশিষ্টা। বিরুদ্ধ-ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হইলে 'প্রেম' নাম পায়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। * * * পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে-প্রেম চিদ্দীপ-দীপন-লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমই 'স্নেহ'। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ। মদীয়ত্বাতিশয় রূপ স্নেহই মধুস্নেহ। রতির আকার দুইটি অর্থাৎ 'তাঁহার আমি'—এই ভাবনাময়ী রতি এবং 'তিনি আমার'—এই ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে 'আমি তাঁহার'—এই ভাবটী চন্দ্রাবলীর স্নেহ। মধুস্নেহে 'তিনি আমার' এই ভাবটি শ্রীরাধার মধুস্নেহ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কোটিল্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক 'মান' হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মান দুই প্রকার। অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই 'রাগ'। নীলিমা ও রক্তিমা-ভেদে রাগ দুই প্রকার। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ ভাবান্তর। যে-রাগ স্বয়ং নব-নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'। ইহাতে বশিত্বভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসা হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি করায়। **বিপ্রলম্ভই প্রেমবৈচিত্ত্য।** যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্য-দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই 'ভাব' বা 'মহাভাব' হন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

৩। প্রীতির স্বরূপ ও কার্য্য কি ?

"প্রীতি অশেষ তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে সর্ব্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণ-তত্ত্বের জনাকর্ষণ-বিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম; শ্যামরূপ চিদ্‌ঘনানন্দসর্ব্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক; গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণগুণদ্বারা সম্পূর্ণ এবং নিত্যলীলা-রসাঢ্য। এই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৪। সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য-বস্তু কি ? তাহা কয় প্রকার ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মতে কেবল প্রেমই – সর্ব্বোত্তম ফল। ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ ভেদে প্রেমও দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল; ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৫। কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি ?

"প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগা-ভক্তির সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল প্রেম উদিত হয়। বিধি-মার্গীয় সাধন-ভক্ত-গণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৬। প্রেমের লক্ষণ ও বাধক কি ?

"**তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ**। সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর-ফল মাত্র। তদবস্থায় **আত্মারামতা প্রেমের বাধক** বলিয়া সাধুগণের মতে অতি হেয়।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৭। প্রেমিকের প্রার্থনা কি ?

"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অরুণ-বর্ণ পাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্যজ প্রেম দিনে-দিনে বৃদ্ধি হউক; শুদ্ধবৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক; প্রভুর গুণসাগরে আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমার প্রীতি থাকুক; আশ্রিত-জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণোন্মুখ স্বীয় আত্মায় আমার এরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয়।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৮। সর্ব্বাগ্র বস্তু কি?

"বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণই মহাজন। তাঁহাদের প্রতি প্রীতিই প্রার্থনীয়। স্বীয় আত্মাই ক্ষেত্র; তথায় প্রীতি আরোপণীয়া। হৃদয়ে প্রীতিকে অবরোধ করুন। কৃষ্ণই জগতের একমাত্র ধন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকটস্থিত ব্যক্তিবিশেষ। প্রেম বা প্রীতিই সর্ব্বাগ্র বস্তু; প্রীতি অপেক্ষা আর কিছুই নাই।" —আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৯। অসংখ্য বেদ-শাখার মধ্যে কোন্ শাখা গৌরসুন্দরের প্রিয়? তাঁহার ফল কি?

"এই বেদ-শাখা-সহস্র সম্পন্ন। ইহার মধ্যে একটি মাত্র প্রভুর প্রিয়। সেই শাখার নাম কৃষ্ণভক্তি শাখা; প্রীতিই সেই শাখার সৎফল; তাহা হইতে এই ভূতলে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। সেই প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু।" — আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১০। মহাপ্রভুর একমাত্র অস্ত্র কি?

"প্রীতি বা প্রেমাই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রের যদি উদয় হয়, তবে সর্ব্ববিঘ্ন দূর হইয়া সকলেই সুখী হইবেন; জীবচিত্ত আর ভব-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না।" —আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১১। প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু হইলে ইতরানুরাগ উপস্থিত হয় কেন?

"যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞান-বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেম কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।" —তঃ সূঃ ৪ সূঃ

১২। প্রেম ও মোক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? প্রেমভক্তের জীবন কিরূপ?

"জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ কিছুই নাই। মোক্ষ—প্রেমের নিকট একটি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ববিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে 'মোক্ষ' একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। **প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়।** সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বিধি লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।" — চৈঃ শিঃ ৬।১

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রেম *

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, আজকের আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে 'প্রেম'। 'প্রেম' শব্দটি আজকাল যেরূপভাবে ব্যবহৃত হ'চ্ছে, তা'কে শব্দের অপব্যবহার মাত্র বলা যায়। এইরূপ আরও কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির অযথা ব্যবহার জগতে প্রচুর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, যথা—'নারায়ণ', 'জয়ন্তী', 'হরিজন' প্রভৃতি। এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বিচার না ক'রে আমরা গ্রাম্যবার্ত্তাবহে বা অন্যান্য স্থানে ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করি, কিন্তু তা'তে যে কি অপরাধ সঞ্চয় ক'চ্ছি, সে দিকে কারও দৃষ্টি নাই।

সাধারণতঃ 'প্রেম' ব'ল্‌তে আমরা মনে করি 'ভালবাসা'। হিন্দুস্থানে ইহার অধিকাংশ স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশেও অল্প বিস্তর এইভাবে অর্থ হ'লেও অধিকাংশ স্থলে যুবক-যুবতীর ভালবাসাকেই প্রেম-শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু সেটি প্রকৃত অর্থ নয়। প্রেম বস্তুটি নিত্য; সুতরাং অনিত্য বস্তুতে কিরূপে সম্ভব? আজ আমি যা'কে ভালবাস্‌ছি, কাল হয়ত সে আমার দুষ্‌মন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে উহার নিত্যতা থাক্‌ছে না। কাজেই তা'কে 'কাম' শব্দে অভিহিত করা যাবে।

কামের উৎপত্তি কোথা হ'তে? শ্রীগীতায় ভগবান্ ব'লেছেন,—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ···।" আমাদের ভালবাসার কারণ হ'চ্ছে—কাম। কামের তাড়নে ভালবাসি। যেখানে কামের পূরণে বাধ্য, সেখানেই ভালবাসার নিবৃত্তি। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাকে প্রেম বলা যায় না। কারণ তাহারও কারণ 'কাম'। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের স্বার্থ সেখানে বিজড়িত। একজন স্বার্থ-চালিত হয়ে'ই অপরকে ভালবাসে। তাই শ্রুতিতে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।"

পতির স্বপ্রয়োজনার্থে পতি স্ত্রীর প্রিয় হয় না, কিন্তু সেখানে স্ত্রীর নিজ কামবাঞ্ছা বর্ত্তমান। আমরা অনেক সময় বলি যে, পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামী-সেবাই ধর্ম্ম। কিন্তু তাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিজস্বার্থ লুক্কায়িত না থাক্‌লে পতি-সেবা-নিষ্ঠতা সম্ভব হয় না। যদি তা না হ'ত তবে পতি

---

* পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ-প্রদত্ত ভাষণ। —প্রকাশক

কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত হ'লে স্ত্রীর সেই সেবা-নিষ্ঠা থাকে না কেন? আবার কোন কোন স্থলে কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত পতির সেবা দেখা গেলেও তাহা হয়ত স্বর্গাদি-কামনা-পরা হ'তে পারে; সুতরাং সেখানেও শুদ্ধ নিঃস্বার্থ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না। স্বার্থ-বিজড়িত ভালবাসার পরিণাম ভয়াবহ, আমরা সেটি বুঝ্‌তে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তঃ কৃপণো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

যারা ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীব, তাদের স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাই তাদের ভগবদ্ভজনের কথা ব'ল্‌তে গেলে তা'রা জবাব দেয় যে, আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ভার্য্যা, অনাথ শিশুসন্তানগণ, আমি যদি তাদের না দেখি তবে তারা কিরূপে জীবনধারণ ক'রবে? এইরূপে গৃহাসক্ত সেই মূর্খ সংসারাসক্তিফলে মৃত্যুর পরে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করে।

মানুষে মানুষে বা জীবে জীবে প্রেম হয় না, সেটি কেবল ভগবানের সঙ্গেই সম্ভব, এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রেছেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও প্রেম-সংজ্ঞা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে—

"সম্যঙ্ মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত হইয়া অতিশয় মমতাযুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'প্রেম' বলেন।

মহাবদান্যবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে প্রেম ও কামের এই পার্থক্য লোকে জান্‌ত না, কামকেই প্রেম ব'লে ভুল ক'রত। তিনিই আমাদের প্রেমের সন্ধান দিয়েছেন। এবিষয়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ বলেছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।

কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥

['প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা নামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ়-মহাভাব মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।]

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত ক'রেছেন। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত-প্রেমিক—নব-যোগেন্দ্র, সনকাদি; দাস্য-প্রেমিক—গোকুলস্থ রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি, দ্বারকাপুরীস্থ দারুকাদি, বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ হনুমানাদি লীলাদাসগণ; সখ্য-প্রেমিক—শ্রীদামাদি গোপ-বালকগণ এবং ভীমার্জ্জুনাদি। বাৎসল্য প্রেমিক—মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনগণ; আর মধুর-প্রেমিক ব্রজে গোপীগণ, পুরে মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ প্রভৃতি।

শান্ত অপেক্ষা দাস্য, তদপেক্ষা সখ্য, তা'র চেয়ে বাৎসল্য এবং সর্ব্বোপরি মধুর প্রেমের শ্রেষ্ঠতা। অপ্রাকৃত কবিগণ কৃষ্ণচন্দ্রের যে-লীলা-কথা মিথ্যা বা কল্পিত ব'লে বর্ণন ক'রে ভগবান্‌কে নৈতিক চরিত্রবান্ সাজাতে গিয়েছেন, সেই মধুর লীলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এটি তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেই কোনদিনই প্রবেশ কর্‌বে না। গোপীগণ ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত কিরূপে, সেটি আমি আপনাদের নিকট শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি। দেখুন, কবিগণ শ্রীপ্রহ্লাদকে সাধারণ ভক্তের উপমাস্থল ব'লে থাকেন, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লঘুভাগবতামৃত-নামক গ্রন্থে এইরূপ বিচার দেখিয়েছেন,—

ন তু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরংব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদ্গৃহান্ অভিযান্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যুয়মেব ততোঽপ্যস্মত্তোঽপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ।

(লঘু ভাঃ উঃ খঃ ১৭ সংখ্যাধৃত ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের সামিটীকা)

[শ্রীধরস্বামিপাদ ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—প্রহ্লাদের গৃহে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন নাই, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন নাই। আর ভগবান্ প্রহ্লাদের

মাতুলাদি রূপেও বর্ত্তমান থাকেন নাই, পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই ; এই হেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের (নারদ) অপেক্ষা তোমরা (পাণ্ডবগণ) সাতিশয় ভাগ্যবান্, ইহাই নারদের অভিপ্রায়।]

সদাতি সন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥
(লঃ ভাঃ উঃ খঃ কারিকা ১৮ সংখ্যা)

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে অবস্থান করাতে মমতাধিক্যবশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয়।

"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।" (ভাঃ ৩।৫।৩১)

আমা হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন ; যেহেতু ইনি গোস্বামী, বিষয়-দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না।

এমন যে উদ্ধব, যিনি ভগবানের পরম প্রিয়তম, সর্ব্বদা সঙ্গী, এমন কি মহিষীগণসমীপে ভগবানের অবস্থিতিকালেও যাঁর অবাধ গতি ছিল, সেই উদ্ধব একদিন ব্রজে গমন ক'রে ব্রজরামাগণের কৃষ্ণপ্রেমের চেষ্টা দেখে ব'লেছিলেন,—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥"

অহো! আমি যদি বৃন্দাবনে তৃণ-গুল্ম লতা বা ওষধিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রতে পারতাম্, তবে ধন্য হ'তাম। কেন না, ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকাগণের চরণরেণু আমার অঙ্গে উড়ে এসে লাগতো। যে-গোপীগণ দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ ও স্বজনগনকে ত্যাগ ক'রে শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজন ক'রেছেন, ভগবান্‌কে প্রেমডোরে বেঁধে ফেলেছেন, যাঁদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলেন,—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"

—সেই গোপরামাগণই ধন্য। ভগবান্ তাঁদের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে না পেরে একদিন ব'ল্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন,

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মলা, বহু জীবনেও আমি নিজ সৎকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ক'রতে পা'রব না। যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন ক'রে আমাকে অন্বেষণ ক'রেছ। অতএব আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ ক'রতে অক্ষম, তোমরা নিজ-কার্য্য-দ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

অতএব আমরা যদি সত্য সত্যই নিজ জীবনকে ধন্য ক'রতে চাই, অনিত্য জগতে নিত্য মঙ্গল লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে কামের সেবা পরিত্যাগ ক'রে প্রেমের ভিখারী হওয়া কর্ত্তব্য। প্রেমের উৎপত্তি কিরূপে হবে শুনুন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥

রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে **'প্রেম'** নাম।
সেই 'প্রেমা' 'প্রয়োজন', সর্ব্বানন্দ ধাম॥

তা'হ'লে বুঝুন যে, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ ক'রতে হ'লে সাধু-সঙ্গই মুখ্য প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সাধুসঙ্গেরই অভাব ঘ'টেছিল। সেই অভাব দূর করার জন্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের নিকট এক মহা-পুরুষকে পাঠিয়েছেন, যিনি সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে পর্য্যন্ত প্রেম-প্রদান-লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। আজ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যপ্রভৃতি দেশবাসিগণ প্রেমের সংবাদ-দাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা শুনে ভগবৎ প্রেমের কথা শুনে প্রেমের কাঙাল হ'য়ে

প'ড়ছেন। এমন প্রেম-বন্যায় যদি আমরা ভাস্‌তে না পারি, হাতে মাণিক পেয়ে যদি সাগরে নিক্ষেপ ক'রে দিই, তবে আমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কে আছে? এ প্রেমের প্রাকৃত কোন মূল্য নাই, চাই কেবল শ্রদ্ধা। আমরা যদি সর্ব্বপ্রকার জড় অভিমান পরিত্যাগ ক'রে শ্রদ্ধাসহকারে সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে, যাঁর প্রতিমূর্ত্তি আমার মস্তকোপরি বিরাজিত র'য়েছেন (শ্রীল প্রভুপাদের চিত্রপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শরণাগত হ'তে পারি, তবে আর আমাদের কোন অভাব, কোন দুঃখ, কোন পরিতাপ থাক্‌বে না। প্রেমফল ভক্ষণ ক'রে ধন্যাতিধন্য হ'তে পার্‌ব।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য

আনন্দ-প্রদায়িনী 'রাধা' সর্ব্ব-অংশিনী।
তাঁহার' অবতার শ্রীবৃন্দামহারাণী॥
বৃক্ষরূপে প্রপঞ্চে হইয়া প্রকটিতা।
'তুলসী' বলি' তিনি জগতে পূজিতা॥
নারায়ণ-প্রিয়া সেই তুলসী-মঞ্জরী।
তাঁ'র মহিমা পুরাণে আছে ভুরি ভুরি॥
উন্নত-গিরি আর অসংখ্য তীর্থস্থান।
সকল ত্যজে শক্তিমান্ শ্রীভগবান্॥
অত্যন্ত প্রিয়া তাঁহার তুলসী-কানন।
সেস্থানে সুখে সদা করয়ে অবস্থান॥
তুলসীর সদা দর্শন-স্পর্শন ধ্যান,
গুণ-কীর্ত্তন, পূজা, জলসেক, রোপণ;
গুণ-শ্রবণ, প্রণাম—এই নববিধা।
সেবা শুদ্ধচিত্তে কেহ করেন সর্ব্বদা॥
অনায়াসে সেই ঘুচাইয়া মায়াপাশ।
কোটি সহস্র যুগ হয় বিষ্ণুলোকে বাস॥

যাঁর গৃহে সেবিত সদা তুলসীকানন।
তাঁ'র গৃহে যম-দূত না করে গমন ॥

তুলসীকে কেহ করিবে না বৃক্ষ-জ্ঞান।
জড়-বুদ্ধ্যে অবজ্ঞা চিত্তে নাহি দেহ স্থান ॥

বৈকুণ্ঠধামে বাসুদেব-দেহ যথা।
তুলসীর সেই দেহ সাক্ষাৎ তথা ॥

উষঃকালে তুলসীর সর্ব্বাগ্রে দর্শনে।
অহোরাত্র-কৃত পাপ ধ্বংস সেইক্ষণে।

যথা পুরাণপাঠ, তুলসী, পদ্মবন।
তথা শ্রীহরি সদা করেন বিচরণ ॥

যাঁর গৃহে তুলসী-মৃত্তিকা দেহে শোভিত।
মনুষ্য নহে সেই, দেব-মধ্যে গণিত ॥

সর্ব্ব মহাপাপযুক্ত হয় যেই জন।
ভুলিয়াও পুণ্য-কার্য্য না করে কখন ॥

তথাপি তুলসীপত্র করিলে সেবন।
সমস্ত পাপ হইতে হইবে মোচন ॥

ভক্তিমান্ যেমন করি' ভক্ত্যনুষ্ঠান।
সমস্ত পাপ নিঃশেষে করয়ে দাহন ॥

তেমন তুলসীপত্র করিলে সেবন।
সঞ্চিত পাপ হইতে হয় বিমোচন ॥

এই সব মহিমা যদিও তুলসীর।
পুরাণেতে সুবিস্তার বর্ণিয়াছে ধীর ॥

তথাপি কৃষ্ণে সর্ব্বদা তুলসী অর্পণ।
করিয়া বৈষ্ণবগণ করিবে গ্রহণ ॥

হে তুলসী-দেবি! কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী।
হও তুমি সর্ব্ব জীবের ভক্তি-জননী ॥

'রমাপতিদাসে' করয়ে এই মিনতি।
কৃষ্ণপদে দাও মোরে অহৈতুকী ভক্তি ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ
গোয়ালপাড়া (আসাম)।

হরিজন

কিছুদিন আগেকার কথা—'হরিজন' উন্নয়নের হিড়িক্ পড়িয়াছিল। এখনও তাহার জের চলিতেছে। আবার ইহার ভিতরে 'সাম্যবাদ' মাথা 'চাড়া' দিয়া উঠিয়াছে। সমাজে ধনী কেহই থাকিবেনা, সকলেই নির্ধন হইয়া যাউক্; বর্ণভেদ লুপ্ত হউক্; সাধু অসাধুর সহিত হাত মিলাইয়া দিউক্; উচ্চ-নীচ একেবারে সমান স্তরে উপনীত হউক। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সব একাকার হউক। ইহা কি সম্ভব? কর্ম্মী যে, সে ভুক্তিকামী, জ্ঞানী মুক্তিকামী, যোগী কৈবল্যকামী আর ভক্ত ভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষী। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। সমপর্য্যায়ভুক্ত গণ্য করা বাতুলের প্রলাপ ব্যতীত কিছুই নহে। ইহার ফলে আজ আর কেহ একজন অপরকে সম্মান দিতে রাজী নহে। পুত্র পিতাকে, ছাত্র শিক্ষককে, ভৃত্য মনিবকে, শূদ্র ব্রাহ্মণকে এমন কি মানুষ ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায্য মর্য্যাদা দিতে নারাজ। ইহার মূলীভূত কারণ একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা।

অধুনাতন শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিতের মুখোস পরিয়া জনগণ সমাজের মেরুদণ্ডে তীব্র আঘাত হানিতেছে। তাই আজ দিকে দিকে হানাহানি-রক্তারক্তি, অশান্তির তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

বিদ্যা বিনয়ং দদাতি বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্॥

অর্থাৎ বিদ্যাই বিনয়-নম্রতা দান করে; বিনীত স্বভাব যোগ্যপাত্রে পরিণত করে; কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনে সক্ষম হয় এবং ধন হইতে ধর্ম্মলাভের সুযোগ ঘটে। তৎপরে ধর্ম্মই মানুষের মনে সুখ-শান্তি আনয়ন করে। যে-ধর্ম্ম মানুষকে পশু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে, সেই ধর্ম্ম আমরা হারাইতে বসিয়াছি, উহার প্রমাণ শাস্ত্রই সাক্ষ্য দিতেছে,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভি র্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মকে বাদ দিলেই পশুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। গর্দ্দভ একটি ভারবাহী পশু; সে কত চিনির বস্তা বহন করিয়া বেড়ায়; কিন্তু

এমনই তাহার দুর্ভাগ্য যে, চিনির মিষ্ট আস্বাদ সে উপভোগ করিতে পায় না। তথাকথিত বিদ্বন্মণ্ডলীও সেইরূপ। শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে,—

জড়বিদ্যা সব মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা।
অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া জীবকে করয়ে গাধা॥

অতএব আমাদের পরাবিদ্যার অনুশীলনই একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আমাদিগকে হিতোপদেশ দান করিয়াছেন,—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যদি চিত্ত চিত্ত রয়॥"

পরাবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া জড়বিদ্যাপ্রসূত প্রাকৃত বুদ্ধিবলে জগতে সকলে 'মুড়ি-মিশ্রী' সমান জ্ঞান করিতেছে। মুচি, মেথর, হাঁড়ি, ডোমকে আজ 'হরিজন' আখ্যা দিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। 'হরিজন' বলিতে হরির জন অর্থাৎ 'বৈষ্ণব'কে বুঝায়। তাহা হইলে মুচি প্রভৃতি শ্রেণীমাত্রকেই কি বৈষ্ণব বলিতে হইবে? শাস্ত্রমাধ্যমে আমরা দেখিতে পাই 'মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে'॥ উহারা কি সকলেই হরিভজন করিতেছে? যাঁহারা শ্রীহরির আদেশ পালন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত হরির নিজজন। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ, বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।"—এই বিধি-নিষেধ কি পূর্ব্বোক্ত হরিজনগণ নিজেদের জীবনে আচরণ করিতেছে কি? এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীপদ্ম-পুরাণ বলিতেছেন,—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও বৈষ্ণবের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা;—

'কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥

মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত যাঁহারা হরিজন, তাঁহারা সমাজে উপেক্ষিত ও অনাদৃত। তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের আনুকূল্যের অভাব। সাম্যবাদিগণের ইহাই অন্তর্নিহিত মনোভাব যে, সাধুসমাজ তথা বৈষ্ণব-সমাজ ধ্বংস হউক এবং অশুদ্ধাচারীর সহিত সমপর্য্যায়ে গণ্য হউক্। ইহার নামান্তর 'হরিজন' আন্দোলন। এরূপ এক অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন-আন্দোলনে সমাজে তথা বিশ্বে শান্তির আদৌ সম্ভাবনা নাই। 'শান্তি' 'শান্তি' বলিয়া উচ্চ চীৎকারে কোটি কোটি জন্মেও শান্তির সন্ধান মিলিবে না। যদি আমরা শান্তিময়ের অশোকাভয়ামৃতপাদপদ্মের আশ্রয় না লই তাহা হইলে জগতে অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হইবে না এবং মানব-জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই আশ্বাসবাণী পাই.—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

অর্থাৎ, হে ভারত! কায়মনোবাক্যে সেই শান্তিময়ের শরণ লও, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহে নিত্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টা পরা শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। তাই মহাজন তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ-মদাদি আবিষ্ট।
এসব না ছেড়ে কিসে পাবে রাধাকৃষ্ণ॥
সৎসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট।
বৈষ্ণবচরণে মজ ঘুচিবে অনিষ্ট॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদও গাহিয়াছেন—

অপ্রাকৃতভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধাপাদ-পদ্ম লভে সেই "হরিজন॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা

"ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথি গৌড়ীয়গণের এত আদরের কেন ?"—এই প্রশ্নটি যখন হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তাহার উত্তরের জন্য শ্রৌতবাণীর সহস্রমুখী প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত দৈহিক ও মানসিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তৌলদণ্ডে প্রত্যেক বস্তুর সার্থকতা পরিমাপ করেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন,—"গৌড়ীয়ের আদরের, গৌড়ীয়ের আরাধনার, গৌড়ীয়ের অত্যধিক প্রীতির সামগ্রীতে সার্ব্বজনীন সার্থকতা কতটুকু আছে ? সাম্প্রদায়িক গণ্ডির আনন্দোৎসব সার্ব্বজনীন অভিনন্দন লাভ করিতে পারে না।"

যাহা সকলের সর্ব্বপ্রকার যথেচ্ছাচারিতা স্বৈরিণী বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্রিয়মেধ-যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইয়া দিতে পারে, তাহাই আধুনিক সার্ব্বজনীনতা ! বহির্ম্মুখ-সার্ব্বজনীনতা ও উন্মুখ-সার্ব্বজনীনতার তারতম্য বিচার করিবার সময় আমাদের নাই। সার্ব্বজনীনতার মধ্যে বহির্ম্মুখতার পরিমাণ ও সংখ্যা কতটা অধিক প্রবেশ করিয়া সার্ব্বজনীনতার প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা বিচার করিবার মত সুমেধা ও সহিষ্ণুতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে আমরা বাঙ্গালার লোক অভ্যর্থনা করি বটে, কিন্তু সেই অভ্যর্থনা কতটা হৈতুকী আর কতটাই বা অহৈতুকী, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। ঋতুরাজ নব বসন্ত আমাদের কাম বর্দ্ধন করুক, বসন্তদূত কোকিলের কাকলি আমাদের কর্ণে স্বর্গীয় সুধা বর্ষণ করুক, বসন্তের প্রকৃতি-লক্ষ্মী আমাদের প্রাকৃত সাহিত্যের নব উপহার সৃষ্টি করুক কিংবা ধন-ধান্যে বসুন্ধরাকে অধিকতর সুভোগ্যা করিয়া তুলুক—এইরূপ আশার স্বপ্ন দেখিয়া আমরা ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে অভ্যর্থনা করি ; অথবা বালক-বালিকা—প্রেমিক-প্রেমিকাগণের সামাজিক ফাগোৎসবের আগমনী-বার্ত্তার পতাকা লক্ষ্য করিয়া ফাল্গুনী-পূর্ণিমার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করি ; না হয়, খুব জোর এই তিথিটিকে কোন বীর বা নায়ক—যিনি আমাদের অবাস্তব বস্তুতন্ত্র-জগতের কোন প্রকার সামাজিক বা ব্যবহারিক সুবিধাবাদের উপঢৌকন যোগাইয়াছেন তাঁহারই জন্মতিথির স্মারকরূপে তাঁহার পূজা করিবার পরিবর্ত্তে আমাদেরই সুবিধাবাদের পূজা করিবার উদ্দীপক দিনবিশেষ মনে করি। কিন্তু শ্রীফাল্গুনী-পৌর্ণমাসীর ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহা অবাস্তব

বস্তুতান্ত্রিকতা বা বিশ্বজনীন হিংসাময় সুবিধাবাদের সার্ব্বজনীন ভেল্কির প্রশ্রয় দেন না। ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসীতে সার্ব্বজনীন অচৈতন্যভাব বিদূরিত হইবার সুবর্ণসুযোগ আবিষ্কৃত হয়। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা শ্রীচৈতন্যপূর্ণচন্দ্রের পাদ-পদ্ম নখশোভা প্রকটিত করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এতিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪৩-৪৪)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই তিথির বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১৯)

ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী-তিথি সাক্ষাৎ ভক্তি-স্বরূপিণী। ভক্তিতে জীবের ভোগের কথা নাই; অভক্তিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা তৎপ্রতিযোগী ভাবসমূহ আছে। অচৈতন্যজগতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অভিনিবেশ হইতেই জীবের হৃদয়ে ভোগ ও ত্যাগের স্পৃহা উদিত হয়। এই ভোগ-স্পৃহাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধির রূপ লইয়া উদিত হয়। শ্রীরূপের বাণীতে, শ্রীচৈতন্যের উপদেশে এই ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহাই পিশাচীদ্বয় এবং ভক্তির বিরুদ্ধ ব্যাপার ও প্রেম-পথের অর্গল। মানবজাতি যখন অপ্রাকৃত প্রেমের বার্ত্তা ভুলিয়া যায়, তখন ভক্তিস্বরূপিণী ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী শ্রীচৈতন্যপূর্ণচন্দ্রকে জগতে প্রকাশ করেন। আবার বহির্ম্মুখতার বিক্ষেপ যখন প্রতিমুহূর্ত্তে এই অপ্রাকৃত যোগ-মায়াধীশ পূর্ণচন্দ্রের শোভা-দর্শনে জীবকে বিভ্রান্ত করে, তখন প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি পক্ষে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্ত্তে, শ্রীঅর্চ্চা ও শ্রীনামরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যজনের কৃপায় আমাদের চেতনরাজ্যের সেবোন্মুখতার পীঠে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয়, শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি—শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের কথিত ও চির-প্রসিদ্ধ যে ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন কোন ব্যক্তি অন্য সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথি স্বকপোল-কল্পনা-বলে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। আমরা কিন্তু সর্ব্বমহাজন বন্দিতা, সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণা, পরম পবিত্রা, ভক্তি-স্বরূপিণী ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকেই নিত্য শ্রীগৌরজন্মতিথি বলিয়া আরাধনা করি।

শ্রীমায়াপুর-চন্দ্র জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া একটি বিশেষ রহস্য-কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের লেখনী অনুসারে শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তির ভাষায় নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—

"সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ-যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন-চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এযুগে সবারে।
সুর, মুনি, সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥
বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হ'বে এযুগে বঞ্চিত।
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত॥
পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২০-১২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু একটি নিবূঢ় সত্য কথা জানাইয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন-জন মোরে কোথাও না পাঙ॥"

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা—আমাকে লোকে অনুসন্ধান করুক, কিন্তু কেহই আমার অনুসন্ধান করে না। যাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুকে নিজেদের উপমায় দর্শন করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের এই কথা শুনিয়া বলিবেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব আমাদেরই ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ও লোকপূজার প্রার্থী ছিলেন; কারণ, তিনি পৃথিবীর সকল দেশে গ্রামে তাঁহার নাম-বিস্তারের জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেও লোকে তাঁহার অনুসন্ধান করে না,—এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষাতেও

প্রেমামরতরুরূপী শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ আর একটি প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই,—

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হঞা লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪০-৪১)

শ্রীগৌর-নাম-প্রচার, শ্রীগৌর-কীর্ত্তি-বিস্তারই,—শ্রীগৌরসুন্দরের কাম। তাঁহার কীর্ত্তি-বিস্তারের জন্য অখিল চেষ্টা করিলেই জীবের জড়প্রতিষ্ঠা-কামনা দূরীভূত হইতে পারে। মদনমোহনের কাম পরিতৃপ্ত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেই জীবের প্রাকৃত হৃদ্‌রোগ নির্মূল হয়। একমাত্র কৃষ্ণনাম-প্রচারের জন্য অর্থ, ভূমি, সম্পদ্ প্রভৃতি আহরণ ও নিয়োগ করিলেই প্রাকৃত অনর্থপ্রসবিনী অর্থ-স্পৃহা বিদূরিত হয়। যাঁহারা স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকে ক্ষুদ্রজীবের ঐ সকল পাপ-স্পৃহার সহিত সমান মনে করেন, তাঁহারা নপুংসক বা ক্লীব,—ইহাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস জানাইয়াছেন,—

এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।
বলে—'বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?'
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥

শ্রীচৈতন্যের বাণী—এযুগে দৈত্য ও যবন, যাহারা ভগবান্‌কে কখনও মানে না, তাহারাও তাঁহার নামে ক্রন্দন করিবে। পৃথিবী পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ—গ্রামের সর্ব্বত্র তাহার নাম সঞ্চারিত হইবে। কেবল যাহারা প্রাকৃত বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে মুগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যজনের চরণে অপরাধী, তাহারাই বঞ্চিত হইবে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মানিবে না।

আজ শ্রীচৈতন্যের এই ভবিষ্যদ্ বাণী বর্ণে বর্ণে সার্থক হইতেছে। যাঁহারা লৌকিক বিচারে 'বিধর্ম্মী' নামে পরিচিত, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নামও কোন দিন শ্রবণ করেন নাই, অদ্য পাশ্চাত্যদেশের সেইরূপ বহু বহু ব্যক্তি বিদ্যা, ধন, জন, জ্ঞান, তপস্যা ও আভিজাত্য-গৌরবে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে

করিতে আর্ত্তি ক্রন্দন করিতেছেন। কেন না, তাঁহারা বিদ্যা, ধন, কুলাদির মদে মত্ত হইয়া গৌরজনের চরণে অপরাধ করেন নাই। তাই তাঁহারা গৌর-বাণীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারিয়াছেন।

আজ শ্রীগৌর-জনের কৃপায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গৌরনাম প্রচারিত হইতেছে। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথির আরাধনা কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ থাকে নাই; যাঁহাকে আমরা অবাস্তব বস্তু তান্ত্রিকবাদের মূল কেন্দ্র বা জন্মভূমি বলি, সেখানেও শ্রীচৈতন্য-প্রকট-পূর্ণিমা তাঁহার চেতনময়ী স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রাচী ও প্রতীচিগণ আজ যুক্তকরে শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমার শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য গৌর-জনের নিকট সমিৎপাণি হইয়া আগমন করিয়াছেন। তাই মহাজন-বাক্যের আবৃত্তি করিয়া নিবেদন করি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য।
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥" (শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃতম্ ১০)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ**

ব্রহ্মচারী ও আগন্তুক-সংলাপ

সে-দিন নবদ্বীপ সহরে মহাসমারোহ। বহু মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় নানা রঙ্গের পতাকাসকল বসন্তের মন্দ মধুর মলয়াঘাতে পটাৎ পটাৎ সুর তুলিতেছিল—অনেক দেবালয় হইতে মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্ দিগন্ত মুখরিত করিয়া যাত্রিগণের হৃদয়ে "বসন্ত-গান" শ্রবণের এক অভিনব লালসা জাগরিত করিতেছে। সূর্য্যিঠাকুর দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে পশ্চিম গগনের অন্তরালে ঝাপাইয়া পড়িলে বিহগকুল ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসাপানে ধাবিত হইতেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাসিতে হাসিতে, একে অন্যের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতে পড়িতে 'নিমাই, সন্ন্যাস' শুনিবার জন্য পিপীলিকা দলের ন্যায় চলিয়াছে। উচ্চ শিক্ষিত একটি যুবকবাবুও তাঁহার বৃদ্ধা জননীসহ চলিয়াছেন—

সহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাহারা আমাদের মঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার জন্য প্রবেশ করিলে এক ব্রহ্মচারীর সহিত কথোপকথন হইতেছিল।

যুবক—হ্যাঁ মশায়! আপনাদের কথাগুলি যেন, একটু extreme (বাড়াবাড়ি) বলে মনে হ'ল। কোথায় বুড়ো মা'কে নিয়ে এলাম এই দূর নবদ্বীপ ধামে 'হরিনাম' শোনাবার জন্য, তা বলছেন যে জড়চক্ষে ধাম দর্শন হয় না, জড়েন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-ধাম-রূপ-লীলা-কীর্ত্তন-দর্শন বা ধারণা করা যায় না। ঐ যে কি বল্লেন, "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈ।" কেবল তাই নয় অবৈষ্ণবের মুখ থেকে হরিনাম শুনলেও নাকি বিষবৎ ক্রিয়া করে। আর আপনাদের শাস্ত্রানুসারে এও বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, শুদ্ধ বৈষ্ণব পাওয়াও দুষ্কর। এখানে ত বেশ বোঝা যাচ্ছে যে প্রতি মন্দিরই professional (ব্যবসাদারী)! তাহ'লে ত—ও কথা শুনবেন না! শুনবেন না! ওরা প্রায়ই বৈষ্ণব-বিরোধী শাস্ত্রে ওসব কথা নেই, যে-কোন ভাবে 'হরি' উচ্চারণ কর্ত্তে পাল্লেই হ'লো—বলিতে বলিতে তিলক নাকে গলায় মালা, লম্বা শিখা সম্বলিত কৌপীনধারী এক প্রৌঢ় আসিয়া কথায় বাধা দিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া ধীর ভাবে ব্রহ্মচারীজী বলিলেন—কেন মশায়, বৈষ্ণববিরোধটা কোন্ জায়গায় হলো? আপনি ত বৈষ্ণব (?) আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয় সদাই নাম অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥

প্রৌঢ়—কেন, শাস্ত্রই ত বলে—

এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয়।
বাহ্য জন্মে সেই পাপী করিতে নারয়॥

ব্রহ্মচারী—হ্যাঁ, আবার এও সত্য—

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

যুবক—আপনাদের ত কথা কাটাকাটী হচ্ছে, এখন দয়া ক'রে বলে দিন যে, "নাম-অপরাধ" "নামাভাস" ইত্যাদির অর্থ কি এবং কি উপায়ে 'নাম' কর্ত্তে হয়।

ব্রহ্মচারী—নাম অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে কয়।
সেই অপরাধে মোর বড় হয় ভয়॥

তাই শাস্ত্র বলেন—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

সাধুনিন্দা বড় অপরাধ। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী-জ্ঞানে সাধু-বিচার করিতে হইবে, সাধুকে অসাধু ব'ল্লে যেমন নাম অপরাধ, অসাধুকে সাধু বলাও তদনুরূপ। তাই প্রকৃত সাধুকে বুঝিবার নিমিত্ত শাস্ত্র বলেন—

যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ।
কৃষ্ণনাম যার মুখে সাধু সেই জন॥
তৃণ হৈতে দীন বলি আপনাকে জানে।
সহিষ্ণু তরুর ন্যায় আপনাকে মানে॥
হেন সাধুমুখে যেন শুনি এক নাম।
বৈষ্ণব বলিয়া তারে করিব প্রণাম॥
এ হেন বৈষ্ণব-নিন্দা যেই জন করে।
নরকে পড়িবে সেই জন্ম-জন্মান্তরে॥

যুবক—আচ্ছা, ঐ যে তিন প্রকারের সাধুর কথা বল্লেন, তাঁদের পরিচয় কি?

ব্রহ্মচারী—যে ব্যক্তি—

সাধু সেবাহীন অর্চ্চে লৌকিক শ্রদ্ধায়।
প্রাকৃত বৈষ্ণব হয় বৈষ্ণবের প্রায়॥

আরও—কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ।
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ॥
করিলে মধ্যম ভক্ত শুদ্ধভক্ত হয়।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জ্জন॥

পুনশ্চ—সর্ব্বত্র যাঁহার হয় কৃষ্ণ দরশন।
কৃষ্ণ সকলের স্থিতি কৃষ্ণ প্রাণধন॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ নাহি থাকে যাঁর।
বৈষ্ণব উত্তম তিনি কৃষ্ণনাম সার॥

যুবক—যদি কখনও এমন সাধুচরণে অপরাধ করে ফেলি, তা হ'লে কি কর্ব্বো।

ব্রহ্মচারী— প্রমাদে যদ্যপি ঘটে সাধুবিগর্হণ।
তবে অনুতাপে ধরি সে' সাধুচরণ॥
কাঁদিয়া বলিব প্রভো ক্ষমি' অপরাধ।
এ দুষ্টনিন্দকে কর বৈষ্ণবপ্র[illegible]॥

তারপর, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান করিলে দ্বিতীয় অপরাধ হয়, যথা—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

বিষ্ণু একটী ঈশ্বর, শিবাদি দেবতা একটী একটী ঈশ্বর—এরূপ মান্‌লে অনেক ঈশ্বর মানার অপরাধ হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সেই সেই দেবতাকে বিষ্ণুর গুণাবতার বা অধিকৃত দাস ব'লে জান্‌লে বা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যদ্বারা পূজা কর্‌লে অপরাধ হয় না। অন্য কোন দেবতা বিষ্ণুশক্তি হইতে পৃথক্ শক্তি-সিদ্ধ নন। বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞানই দোষ। শিবাদি দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জান্‌লে ভেদজ্ঞান উদয় হয়। তাই কৃষ্ণভক্ত অন্যদেব ও অন্য শাস্ত্রনিন্দা করেন না। ভেদজ্ঞানে অন্যদেব ও শাস্ত্রনিন্দা পরিত্যাগ কর্‌লে শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তের কৃপা হয়। গুর্ব্ববজ্ঞা তৃতীয় অপরাধ, শ্রীগুরুদেবের পরিচয় হচ্ছে—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

হেন— গুরুতে অবজ্ঞা যার, তার অপরাধ।
সেই অপরাধে তার ভক্তিবাধ॥

এই প্রকার শ্রীগুরুতে সামান্য জীববুদ্ধি কর্‌লে অপরাধ হয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তমজন—যদিও লীলাগত পার্থক্য আছে, তথাপি তিনি হচ্ছেন অভিন্ন নিত্যানন্দ।

তবে যদি এরূপ ঘটনা কভু হয়।
অসৎসঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয়॥

তখন তাহাকে গুরুর আখ্যা দিলেও অপরাধ হয়। কিন্তু দেখুন আমরা অনেক সময় আত্মবঞ্চনা ক'রে থাকি। কি রকম জানেন? এক সময়ে এক দরিদ্র যুবক গিয়েছিল তার নূতন শ্বশুরবাড়ী, শীতকালের দিন পিঠে পায়েসটা অবশ্য পাওয়া যাবে ভেবে লোকটী প্রথমে ব্যঞ্জনাদি কিছুই গ্রহণ কর্‌ল না। মনে ভাব্‌ছে যে, শেষ বেলাটা বেশ পেটভরে পিঠে খাবে,

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্বশুরবাড়ীতে সেই দিন ওসব কিছুই হয়নি। কি করে বেচারা। শূন্য উদরেই বাড়ী ফিরলো। মা জিজ্ঞেস কল্লেন—কি খোকন! শ্বশুরবাড়ীতে কি রকম খেয়েছ? খুব খেয়েছি মা, কত রকমের মিষ্টি যার নামও কখনো শুনিনি! পেট ভর্ত্তি আছে রাতে আর খাব না"—বলে, বোকা যুবক চোখলজ্জায় জননীকে দুঃখের কাহিনী না বলেই বিছানায় গিয়া শুয়ে পড়্‌ল, তারপর সারা রাত এপাশ আর ওপাশ!! আমাদেরও কিন্তু অনেক সময় তাই হয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট যাই আমরা দিব্যচক্ষু ও দিব্যজ্ঞানের জন্য, হরিভক্তির জন্য, কারণ তার নিকট এই সবগুলিই পাওয়া যাওয়ার কথা, অথচ গুরুকরণ করেও যখন দেখি যে আমরা "যে, তিমিরে সেই তিমিরে।" তবু লোকলজ্জাভয়ে বদ্ধ মূর্খ স্বীয় গুরুদেবের বাহার দিয়ে বেড়াই। বলুন ত! এইটে কি আমাদের বোকা যুবকের মত আত্মবঞ্চনা নয়? শ্বশুরবাড়ী গেলে পিঠে পায়েস পাওয়া যায়, কিন্তু তা না পেয়েও যদি বলে বেড়াই খুব খেয়েছি! তবে ছটফট্ ক'রে রাত কাটাতে হয় না?—শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে অধোক্ষজজ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু যে-গুরু (?) সেইটে না দিতে পারে তবুও যদি বলে যে "আমার গুরুদেব খুব উন্নত!" তা হ'লে অন্তিমে কি বোকার মত দশা হবে না?

যুবক—আপনার কথাগুলি বড় ভাল লাগছে। আমি সময় পেলেই পুনরায় আসব। আজ অনেক রাত হ'ল। নমস্কার। দয়া রাখবেন।

ব্রহ্মচারী—আচ্ছা, নমস্কার।

—প্রকাশকের সংগৃহীত

রাজর্ষি জনক

পরমধর্ম্মাত্মা সাধুশ্রেষ্ঠ নিমিরাজার বংশে মহাসত্ত্ব মহারাজ জনক আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোমা। জনকের অপর নাম শিরোধ্বজ। তাঁহার একটি সহোদর ছিলেন, নাম—কুশধ্বজ।

বৈষ্ণব পরমহংস জনকরাজ হরি-ভজন-পর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। বদ্ধজীবের মত, মুক্ত বৈষ্ণবগণের গৃহে 'গৃহ' বা বনে 'বন' দর্শন নাই। তাঁহাদের অপ্রাকৃত অনুভূতিতে গৃহে বা বনে সর্ব্বত্রই শ্রীবৃন্দাবন প্রত্যক্ষ হয়। বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেই গোলোক ভায়।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও প্রার্থনায় গাহিয়াছেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম-মাগে তার সঙ্গ ॥"

জনকরাজের গৃহবাসও এমনিই ছিল। ভগবদর্পিত নিষ্কপট নিষ্কামকর্ম্মে থাকিয়াও যাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও অগ্রে জনকের নাম করিয়াছেন। বলিয়াছেন—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" (গীঃ ৩।২০)।

কালপ্রভাবে অধুনা ভোগসুখতৎপর গৃহব্রত গৃহমেধী ব্যক্তিগণ মনোধর্ম্মে সাধু ও শাস্ত্রকে আপনাদের ভোগবৃত্তির অনুকূলে আবশ্যকমত গড়িয়া লইতে চাহে। তাহারা সাধুমহাজন এবং দেবতাদিগকেও আপনাদের মনের মত করিয়া সাজাইয়া সেই মনঃকল্পিত ভাবটিকে আপনাদের ভোগেচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবিগণ সাধু সাজিয়া বলে—"মহাদেব গঞ্জিকা সেবন করেন, আর আমাদের দোষ কি?" এইরূপে, যাহারা মনঃকল্পিত সাধু-শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচারে কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে চাহে, জন্ম জন্ম কাম-কৃমি-পূর্ণ গৃহ-কূপেই মজিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতাকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়া বলে—"জনকরাজ 'এদিক ওদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটী" অতএব গৃহ-সুখ-সম্ভোগ ও হরিভজন একসঙ্গে হইবে না কেন? আমরাও দুইদিকই বজায় রাখিব।" এই ভাবেই আমরা পরমহংস বৈষ্ণব মহাজনে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তদনুকরণে আত্মবঞ্চিত এবং কেবল ঐ "দুধের বাটী"তেই নিমজ্জিত হইয়া মরি। নিম্নলিখিত—শুক-জনক-সংবাদে, মহাভাগবত মহারাজ জনক যে কেমন 'গৃহী' ছিলেন, তাহা উপলব্ধি হইবে।

জনকরাজ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। একদা ব্যাসদেব আজন্ম-সন্ন্যাসী ব্রহ্মবিৎ পুত্র শুকদেবকে তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাজর্ষি জনক-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জনকরাজ বিবিধ বিষয় প্রলোভন বিস্তার করিয়া, বহু পরীক্ষা করিলেও, তাহাতে শুকদেব আত্ম-যোগ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি (মহারাজ), তাঁহার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্য বহন করিয়া নিয়ে এসে তাঁহার পূজা করিলেন। পরে, তাঁহার আগমন উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রথমতঃ তিনি তাঁহাকে সংসার-ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী শুকদেব গুণময়ী প্রকৃতি-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার বহু ঊর্দ্ধে পরমহংসকুল-সেবিত ভাগবতধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি—সেই ব্যাসশিষ্য সর্ব্ববিৎ জনকরাজ শ্রীশুকদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বতন ঋষিগণ লোকসমূহকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সংহত করিতে সচ্ছিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদের কর্ম্ম বন্ধন ছেদন করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রমোচিত ধর্ম্মসকল সংস্থাপন করিয়াছেন।" (ক্রমশঃ)

— ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ**

গৌড়ীয়ের ষড়্‌বিংশ-বর্ষ

শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শুভ নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। অপ্রাকৃত ষড়্‌বিংশ গুণান্বিত শ্রীগুরু-গৌড়ীয় শ্রীগৌর-সরস্বতীর অত্যন্ত প্রিয়জনরূপে শ্রীগৌর-ভগবানের মনোঽভীষ্ট—গৌরবিহিত কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ও সুদুর্লভ প্রেমভক্তির কথা দোর্দণ্ডপ্রতাপে প্রচারপূর্ব্বক গৌড়ীয়-গগন অন্ধকার করিয়া লোক-লোচনের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাও আজ ষষ্ঠবর্ষ অতিক্রম করিল। শ্রীপত্রিকার ষড়্‌বিংশ-বর্ষে পদার্পণ—আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার্থিব বৈষ্ণব-লক্ষণাবলী ও অসমোর্দ্ধ করুণার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। "কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে" বাক্যানুসারে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে আমাদের ঐ সকল গুণসমূহের বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ করুণা

তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়দয়া বিতরণোদ্দেশ্যে বহু কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী ও কুযোগীর চিত্ত-মালিন্য বিদূরিত করিয়া মায়াবাদাদি বিভিন্ন মতবাদ-নিরাসপর গ্রন্থাদি রচনাপূর্ব্বক পারমার্থিক বিদ্বজ্জন সমাজের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধনোপায় বৃথা পণ্ডশ্রম, অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিবিধানের দ্বারাই আত্মার প্রসন্নতা লাভ, নির্জ্জন ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই দুঃসঙ্গবর্জ্জন এবং তাহাতেই লীলাস্মরণাদি অপ্রাকৃত রসে অধিকার সম্ভব, প্রাকৃত ভোগ ও ত্যাগ-বিরহিত না হইলে সমদর্শী হওয়া যায় না, ভগবদ্ বিস্মৃতিই জীবের অশেষ ক্লেশ এবং তাঁহার সাধন-ভজনেই বাস্তব কল্যাণলাভ ইত্যাদি বিষয় তিনি স্বীয় শুদ্ধভক্তিময় জীবনে আচরণ ও উপদেশ করিয়াছেন।

সদ্‌গুরু অপ্রাকৃত ষড়্‌বিংশ-লক্ষণযুক্ত

গুরুগৃহে বাসকালে বহু গুরুভোগী-গুরুত্যাগী পাষণ্ড তাঁহার বিশ্রম্ভ গুরু-সেবায় ব্যাঘাত ও বাধাসৃষ্টি করিলেও তিনি কখনও কাহারও প্রতি

'দ্রোহাচরণ' করেন নাই; অপরাধী দোষ স্বীকার করিলেই তিনি সকল কথা ভুলিয়া যাইতেন; তিনি ক্ষমাগুণের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে পরম 'কৃপালু' ছিলেন। তাঁহার 'সত্যনিষ্ঠা' সর্ব্বজনবিদিত, অন্যায় কখনও সহ্য করিতেন না; তিনি যেরূপ বজ্রাদপি কঠোর, তদ্রূপ কুসুম হইতেও কোমল ও সরল-স্বভাব ছিলেন। অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ মনে মনে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। সকলের প্রতি তাঁহার 'সম'-ব্যবহার ছিল, একজন বালককেও 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কলিপঙ্ককে কখনও আসক্ত ছিলেন না বলিয়া তিনি 'নির্দ্দোষ'; অঋণী হইয়া মুক্তহস্তে সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি কখনও দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই; প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম্মের সহিত চিরদিনই তিনি অসহযোগ-আন্দোলন চালাইয়াছেন। আজীবন শুদ্ধভক্তির আচার-প্রচার দ্বারা 'মহামহাবদান্য' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কঠোর নীতি সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় 'মৃদু' ও শান্তস্বভাব মহাপুরুষ জগতে বিরল। তাঁহার গুণমুগ্ধ ও অনুকম্পিত জনগণ তাঁহাকে "প্রেমভক্তিদাতা অপার্থিব স্নেহশীল পিতা" বলিয়া মনে করিতেন। অনুক্ষণ শ্রীনাম ভজনে প্রবীণ হইয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে 'শুচি'শুদ্ধ ছিলেন; কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের তথাকথিত শুচি-অশুচি বিচার কখনও তিনি বহুমানন করেন নাই। 'শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ব্যতীত এজগতে আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই' ভাবিয়া তিনি 'অকিঞ্চন' গুণের অধিকারী ছিলেন। জগজ্জীব সকলেই হরিভজনদ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যার হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করে, ইহাই তাঁহার 'সর্ব্বোপকারক' মনোবৃত্তি-রূপে দেখা দিয়াছিল। প্রাকৃত কামনা-বাসনারহিত কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া কখনও তাঁহার মধ্যে মানসিক 'শান্তি'র অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ইষ্টদেব শ্রীগুরু-ভগবানের উপর তাঁহার অত্যদ্ভুত নির্ভরতা ছিল, যাহাদ্বারা তিনি কপর্দ্দকহীন হইয়া বিবদমান মিশন পরিত্যাগ করিলেও 'হা প্রভুপাদ' বলিয়া গদ্‌গদভাবে অশ্রুবিসর্জ্জনকালে কলিকাতা মঠ গৃহের উপরিভাগে অবস্থিত কোন পক্ষী তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিল। তিনি 'কৃষ্ণৈক-শরণ' ছিলেন বলিয়াই ভক্ত কুরেশের চরিত্র তাঁহার দিব্য জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

অপ্রাকৃত শ্রীনবীনমদনযুগল শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবা-স্থাপন-পূর্ব্বক তিনি 'অকাম' কৃষ্ণভজন শিক্ষাদান করিয়াছেন। তিনি "কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট" হইয়া সকলকে ভগবদ্‌ভজনে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক

'নিরীহ' জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কোনদিনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত না হইয়া মানাপমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া মুকুন্দ-সেবনব্রতে 'স্থির'ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ক্ষুৎপিপাসা, অর্থলোলুপতা কোনদিনই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি জিতেন্দ্রিয়—গোস্বামী—'বিজিতষড়্‌গুণ'। অত্যাহার—প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক সংগ্রহচেষ্টা ও ভাল-মন্দ আহার-বিহারাদি ইন্দ্রিয়তর্পণপর বিচারের কোনদিনই বহুমানন না করায় তিনি 'মিতভুক্'। "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া"—শ্রীগুরুদেবের আদেশ-নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর ছিলেন বলিয়া মনোধর্ম্মী না হইয়া তিনি 'অপ্রমত্ত'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি ব্যবহারিক ও পারমার্থিকক্ষেত্রে সকলের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করায় 'মানদ' এবং প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী না হইয়া নিখিল বর্ণাশ্রমীর মর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক "অমানী" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ বিচারধারায় স্নাত হইয়া আম্নায়-বাণীর অনুসরণপূর্ব্বক আধ্যক্ষিক জ্ঞান নিরাসদ্বারা সর্ব্বতোভাবে গুর্ব্বানুগত্য স্বীকার করিয়া স্বীয় 'গম্ভীর' প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীবের উদ্ধারকল্পে ভারতের প্রতি গ্রামে, নগরে, তীর্থে সর্ব্বত্র শ্রীনামপ্রেম প্রচার, গ্রন্থাদি রচনা ও মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া পরম 'করুণা' প্রকাশ করিয়াছেন। "কৃষ্ণেতি যস্য গিরিঃ" উপদেশামৃতাবলম্বনে সাধক-সাধিকা, তদাশ্রিতজনগণ ও সিদ্ধ ভগবদ্‌ভক্ত সতীর্থগণের উপকার ও সেবারজন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। যাঁহাদের সহিত তিনি প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি জীবনপণ করিতেন বলিয়া তাঁহার 'মৈত্রী' আদর্শ-স্বরূপ ছিল। তাঁহার রচিত "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি," "শ্রীতুলসী আরতি," "শ্রীগৌর-গোবিন্দ-আরতি", "শ্রীরাধা বিনোদবিহারী তত্ত্বাষ্টকম্", "অদ্বৈতবাদ-সাংখ্যমত-ন্যায়মত-দূষণম্" প্রভৃতি অপ্রাকৃত 'কবিত্ব'শক্তির পরিচায়ক। সকল বিষয়ে তিনি 'দক্ষ' ছিলেন বলিয়া শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহাকে 'কৃতিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং তিনি সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি (শাসন ও বিচার) ও পরমার্থ নীতিতে বিশেষ পারদর্শী থাকায় অবিভক্ত গৌড়ীয়-মিশনের "জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট" ছিলেন। হরিকথা কীর্ত্তনই তাঁহার জীবনে ব্রত থাকায় তিনি বাক্‌বেগ-বিজয়ী হইয়া 'মৌনী' নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদিতর কথায় ব্যস্ত বিষয়ী ও অভক্তের চিন্তাধারা হইতে তিনি সর্ব্বদা শতযোজন দূরে অবস্থান করিতেন। এক কথায়, তাঁহার অপ্রাকৃত সদ্‌গুণাবলী বর্ণনে ক্ষুদ্র লেখনী ও ভাষা অসমর্থ।

নিরীশ্বর শিক্ষাই মানুষকে নাস্তিক ও অধোগামী করিয়াছে

আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য মনোভাবের আমদানী হইয়াছে কিনা তাহা বিশ্বের বিদ্বজ্জনগণই বিচার করিবেন এবং উহা তাঁহাদেরই গবেষণার বিষয়। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায়, বর্ত্তমান ভারত গণ মনোরঞ্জক নায়ক ও নেতৃবৃন্দকে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের যে-প্রণালী বরণ করিয়াছে, তাহা ন্যূনাধিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন। যাঁহারা ভগবদবতার ও নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণের সহিত জন-নায়কগণকে একাসনে বসাইয়া একাকারবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের অনুমোদিত পন্থা নহে। লৌকিক ও সামাজিক শ্রদ্ধায় আন্তরবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় কি? বিষয়ীর পৌরোহিত্য না হইলে এজগতে কি বাস্তব সত্যের পূজা হইবে না বা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত নহে? জড় বিষয়িগণ যদি ধর্ম্মীয় সিদ্ধান্তকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাতকারক মনে করিয়া আমল না দেয় তাহা কি বাস্তবসত্য বলিয়া কখনই গৃহীত হইবে না? আজকাল বহু ধর্ম্ম-সমন্বয়ের নায়কগণ যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিয়া লোক-সমাজে পূজা পাইতেছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামিবর্গ বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভে অক্ষম হইয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির বহির্ম্মুখতা নিবারণকল্পে ভারতীয় মহাপুরুষগণ যে-সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সমাজ সেই সিদ্ধান্তের নাম বা সংবাদ রাখিবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁহারা উহা শ্রবণ বা অনুশীলন না করিলে তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তের ভাণ্ডার পরিপূর্ণই থাকিবে। নিরীশ্বর শিক্ষার প্রভাবে মানুষ যতই নাস্তিক হইতেছে, ততই তাহাদিগকে 'আধুনিক' করিয়া তুলিতেছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির জন্য যে-বিশেষণ সংরক্ষিত, সেই 'জয়ন্তী' তিথির আজ অবৈধভাবে অপপ্রয়োগ হইতেছে দেখিয়া দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইতে হয়। আজ বাংলাদেশের কতজন লোক শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথির সন্ধান রাখেন? যিনি সকল ধর্ম্মীয় সাহিত্য ও কাব্যের আদিগুরু সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পূজা কয়জন লোক করেন? বিদ্যালয় পাঠ্য-সাহিত্যে দেশী বিদেশী বহু ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু কয়টী উদীয়মান সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও গোস্বামিগণের ভুবনমঙ্গল চরিত্র ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ হইয়াছে? কয়টী সাহিত্যে শ্রীশচীদেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীপদ্মাবতী, শ্রীজাহ্নবী মাতা, শ্রীমালিনীদেবী প্রভৃতি আদর্শ মহিলা-চরিত্র স্থান পাইয়াছে? অথচ ইঁহাদের অতিমর্ত্ত্য জীবন, পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম, সেবার আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসের কোনস্থানে আছে কিনা সন্দেহ!

স্বাধীনতা, রাষ্ট্রতন্ত্র ও সনাতন-ধর্ম্ম

স্বাধীনতার স্বাভাবিক অনুরাগ কেবল মানব কেন, জৈব-জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা জীবের নিজস্ব সম্পদ। 'স্বতন্ত্রতার' নামে পরতন্ত্রতা যখন আমাদের শৃঙ্খলরূপে আবদ্ধ করে, তখনই আমরা চীৎকার আরম্ভ করি। বহুদিন যাবৎ কারাগারবদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ বিরূপের ধর্ম্মকেই স্বরূপ বলিয়া বরণ করে, বৈদেশিক ম্লেচ্ছশাসনেও এককালে ভারতের অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছিল। স্বাধীনতা—অন্তর্মুখী ও বহির্ম্মুখী। বহির্ম্মুখী স্বতন্ত্রতা কখনও রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত, আবার কখনও সমষ্টিগত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ পরিবার ও সমাজ-বন্ধন ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিঘ্নকারক বলিয়া মনে করেন। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর অষ্ট-দশকে রাষ্ট্রতন্ত্র বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সর্ব্বকালসত্য, সার্ব্বজনীন শিক্ষা জগৎকে দান করিয়াছেন, তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এই অনন্ত বিশ্ব শিক্ষাক্ষেত্র ও প্রদর্শনী। জড়বাদী নাস্তিকগণ এখানে নানাপ্রকার সুবিধাবাদের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-ভেদে বিবিধ। স্বাধীন ও সুসভ্যদেশে নিশ্চয়ই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি প্রয়োজন, কিন্তু অন্তর্মুখী বৃত্তি ব্যতিরেকে তাহা কি কখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়? যান্ত্রিকযুগ পরমার্থ-তত্ত্বকে বাদ দিয়া যে প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ ও স্বৈরাচারে প্রবৃত্তি লাভ করিতেছে, তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কি সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস বা গ্রাস করিবে না? যান্ত্রিক-যুগে আজ লোক অকর্ম্মণ্য ও বেকার; যন্ত্র মানব মেধাকেও পরতন্ত্র ও কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছে; পরিণামে আজ automation রুখিবার জন্য এত আন্দোলন ও বিপ্লব! আমরা Supreme Autocrat বা স্বরাট্ যন্ত্রীর শরণাপন্ন না হওয়ায় গণবাদ সেই যন্ত্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছে। তজ্জন্য এই যান্ত্রিকযুগে কখনও শ্রমিক, কখনও কৃষক, আবার কখনও ধনিকগণ যন্ত্রের মাধ্যমে সংঘর্ষ বা বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহের মাল-মসলা পণ্যদ্রব্যরূপে উৎপাদনের প্রতি-যোগিতায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহাতে ভোগ ও বিলাসের রসদ সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু সংঘর্ষ কখনও এড়াইতে পারা যায় না। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য বলেন,—জীব সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অণুঅংশ; তাঁহার স্বতন্ত্রতা শ্রীভগবানের সহিতই সম্পর্কযুক্ত। সেই স্বতন্ত্রতা যখন যোগযুক্ত হয়, তখন অনন্তসুখ, অনন্ত শান্তি। অবাস্তব বস্তুতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন মতবাদ—ভারতীয় স্বাধীনতার মন্ত্র নহে; স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই সর্ব্বস্ববাদে পরিণত

হইয়া পরিশেষে জীবকে সুবিধাবাদী চার্ব্বাকপন্থী করিয়া ফেলে। তখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক সে কখনও মোক্ষকামী, শূন্যবাদী, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদী সাজাইয়া পরমেশ্বরকে ক্লীব-ব্রহ্মে পরিণত করিবার দুরাশা পোষণ করে। এইরূপ মতবাদসমূহ সনাতন শাস্ত্র বেদের অনুগত নহে বা ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্রাট লীলা-পুরুষোত্তমের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদ ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাই ভারতের নিজস্ব বিচারধারা এবং আত্মজগতের ইহাই পরম স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মনোধর্ম্মিগণের কেহ রাজনৈতিক, কেহ সামাজিক, আবার কেহ বা কূটকৌশলী রাজা মনে করেন। বস্তাব বস্তুর সম্বন্ধে যিনি যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, উহা তাঁহার নিত্যস্বরূপের পরিচয় নহে। জাগতিক democracyর সহিত autocracyর অহি-নকুল সম্বন্ধ; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনেই সকল মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সমন্বয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

নীতি-আদর্শহীন সমাজই জাতীয় অধঃপতনের কারণ

বর্ত্তমান দুনিয়ার এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলেন,—ধর্ম্মই জাতীয় অধঃপতনের হেতু, বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম জাতিকে দাস-মনোভাবাপন্ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা করে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে অধঃপতনের কারণ, উহা অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম্মের পাগলামির আবরণে সমাজে আজ কতই না দুর্নীতি চলিতেছে! এখন বুজরুকীকেই মানুষ ধর্ম্ম বলিয়া ভাবিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম্মমাত্রেরই প্রতি বিদ্রোহী ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মের নাম করিয়া যখন লোকে ভণ্ডামি করে তখন ধর্ম্মমাত্রই খারাপ—এরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই হয়ত বালক ও তরুণ সমাজের নিকট যাহাতে কোনপ্রকারে ধর্ম্মের সংস্পর্শ উপস্থিত হয় না, তজ্জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদি হইতে ধর্ম্মালোচনা চির-নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চায় যেন সকলেই আজ অধিকারী! অথচ যখনই আমরা নিত্যধর্ম্মের বিরোধী হই, তখনই জড়ের উন্নতি-অবনতিকেই বহুমানন করিয়া বসি। এরূপ হইলে অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। আজ আমাদের স্বদেশ-প্রেমিকতার আদর্শ বৈদেশিকতার আদর্শে পরিকল্পিত। বৈদেশিক আচার-আচরণে মানুষ আজ এত অভ্যস্ত যে, জড়বাদ আমাদের নিজস্ব চেতনাশক্তির উপর বৈদেশিক আক্রমণরূপে প্রতিভাত এবং উহাই জাতির অধঃপতনের কারণ, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। বস্তুতঃ আত্মার অনুশীলন ব্যতীত যাবতীয় অধঃপতন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আজ যাঁহারা হরিসেবা ছাড়িয়া সৃষ্টিরক্ষা ও সৃষ্টি ধ্বংসের পক্ষপাতী,

তাঁহারাই সমাজ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন। আজ সভ্যতা, শিক্ষা, স্বাধীনতা ও জাতীয় উন্নতি প্রভৃতির নামে দেশের চরম অবনতি ও দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমাজের যে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি ও বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক দৈব-বর্ণাশ্রমবিধি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ সমাজই জাতীয় উন্নতি ও প্রগতির ধারক ও বাহক। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সুবৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত "অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন" নীতি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিলে সমগ্র জগৎ বাস্তব কল্যাণলাভে সক্ষম হইবে।

মাননীয় পাঠক-পাঠিকাগণ! দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে বহু কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এইখানেই বিরত হইলাম। যে দেশের রাষ্ট্র-নায়ক-নায়িকাগণ দুর্নৈতিক ও অধার্ম্মিক, সে দেশের কি কখনও মঙ্গল হইতে পারে? যাঁহারা কালোবাজারী, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-ঔষধাদিতে ভেজালকারী, মজুতদার, মুনাফাখোর ও সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণকে কঠোরহস্তে দমন করিতে না পারেন, তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা ও শ্রদ্ধা কিরূপে থাকিতে পারে? আজ দেবোত্তর-সম্পত্তিও সরকার নূতন আইন প্রণয়নের দ্বারা আত্মসাৎপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকগণের প্রতি যে চরম আঘাত হানিতেছেন, তাহার কে বিচার করিবেন? অবস্থা দেখিয়া প্রশ্ন জাগে—'ঔষধের ঔষধ কোথা পাই'? তবে মাননীয় সরকার জানিয়া রাখুন—ভারতের সকল সাধুসমাজই অলস ও দেশের শত্রু নহেন; তাঁহারা সমাজের পরগাছাও নহেন। তাঁহারা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিকরূপেই সম্মানের সহিত বসবাস করিতে ও বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন।

বিগত বর্ষে শ্রীপত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধাদি স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি। পঞ্চবিংশ-বর্ষে বিভিন্ন স্তব-স্তোত্র, সামাজিক, দার্শনিক, বৈষ্ণবস্মৃতি সম্পর্কীয়, জীবনী, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, সৎসমালোচনামূলক, শ্রীধাম-পরিক্রমা ও তীর্থ মহিমাসূচক, শ্রীনাম-মহিমাযুক্ত, প্রশ্নোত্তরমূলক বিবিধ কবিতা, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও বক্তৃতাদি পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা অধিকারভেদে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের সুসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আলোচনা ও অনুশীলনে অধিকভাবে প্রবৃত্তিলাভ করুন্—ইহাই পরমমঙ্গলময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীপাদপদ্মে একান্ত প্রার্থনা। পরিশেষে আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি—

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication – Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name - Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhav

   Nationality—Indian– Goudiya-Vaishnaba.

   Address – Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do

   Nationality— Do

   Address— Do
5. Editor's Name – Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Nationality—Indian – Goudiya-Vaishnab.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital – Tridandi-Swami Shri Shirmad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, here by declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari

Dated 25.2.74 *Signature of Publisher*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শ বর্ষ { বাসুদেব, ৮ মধুসূদন ৪৮৮ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৪।১৯৭৪ } ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

প্রার্থনা

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

সুবলসখাধরপল্লব সমুদিতমুগ্ধ মাধুরীলুব্ধাং।
রুচি জিতকাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে ॥১॥

যিনি সুবলসখা শ্রীকৃষ্ণের অধর-পল্লব সমুদ্ভূত মধুর সুন্দর মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়াছেন এবং যিনি স্বীয় দেহ কান্তির প্রভায় সুবর্ণ রুচিকেও পরাজিত করিয়াছেন, সেই কাঞ্চনকোকিলা স্বরূপা শ্রীরাধিকাকে আমি বন্দনা করি ॥১॥

বৃষরবিজাধরবিম্বী ভলরসপানোৎকমদ্ভুতং ভ্রমরং।
ধৃতশিখিপিঞ্ছকচূলং পীতদুকূলং চিরং নৌমি ॥২॥

যিনি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিম্বফলের আস্বাদনার্থ উৎসুক সেই আশ্চর্য্য ভ্রমররূপী ময়ূরপিচ্ছধারী পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥২॥

জিতঃ সুধাংশুর্যশসা মমেতি গর্ব্বং মুধা মাবহ গোষ্ঠবীর।
তবারীনারীনয়নাম্বুপালীজিগায়তাস্তং প্রসভং যতোঽস্য ॥৩॥

হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ! "আমার যশোরাশি চন্দ্রকে জয় করিয়াছে"—এই বলিয়া মিথ্যা গর্ব্ব আর বহন করিও না, যেহেতু তোমার শত্রুদিগের স্ত্রীগণের নেত্রস্থ অবিচ্ছিন্ন জলধারাই ঐ চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকে জয় করিয়াছে ॥৩॥

কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপবনিতাবাহিনীভিঃ সমন্তাৎ
স্বৈরং কৃষ্ণঃ কুসুমধনুষোরাজ্যচর্চ্চাং করোতু।
এতৎ প্রার্থ্যং সখি মম যথা চিত্তহারী স ধূর্ত্তো
বদ্ধং চেতস্ত্যজতি কি বা প্রাণমোষং করোতি ॥৪॥

হে সখি! সেনারূপ গোপপত্নীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে ক্রমশঃ কন্দর্পরাজ্যের আলোচনা করিতেছেন করুন, কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে, চিত্তচোর মূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রাণ চুরি করেন তাহাতে কষ্ট নাই, যেন, বদ্ধ মনকে ত্যাগ না করেন ॥৪॥

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার

[বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ গৃহী হইলেও ত্যাগী বা গৃহস্থ
বৈষ্ণবগণেরও প্রণম্য]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ইং ১৭।৯।৬৫

স্নেহাস্পদেষু—

* * * প্রভু! আপনার ১৩।৯।৬৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি। * * * ১৫ জন লোক লইয়া এখানে আসিয়াছিল; তাহাকে লইয়া ১২ জন বয়স্ক ও ৩টী বালক বালিকা। * * * কে ১৫ টাকা মাত্র দিয়াছিল। তাহারা ৩ দিন এখানে থাকিলেও ৪ বেলা প্রসাদ পাইয়াছে। সে যাওয়ার সময় আমার সহিত দেখা করে নাই। তাহার সহিত আমার অনেক কথা ছিল।

* * দাস সৎক্রিয়াসার-দীপিকানুসারে শ্রাদ্ধাদি করে কি না? বাহিরের সম্প্রদায়ের লোক শ্রাদ্ধাদিতে উপস্থিত থাকিয়া দর্শন ও প্রসাদাদি পায়। তবে কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণাদি কার্য্যে তাহারা সাহায্য করিতে পারে। মন্ত্রপাঠ, পূজা-পার্ব্বণ ও ভোগরাগে তাহাদের কোন অধিকার নাই। তাহারা অসৎ-সম্প্রদায় বলিয়া এবং অসদাচারী বলিয়া তাহাদের দ্বারা কোন বিশুদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। তাহাদের সংস্পর্শ হইলে সেই কার্য্য অশুদ্ধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। মোটের উপর * * দাসের আচার-ব্যবহার আমরা বেদান্ত সমিতি হইতে অনুমোদন করি না। অষ্টপ্রহরাদি মন্দের ভাল হইলেও গৌড়ীয় মঠ বা বেদান্ত সমিতি অনুমোদিত নহে। উহা নামাপরাধের অন্তর্গত। অসদাচারী বৈষ্ণব নামাপরাধিগণের অষ্টপ্রহর অশুদ্ধ।

* * * মঠের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সজাতীয় আচার গ্রহণ করিয়াছে —ইহা আমাদের অনুমোদিত নহে। গৃহস্থ হইলেও বিশুদ্ধ গৃহস্থ হওয়া আবশ্যক। **বিশুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণও আমাদের প্রণম্য।** আমাদের সমস্ত কাজই শুদ্ধ গৃহস্থ ভক্তগণ করিতে পারেন।

* * * দলিল * * * কে দিতে আপত্তি নাই। তবে উহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দিতে হইবে। কারণ তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ও তাহার সম্পত্তি রক্ষা করিবার শক্তি আদৌ নাই। তাহার বাবা তাহার সমস্ত দায়ীত্ব আমাকেই দিয়া গিয়াছেন। * * * কে তাহার দেশীয় লোকজন ঠকাইয়া তাহার সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। * * * নানা প্রকার দুর্ব্বলতার জন্য সে ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। সুতরাং * * * * * * সংক্রান্ত কাগজপত্র ও দান-পত্রাদি দলিল তাহাকে এখন দেওয়া চলিবে না। আপনার শরীর কিরূপ জানাইবেন। * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৯ পৃষ্ঠার পর)

বুদ্ধিমান্ লোকগণ বলেন যে, ইতিহাসে চিরদিন ভক্তির কথা র'য়েছে—ভক্তির বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তু সেব্য-সেবক-ভাবে আবদ্ধ র'য়েছে। তা'র মধ্যে সেব্য হ'য়ে যাওয়াটাই অভদ্র।

উপাস্য হ'ব, না উপাসক হ'ব? এক প্রকার সম্প্রদায় আছে তা'দিগকে বলা হয়—বাউল। বাউল বলে,—"আমি ভোক্তা এই গৃহ আমার ভোগ্য, গৃহ আমার সেবা করবে।" বাউল দুই প্রকারের—গৃহি বাউল ও ত্যাগি বাউল। কতকগুলি ত্যাগি বাউল আছে, তা'রা ভোগই করবে মতলব ক'রে কৃষ্ণসজ্জায় সজ্জিত হয়—কৃষ্ণ হ'য়ে যাওয়াটাই ভাল মনে করে! 'আমার অধীন অন্যান্য লোক থাকুক,' তা'দের এরূপ বিচার!

শ্রীগৌরসুন্দর এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদান্ত বা বেদের তাৎপর্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ হ'তে পারে না। তিনি বলেন, বেদে তিন প্রকার কথা আছে, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ইহারা বিপর্য্যস্ত হ'তে পারে না। মহাপ্রভু শক্তি পরিণামবাদের কথা কলেন, বিবর্ত্তবাদের কথা বলেন না।

রুদ্রবৈষ্ণব মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন,—বিষ্ণুই পুরুষোত্তম বস্তু, তিনি পরতত্ত্ব। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন, পরতত্ত্ব—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; কিন্তু একটা বদ্ধাবস্থার কথা। মুক্ত অবস্থায় তা'র বিচার নিরস্ত হ'য়েছে। সকলের মূল বস্তু হ'চ্ছেন—বিষ্ণু; বিষ্ণুতেই পারতম্য আছে—তাঁতেই সব সৌন্দর্য্য আছে। আমাদের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা দেখতে পাই,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

সদাচার যাঁর যত বেশী আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আচার্য্যের নিকট তিনি আচার শিক্ষা ক'রেছেন। ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা, তাঁ'রা রাজনীতি নিয়ে থাকেন। আর যাঁ'রা ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা ভগবৎসেবায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁদের অন্যান্য কার্য্য করবার সময় বড় কম!

ব্রাহ্মণের জীবন—ভিক্ষুকের জীবন। ব্রহ্মজ্ঞানই যাঁদের বৃত্তি, সমাজের কর্ত্তব্য—তাঁ'দের সেবা করা—সাহায্য করা। ব্রাহ্মণ তাঁ'দের যা' প্রয়োজন ভিক্ষা-বৃত্তিদ্বারা গ্রহণ কর্‌বেন, বেশী হ'লে বিতরণ করে দিবেন—রক্ষা কর্‌বেন না, রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য।

অনেকস্থলে যেমন আদমসুমারির মধ্যে যেখানে যত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক, তা'দের সঙ্গে সাধুকে সমান মনে ক'রে ফেলা হ'য়েছে। সাধারণ অভাব-গ্রস্ত ভিক্ষুককে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী বা সাধু-ভিক্ষুকের সহিত একাকার ক'রে ফেল্‌লে জিনিষটা উল্টে গেল।

Vagrancy Act নিষ্কপট পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর উপর প্রযুক্ত নহে; যদি ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে অধিক সময় সংগ্রহ কর্‌তে হয়, তা' হ'লে তা'র ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহের সময় কম হ'য়ে যা'বে। এজন্য মনু ব'লেছেন, সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণের। ঠিক কথা যাঁ'রা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁ'দের যখন যা' দরকার হ'বে, তা'রা যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ বৃত্তি গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁ'দের সে জিনিষের জন্য ব্যস্ততা নেই। তাঁ'দের ব্রহ্মজ্ঞানালো-চনার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু সমাজ দিতে বাধ্য। যে-সমাজ ব্রাহ্মণাধীন নয়, সে সমাজ অসুবিধার অতল গর্ত্তে চ'লে যা'বে।

শূদ্রের উপাস্য বস্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ইহজগতে যদি কেহ শ্রেষ্ঠতার অভিমান করেন, তা' হ'লে এরূপ ক্রমে যা'বেন। যিনি ব্রাহ্মণের মৃগ্য—সেবা ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁ'র এই জড়জগতের অন্যান্য কথায় এসে উপস্থিত হয়,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

পুরুষের যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বাহু তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা উরু কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা পদ কনিষ্ঠ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ হ'তে ক্রমে অধমাঙ্গ অবতরণ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ উত্তম, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, বৈশ্য তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। মুখমণ্ডল—সর্ব্বোত্তমাঙ্গ, তা'তে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির স্থান, আর মুখ বা কীর্ত্তনের স্থানের সন্নিবেশ আছে। যে-ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁ'র আকর পুরুষোত্তম

বিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন. সেই ব্রাহ্মণের নামই—বৈষ্ণব। বিচার-বিবেচনাটা মাথা ক'রে দিচ্ছে। সমাজের বাহু, সমাজের উরু যে-কার্য্য কর্‌ছে, সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ তা' নিয়মিত কর্‌ছেন। সমাজের পা এরূপভাবে চলা উচিত কি না, সেটা মাথা বলে দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন,—এখানে বিচরণ করা যায়, এখানে বিচরণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন, কৃষ্ণভূমিতে—নিত্যদেশে বিচরণ কর।

গৃহস্থস্যাপ্যতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্। (ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

যদি বাউল-সম্প্রদায় বলে,—"আমি কৃষ্ণ সেজে ভোগ কর্‌ব" বা গৃহি বাউল যদি মনে করে,—'আমি গৃহ ভোগ কর্‌ব,' তা' হ'লে বহির্জ্জগতের সেবক হ'য়ে কয়দিন সেবা কর্‌তে পারা যা'বে? ব্রাহ্মণ যদি আত্মপ্রভব পরমেশ্বরকে সেবা না করেন—তিনি যা'র নিত্যসেবক, তাঁ'র সেবা যদি না করেন, তা' হ'লে তিনি ক্রমে ক্রমে পতিত হ'তে হ'তে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ হ'য়ে যান।

এক শ্রেণীর অর্ব্বাচীন ব্যক্তি ব'লে থাকেন,—এ জগতের দাসের বৃত্তি অত্যন্ত খারাপ; সুতরাং পর জগতে আর দাসের বৃত্তি কর্‌ব না, প্রভু হ'য়ে যা'ব—উপাস্য হ'য়ে যাব!—যেন পরজগৎ এই জগতের ন্যায়ই অসুবিধা-মিশ্রিত, ত্রিগুণ তাড়িত জগৎ! বৈকুণ্ঠ' কথাটী না জানা থাক্‌লেই এরূপ বিচার এসে উপস্থিত হয়—অবিকৃত বিম্বে বিকৃত প্রতিবিম্বের হেয়তা অনুমান ও আরোপ করা হয়। যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম নেই—অমঙ্গলের কোন কথা নাই—যেখানে কেবল 'শ'—মঙ্গল, সেখানে অমঙ্গলের জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সূর্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু, সেখানে আলো নিয়ে যেতে হয় না। একটা গল্প আছে। একজন মাঝি মনে করল যে, গুণ টান্‌তে তাঁ'র বড় কষ্ট হয়, অত্যন্ত অসমান স্থান কাঁটা-খোঁচা প্রভৃতির উপর দিয়ে তা'কে যে'তে হয়, তা'তে অনেক সময় তা'র পদ ক্ষত হ'য়ে থাকে। অতএব যদি সে কোন প্রকারে বড় লোক হ'তে পারে, তা' হ'লে নদীর পারগুলিতে লেপ, তোষক, গদি প্রভৃতি বিছিয়ে নিয়ে তা'র উপর দিয়ে গুণ টান্‌তে পার্‌বে। ঐ মাঝি এমন নির্ব্বোধ ছিল যে, সে তা'র দরিদ্রাবস্থার অসুবিধাগুলি তা'র ধনলাভের অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেল্‌তে চে'য়েছিল। তা'র এটা মাথায় ঢুকছিল না, যদি টাকায় পাওয়া যায়, তা' হ'লে আর তা'কে গুণ টান্‌তে

হ'বে কেন ? যা'রা ইহজগতের কুসংস্কার, ইহজগতের বিচার-প্রণালী নিয়ে সেখানে যাচ্ছে—যা'রা আধ্যক্ষিক-বিচার অধোক্ষজরাজ্যে চালান দিতে চাচ্ছে ; মনে কর্‌ছে,—এখানকার ন্যায় দাস-মনোভাব সেখানেও আছে, এখানকার ন্যায় অসুবিধা-পূর্ণ দাস্য সেখানেও থাকবে. তা'রা এই মাঝির ন্যায়ই অজ্ঞ। সেখানে যে দাস্য—উহা মুক্তাবস্থার দাস্য, তা'ই জীবের স্বভাব বা চরম স্বাধীনতা। সেরূপ দাস্যের দ্বারা অজিত ভগবান্‌ও জিত হন—সকল প্রভুর প্রভুও বিক্রীত হ'য়ে থাকেন।

উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। একবার দেবতাগণের পক্ষ হ'তে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হ'তে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা কর্‌বার জন্য গমন কর্‌লেন। বিরোচন তাঁ'র বাহ্য-স্থূল দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন করে, তা'কেই আত্মা মনে কর্‌লেন, ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় তাড়াতাড়ি না ক'রে ব্রহ্মার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি কর্‌বার জন্য সহিষ্ণু হ'য়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্যবস্তুকে আত্মা ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌লেন। বাইরের দিকে বিচারক-সম্প্রদায়ের যে বাউল-গিরি কর্‌বার জন্য বুদ্ধি, সেটা হচ্ছে—অসুরবুদ্ধি। দেবাসুর-সংগ্রাম সকল সময়ই চল্‌ছে। এই যে উপাসনার পদ্ধতি—ভক্তির পদ্ধতি, যা'দ্বারা সূরিগণ বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তম ব'লে দেখ্‌ছিলেন তা'কে যখন আক্রমণ কর্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হ'লো, তখন অদৈব-বিচার জীবের চেতন-বৃত্তিকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল। মানুষ যখন অত্যন্ত অপস্বার্থপর হয়, তখনই বিষ্ণুপাসনাকে আক্রমণ করে। তখন তা'রা দেবতাগণের পদবী হ'তেও পতিত হ'য়ে যায়। দেবতারাও বাধা দেন ; মনে করেন, তাঁ'রা বিষ্ণু হবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছে, আর একজন প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হ'য়েছে—এই বিচারে। সত্য, মহঃ, জন ও তপোলোকের পুরুষগণ স্বর্লোকের ভোগী দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেন-না পূর্ব্বোক্ত লোকের ব্যক্তিগণ—ত্যাগী-সম্প্রদায়।

সাধারণ লোকের বিচারে বিষ্ণু একটি দেবতাবিশেষ, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণু কর্ত্তৃক শক্তি-প্রাপ্ত দেবতা ন'ন ! বিষ্ণু দেবতাবিশেষ হ'লে বহুদেবতাবাদ এসে যায়। সব দেবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রহ্মের সহিত নির্ভিন্ন হ'য়ে যা'ব—ইহাই বহুদেবতাবাদ, পঞ্চোপাসনা বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁ'রা আগেই ঠিক দিয়ে রেখেছেন উপাস্যবস্তু নির্ব্বিশেষ, তাঁ'র উপাসনা করার দরকার নেই। কেবল কপটতা ছলনা ক'রে সাময়িক উপাসনা এবং

সেই সাময়িক উপাস্যের অনিত্য নাম, অনিত্য গুণ, অনিত্য ক্রিয়া স্বীকার করা যা'ক। জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে পার হওয়ার জন্য তাঁ'রা এরূপ বিচার ক'রে থাকেন। তা' হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোক বলেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞান বিরাগ-যুক্তম্॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া; কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হ'লে এই অভদ্র হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতি-পথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় অর্থাৎ আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস,—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তা'হ'লে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগুলির মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়,—

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

সর্ব্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা'হলেই তিনি অমানী-মানদ-তৃণাদপি-সুনীচ হ'তে পারেন। "তৃণাদপি"-শ্লোকে 'সদা'-শব্দের অর্থ—কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিক্ষেপে হরি-কীর্ত্তন। কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—জড়সম্ভোগ-বাদে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতীদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

জাগতিক সত্যের একটা আপেক্ষিকতা আছে। আপেক্ষিকধর্ম্মে যে-সত্যের উদয় হয়, তা' সত্যের শুদ্ধি নহে। পরমাত্ম সেবা—জড়ের সেবা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমোপাস্য—সদুপাস্য। সর্ব্বদা কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তন কর, যিনি অনুক্ষণ বলেন, তাঁর পাদপদ্মই সর্ব্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে নিত্য উপাস্য; তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ, তাঁ'র সেবক বৈষ্ণবগণ—উপাস্য। (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(প্রেম)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২ পৃষ্ঠার পর)

১৩। ভক্তির অবান্তর ও মুখ্য ফল কি ?

"জীবাত্মা-ভক্তি-বলে মুক্ত হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে-মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নহে। মুক্ত পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্য ফল।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

১৪। বিশ্বপ্রেম ও আত্মপ্রেমের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি ?

"বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মায় আত্মায় যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। —'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

১৫। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কি প্রেমোদয় সম্ভব নহে ?

"প্রেম একটি পরমশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মফলকবিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্‌গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ এবং অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীব-হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্য্যকর।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

১৬। কৃষ্ণপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে পার্থক্য কি ?

"সমুদায়ের মূলেই বিশুদ্ধ প্রেম। নৈতিক জীব ঐ প্রেমকে বিকৃতভাবে জড়ীয় অবস্থায় রাখে। পাশ্চাত্য নৈতিক পণ্ডিত কোঁৎ (বা কম্‌টি ?) তাহাকে একটু নিঃস্বার্থ-বিধিবদ্ধ করিয়া বিশ্বময় করিতে উপদেশ করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সিদ্ধ জীবের শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের আলোচনা শিক্ষা দিয়াছেন। জড়মূলক কোঁৎ ঐ প্রেমের জড়শুদ্ধ বিকারকে লৈঙ্গিক অবস্থায় বিস্তৃত করিতে বলেন। কোঁৎএর উপদেশ জীবের মঙ্গল নাই, কেবল লৌহ-শৃঙ্খল-ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিবার বিধি দেখা যায়। মহাপ্রভু জীবের শৃঙ্খল দূর করিয়া বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করিতে জীবকে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণলীলা-শিক্ষা দিয়াছেন।" —'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

১৭। কৃষ্ণপ্রেমের অচিন্ত্য-প্রভাব কি ?

"কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, উহা সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৮। কৃষ্ণের নিত্যদাস কি? প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয় কি?

"বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র-জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র-গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকার ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছ, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। * * চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য; জীবসমূহ—তাঁহার লীলা পরিকর। **কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।** ফল এই যে, বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যদাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষভাবে তাঁহার নিকটস্থ এবং সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।" —'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

১৯। শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ কি?

"আকর্ষ (magnet) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য অবস্থায় যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ।" —শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২০। কৃষ্ণপ্রীতি ও জড়-প্রীতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি?

"বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখন কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম—জড়-প্রীতি বা বিষয়াসক্তি।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

২১। প্রপঞ্চগত জীবের কি সম্ভোগরস আস্বাদনীয় নহে?

"মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তি-জীবানাং পূর্ব্বরাগাদিময়ো **বিপ্রলম্ভ** এব আস্বাদনীয়ঃ।" —সঃ ভাঃ ৭

২২। ভক্তিরসাস্বাদক প্রেমিকগণ কৃষ্ণনামসেবাসুখাপেক্ষা অন্য কোনও বস্তুর আদর করেন কি?

শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাম্—

"যোগ-শ্রুত্যুপপত্তি-নির্জ্জনবন-ধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়ময়ী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামল-ধামনাম জুষতাং জন্মস্তু লক্ষাবধি ॥

ভাষ্যম্। ভক্তিরসাস্বাদকানাং মোক্ষসুখাদপি শ্রীভগবন্নাম-সেবন-সুখাধিক্যং দর্শয়ন্ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রিয়শিষ্য-শ্রীমদীশ্বরপুরীমহোদয়েন সিদ্ধান্তিতং পরমরহস্যং যোগশ্রুত্যুপপত্তি ইত্যাদিনাহ। যোগ আসন, প্রাণায়মাদ্যষ্টাঙ্গঃ। শ্রুত্যুপপত্তিঃ ঔপনিষদং ব্রহ্মজ্ঞানম্। নির্জ্জনবন বানপ্রস্থসাধনং। ধ্যানম্ — অরূপস্য ব্রহ্মণঃ কল্পিতরূপচিন্তনম্। অধ্ব— তীর্থাটনং। এতৈঃ সম্ভাবিতং স্বস্বরূপানুভবং তত্ত্বসাযুজ্যং বা তৎ ভয়শূন্যং। তৎ প্রতিপদ্য প্রাপ্য দ্বিজা বর্ণাশ্রমাভিমানিনঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঃ মুক্তা ভবন্তু। কিন্তু বর্ণাশ্রমাভিমানরহিতানাং শ্রীকৃষ্ণনামসেবকানাম্ অস্মাকং লক্ষাবধি জন্মাস্তু।" —'ভাবাবলী'

২৩। দ্বিবিধ চিন্ময় অবস্থা কি কি? স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি ও বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি?

"চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। 'মদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড় কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা প্রকৃত জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষক নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে অভিমান করতঃ সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থায় অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্ব-প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়-সম্বন্ধ বিগত হয় নাই—এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্ব কথঞ্চিদুদয় হইলে স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়; **কিন্তু বস্তুতঃ হয় না**। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত হইলে বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়। স্বরূপ-অবস্থিতেতে 'সাধনা' আছে। সেই সময় চিন্ময় কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কাম-বীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম—সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।১৩৭

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৫)

অতঃপর মাতাপিতার প্রীত্যুৎকর্ষ কথিত হইতেছে। সখাগণ হইতেও মাতাপিতার প্রীতি অধিক। শ্রীশুকদেবের উক্তি—

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত ॥

(ভাঃ ১০।৮।৫১)

হে ভারত! জনার্দ্দন ভগবান পুত্রীভূত হইলে ব্রজে গোপ-গোপীদের মধ্যে মাতা-পিতার তাঁহাতে নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল। এস্থলে ভক্তি অর্থে প্রেম। সেই প্রেম স্নেহ ও রাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া নিরতিশয় বলা হইল। ব্রজের সমস্ত গোপ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্যতীত অন্য গোপী হইতেও তাঁহাদের অত্যধিক প্রীতি ছিল।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য শ্রীউদ্ধব গোপীগণের নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া এবং অন্যান্য গোপ নন্দযশোদাদি সকলকে সম্ভাষ করিয়া গমণের জন্য রথারূঢ় হইয়াছিলেলেন।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এজন্য প্রথমে তাঁহাদের সহিত, তৎপরে অন্যান্য ব্রজবাসীর সহিত ন্যূনতানুসারে সম্ভাষ করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধব বিজ্ঞশিরোমণি, তিনি ব্রজে আগমন করিয়া প্রেমের তারতম্য অনুভব করিয়াছিলেন।

ব্রজদেবীগণের প্রীত্যুৎকর্ষবশতঃ সমস্ত গোকুল অতিক্রম করিয়াও গোপীগণকে নমস্কার করিবার জন্য এই প্রকার গান করিয়াছিলেন,—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

এই পৃথিবীতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণের দেহ ধারণ সার্থক। যেহেতু ইঁহারা নিখিলাত্মা শ্রীগোবিন্দে এই প্রকার রূঢ়ভাবা (মহাভাবোদ্গম সম্পন্না)। শ্রীউদ্ধব গোপীগণের মহাভাবাখ্য প্রীতির উদয় হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। সুতরাং পরমাত্মা বলিয়া যাঁহার কেবল স্ফূর্ত্তিই সকলের পক্ষে দুর্লভ, তিনি গোপীগণের নিকট সাক্ষাৎ গোকুলেশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের ভাবমাধুর্য্য এত প্রবল যে, তাহা যদি কখনও কর্ণগোচর হয়, তবে তখন নিজস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভব-

ভয়ে ভীত মুমুক্ষুগণ এমন কি মুনি, মুক্তগণ পর্য্যন্ত যাহাকে (যে-ভাবকে প্রেমের শেষসীমা বলিয়া) বাঞ্ছা করেন, আমরাও (বিশেষ ভক্তসকল) বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাই না। শ্রীব্রজদেবীগণের মত আমাদের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-বিশেষ আস্বাদনের যোগ্যতার অভাবই তাহার হেতু। সেই প্রসঙ্গে যাহারা তাদৃশ ভাববিশেষের মাধুর্য্য বাঞ্ছা না করে তাদের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, তাহাতে যাহার অরস অর্থাৎ অরুচি, তাহার অসংখ্য ব্রহ্মজন্মেও (বিরিঞ্চি জন্মে) কোন সার্থকতা নাই। কেবল ইঁহাদেরই জন্ম সার্থক। ইহাদ্বারা অন্য সকলের জন্মের ব্যর্থতা ধ্বনিত হইতেছে। অন্য কাহারা? মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্ত (আমরা)। তাহা হইলে ত আর সাধারণ জন্মের কোন কথাই নাই। কোন অত্যুত্তম বস্তুতে লোভ জন্মিলে তৎ প্রাপ্তির অসম্ভাবনাহেতু লোভীর জীবন ব্যর্থ; আর তাহা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবন সার্থক। উক্ত ব্যর্থতা-বোধ বস্তুরই উৎকর্ষসূচক। শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণের অসমোর্দ্ধ প্রেম-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন যে, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারে না, তখন তাহাদিগকে সার্থকজন্মা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। উদ্ধব তটস্থ হইয়া বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, অন্যান্য ভক্তবৃন্দ হইতে ব্রজদেবীগণের স্থান অনেক উর্দ্ধে। তাঁহাদের প্রীতি-মাধুরিমার কণাতিকণ পর্য্যন্ত অন্যের পক্ষে দুর্লভ, তজ্জন্য পরম আবেগে কীর্ত্তন করিলেন—চিৎ ও অচিজ্জগতের মধ্যে একমাত্র ব্রজবধূগণের জন্মই সার্থক।

শ্রীকৃষ্ণকথা রুচিহীন ব্যক্তি একবার দুইবার নয় অসংখ্যবার যদি ব্রহ্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদের জন্ম ব্যর্থ। ব্রহ্মা বিভূশিরোমণি, চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রভু, তাঁহার আনন্দ মানুষ-আনন্দের পরার্দ্ধগুণ। যে-জন্মে এমন বিজ্ঞতা, এমন আনন্দ লাভ করা যায়, সেইরূপ অসংখ্য জন্ম লাভ করিয়াও জীব অকৃতার্থ হয়, যদি তাহার শ্রীকৃষ্ণকথায় রুচি না জন্মে। কথারুচিই ভক্ত্যাবির্ভাবের লক্ষণ। ভগবৎকথায় রুচি প্রাপ্ত না হইয়া যে জীব অসংখ্যবার বিরিঞ্চি-জন্ম লাভ করে, তথাপি উক্ত কারণে সে নিতান্ত অকৃতার্থ।

তৎপরে বলিতেছেন—

> ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
> কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
> নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
> শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৫৯)

এই শ্লোকের যথা শ্রুত অর্থ—এ সকল ব্যভিচারদুষ্টা বনচরী স্ত্রীই বা কোথায়, আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে রূঢ়ভাবই বা কোথায়? ইঁহারা জারভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনানুকরণ করিলেও তাঁহার মহিমায় উঁহাদের তাদৃশ ভাবাবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। এই অর্থের অসঙ্গতি দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—শ্রীউদ্ধবের ব্রজদেবীগণে মহাভক্তি স্পষ্ট আছে, ইহা তাঁহার বাক্যে (উপক্রম উপসংহারে স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্যভিচারিত্ব, সুতরাং ব্যভিচার হেতু দোষ—ইহা রাসান্তে যিনি গোপীগণের, তাঁহাদের পতিগণের এবং নিখিল দেহীর অন্তশ্চারী ও অধ্যক্ষ, তিনি লীলাময় বিগ্রহ (ভাঃ ১০।৩৩,৩৫ শ্লোকে—গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ শ্লোকে নিরাকৃতি হইয়াছে।) শ্রীউদ্ধব নিজেই "পরমাত্মা" পদ প্রয়োগ করিয়া ব্যভিচারিত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। দুর্বুদ্ধিগণের মতে কিংবা "আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া"—এই বাক্যানুসারে তাঁহাদের প্রাপ্ত ব্যভিচারশীলতার নিজেই নিরাকরণ করিতেছেন বলিয়া তাহারও পরিহার প্রমাণিত হইতেছে। এসকল কারণে অন্যার্থের প্রস্তাবনা করা যায় না। পরবর্ত্তী অর্থই সঙ্গত হইতেছে—এসকল বনচরী বৃন্দাবনবিহারিণী স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণে কোন্ ভূমিকা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন? আর ব্যভিচার—এতাদৃশ ভাবোৎকর্ষের অভাবে যে ব্যভিচার গাঢ় কৃষ্ণাসক্তির অভাব সেই হেতু দুষ্ট অন্য ভবভীত (মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্ত) আমরাই বা কোন্ ভূমিকা অধিকার করিয়া বর্ত্তমান? তজ্জন্য ব্রজদেবীগণ এবং আমাদের মধ্যে মহাব্যবধান দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ তাঁহাদের স্থান আমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে। কেন না এসকল গোপীতে পরমাত্মায়—সকলের ভজনীয়রূপে বাঞ্ছিত পরমেশ্বরে রূঢ়ভাব-উদ্ভূত মহাভাব অতিশয়রূপে প্রকাশমান আছে; তাহা আমাদিগের মধ্যে নাই। তাহাতে যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে ব্রজদেবীগণ কর্ত্তৃক অনুভূয়মান তাদৃশ ভাবজনক শ্রীকৃষ্ণের গুণবিশেষে অনভিজ্ঞ তোমার সেই ভাব বাঞ্ছাদ্বারা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? তাহাতে বলিলেন ভগবান ভজনকারী অজ্ঞজনেরও শ্রেয়ঃ বিস্তার করিয়া থাকেন। তাহাতে আমিই দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধবের উক্তি—বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ (১০।৪৭।২৭) হে মহাভাগাগণ, বিরহদ্বারা অপনারা আমার প্রতি মহান অনুগ্রহ করিয়াছেন। অর্থান্তরে—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন-

বিমুখী মহাপতিব্রতাগণেরও নিন্দা করিয়া পূর্ব্বের অর্থই দৃঢ় করিতেছেন। এসকল বৃন্দাবনবিহারিণী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী স্ত্রী কোথায়? আর বনচরী শব্দের পূর্ব্বে অকার যোগ করিয়া যাহারা অবনচরী গোপীগণ হইতে ভিন্না স্বভাবতঃ সর্ব্বপতি শ্রীকৃষ্ণে বৈমুখ্যহেতু ব্যভিচার দুষ্টা স্ত্রীগণই বা কোথায়? শ্রীব্রজদেবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণবিমুখী মহাপতিব্রতাগণের মধ্যে মহাব্যবধান বর্ত্তমান। কারণ শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন—

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং হৃতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ূংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১৯)

লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিয়াছেন,— আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয় সকলের পতি। জগতে যে-সকল স্ত্রী বিবিধ ব্রতদ্বারা আপনার আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে, তাহাদের সেই পতিগণ প্রিয় সন্তান-সন্ততি, ধন কিম্বা পরমায়ু রক্ষা করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা অস্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন নহে।

যদি কেহ বলেন, শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণের প্রতি অবজ্ঞাভাবেই ব্যভিচার-দুষ্টা-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ভুল। গোপীগণের সান্ত্বনা প্রকরণে শ্রীউদ্ধবের তাঁহাদের প্রতি মহা ভক্তি দৃষ্ট হয়। উপক্রম উপসংহারাদি বাক্যে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

উপক্রম বাক্য - অহোযূয়ংস্ম পূর্ণার্থা। (১০।৪৭।২৩) অহো আপনারাই পূর্ণার্থা

উপসংহার—বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ; নন্দব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণু নিরন্তর বন্দনা করি।

অভ্যাস—ঐ প্রকরণে উদ্ধবের উক্তিসকল।

অপূর্ব্বতা—আসামহো চরণরেণুজুষামহং (১০।৪৭।৬১)—অহো যদি আমি এই ব্রজে তৃণ-গুল্ম-লতা হইয়া জন্ম পাইতাম তবে ইঁহাদের চরণরেণু পাইয়া ধন্য হইতাম—ইত্যাদিবাক্যসকল গোপীগণের শ্রেষ্ঠতারই প্রমাণ করিতেছে।

উক্ত কুতর্ক খণ্ডনের জন্য বলিলেন, রাসলীলায় শ্রীব্রজসুন্দরীগণে যে ব্যভিচার দোষ স্পর্শ করে নাই, তাহা বর্ণন সমাপ্তিকালে শ্রীশুকদেবই "গোপীনাং তৎপতিনাঞ্চ" শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা পত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কাহার সেবা করিতে আসিয়াছেন? যিনি তাঁহাদের, তাঁহাদের পতিগণের, এমন কি সকল জীবের হৃদয়বিহারী; তাঁহার নিকট

আসিয়াছিলেন ; তিনি সতত সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাঁহাকে কেহ কখনও ছাড়িতে পারে না। স্বভাবতঃ সর্ব্বহৃদয়-বিহারীকে হৃদয়ে রাখিলে ব্যভিচার স্পর্শ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে যাহারা হৃদয়ে রাখে, তাহারা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। আর যে উদ্ধব তাঁহাদের আর্য্যপথ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই উদ্ধবই যাঁহার জন্য সে ত্যাগ, তাঁহাকে "পরমাত্মা"—সকলের হৃদয়বিহারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তজ্জন্য ব্রজদেবীগণের দোষার্পণ তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

অতএব ব্রজদেবীগণই যথার্থ পরম পতিব্রতা ইহা সিদ্ধ হইল। কারণ যিনি স্বভাবসিদ্ধ পতি তাঁহাকেই ব্রজদেবীগণ ভজন করিয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া পাতিব্রত্য অঙ্গীকার করত অন্য পতিকে ভজন করে, তাহারা যথার্থ পতিব্রতা নহে, তাহাদের পাতিব্রত্য ব্যবহারিক। যাহাদিগকে তাহারা পতি বলিয়া ভজন করে, তাহারা পতি হইতে পারে না। একথা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর উক্তিতে পাওয়া যায়—

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং।
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্॥ (ভাঃ ৫।১৮।২০)

অতএব প্রথম অর্থে মুমুক্ষু, মুক্ত ও অন্য ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আসক্তির অপূর্ণতা আর ব্রজদেবীগণে তাহার পরিপূর্ণতা দেখাইয়া তাঁহাদের পরম উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় অর্থে শ্রীকৃষ্ণবিমুখী পতিব্রতা-অভিমানিনী রমণীগণকে ব্যভিচার দুষ্টা এবং কৃষ্ণৈকবল্লভা গোপীগণকে পতিব্রতা শিরোমণিরূপে স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বপতিতে ব্রজদেবী-গণের পরম প্রেম আর অন্য পতিব্রতাগণের তাহার লেশেরও অভাব দেখাইয়া ব্রজদেবীগণের পরম উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন।

অধিক কথায় প্রয়োজন কি? রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ প্রাপ্তি হইয়াছিল, অঙ্গে (বৈকুণ্ঠপতিতে) যে স্ত্রীর নিতান্ত রতি, সেই লক্ষ্মীও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই, অন্য রমণীগণের কি কথা? শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্যহানির অসম্ভাবনা হেতু শ্রীকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ থাকিলেও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অদ্ভুত দুই ভিখারী

আমরা যে-মন্বন্তরে বাস করি, উহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে দুই জন পুরুষ আমাদের নিকট ভিখারীরূপে আসিয়া কি অভিনয় করিয়াছেন তাহার কথা পাঠকবর্গ জানেন কি? এই দুই ভিখারীর একজন মানব-সভ্যতার প্রাক্কালে, আর একজন মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণতায় আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। প্রথম ভিখারীর কথা আমরা মানবসভ্যতার সর্ব্বাদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় ঋষিগণের স্তবে দেখিতে পাই। ঐ ভিখারী সেই সময়েরও অনেক পূর্ব্বে লোকলোচনের নিকট একটী ক্ষুদ্র মানবরূপে ভিখারীর সজ্জায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋঙ্‌মন্ত্রে "ত্রেধা নিদধে পদম্" প্রভৃতি মন্ত্রে সেই "বামনভিখারী"র কথাই উক্ত হইয়াছে। এই বামন-ভিখারীই মহারাজ বলির নিকট আগমন করিয়া ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। বলি ঐ ভিখারীকে ত্রিপাদভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাঁহার কৌলিকগুরু ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য্য-মহোদয় ঐ বামন ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের সুবুদ্ধি না থাকিলেও যথেষ্ট পরিমাণে কুবুদ্ধিটী ছিল। তিনি মনে করিলেন, বলি আমার শিষ্য; আমি, আমার পুত্ররত্নদ্বয় ষণ্ড ও অমর্ক এবং আমার যাবতীয় পরিবার ইহার ধনেই লালিত-পালিত। এই ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা করুক্, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কারণ ঐ সকল কার্য্যে আমারও অনেক লাভ আছে; কিন্তু আমার শিষ্য যদি ভিখারীরূপী বিষ্ণুকে কিছু দান করেন, তাহা হইলে বিষ্ণু ত' কখনও অন্যান্য দেবতার ন্যায় অংশমাত্র গ্রহণ করিবেন না। তিনি সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি জীবের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাই আজ শুক্রাচার্য্য ঐ বামন ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধা দিয়া বলিলেন,—

সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা, মূঢ়, বর্ত্তিষ্যসে কথম্।" —ভাঃ ৮।১৯।২৬

"অরে মূঢ়, তুই বামন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে উদ্যত, জানিস্ এই ভিখারী সর্ব্বস্ব না লইলে সন্তুষ্ট হন না। বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিলে তুই কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবি? যাঁহারা সংসারে সুখী হইতে চান্ তাঁহারা ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন এই পাঁচের নিমিত্ত নিজের বিত্ত পঞ্চ প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকেন, সুতরাং তুই সেরূপ না করিয়া ভিখারীকে দান করিলে নিশ্চয়ই সঙ্কটে পতিত হইবি। বলি কি করিলেন? তিনি গুরুদ্রুবের কুহকে ভুলিলেন না, তাঁহার বাস্তবসত্যে বিশ্বাস হইয়াছে, তাই তিনি বিষ্ণুর বামনভিখারীরূপে ছলনাকেই তাঁহার পরমমঙ্গলের সেতু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বলি বামন

ভিখারীকে যথাসর্ব্বস্ব ভিক্ষা প্রদান করিলেন অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুর চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিলেন। তিনি কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রুবের শত উপদেশ, শত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বাস্তবসত্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক বামনভিখারীর আহ্বানে পথের ভিখারী হইতে দ্বিধা করিলেন না। এই গেল এক ভিখারীর কথা—উক্ত ভিখারী আর কেহ নহেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু। মানবসভ্যতার আদিম অবস্থায় শ্রীভগবানের প্রথম ঐশ্বর্য্য-প্রকাশবিগ্রহ। এই ভিখারীর ভিক্ষা জীবের যথা-সর্ব্বস্ব-গ্রহণ বা "আত্মনিবেদন"।

আমাদের দ্বিতীয় ভিখারিটী আবার মানবের সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পত্তি ও সভ্যতার পূর্ণাবস্থা লাভ হইলে এক নবীন-সন্ন্যাসী ভিখারীরূপে ভূমণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ মধ্যে আবার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানসম্পত্তিতে পরমগরীয়ান্ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্দ্বীপাখ্য শ্রীমায়াপুরধামে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। বামনভিখারীটী যে-প্রকার তাৎকালিক মানবসভ্যতার ক্ষুদ্র মানবাধিকারের যোগ্যতানুসারে খর্ব্বাকৃতি বামনরূপী, আবার এই সন্ন্যাসী ভিখারীটীও তদ্রূপ মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণাবস্থার যোগ্যতানুসারে পুরট-সুন্দরদ্যুতি, ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনু, আজানুলম্বিতভুজ পরম সুন্দরপুরুষ। বামন-ভিখারীটী যে-প্রকার বৈবস্বত মন্বন্তরের পালক, এই গৌরভিখারীটীও তদ্রূপ বৈবস্বত মন্বন্তরের অবতারী। বামনভিখারীটী যেরূপ বিষ্ণু হইয়াও জীবের যথাসর্ব্বস্ব ভিক্ষাকরিবার জন্য ক্ষুদ্র মানবাকৃতি একজন ভিখারী, গৌর ভিখারীটিও তদ্রূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব হইয়াও জীবের যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য নবীনসন্ন্যাসীরূপী ভিখারী। বামনভিখারী যেরূপ ভিখারী সাজিয়াও জীবের নিকট মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরভিখারীটীও তদ্রূপ পরিপূর্ণ-মাধুর্য্যৌদার্য্য প্রকাশ করিবার জন্য একজন ভিখারী। বামনরূপী বিষ্ণুর ভিখারীসাজ যেরূপ জীবকে কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রুবগণের কূহক ও করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, ধর্ম্ম, অর্থ, কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে সর্ব্বতোভাবে নিজপাদপদ্মসেবায় আকর্ষণ করিবার জন্য; তদ্রূপ গৌর-সুন্দরের ভিখারী-সজ্জাও পাষণ্ড, কুতার্কিক, পড়ুয়া, অধম, মায়াবাদী, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুতে ভোগবুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিগণকে কৃপা করিবার জন্য। শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভিখারীসাজ তাঁহার পরিপূর্ণ ঔদার্য্যের ও তাঁহার মহা-বদান্যতার পরিচায়ক। গৌরসুন্দর ভিখারী সাজিয়াছিলেন গৃহব্রত গৃহমেধিগণের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিবার জন্য।

গৌরসুন্দরের ভিখারীসাজ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিষ্ণুতে মনুষ্যবুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর যদি ভিখারী না সাজিতেন, যদি ভিখারী না সাজিয়া আমাদের ন্যায় পাষণ্ডকুলের প্রতি মহাবদান্য ও ঔদার্য্য-প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে জীব তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় মানুষ বা আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া আরও অধিকতর পাষণ্ডতা করিত।

"মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥"

—ইহারা বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছিল। পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ইহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য ভিখারী সাজিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ভিখারী সাজিয়াছিলেন বলিয়াই ভবিষ্যতে গৌরনাগরীগণের গৌরে ভোগবুদ্ধি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তকুলের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, গুরুসজ্জায় সজ্জিত গুরুব্রুবগণের শুক্রাচার্য্যের ন্যায় কূটবুদ্ধি ও দুর্নীতি প্রভৃতি পাষণ্ডতার মূলদেশের ছেদন হইয়াছে। এই গৌরভিখারী বলির ন্যায় সুকৃতিমান জীবগণের নিকট হইতে যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য ভিখারীর সাজে তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক বলিলেন—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

*　　*　　*

"সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে॥"

—গৌরভিখারীর এই আহ্বানে শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব পাদপদ্মে নিবেদন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবাস, শ্রীধর, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতিও গৌরভিখারীর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চক ভোগিকুল স্ব স্ব ভোগ চালাইবার জন্য রায় রামানন্দ ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি গৌরৈকসর্ব্বস্ব মহাজনগণের আত্মনিবেদন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এবং অক্ষজজ্ঞানে তাঁহাদের আচরণ, দর্শন ও অনুকরণ করিতে গিয়া অপরাধ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকে।

'আত্মনিবেদন'ই সকল সাধন-ভজনের মূলভিত্তিস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। জ্ঞান,

যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা জীবে পরম প্রয়োজন লাভ হইতে পারে না। ভক্তিযোগদ্বারাই একমাত্র জীবাত্মার পরম প্রয়োজন ভগবৎপ্রেমা লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ভক্তিযোগ মধ্যে আবার কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমূল। আত্মনিবেদন ব্যতীত এই হরিনামও জিহ্বায় উদিত হইতে পারে না। ইহাই নামতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণের উক্তি—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"—শ্রীরূপ

বামনভিখারী যেরূপ বলির নিকট হইতে তাঁহার আত্মনিবেদনরূপা বৃত্তিটী ভিক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরভিখারীও আত্ম-নিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অন্তর্দ্বীপ বা আত্মনিবেদনক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে জীব কিঞ্চন ধর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন। এই আত্মনিবেদনক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করিয়া ভজন করিতে করিতে জীব গোবর্দ্ধনপূজায় অধিকার লাভ করেন। এই গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। গোবর্দ্ধনপার্শ্ববর্ত্তী শ্রীরাধাকুণ্ড সাক্ষাৎ বৃষভানু-নন্দিনী। রাধাকুণ্ডে স্নাত হইলে জীব গোবর্দ্ধনের যথার্থ স্বরূপ ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজপত্তন আত্মনিবেদনক্ষেত্র-অন্তর্দ্বীপ মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ শ্রীগৌরভিখারীর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলেই জীব শ্রীগৌরধামে ব্রজধাম ও শ্রীগৌরসুন্দরে রাধা-গোবিন্দ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এই জন্যই গৌরভিখারীর অনুগতগণ জীবের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বলিয়া থাকেন,—

প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥

* * *

আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।

* * *

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

রাজর্ষি জনক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

যথাক্রমে সেই সকল আশ্রম ধর্ম্মের বিধিবিধানে অবস্থান করিয়া লোকচয় বহু-জন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ আত্ম-সুখাভিলাষে কিম্বা দুঃখের ভয়ে কোনও কর্ম্ম না করিয়া কেবল ভগবৎপ্রীতিসাধন-লক্ষ্যে জীবনের কর্ত্তব্যবোধে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া) মায়া-মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু, যে-ব্যক্তি বহুজন্ম এইরূপ শাস্ত্র-বিধির বশে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদি আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনোবুদ্ধ্যাদি বিশুদ্ধ অর্থাৎ কাম-মলমুক্ত ও ভগবদনুরক্ত করিতে পারেন, সেই শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি পরবর্ত্তী জন্মে প্রথম আশ্রমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যেই থাকিয়া মায়া-মুক্তি লাভ করেন ; তাঁহাকে আর আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে হয় না। কারণ, ধর্ম্ম-কর্ম্মের যাহা চরম ফল সেই ভগবদনুরাগরূপ পরম অভীপ্সিত বস্তু লাভ হইলে আর অন্যত্র অপর ব্যাপার ব্যর্থ মাত্র। রজঃ এবং তমোগুণের যে-দোষ তাহা সর্ব্বদা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের বশে বিপথগত বা ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত না হইয়া, সতত সাত্ত্বিকমার্গ-অবলম্বনে যাহাতে অন্তরে পরমাত্ম স্বরূপ প্রত্যক্ষ হন, তাহাই শ্রেয়স্কামিজনের সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। এইরূপে সর্ব্বভূতে অন্তরে বাহিরে ভগবদ্দর্শন এবং জগদ্ধাম শ্রীভগবানেই আশ্রিততত্ত্বরূপে সকলকে দর্শন হইলে, সেই দ্রষ্টার আর বনে বা ভবনে কোনও ভেদ থাকে না ; তিনি জলে জলচর জীবের মত যে-কোন স্থলে যে-কোন অবস্থায় থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না ; কোনও কারণে তাঁহার অসুখ উদ্বেগ জন্মে না, তিনিও কাহারও অসুখ বা উদ্বেগের হেতু হন না। তিনিই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন। ব্রহ্মন্, এ-সমস্তই আপনি সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। শ্রীগুরুপ্রসাদে আমি আপনার মহিমা অবগত আছি।" রাজর্ষি জনকের মহিমা জ্ঞাত হইয়া সফলকাম শুকদেবও প্রস্থান করিলেন।

হরিপরায়ণ মহাভাগবত জনকের এই অমূল্য বাক্য মহাভারতে (শান্তি পর্ব্ব, ৩২৬ অধ্যায়) চিরোজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ভুবন-মঙ্গল মহচ্চরিত্র আলোচনা করিলে সজ্জনমাত্রেরই সদা উপলব্ধি হয়:— তিনি 'এ'দিক্ ওদিক্-দু'দিক রাখিয়া দুধের বাটী' খান নাই। মহাভাগবত-গণের কেহ কখনই 'দু'দিক্' রাখিতে ব্যস্ত বা 'দুধের বাটী' খাইতে ব্যগ্র

হন না। তাঁহাদিগকে তাহা হইতে হয় না। তাঁহারা, অখিল ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী যাঁহার পদসেবা লাভের জন্য সদা লালায়িতা—একান্ত কাঙ্গালিনী, সেই 'লক্ষ্মী-সহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমান্' শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মেই সর্ব্বান্তকরণে রত থাকিয়া সর্ব্বজয়ে সমর্থ হন; সেই দিকেই যথাসর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া সর্ব্ব-দিগ্বিজয়ে অমিতপ্রভাব ধারণ করেন। আর 'দুধের বাটী'র জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইবেন কি? সমস্ত ব্রজগোপগোপীগণের অপরিমিত অমৃতধারার যিনি একমাত্র ভোক্তা সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং চিন্ময় অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণকে ভোজন করাইবার জন্য সদা ব্যস্ত। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের দৃষ্টান্ত আলোচ্য।

মহারাজ জনকের ন্যায় পরমহংস মহাভাগবতগণ সংসার-লীলাভিনয় দেখাইয়াও তাঁহারা সকল বর্ণ ও আশ্রমের গুরু—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপরে 'দুদিক' রাখিতে যাইয়া সেই 'একদিকে'ই অগাধ সংসার-সমুদ্রেই নিমগ্ন হন। 'দু'দিক রাখা' কখনও হয় না।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে এবং পুরাণে অনেক স্থলে যে-সকল জনকের কথা পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই এই মহাভাগবত জনক বলিয়া বোধ হয় না। জনক নামে একাধিক রাজা কালে কালে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই মহাভাগবত জনক দেবর্ষি নারদাদির মত যুগে যুগে নিত্য বর্ত্তমান।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ**

বৈষ্ণবগণ কি হিন্দু ?

—একথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত' অবাক্ হইবেন, কারণ সাধারণের ধারণা বৈষ্ণবধর্ম্ম-জগতে প্রচারিত অন্যান্য ধর্ম্মের অন্যতম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা-বিশেষ ; সুতরাং বৈষ্ণব—হিন্দু। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপটী সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণব কখনও সাধারণ হিন্দুশব্দ-বাচ্য নহেন, বৈষ্ণব কখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন। বৈষ্ণব কখন "পাষণ্ডী হিন্দু" নহেন। হিন্দুকুলোদ্ভূত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, অন্ত্যজ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি সকলেরই বৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা আছে, একথা সত্য। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, সমগ্র পৃথিবী, এমনকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোন দেশস্থ, গ্রামস্থ, নগরস্থ, যে কোনও প্রাণীর আত্মবৃত্তি পরিস্ফুট হইলে তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ নামে অভিহিত করিলে "বৈষ্ণব" বলিতে যে-বস্তুটী সেইটী উদ্দিষ্ট হয় না। যাঁহারা বৈষ্ণবকে হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ প্রভৃতি বলিয়া জানেন, তাঁহারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতা বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আমরা বৈষ্ণবের স্বরূপ এবং 'বৈষ্ণব' কথাটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না বলিয়াই প্রতিমুহূর্ত্তে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধে বিকৃত মনোকল্পিত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে যাঁহারা তথাকথিত বৈষ্ণব, তাঁহারা এতদূরে বিরূপধর্ম্মগ্রস্ত যে, তাঁহারাও এই ভুলটী করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন এবং এইরূপ পরিচয় দিতে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করেন—"আমরা হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি." এইরূপ পরিচয় বৈষ্ণবের যোগ্য পরিচয় নহে। বৈষ্ণব নিজের পরিচয় বলিতে তাঁহার নিত্যস্বরূপের পরিচয়ই দিয়া থাকেন। তিনি নিজেকে ভগবানের দাসানুদাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাসাভিলাষী দাস বলিয়া পরিচয় দিতেই নিজেকে গৌরাবান্বিত মনে করেন। কারণ ইহাই বৈষ্ণবের স্বরূপের পরিচয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন। তিনি জীবের স্বরূপ বলিতে গিয়া "তুমি রাম, শ্যাম, যদু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, বিষয়ী অথবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কিম্বা সুখী, দুঃখী, ধনী, নির্ধন, এইরূপ কিছু উত্তর প্রদান করেন নাই। **জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণের**

নিত্যদাস প্রত্যেক জীবই স্বরূপে কৃষ্ণদাস। এমনকি মহাপ্রভু জীবকে নারায়ণদাস বা বিষ্ণুদাস পর্য্যন্ত বলেন নাই। অতাত্ত্বিক বিরূপ ধর্ম্মগ্রস্ত ব্যক্তিগণ মনে করিবেন' "এটী মহাপ্রভুর গোঁড়ামি মাত্র"। কিন্তু মূর্খ মায়িক ধর্ম্মাধীন ব্যক্তিগণ যদি কোন দিন ভগবৎকৃপালোকে উদ্ভাসিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, সেদিন জানিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক জীবই সেই পরম তত্ত্বের অংশ ; সর্ব্বাবতারী পরম ঈশ্বর অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যাঁহারা নিজদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রহ্মোপাসকরূপে অভিমান বা নারায়ণের দাসরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদেরও স্বরূপে সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রতীতির মূলতত্ত্ব নারায়ণের চিত্ত-বিত্ত-হরণকারী সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবকের যোগ্যতা নিত্য থাকিয়াও প্রতীতি সুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু একমাত্র হ্লাদিনীর কৃপা ব্যতীত জীবের সেই চরমদাস্যে অধিকার লাভ হয় না। নারায়ণের উপাসকগণও কৃষ্ণেরই দাস, তাঁহাদিগেরও স্বরূপে কৃষ্ণ-দাস্যের যোগ্যতা রহিয়াছে। বিষ্ণুদাসগণ সকলেই মূল পুরুষ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যে-সকল মহাসৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণাকর্ষিণী হ্লাদিনীর সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই একমাত্র সে-স্বরূপটী উপলব্ধি হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

যাঁহারা বিরূপগ্রস্ত তাঁহারা তাঁহাদের নিত্যস্বরূপটী উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাই স্বরূপবিস্মৃতি-ক্রমে বিরূপ গ্রস্ত হইয়া তাঁহারা নিজদিগকে কখনও হিন্দু, কখনও যবন-ম্লেচ্ছ, কখনও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, শূদ্র-অন্ত্যজ, কখনও সুখী দুঃখী, ধনী, নির্ধন, কখনও মহামায়ার সেবক, কখনও কামনাদাত্রী দেবতার পূজক প্রভৃতি অভিমান করিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুদাস্যকে গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িকতা মাত্র মনে করিয়া ক্রমশঃ আরও বিরূপতাকেই লাভ করিয়া থাকেন। তাই সাধুশাস্ত্র বলিয়া থাকেন, জীব মাত্রই বৈষ্ণব—"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।" সুতরাং বৈষ্ণব কখনও হিন্দু বা অহিন্দু যবন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিও ইহাই—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নবনস্থোযতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুর্পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমরা নিত্য ভগবদ্দাস। ভগবৎসেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। ভগবৎ-সেবকরূপে পরিচয়ই আমাদের নিত্য অভিমান। আমরা আমাদের স্বস্বরূপে নিত্য ভগবৎকিঙ্কর। ভগবৎকৈঙ্কর্য্যই আমাদের স্বধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম। আমরা স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারি ঐরূপ সঙ্কীর্ণ নানাবিধ পরিচয়ে আমরা পরিচিত বস্তু নই। আমরা হিন্দু নহি, আমরা ম্লেচ্ছ নহি, যবন নহি, আমরা কিরাত, হূণ, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, খশাদি নহি, আমরা কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ নহি— আমরা "ভগবানের নিত্যদাস।"

আমাদের এই নিত্য-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা আজ নিজ-দিগকে তুর্কী বা (তুরস্ক) টার্কস্ বলিবার জন্য 'হিন্দু বা শ্রৌত' বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হিন্দুর ধর্ম্ম বা দেহ ও মনের ধর্ম্ম রক্ষা করাকেই জীবনের ব্রত ও চরম প্রয়োজন মনে করিতেছি। অহিন্দু পৃথক হইবার বাসনায় হিন্দুর নামে পরিচয় দেওয়াকেই বড় একটা গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি, কত মণ্ডলী-সভা-সমিতি রচনা করিতেছি, হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার্থ কত ভাবেই না যত্ন করিতেছি। হায়! মহামায়া আমাদের চক্ষুকে এইরূপেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

গৌড়দেশে আজ রঘুনন্দন ভাট্টাচার্য্যকেই আমরা আমাদের বরণীয় মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতেছি, কারণ তিনি আমাদের হিন্দুত্ব অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালার এই অনিত্যাভিমান লইয়া ভ্রমণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাই আমরা ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য হইয়া আত্মধর্ম্মযাজী ঐকান্তিক বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ করিতে শিখিয়াছি। তাঁহাদিগকে সদাচারভ্রষ্ট হিন্দুধর্ম্মবিবর্জ্জিত মনে করিতেছি। তাই অদ্বৈতাচার্য্য আমাদের বিচারে হিন্দুকুলোদ্ভূত হইয়াও হিন্দু-সদাচার-বিবর্জ্জিত ; কারণ তিনি ভগবদ্ভক্তকে আদর করিতেন। নিত্যানন্দপ্রভু হিন্দু-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হইয়াও আমাদের বিচারে অসদাচারী, কারণ তিনি মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আবার শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় বঞ্চিত ব্যক্তির ধারণানুযায়ী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিরোধ-আচরণ (?) করিয়া মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ-বিচার বা জাতি-বিচার (?) দেখাইয়াছিলেন বলিয়া "আমার ন্যায় **"পাষণ্ডী হিন্দুর"** নিকট তিনি

আমার ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রদাতা অর্থাৎ বঞ্চনাকারী—তিনি আমার বিরূপধারণার ছাঁচে গড়া একজন সদাচারী।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই "পাষণ্ডী হিন্দুর" একটী চিত্র তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—

* * *

হেন কালে "পাষণ্ডী হিন্দুর" পাঁচ সাত আইল॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্যগীতবাদ্য যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালী।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরীয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥"

(ক্রমশঃ)

পরমারাধ্যতম-পরমহংস-অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামী-মহারাজস্য সপ্তসপ্ততিতমাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ

ভো মাঘীকৃষ্ণা-তৃতীয়ে তিথিবরে! ত্বমেব ধন্যাতিধন্যা। যতঃ তিথিষু ইয়ং তিথিঃ শ্রেষ্ঠা। যাত্রাসু শুভাশুভতিথিপ্রকরণে ইয়ং জয়া নাম্না খ্যাতা। অস্যাং তিথৌ অস্মাকং গুরুদেবোঽপ্রাকৃতাং তনুমঙ্গীকৃত্য অস্মিন্ জগতি আবির্ব্বভূব। তদীয়ে শুভবিজয়ে বসুন্ধরা হৃষ্টবতী। রমণীয়ঃ কালঃ সমুপাগতঃ। দিশঃ প্রসন্না বভূবুঃ। সজ্জনানাং মনাংসি প্রসন্নানি আসন্।

ভো দিব্যজ্ঞানপ্রদাতঃ! ভবান্ধকূপে পতিতান্ জীবান্ পরিত্রাতুং ভবতোঽস্মিন্ মর্ত্ত্যলোকে বিচলনম্। তেষামজ্ঞানতমো দূরীকৃত্য জ্ঞানালোকরশ্মিচয়েন তান্ প্রদীপ্তান্ কর্ত্তুং ভবতঃ শুভাবির্ভাবঃ। "গুরুরেব সংসারাৎ তারয়তি" ইতি জ্ঞানং লব্ধ্বা সর্ব্বে লোকাঃ গুরুমন্ত্রোপদেশমাত্রেণৈব ভবার্ণবমজ্ঞঃ তরিতুং সমর্থাঃ।

ভো রূপানুগধারাসংরক্ষক! ভবতঃ শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃতবাণীশ্রবণাদস্মাভির্জ্ঞাতং, রূপানুগধারা কদাপি বিলুপ্তা ন ভবেদিতি। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপরিপূরণায় ভারতবর্ষস্য বিভিন্ন দেশেষু ভবান্ মঠমন্দিরাদীন্ সংস্থাপ্য প্রচারকবর্গেন শ্রীরূপানুগবার্ত্তাং বিস্তারয়ামাস। এবম্বিধরূপেণ শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমেণ শ্রীভক্তিবিনোদধারা প্রবহমানা ভবিষ্যতি।

ভো ভবভয়নিবারক! বহবো মানবাঃ সংসার-কারাবদ্ধাঃ সন্তঃ ত্রিতাপ-জ্বালাচয়ান্নিতরাং ভুঞ্জতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" ইতি গীতাবচনাৎ ধর্ম্মোপদেশেন ভবাংস্তেষাং তাপান্নিবারয়ামাস।

ভো কেশবকেশরিন্! ধরাতলে গজসদৃশান্ পাষণ্ডান্ ভৃশমর্দ্দয়িত্বা 'পাষণ্ডগজৈকসিংহো' নাম্না খ্যাতোঽসি।

ভো বেদান্তসমিতেঃ প্রতিষ্ঠাতঃ! ইমাং সমিতিং স্থাপয়িত্বা ভুবনেষু বিকীর্ত্তিতোঽসি। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ইতি বাক্যস্য সার্থক্যং প্রদর্শিতম্।

হে ভবরোগভিষক্! বহির্ম্মুখা মানবা ভগবদ্বিস্মরণাৎ তচ্চরণে কৃতাগসাঃ। তস্মাদ্ধেতোঃ বহিরঙ্গমায়য়া কবলীকৃতাঃ অবিদ্যাপিত্তরোগাক্রান্তাশ্চ তে। ভবদনুগ্রহাদেব তদ্রুজঃ নিরাময়মবাপ্তাঃ।

হে সদোপাস্যতম! হে আশ্রয়বিগ্রহ! ভবতঃ শ্রীচরণাম্বুজে প্রপন্নোঽস্মি। ভবাম্বুধৌ নিপতিতং মাং কৃপয়া সমুদ্ধর। "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়" ইতি বচনাৎ মম মনঃ আশ্বাস্য ভবতোঽভয়পাদপদ্মাশ্রিতোঽস্মি। পাহি মাং গুরুদেব! ভবানেব মমৈকং শরণম্।

হে অদোষদর্শিন্! কোটিজন্মনামপরাধান্ ক্ষমস্ব মে। মাদৃশং বরাকং প্রতি আশীর্ব্বাদং করোতু, যতঃ তব পাদপদ্মদ্বন্দ্বসেবনে যোগ্যতাং লব্ধুং শক্নোমি।

অদ্য ভবতঃ শুভাবির্ভাববাসরে মম প্রার্থনেয়ং, ভবচ্চরণে তথা ভগবতি চ দৃঢ়া ভক্তির্ভবতু। অলমিতি।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠতঃ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ
২৬শে মাঘ, ১৩৮০; ৯ ফেব্রুয়ারী,
১৯৭৪।

ভবদীয় পাদপদ্মদাসানুদাসঃ
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ঊর্দ্ধমন্থী

শ্রীগুরু-আবির্ভাব-তিথি-বাসরে

আজি শুভক্ষণে দেব-ঋষিগণে গাহে কাহার বন্দনা—
প্রতি ভকতের ভবনে কাহার জয়গান যায় শোনা?
শুক-সারি আজি নাচে দিকে দিকে মাতি' কা'র গুণগানে?
বাতাস আজিকে কা'র কথা কহে সাধকের কানে কানে?
শিশির-সিক্ত ফুলদল আজিকে কা'র পদ-রজঃ যাচে?
কাহার রাগিণী উঠিছে ধ্বনিয়া গঙ্গার কল-উচ্ছ্বাসে?
মধুপেরা আজি কাহার স্মরণে গুঞ্জরিছে দলে দলে?
ধরণীর ধূলি হয়গো পবিত্র মিলি' কা'র পদতলে?
কাহার চরণ-পরশ লাগিয়া উদ্গ্রীব তৃণ-লতা?
আজি তীর্থে, তীর্থে ভকতবৃন্দ গাহে কা'র জয়গাথা?
কে সেই মহান্ জগৎ-জীবন, ভকত-হৃদয়-নিধি?
মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া যাঁহারই শুভ আবির্ভাব-তিথি?

জানি আমি তাঁরে, তিনিই যে আমার পরমারাধ্য প্রভু ;
তাঁর শ্রীপদাম্বুজ-আশ্রয় ছাড়া গতি নাহি মোর কভু !
ব্রজপুরে তিনি ব্রজ-সখী হ'য়ে শ্যামসনে করে কেলি,
রসিকভকত দেখে তাঁরে শুধুই দিব্য নয়ন মেলি'।
'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নামে তিনি সদা বিদিত এ নরলোকে ;
আজি তাঁর পূত উদয়-দিবসে পূজে সবে দিকে দিকে।
তিনি যে মোদের আপনার জন, পাতকীর গতি-দাতা,
প্রতি ভকতের হৃদয় জুড়িয়া তাঁহার আসন পাতা।
ত্রিলোক-বন্দিত হেন প্রভুজীর কৃপা পেয়েছে যে যথা,
সেই জন বুঝয়ে করুণাঘন প্রভুর মহিমা-গাথা !
জহুরী না হ'লে জহর চিনিতে পারে না মূরখ নরে,
শুদ্ধ ভকত ব্যতীত তেমনি কেহ নাহি চিনে গো তাঁরে।
বেদ-বেদান্তাদি মথি' তিনি জীবে বিতরিলা প্রেম-সুধা,
প্রভুপাদ-বাণী তাঁহার প্রচারে হ'ল সর্ব্বজনাদৃতা।
মায়াবাদ-তমঃ টুটিল আজিকে তাঁর জ্ঞানারুণ-রাগে,
নেড়া-নেড়ীগণ মুখ লুকাইল লাজে-ভয়ে-পরিতাপে।
ব্যাস-বাণী প্রতি ব্রাহ্মবাদিদের বিদ্বেষের ভাব হেরি',
ব্রাহ্মমতেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ঘোষিলা জগৎ জুড়ি'।
শ্রীবিগ্রহ-পূজায় কটাক্ষ করি' কাহার কাহার লেখা,—
হিন্দুর বিরোধী বলিয়া জেনেছি তাঁর কাছে থাকি সদা।
তাঁহার বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণে জানিয়াছে জগজন,
প্রতি সূত্রের মর্ম্মার্থে শুধুই রহে ভকতি-প্রেমধন।
'বাইবেল' এবং 'হাদিশ' গ্রন্থেও কহে সাকার ঈশ্বর,
—একথা তাঁহার শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি বহুবার।
'ঈশ্বর ও জীবে সমান কহি' যারা প্রচারে ধর্ম্মমত,
তাঁহার বিচারেই পাষণ্ড বলি' হ'ল তারা নিরূপিত।
কোনও মতবাদী পারে নি তাঁহার যুক্তি ছেদিতে কভু,

তাই সর্ব্বোত্তম বলিয়া জেনেছি তাঁহারই মত শুধু।
গুরুগত প্রাণ সে' মহাজীবন জানিত শ্রীগুরু-সেবা,
গুরুর লাগিয়া অসাধ্য-সাধনে করেনি কভুও দ্বিধা।
'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' নামেতে সঙ্ঘ স্থাপন করি'
মহাপ্রভু-বাণী প্রচারিলা তিনি সারাটি ভারত জুড়ি'।
তাঁর সাধনায় বিনোদ-বিহারী রাধা-কান্তি অঙ্গীকরি',
দেবানন্দ মঠে রতন-আসনে রাজিছে বিগ্রহ ধরি'।
নরের অসাধ্য কত লীলা তিনি করিলা এ ভব-মাঝে,
তাঁর উদয়-হেতু আজিকার তিথি পূজ্যা হইয়া রাজে।
শ্রীপ্রভুপাদের বাসনা পূরিবারে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা তাঁর,
পৃথিবীর বুকে রেখেছে সুকীর্ত্তি ক্ষয় নাহি কভু যার।
তাঁহার পবিত্র প্রসাদের কণা দেবলোকে সবে চাহে,
জ্ঞানী-যোগীগণও তাঁহার কৌপিন বহার যোগ্য নহে।
বিরিঞ্চি-শিবও তাঁর গুণগান গেয়ে থাকে অবিরত;
মায়াদেবী তাঁর সমুখে আসিতে লাজে হয় অবনত।
ব্রজসখী ছাড়া তাঁর সম-সাথী কেহ কি হইতে পারে?
সাধ জাগে মম সে' পদ-কমলে ধূলি হ'য়ে থাকিবারে!
আমার গুরুজী জগতের গুরু, লীলা কৈলা জীব-হিতে,
তাঁহার বাণীর মূল্যের কণা কভু জগৎ পারে না দিতে।
এ' হৃদি-দেউলে পাই যদি কভু তাঁর পূত দরশন,
সে' আশায় আজি তাঁহার চরণে করি অর্ঘ্য নিবেদন।
কোটি কোটি প্রণতি জানাই তাঁর রাতুল পাদ-সমীপে,
জনমে জনমে পাই যেন তাঁরে মম ইষ্টদেবরূপে।

শ্রীব্যাস-পূজা-বাসর;
৩রা গোবিন্দ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ।

সেবকাধম—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
সাং-বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শ্রীপাদপদ্মে দীনার ভক্ত্যঞ্জলি

শুভমাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীব্যাসাভিন্ন গুরুপরম্পরার অন্যতম নিত্য আরাধ্য মদীয় পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** মাদৃশ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত লোকচক্ষুর গোচরীভূত হন।

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তিনি নিজের পার্ষদ-বিশেষকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সাধারণ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু বা কর্ম্মবন্ধন নাই। "অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই, সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথায়।"

ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্—এই তিনের সহিত পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় পরমমুক্তপুরুষ ভগবন্নিজজনগণের আবির্ভাব-দিবসে তাঁহাদের সাক্ষাৎ শ্রীমুখ-বাণী বা পূতজীবনী আলোচনায় আমাদের জীবন ধন্য এবং চিত্ত শোধিত হইয়া পরমকল্যাণ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা—"দিয়া পদছায়া শোধহে আমায় তোমার চরণ ধরি।" তাঁহাদের পবিত্র জীবনাবলী আলোচনার মধ্য দিয়া শাস্ত্র ও মহাজনের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি সম্ভব, কারণ তাঁহাদের জীবনই ধর্ম্মশাস্ত্র-স্বরূপ ও গুরুবাক্যের অনুবর্ত্তন করিয়া মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ শ্রীগুরুবর্গের পূতচরিত্র শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য, স্মর্ত্তব্য—ইহা সাধক জীবের সহায়-স্মারক ও সৌভাগ্য-উদ্দীপক অঙ্গস্বরূপ। চন্দনকে যতই ঘষা যায়, ততই গাঢ় হয়, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণের অপ্রাকৃত গুণ-মহিমা-গাথা নিষ্কপট চিত্তে প্রচুর আলোচনাদ্বারা ভক্তি গাঢ় হইবে, ভক্তের কৃপায় ভগবৎকৃপা সম্ভব হয়।

ভক্ত ভগবানে তন্ময়চিত্ত। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্, কথন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।" ভক্ত ভগবান্ ছাড়া জীবনধারণে অসমর্থ। আর ভগবান্ও বলেন—"তাহা বিনা আমি কিছু না জানিয়ে আনে।" ভগবান ভক্তবৎসল, ভক্ত যেমন ভগবানে আসক্ত, ভগবানও সেইরূপ। সুতরাং নিষ্কপট চিত্তে ভগবদ্ভক্তগণের পরিচর্য্যার দ্বারা সিদ্ধি লাভ অনিবার্য্য—"ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি প্রেম-লতিকার মূল।" "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা"—এই বিচারে অবস্থিত না হইলে কৃষ্ণভক্তি-লাভ সম্ভব নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভগবানের সেবাপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক এবং তাঁহাদের সেবায়ই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে।" অত্যন্ত প্রীতিতে ভক্ত ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া হৃদয়-মন্দিরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কৃপা করিয়া বদ্ধজীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিবার মত ক্ষমতা রাখেন। "ভক্তের হৃদয়ে সতত গোবিন্দের বিশ্রাম।" শ্রীভগবানের উক্তি—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

ভক্তগণের চরিত্র অতি পবিত্র, তাঁহাদের গুণগানে বদ্ধজীবের ত্রাণ হইয়া থাকে। যদিও বৈষ্ণবগণ "স্বৈনেব লাভেন সম প্রশান্ত—হরি-গুরু-বৈষ্ণব তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।" পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ নিষ্কপট ও দীনহীন হইলে বৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়। বিষয়-চিন্তা, বিষয়-সংগ্রহ-পিপাসা মায়াবদ্ধের লক্ষণ; সাধু-গুরুগণই সেই বিষয় হইতে আমাদের রক্ষা করিতে পারেন। "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুগুরু-কৃপাছাড়া না দেখি উপায়।" শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণই আমার প্রকৃত আত্মীয়, আমার প্রাণের বন্ধু—এই জগতের মৃত্যুভয় হইতে আমাদের উদ্ধার করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে"—অপ্রাকৃত গুণরাশি এই জড়ীয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবস্তু নহে। কৃষ্ণের অনন্ত মহিমা অনন্তদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না—তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তের গুণও অনন্তমুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না।

আত্মনিবেদনই শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুবর্গের পূজার প্রকৃত উপায়ন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মাধ্যমে গুরুবর্গের মহিমাবগতি সম্ভব। মাদৃশী ঘৃণিতা মূঢ়া তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা জানাই—সর্ব্বাত্মসমর্পণের বল তিনি আমায় প্রদান করুন। আজ এই পরম পবিত্র শুভদিনে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়—

যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্মপাপানুবন্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে
ক্রিমিগতমপি গত্বা জায়তে চাত্মলাত্মা
ভবতু মমহৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা।

সতত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাভিলাষিণী—
(শ্রীমতী) উষা (দেবী)

শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ

শ্রীব্যাসপূজার অর্থই শ্রীগুরুপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারা শ্রীব্যাসদেবের পূজা গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেবই জগতে প্রকৃত সত্য-দ্রষ্টা, তিনিই জগতের প্রকৃত সভ্যতার প্রতীক, তিনিই কর্ম্ম-জ্ঞানের সন্ধান দানান্তে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্ধান দিয়াছেন। তিনি জড়বাদীগণের ধ্বংসশীল শব্দের হেয়তা প্রদর্শন করতঃ শ্রীবেদান্তদর্শনের প্রায় অন্তিম সূত্রে—"অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ" উচ্চারণ করিয়া শব্দব্রহ্মের আবৃত্তি করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বিবর্ত্তবাদী বিশ্বে শব্দসামান্য প্রভাবদ্বারা কিছু পরিমাণে ক্ষণিক সন্তুষ্টি লাভ করিলেও উহা কালের সর্পিল জিহ্বাকে স্তম্ভিত করিতে পারে না। কালাকালের অতীত যে বস্তু, তাহার অনুসন্ধান দান করিয়াছেন কর্ম্মব্যস্ত বিশ্ববাসীর সম্মুখে যিনি, তিনিই ব্যাসদেব।

শ্রীব্যাসদেব সমগ্র বিশ্বের সভ্যতার প্রতীক, আর ভারতবর্ষই সেই সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রস্থল। যখন নাস্তিকাবাদ, প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ, কর্ম্মবাদ, পরাণুবাদ প্রভৃতি সৃষ্টি-সংহারী মতবাদসকল পৃথিবীকে প্রবলভাবে গ্রাস করিয়া মানবগণকে কলির পদলেহন করিতে উদ্যত করাইতেছিল, ঠিক সেই ভয়াবহ সঙ্কটময় সন্দিক্ষণে নিখিল জীবনিচয়ের অশেষ কল্যাণ-বিধান-হেতু ভগবানের শক্ত্যাবেশ শ্রীব্যাসদেব ভূ-ভারতে প্রকটিত হন। তিনি বেদকে বিভাগ করতঃ কর্ম্ম-জ্ঞান প্রভৃতির কথা জানাইলেও পরিশেষে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন; অধিকারভেদেই ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন। বর্ত্তমান আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্যতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শ্রীবেদব্যাসের মুখ্য তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা বিধেয়।

তাই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই পূজা-মহোৎসব সাধারণতঃ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুই ব্যাসানুগত্য শিক্ষার প্রকৃত প্রচলনকারী। তাঁহারই সময়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা এই ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয় এবং উহাই বর্ত্তমান ধারায় প্রথম অধিবেশন। কালের করালগ্রাসে সমাজে নানান্ আবিলতা প্রবেশ করায় ইহা প্রায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিল। পরবর্ত্তিকালে আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের দীপ্তমান আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করতঃ গৌড়ীয়-গগণে এক নবজাগরণের অধ্যায় সূচনা করেন। এই মহাপুরুষই বৈষ্ণব-জগতে 'শ্রীল প্রভুপাদ' নামে সুবিদিত। শ্রীল প্রভুপাদই ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য পুনঃ

উদ্ঘাটন করতঃ জগতের সমক্ষে ব্যাসানুগত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

যুগাচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসদেবকেই 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কারণ শ্রীব্যাসদেবই সনাতন ধর্ম্মের মূল পথপ্রদর্শক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের উপরিও অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীব্যাসদেব ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার; তিনি বৈয়াসকি-সঙ্ঘের ঈশ্বর। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু জগদ্‌গুরু-লীলা প্রকট করিবার জন্য শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও জগদ্‌গুরু যে স্বয়ং সম্ভোক্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্ব বা মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-সেবকত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্‌গুরুত্ব থাকে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

সেই অনুসৃত ধারাকে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ জগতে যে-ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন তাহা অক্ষুন্ন রাখিয়া অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরও জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অদ্যাবধিও তদীয় প্রেষ্ঠগণ বর্ত্তমান হরিকথা-দুর্ভিক্ষকালেও ইহার অনুষ্ঠান করতঃ জগদ্বাসী-সমক্ষে উহা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে বিগত ৩ গোবিন্দ, ২৬শে মাঘ (ইং ৯।২।৭৪) শনিবার হইতে ৫ গোবিন্দ, ২৮শে মাঘ (ইং ১১।২।৭৪) সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ সমস্ত মঠে এবং তদনুগ ভক্তবৃন্দ অনেকে গৃহে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। স্থানাভাবে এখানে শুধু সমিতির মূলমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের উৎসব অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** ও জগদ্‌গুরু **শ্রীল প্রভুপাদের** ভুবমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিবাসরে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব ও অঞ্জলি প্রদানাদি ভক্ত্যঙ্গসকল যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-দিবসে মঙ্গলারতি যথারীতি সম্পন্ন হইলে শ্রীগুরু-বন্দনসূচক স্তব-কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। তদনন্তর

শ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চক এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিবিধ ব্যঞ্জন ও উপকরণ কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হইলে অভ্যাগত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসত্রয়ই যথাক্রমে বৈকালে মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। বাংলা, সংস্কৃত, অসমীয়া, হিন্দী, ওড়িয়া ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন বক্তাগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মে আর্ত্তি নিবেদন ও গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ দান করার উপরিও বিভিন্ন ভাষায় রচিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি আবৃত্তি এবং সভার প্রারম্ভে ও অন্তে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীকেদারবদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ১৯।৩।১৯৭৪

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ~~২৭শে বৈশাখ (ইং ১১।৫।৭৪),~~ **শনিবার** দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** তত্ত্বাবধানে **শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থদর্শনের** ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কঙ্খল, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও দর্শন করা হইবে। উক্ত দিবসে **হাওড়া ষ্টেশনের ১০ নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময়** যাত্রা করা হইবে। অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,** তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন।

ইতি—৫ই চৈত্র, ১৩৮০।

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি-**খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৪৭৫'০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড়, টর্চ্চলাইট ইত্যাদি এবং একটি এ্যালুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রি লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন **দশ/বার** কেঃ জিঃ-র অধিক না হয়। কোন যাত্রীর ১২ কেঃ জিঃ-র অধিক মাল হইলে প্রতি কেঃ জিঃ ৫'০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৩। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ২০০'০০ টাকা আগামী **৩০শে** বৈশাখ, ~~১৫শে এপ্রিল~~ তারিখের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৪। অগ্রিম ২০০'০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা **যাত্রা-দিবসে** অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। পাণ্ডা-বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৫। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া পৃথক্‌ভাবে লাগিবে।

৬। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট × ৬ ফুট প্লাস্টিক পেপার সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা গণেশ, **গৌরীকুণ্ড,** কেদারনাথ ও তথা হইতে **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ** পৌঁছিবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন যোগ্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। এই পরিক্রমায় ১৫।১৬ দিন সময় লাগিতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের জন্য (১২ বৎসর মধ্যে) ৩০০'০০ টাকা দিতে হইবে।

শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকা-পরিক্রমার আয়োজন চলিতেছে। যাঁহারা উহা দর্শনে যাইতে চান তাঁহারা শীঘ্রই পূর্ব্ব-উল্লিখিত কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয়-পঞ্চিকা

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { মঙ্গলবার, ৩০ বৈশাখ, ৪৮৮ গৌরাব্দ
প্রত্যুম্ন, ৮ ত্রিবিক্রম, ১৩৮১ ; ইং ১৪।৫।১৯৭৪ } ৩য় সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীউদ্ধব-প্রার্থনাষ্টকম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে)

১। দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ॥ ৪২॥

হে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন! হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! আপনি জগদীশ্বর এবং সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াও যেহেতু ব্রহ্মশাপের বাধাপ্রদান করেন নাই; সেই জন্য মনে হয় যে, আপনি নিশ্চয়ই এই যাদবকুলের সংহারপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবেন॥ ৪২॥

২। নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥ ৪৩॥

পরন্তু হে কেশব! আমি ক্ষণার্দ্ধকালও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগে ইচ্ছুক নহি; হে নাথ! অতএব আমাকেও নিজধামে লইয়া যাউন॥ ৪৩॥

৩। তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কৃষ্ণ! মানবগণ পরমমঙ্গলপ্রদ, শ্রুতিসুখজনক ভবদীয় লীলাচরিতামৃত শ্রবণপূর্ব্বক ইহলোকে যাবতীয় বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥৪৪॥

৪। শয্যাসনাটনস্থান স্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি ॥ ৪৫ ॥

হে দেব! আমরা চিরকাল শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, স্নান, ক্রীড়া, ভোজন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে প্রিয় আত্মস্বরূপ আপনার সেবা করিয়াছি, সুতরাং সম্প্রতি কিরূপে আপনাকে পরিত্যাগ করিব? ৪৫ ॥

৫। ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

হে দেব! আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই আপনার সহিত গমন প্রার্থনা করিতেছি, পরন্তু মায়াভয়ে নহে; যেহেতু আপনার সেবক আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইয়াই ভবদীয় মায়াকে জয় করিতে সমর্থ ॥৪৬॥

৬। বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৪৭ ॥

হে প্রভো! দিগম্বর, ঊর্দ্ধরেতাঃ, শ্রমণ, শান্ত, নির্ম্মলচিত্ত ঋষি, সন্ন্যাসি-গণ ব্রহ্মচর্য্যাদি মহাকৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

৭। বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥

৮। স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৯ ॥

হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু এই সংসারে ভ্রমণ করিয়াও আপনার ভক্তগণের সহিত আপনার কথাসমূহের কীর্ত্তন এবং মনুষ্যলীলারূপ ভবদীয় গমন, হাস্য, দৃষ্টিপাত, পরিহাস, কর্ম্ম এবং উপদেশসমূহের স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া দুস্তর সংসার-দুঃখ অতিক্রম করিব ॥৪৮-৪৯॥

পত্রাবলী *

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
ইং ২৬।৯।৬৪

স্নেহাস্পদেষু—

* * ! তোমার পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। এরূপভাবে মাঝে মাঝে পত্র দিয়া আনন্দিত করিবে। তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেও তোমার কথা আমি প্রায়ই মনে করিয়া থাকি এবং আসাম-দেশীয় ভক্তগণের নিকট তোমার খোঁজ-খবর লইয়া থাকি। আমি তোমার দ্বারা আসামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা ভাল করিয়া প্রচার করাইব—এইরূপ ইচ্ছা ছিল। তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। তুমি আরও পড়াশুনা করিলে অনেক উন্নতি করিতে পারিতে। আমার মনে হয় এখনও তুমি গৌড়ীয়-পত্রিকা, জৈবধর্ম্ম চৈতন্যশিক্ষামৃত ভাল করিয়া পড়িলে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িয়া মুখস্থের মত করিয়া রাখিলে তোমাপেক্ষা কেহই আসামে উৎকৃষ্ট প্রচারক হইতে পারিবে না। তোমার তীক্ষ্ণা বুদ্ধি ছিল। মনে হয়, এখনও তাহা নষ্ট হয় নাই। তুমি খুব দৃঢ়তার সহিত সদাচার-সম্পন্ন হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং বেদান্ত-সমিতির আচার-ব্যবহার পালন করিবে। তাহা হইলে ভগবান তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন। শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর উদাহরণ···ভক্তি লইয়া ভগবানের নিকট আদর। সময়-সুযোগ হইলে আসাম নিশ্চয়ই যাইব—তখন সংবাদ দিলে তুমি উপস্থিত হইলে অনেকের সঙ্গে দেখা হইবে। ঐখানের মঠে যাতায়াত করিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

---

* পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**-কর্ত্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—সম্পাদক

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

অনেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতির একদেশদর্শী বিচার বলেন। শ্রুতি-মন্ত্রের সর্ব্বতোমুখী বিচার গ্রহণ কর্‌বার সহিষ্ণুতা স্বীকার করেন না। ভক্তিকে আশ্রয় কর্‌লেই মায়ার দুস্পারা জলধি আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'য়ে যে'তে পারি। পূর্ব্বতন মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তনই আমাদের ধ্রুবতারা। পূর্ব্ব-মহাজনগণ সত্ত্বশুদ্ধি লা'ভ করে জ্ঞান বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত হ'য়েছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের নামই—বাসুদেব। সেই হৃদয়েই জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমা, বৈরাগ্য অর্থাৎ অভিধেয়ভক্তি উদিত হয়। আমরা এরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে অযৌক্তিক-রাজ্য হ'তে পার পেতে পারি। 'তমঃ অর্থে—মায়াবাদ, কর্ম্মবাদের ভোগ প্রবৃত্তি। ত্রিদণ্ডিগণ এই বিচার অবলম্বন ক'রে সেইদিকে অগ্রসর হ'বেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হ'বেন.—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।

কৃষ্ণই মূল উপাস্য বস্তু। যেখানে যত অধিষ্ঠান হ'তে পারে বা হ'বে সকলেরই উপাস্য বস্তু। এই শুষ্ক বংশদণ্ডের, এই টেবিলের (নিকটস্থ বস্তু-গুলিকে হাতদ্বারা দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিলেন) কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি সেবকের সেবা কর্‌বার জন্য সেবককে আকর্ষণ করেন। পরম সেবকের সেবা ব্যতীত যদি অন্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তি যায় তা' হ'লে আর আমাদের ন্যায় বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যিনি সেবা কর্‌তে চান, তাঁর যিনি সেবা করেন, তিনিই অনন্ত পরতম-পরতম-পরতম-তত্ত্ব—তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ-কারণ-তত্ত্ব। পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ বলা হ'য়েছে—যাঁ'র রূপের খানিক অংশ পেয়ে তাঁ'র ভৃত্যসমূহ মহারূপবান্ হ'য়েছেন। তাঁ'র ভৃত্য-সম্প্রদায় ভগবান্‌কে সেবা কর্‌বার জন্য রূপকে সেবোপকরণ মনে করেন—উপাদান মনে করেন। কৃষ্ণের রূপের কোটী অংশের এক অংশের সহিত কোন রূপের তুলনা হয় না। যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা কর্‌তে যাই, তখন আমাদিগকে রূপবান্ হ'তে হয়, আমরা তখন আমাদিগকে সাজা'তে চাই,

তখন অভিসার ব'লে একটা কার্য্য হয়—"শুক্লাভিসার," আর 'কৃষ্ণাভিসার' চাঁদ উঠ্‌লে গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যেরূপভাবে দৌড়োয়, আর চাঁদ না উঠ্‌লে যেরূপভাবে দৌড়োয়। রূপাভিসার, গুণাভিসার, পরিকরাভিসার, লীলাভিসার। (এ সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অন্যরূপ ধারণ করিল, তিনি সাধারণের সভায় একথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া ভাব-সঙ্কোচ ও বাক্যের আবেগ সম্বরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন) আমি এসকল কথা এ ভাষাতে বল্‌তে চাই না—দুর্ব্বলা জিহ্বা ব'লে ফেল্‌ছে; কিন্তু আমি এখানে ক্ষান্ত হ'লাম।

স্বয়ংরূপ—কৃষ্ণ, আর স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেব প্রভু।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

নিতাই—স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ ন'ন। অন্য একটা বস্তুর সাহায্যে সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি—বলবান্ তিনি। তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সরিয়ে নেওয়া যায় না, তিনি নিঃশক্তিক ন'ন। বলশক্তি—বলদেবশক্তিতত্ত্বের শক্তিবিশেষ। যদিও তাঁ'তে শক্তিমত্তত্ত্বের বিচার প্রবল র'য়েছে তথাপি তিনি শক্তিজাতীয়। উপাস্য-পর্য্যায়ে কৃষ্ণের পরবর্ত্তী সময়ে বলদেব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে বিরাজিত। এসকল ত্রিগুণের অন্তর্গত হ্রস্ব, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডলকে পরাভূত ক'রে চতুর্থ আয়তনের কথা। পঞ্চম স্তরের কথা আরও উপরের। পঞ্চম রাগ—কৃষ্ণের মুরলীর কথা—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরী কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ের একীভূত যে নারায়ণ বস্তু, সেই জিনিষটি বলদেব প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হ'য়ে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত।

তাঁ'র নিকট 'ব্যূহ' বলে একটা ব্যাপার আছে উপাস্যতত্ত্বের পঞ্চপ্রকার স্বরূপ। যাঁ'রা অর্থপঞ্চক আলোচনা ক'রেছেন, তাঁ'রা এসকল কথা জানেন। অর্থ-পঞ্চকবিদ্ ব্যতীত আমরা অপরের নিকট জ্ঞান লাভ কর্‌তে পারি না। অর্থ-পঞ্চকের জ্ঞান না থাক্‌লে গুরুর কার্য্য হয় না।

অর্চ্চাবতার—আট প্রকার। অর্চ্চাবতার আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীবকে—অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে কৃপা কর্‌বার জন্য জগতে অবতীর্ণ। কোথায় সেই দ্বাপরান্তকালে কৃষ্ণ প্রকটলীলা ক'রেছিলেন, আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব সেইকালে জগতে আস্‌তে পারে নাই—আমরা কৃষ্ণের দর্শন লাভ কর্‌তে পারি নাই—কৃষ্ণের কথা কিছু জানি না; কিন্তু কৃষ্ণের অর্চ্চা আমাদের কত মঙ্গল কর্‌ছেন। এই অর্চ্চা—সার্ব্বকালিক। আমরা বহু পরে জন্মগ্রহণ করেও কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি। অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি আমাদের আত্মার সেবা-বৃত্তিকে উদ্বোধন কর্‌ছেন।

অন্তর্য্যামী—প্রত্যেক গুণমায়া ও জীবমায়া-রচিত বস্তুতে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত আছেন এবং আমাদিগকে নিয়মিত কর্‌ছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

বৈভব—নৈমিত্তিক অবতারসমূহকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

—প্রভৃতি শ্লোকে নৈমিত্তিক যুগাবতারকে লক্ষ্য কর্‌ছেন।

ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ একটাই জিনিষ। একপাদ দর্শনে সর্ব্বদর্শন হয়। ইহ জগতে যে-একপদের বিচার, গণিতশাস্ত্রে তা'র কতকটা বুঝ্‌তে পারি—সেবকের কতটা প্রাচুর্য্য, সেব্যের কি ভাব, আমরা তা বুঝ্‌তে পারি।

পরতত্ত্ব—বাসুদেব, পরাৎপরতত্ত্ব—বলদেব, পরতম পরাৎপরতত্ত্ব—কৃষ্ণ। বিষ্ণু—মূল আকরতত্ত্ব; যেমন দুগ্ধ অম্লের যোগে দধি। দুগ্ধ বিকার হ'য়েছে যেখানে, সেখানে দধিরূপ রুদ্রতা। বিষ্ণুর বস্তুতঃ বিকার নাই, কিন্তু আমার ধারণায় যে বিকৃতভাব, সেইটি রুদ্রত্ব। বিষ্ণুতে বিকারের আরোপ করা গেলে মূল আকর বস্তুর ধারণা অবিকৃত বা যথাযথ (intact) না রেখে তা'র পরিবর্ত্তন ক'রেছি যে জায়গায় অর্থাৎ mutilated, distorted formএ যে আমাদের দেখা, তা' রুদ্রত্ব।

ব্রহ্মা—বিভিন্ন স্ফটিক আধারে সূর্য্যের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায়,—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ।
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ॥
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধান কর্ত্তা।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সূর্য্য—কালচক্রে অবস্থিত ১২টী রাশিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি সুরমূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি। কালটা তাঁ'র বাইরের প্রকাশ।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রাহ্মণে নমঃ ॥
(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১।১)

গণেশ—বিঘ্নবিনাশনকারী। 'ললিতবিস্তর' পাঠে জানা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে এই গণ-নায়কত্ব বা গণাধিপত্য কিরূপ প্রবল ছিল। গণেশ জাগতিক কর্ম্মরাজ্যের সিদ্ধিদাতা বৈশ্যগণের আরাধ্য। বৈশ্য-জগতে গণ-ধর্ম্ম, গণ-মত গণ-গড্ডলিকার বিচারেরই প্রাবল্য।

বিষ্ণু—অবিকারী; তিনি সর্ব্বব্যাপী; তিনি মায়াধীশ; তিনি জীবের ভোগবৃত্তি-দ্বারা সেবিত হন না। অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ জীবের ভোগপর চিন্তাস্রোতের দ্বারা সেব্য। কিন্তু বিষ্ণুর সেবাকাঙ্ক্ষিগণের বিচার এইরূপ,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে ॥

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী হ'তে যে ১২৫টি প্রশ্ন করা হ'য়েছে, সেই সকল প্রশ্নের এক একটি ক'রে আলোচনা ৯ দিবসে অসম্ভব। আমরা কেবল ৯ দিবসে ৯টী মূল বিষয়ের প্রারম্ভিক আলোচনা কর্‌ব এবং ঐ ১২৫টী প্রশ্নের উত্তর ১২৫টিপ্রবন্ধে কাগজে দিবার যত্ন কর্‌ব। অন্যান্য লোকেরা যে-সকল উত্তর দিয়েছেন, তা' অনেক স্থলে অসম্যক্, অনেক স্থলে বিকৃত উত্তর হ'য়েছে। আমরা কি কথা বল্‌তে বসেছি, তা'ও তাঁ'রা সুষ্ঠুভাবে ধর্‌তে পারেন নাই। আমাদের এই ৯ দিনের আলোচনা—থালার মধ্যে হাতী পোরার মত ব্যাপার হ'য়েছে। ৯ দিন ধরে মানুষ দুই ঘণ্টা ক'রে সময় দিবে, এত

সৌভাগ্য হ'বে, তা'ও জানিনা। আমাদের এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয়ের একটা সূচী বা উপোদ্ঘাত মাত্র দেওয়া হচ্ছে, তা তে অনেক কথা বাকী থেকে যাচ্ছে, মানবজাতির অনেক তর্ক র'য়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার যদি বিস্তৃত ক'রে আলোচনা করা যায়, তা' হ'লে অনেকে ব'লে থাকেন, অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে যাচ্ছে। অনেকেরই এসব বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই। যা'ক্ আমরা যতটা জগতে শ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রকাশ কর্‌তে পারি, ততটাই আমাদের সকলের মঙ্গল। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হ'য়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাকে এই স্থানেই ক্ষান্ত হওয়া দরকার। আমি সকলকে দণ্ডবৎ কর্‌ছি।

প্রশ্নোত্তর

(প্রেম)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫১ পৃষ্ঠার পর)

২৪। সর্ব্বসাধ্যসার কি? শুদ্ধভক্তির প্রথমাবস্থা কি?

"প্রেমভক্তিই সর্ব্বসাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্তভক্তিরূপে প্রতীত; তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি থাকে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৮।৬৮

২৫। অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সর্ব্বসুখশিরোমণি কেন?

"সুখ লাগি সর্ব্বজীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে যোগ করে সংসার-ভিতরে॥
সুখ-লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ-লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়॥
সুখ-লাগি কামিনী-কনক পাছে ধায়।
সুখ-লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়॥
সুখ-লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব-মধ্যেতে ডুবে মরে॥
নিত্যানন্দ বলে ডাকি' দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া॥

সুখ লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব॥
কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা॥
যে-সুখ আমি ত' দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম॥"

—নঃ ধাঃ ১ম অঃ

২৬। শুদ্ধ আত্মার প্রণয়ভাব বা মহাভাবাদি কি জড়গত অবিদ্যার বিকার?

"জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্ব্বমেতদনাময়ম্।
বিকারাশ্চিদ্গতাঃ শশ্বৎ কদাপি নো জড়ান্বিতাঃ॥
বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ধাম্নি বিলাসা নির্ব্বিকারকাঃ।
আনন্দাব্ধিতরঙ্গাস্তে সদা দোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃত-অবস্থায় প্রণয়ভাব, মহাভাব প্রভৃতি যে-সকল অবস্থার বিচার করা যায়, তাহা কেবল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ মত-সম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়-বিকারসকল জড়গত-অবিদ্যার বিকার নয়, কিন্তু চিদ্গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধ চিদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠে যে-সকল বিলাস আছে সে-সমুদায়ই সর্ব্বদোষ-রহিত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ; তাহাদিগের প্রতি 'বিকার'-শব্দ প্রযুক্ত হয় না।"

—কৃঃ সং ১।১১-১২

২৭। প্রেম মন্দির কোথায় অবস্থিত?

"কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় চৌদ্দলোকময় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।

—'নিয়মাগ্রহ, সঃ তোঃ ১০।১০

২৮। প্রেমারুরুক্ষুগণকে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে নিজ-গণে আহ্বান করিয়াছেন ?

"হে প্রেমারুরুক্ষু সাধক-ভক্তগণ ! আপনারা বৈধভক্তির দ্বারা লব্ধ ভাবমার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দ্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ স্তরের ঊর্দ্ধভাগে লিঙ্গ-জগতের হরধামরূপ চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হউন। বিরজারূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় দুইটী স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ-দুই স্তরই ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চ স্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর স্তরে গিয়া শ্রীগোপীদেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-দেহ অবলম্বন করত **শ্রীমতী রাধিকার যূথে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ-পূর্ব্বক শ্রীরূপ-মঞ্জরীর কৃপায়** নিজ-হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়িভাবকে রসাবস্থায় উন্নত করুন। **নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন** করত কৃতকৃতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্ত্তমান অধিকার-বিচার ও জড়দেহে যুক্ত-বৈরাগ্য এবং নিরন্তর নামরসপানে সর্ব্বোত্তম অধিকার লাভ করুন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

২৯। 'প্রেমারুরুক্ষু' ও প্রেমারূঢ়ে'র তারতম্য কি ?

"প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাপ্ত হন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ **প্রেমারুরুক্ষু-অবস্থা** এবং **প্রেমারূঢ়-অবস্থা**। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ড-কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। * * * আরুরুক্ষু-অবস্থায় প্রেমিভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩০। 'প্রেমারূঢ়' কাহারা ?

"সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র **প্রেমারূঢ়** বা **সহজ পরমহংস** হন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩১। শুদ্ধ চেতন ব্যতীত প্রীতিধর্ম্ম অন্যত্র আছে কি? জড়জগতে কি প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই? জড়ে আকর্ষণ ও গতি কোথা হইতে আসিল?

"বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি-মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং তথায় নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই, প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত-ধর্ম্মানুসারে পরমাণু-সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়; আবার স্থূল বস্তু-সকল পরস্পর আকর্ষণদ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

—'প্রীতি'. সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৯

৩২। প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত কি?

"প্রেমবিলাস-তত্ত্বে দুই প্রকার ভাব আছে—অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নাম **বিপ্রলম্ভ,** তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ **বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাব-বশতঃ সম্ভোগ-অভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তি**। রায় রামানন্দ নিজ-কৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে করিতে মহাপ্রভু স্বীয় ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটি বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং **বিপ্রলম্ভ-দশায় সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি**।"

— অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৮।১৯১-১৯৩

৩৩। বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ স্ফূর্ত্তি কিরূপ?

"প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়-মহাভাবরূপ সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রম-জনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগের উদয় হয়।"

— অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১৯৪

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৬)

পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধে লক্ষ্মীদেবী হইতেও ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ খ্যাপন হইয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, আর ব্রজসুন্দরীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্। শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভে লালসাবতী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের সঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী জানিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ অভিন্নস্বরূপ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির বৈশিষ্ট্য দর্শনে তাঁহার সঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণ শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষা নিকৃষ্টা। তিনি যাহার জন্য তপস্যা করিয়াও প্রাপ্ত হন নাই, তাহার প্রাপ্তি ইন্দ্রাণী প্রভৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠে যত রমণী আছেন, সকলের লোভনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম; কিন্তু কেহই তাহা প্রাপ্ত হন নাই, কেবল ব্রজদেবীগণই তাহা পাইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদেরই উৎকর্ষ।

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইয়াছিলেন রাসোৎসবে। আপৎকালে অনেকেই অনাদরণীয়েরও আদর করে, কিন্তু উৎসবে আদর পায় বিশিষ্ট ব্যক্তি। ব্রজদেবীগণ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীতকণ্ঠা হইয়াছিলেন। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ পরমাবেশে দুই ভুজদণ্ডদ্বারা তাঁহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন। সেই রাসরসরঙ্গিণী ব্রজদেবীগণ গৃহীতকণ্ঠা হইয়া লব্ধাশিষা হইয়াছিলেন—সফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনোরথ কৃষ্ণসেবা। তাঁহারা সেবার উপকরণ। শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া আকুলভাবে কৃষ্ণসেবার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রজদেবীগণের নিজসুখের লেশমাত্র কামনা ছিল না। কেবল কৃষ্ণসুখের অভিলাষিণী ছিলেন। এমনভাবে নিজের আমিত্বকে প্রেমের নিকট বলি দিতে ব্রজদেবীগণ ব্যতীত আর কেহই পারেন নাই।

শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণবিচ্ছেদসময়ে ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রেমমহিমা দর্শন করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীতে লক্ষ্মীর অপকর্ষ আর ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণে ভক্তির পরমোৎকর্ষহেতু তাঁহাদের মধ্যে সমস্ত সদ্গুণের প্রকাশ পাইয়াছিল।

এস্থলে ব্রজসুন্দরীগণ ও লক্ষ্মীর যে তুলনা, তাহা ভক্তির পরিপাকরূপ যে কান্তভাব তাহার তারতম্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উভয়স্থানে কান্তভাব বর্ত্তমান থাকিলেও ব্রজদেবীগণে সেই ভাবের উৎকর্ষ দেখা যায়। কান্ত-ভাবের উৎকর্ষ ব্যতীত ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষের আর একটী হেতু এই যে, শ্রীলক্ষ্মীর প্রেমের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ, আর ব্রজদেবীগণের বিষয়ালম্বন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারাও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইল।

শ্রীলক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাঁহাদের সমান সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই, সে সকল অভিলাষ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু আমার প্রার্থনীয়—বৃন্দাবনে যে সকল গুল্ম, লতা, ওষধি ব্রজদেবীগণের চরণসেবা করে (মস্তকে বহন করে), আমি যেন সে সকলের মধ্যে কোন একটী হইতে পারি। তাঁহার উক্তি—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

আমাতে (শ্রীউদ্ধবে) ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবিশেষের ছায়াও স্পর্শ করা সম্ভব নহে; কারণ আমার জন্ম ও বাসনা ভিন্নজাতীয়। তাঁহাদের কান্তভাবে সেবা স্ত্রীজাতি বলিয়া সম্ভব, কিন্তু পুরুষজাতীয় উদ্ধবের পক্ষে তাহা অসম্ভব। ব্রজদেবীগণে যে প্রেমবিশেষ বর্ত্তমান, উদ্ধবে তাহার লেশমাত্রও ছিল না, সেজন্য তাঁহার পক্ষে তাঁহাদের শ্রীচরণ স্পর্শ করাও সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহাদের চরণরেণু স্পর্শের সৌভাগ্য আছে যাহাদের এমন গুল্ম-লতা-ওষধির মধ্যে কোনও একটী হইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কীদৃশী ব্রজদেবীগণের চরণরেণু স্পর্শের জন্য বাসনা? যাঁহারা কুলবধূবিচারে দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পরম অনুরাগে লোকবেদ-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, শ্রুতিগণের মৃগ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পদবী—সংযোগপদ্ধতি ভজন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাঁহাদের মত রূঢ়ভাব। শ্রুতিগণ তাহার অনুসন্ধান করেন বলিয়া উহা শ্রুতিগণেরও দুর্লভ, কিন্তু উহা ব্রজ-

সুন্দরীগণের সহজায়ত্ত। শ্রীউদ্ধব তাঁহাদের এই মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য বাঞ্ছা করিয়াছেন। তিনি দ্বারকালীলার পরিকর; তথায় থাকিয়া গোপীপদরেণু প্রাপ্তির আশা অসম্ভব বলিয়া জন্মান্তরে গুল্ম-লতা-ওষধির কোন একটি হইয়া তাহা পাইবার অভিলাষ করিয়াছেন এবং পরম দৈন্যভরে আপনাকে নীচ অভিমান করিয়া তুচ্ছ তৃণজন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন।

এই প্রকারে তাঁহাদের পরমোৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবার কথা মনে করিলেন। তখন আবার তাঁহাদের মহামহিমার বিষয় চিত্তে স্ফূর্ত্তি হইল। তজ্জন্য দৈন্যভরে কেবল তাঁহাদের চরণরেণুকে নমস্কার করিবার ইচ্ছায় বলিলেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)

দৈন্যবশতঃ তাঁহাদের সজাতীয় সম্বন্ধহেতু সাধারণ ব্রজস্ত্রীগণকেই প্রণাম করিলেন। নন্দব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণুকে বারম্বার বন্দনা করি, যাঁহাদের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।

শ্রীউদ্ধব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে প্রণাম করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দৈন্যবশতঃ তাহাতে বিরত হইয়া তাঁহাদের চরণধূলিকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা করেন। চরণরেণুর মহিমা স্মরণ করিয়া তাহাতেও নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের সজাতীয়া অন্য ব্রজরমণীদের চরণরেণুর বন্দনা করিলেন। তাঁহার মানসিক ভাব—ইঁহারা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের সজাতীয়া বলিয়া পরম-পূজনীয়া তাঁহাদের চরণরেণুকে সাক্ষাদ্ভাবে বন্দনা করিয়া শ্রীউদ্ধব কৃত-কৃতার্থ বোধ করিলেন। ইঁহারা ব্রজদেবীগণের সজাতীয়া এবং ইঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ত্রিলোক পবিত্র করেন।

শ্রীউদ্ধব ভক্ত্যংশে শ্রীসঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী অপেক্ষাও প্রিয়। তাদৃশ বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীউদ্ধবের বাক্যে ব্রজসুন্দরীগণের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং জন্মান্ধ ব্যক্তির মত যে-সকল লোক এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহারাও ব্রজদেবী-গণের উৎকর্ষ বুঝিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষীগণ দ্রৌপদীর নিকট ব্রজসুন্দরীগণের মাহাত্ম্যের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৩।৪১-৪৩)

হে সাধ্বি, আমরা সাম্রাজ্য, স্বারাজ্য, পারমেষ্ঠ্য, আনন্ত্য কিম্বা হরিপদ কামনা করি না; স্ত্রীর কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্য গদাধরের শ্রীমৎপাদরজঃমস্তকে বহন করিবার কামনা করি। ব্রজস্ত্রীগণ, পুলিন্দীগণ, তৃণলতা এবং গোচারণসময়ে গোপগণ মহাত্মার সেই পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করেন।

সাম্রাজ্য—সার্ব্বভৌমপদ, সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য, স্বারাজ্য—ইন্দ্রপদ। ভৌজ্য—সাম্রাজ্য ও ইন্দ্রপদ, উভয়ের উপভোগ্যরূপে সংযোগ। বৈরাজ্য—বিবিধরূপে বিরাজ করে এই অর্থে বিরাট, তাহার ভাব বৈরাজ্য—অণিমাদি-সিদ্ধিপ্রাপ্তি, পারমেষ্ঠ্য—ব্রহ্মার পদ। আনন্ত্য—মানুষানন্দ হইতে শতগুণিত-রূপে প্রাজাপত্যানন্দে গণনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া "যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদিদ্বারা পরব্রহ্মে যে আনন্দের আনন্ত্য সেই অনন্ত আনন্দ। এসম্বন্ধে অধিক বলিয়া কি প্রয়োজন? শ্রীহরির পদ—সামীপ্যাদি কিছুই কামনা করি না, কেবল শ্রীগদাধরের শ্রীচরণরজঃ মস্তকে বহন করিবার বাসনা করি। তাহাতে আবার যে শ্রীচরণরজঃ শ্রীর কুচকুঙ্কুমের দ্বারা আঢ্য—তাহার গন্ধে সম্পদবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই অধিকরূপে কামনা করি। আরও বিশেষ করিয়া বলিলেন—ব্রজস্ত্রীগণ যাহা বাঞ্ছা করেন, আমরাও তাহাই বাঞ্ছা করি। ব্রজের পুলিন্দীগণ তৃণলতাসকল যখন সেই পদরজঃ বাঞ্ছা করে, তখন আমরা ইহাদের কোন একটী হইয়া যেন তাহা পাই—এই অভিলাষ। শ্রীর (লক্ষ্মীদেবীর) সেই ব্রজেন্দ্রনন্দের চরণরজঃ প্রাপ্তি-কামনাই শুনা যায়, কিন্তু তাহা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

এস্থলে মহিষীগণের ভক্তিতেও ব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্য সেই ব্রজে অবস্থিত বস্তুমাত্রেরই মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

বৈষ্ণবগণ কি হিন্দু ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

কলিযুগপাবনাবতারী, একমাত্র যুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌর-সুন্দরের বিরুদ্ধে একদিন হিন্দুনামে পরিচিত স্মার্ত্তগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। কারণ নিমাই তাঁহাদের ধারণানুযায়ী মনোধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া জীবমাত্রের এক-মাত্র স্বরূপধর্ম্ম কীর্ত্তনাখ্য ভগবদ্ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। "হিন্দু পাষণ্ডীগণ" তাহাদের পারম্পর্য্যপ্রাপ্ত মেয়েলী ধর্ম্মকেই তাঁহাদের হিন্দুয়ানী বা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মেয়েলী হিন্দুয়ানী ধর্ম্মমতে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি পূজায় রাত্রিজাগরণ এবং তদুপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য কোলাহলে কোন দোষ নাই, কারণ উহার দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও হরিবৈমুখ্য বা পাষণ্ডতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার গার্হস্থ্য লীলায় বাহ্য প্রতীতিতে তাঁহাদেরই মত উপনয়ন, বিবাহ, মাতৃ-পিতৃসেবা, গয়া-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণায়—"পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।" কিন্তু তিনি যখন ঐরূপ ক্ষুদ্র দুর্ব্বলকর্ম্মীর ধারণাকে গদাধরের পাদপদ্মে চাপা দিয়া আসিবার অভিনয় দেখাইলেন এবং যখন গৌড়দেশে আগমনপূর্ব্বক নিজকে আত্মধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্য-স্বরূপ প্রকটিত করিলেন, তখন নিমাই তাঁহাদের ধারণায় "গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত।" কূপ-মণ্ডুক তাঁহারা যতটুকু ক্ষুদ্রতাকে বড় বলিয়া, শ্রেষ্ঠ বলিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মনোধর্ম্ম যতটুকু ক্ষুদ্র ধারণাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছে, সেই মনোধর্ম্মের ছেদনকারিণী কথাই তাঁহাদের নিকট বিপরীত কথা, বা নূতন কথা। তাই ভগবানের উৎকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ করতালের শব্দ তাঁহাদের "কর্ণে লাগে তালি।" তাঁহারা অতদূর দেহৈকসর্ব্বস্ব, দেহারামী, গেহারামী, হরিবিমুখ যে, তাঁহারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না যে, বহুপূর্ব্বের তাঁহার যৌবনাবস্থায় যখন ভদ্রসমাজে চলা ফেরা করিতেছেন, পুত্রাদির পিতা বা মাতা হইয়াছেন তখন আর তিনি নগ্ন অনগ্ন নহেন। মহামায়ার কপট কৃপায় তাহাদিগের ধারণা এতদূর বিপর্য্যস্ত। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"নিমাই নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।"
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥

"—আমরা যা'কে সেদিন তাহার বাল্যকালে খেলাধূলা করিতে দেখিলাম সেই জগন্নাথমিশ্রের পুত্র আমাদেরই মত মানুষ, আমাদেরই ছেলেপিলের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি মাত্র। আজ একটু বয়সে ও বিদ্যায় বড় হইয়া 'নিমাই' নামের পরিবর্ত্তে নিজকে অপরের দ্বারা 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করাইতেছে। এই ব্যক্তি হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া নিশ্চয়ই পাষণ্ডতা প্রকাশ প্রচার করিতেছে। হিন্দুর ধর্ম্ম—বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডীপূজা, বারমাসে তের-পার্ব্বণ, মৃত পূর্ব্ব-পুরুষের প্রেতশ্রাদ্ধকরণ, বিবাহাদি করিয়া উত্তম নিরীহ বাহক পশুর ন্যায় গৃহব্রতধর্ম্মযাজন, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি করিয়া এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ, পরকালের ভয়ে দান-ধ্যানাদির দ্বারা ইহ জগতে বহির্ম্মুখ লোকদিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহকরণ ও স্বর্গাদি লাভের জন্য যত্নকরণ। উদরভরণ ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ভগবানের বহিরঙ্গা ছায়াশক্তির জাগতিক অভিজ্ঞান রচিত নামের সহিত ভগবানের নিত্যস্বরূপপ্রকাশক নামের সমন্বয় বিধান করিয়া কখনও কখনও ভগবৎ স্বরূপ নামের প্রতিবিম্বাভাস মাত্র গ্রহণ এবং ধর্ম্ম, হুত, ব্রতাদির সহিত ভগবন্নামের সাম্যজ্ঞান, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতিই হিন্দুর ধর্ম্ম। যেহেতু এই ব্যক্তি আমাদের এই সকল মনোধর্ম্মের বিপরীত কথা প্রচার করিতেছেন, সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম্মবিনাশকারী। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া অনেক নীচজাতির সহিত চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, ইহাতে নীচজাতির আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে, এই পাপে নিশ্চয়ই নবদ্বীপ 'উজাড়' হইবে! কৃষ্ণনামমহামন্ত্র ত' অন্যান্য জপ্যমন্ত্রের ন্যায়ই! আমরা ত জানি মন্ত্র কখনও অপরলোককে শুনাইতে নাই, অন্যলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, আর নিমাই উহাকে 'মহামন্ত্র' বলিয়া উচ্চৈস্বরে লোকের নিকট চীৎকার করিয়া জানাইতেছে; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধকার্য্যদ্বারা এ ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধিমত প্রচার করিতেছে।"

ঐ সকল বহ্বীশ্বরবাদী চিজ্জড়সমন্বয়কারী ঈশ্বর ও ঈশ্বরের নামকে কর্ম্মাঙ্গ-বিবেচনাকারী 'পাষণ্ডী হিন্দু' শ্রীগৌরসুন্দরকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অবশেষে কাজির চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন, কাজীকে গিয়া বলিলেন, 'এই নিমাই মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রচারের পক্ষে অনেক বাধা জন্মাইতেছে, সুতরাং তুমি গ্রামের ঠাকুর হইয়া এ ব্যক্তিকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।

পাঠক-পাঠিকাগণ! জগতে এখনও এইরূপ উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। শুদ্ধভক্তির প্রতি বিরোধ করিবার জন্য "পাষণ্ডী হিন্দু" মহামায়ার কৃপায় জগতে চিরকালই অবস্থান করিবেন। এখনও আমার ন্যায় ব্যক্তি "পাষণ্ডী হিন্দু" হইয়া মনে করেন, 'আমার কৌলিক ও কৌলিকপারম্পর্য্য-প্রাপ্ত বিকৃতধারণাই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত শুদ্ধ আম্নায়-পারম্পর্য্যাগত বাস্তব সত্য – (যেহেতু উহা আমার মনোধর্ম্মের নিকট বিপরীত ও নবীন বলিয়া প্রতিভাত, সেই হেতু) উহা ধর্ম্মবিরোধিমত! বাস্তব সত্য চিরকালই আমি বা আমার সমজাতীয় উর্দ্ধতন ও অধস্তনগণের মনঃকল্পিত ধর্ম্মের বিপরীত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি এতদূর "পাষণ্ডী হিন্দু" হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত বিরোধ করিবার জন্য আমার যাবতীয় প্রয়াস নিযুক্ত করিয়াছি। আমি অনেক সময় বৈষ্ণবের চেহারা লইয়া, লোক দেখান বৈষ্ণব সাজিয়া "পাষণ্ডী হিন্দুয়ানী" করিবার সুযোগ করিয়া লই। আমি বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া, বিষ্ণু ও বৈষ্ণববংশ্য বলিয়া জগতে প্রচার করিয়া কার্য্যতঃ 'স্মার্ত্তপাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়ি। শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিয়া আমার পাষণ্ডতা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য বলিয়া থাকি—'এ ব্যক্তিকে সেদিন দেখিয়াছি, এ ব্যক্তি আবার এখন নিজের পিতামাতার দেওয়া নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজেক নূতন নামে "বোলাইতেছে", এ ব্যক্তি আমার মত গৃহব্রত-ধর্ম্ম আচার-প্রচার না করিয়া, "পাষণ্ডী হিন্দু" না হইয়া, কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের পদলেহনকারী না হইয়া শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপ্রচার করিতেছেন! বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পূজাকে, নামকীর্ত্তনকে, শ্রীভাগবতগ্রন্থকে কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান না করিয়া, মহাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া আমার ধারণানুযায়ী "নীচ ব্যক্তিগণের আস্পর্দ্ধা বাড়াইবার জন্য তাঁহাদিগকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া, তাঁহা-দিগকে কৃষ্ণদাসজ্ঞানে সম্মান দিয়া আমার কৌলিক ও লৌকিক-পরম্পরাপ্রাপ্ত মেয়েলী ধর্ম্মের বিরোধাচরণ করিতেছে! এইরূপ ভাবিয়া আমি অনেক সময় শুদ্ধবৈষ্ণবকে নির্য্যাতন (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও সঙ্কল্প করিয়া থাকি! কিন্তু যখন বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য আমার নীচতা ও ক্ষুদ্রতা প্রতিপন্ন করিয়া দেয়, তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া বিধর্ম্মীর অর্থাৎ বৈষ্ণব-নামে পরিচয় দিয়া কর্ম্ম জড়-স্মার্ত্তের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করি না। উহার নিকট তখন গিয়া বলি—এ বিপদে তুমি আমার ভাই ও বন্ধু। ঐ যে শুদ্ধ বৈষ্ণব

দেখিতেছ—এ ব্যক্তি তোমার বিরোধ করিতেছে অর্থাৎ তোমার কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছে, ইহাকে তুমি তোমার অধীনস্থ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। তুমিই সমাজের একচ্ছত্র নেতা, দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা। আর আমি যে বৈষ্ণব সাজিয়া ছিলাম—ওটা কিছু নয়, আমিও তোমারই অধীন, আমিও ব্রাহ্মণ, তুমিও ব্রাহ্মণ সুতরাং এখন বৈষ্ণবের সঙ্গে বিরোধ করা যাক্ বৈষ্ণবধর্ম্মকে তাড়ান যাক্। আমি উদর-ভরণ, কনক-কামিনী-সংগ্রহের জন্য যে বৈষ্ণবধর্ম্মযাজনের অভিনয় করিব সেটা তোমারই শাসনের অধিনস্থ থাকিবে অর্থাৎ আমার অভিনীত বৈষ্ণবধর্ম্ম কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের অধীন হইবে।

পাঠক-পাঠিকাগণ ! আচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া "পাষণ্ডী হিন্দু" বলিয়াছেন। এইরূপ "পাষণ্ডী হিন্দুগণ" কর্ম্মজড় ; মুখে—কৃষ্ণবিষ্ণুগৌর-নিত্যানন্দ মানিলেও সম্পূর্ণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, ইহারা পৌত্তলিক, বিধর্ম্মীর অনুগত হইতে স্বীকৃত, নাস্তিক কর্ম্মজড়ের পদলেহন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ মহাজনের পদরজে অভিষিক্ত হইলে পাছে তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্ম হইতে ছুটি হয়, পাছে অজ্ঞাত-সারেও তাঁহাদের কোনও রূপে আত্মমঙ্গলের পথটী পরিষ্কৃত হয়—এই ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও সতর্ক। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় পরদুঃখ-দুঃখী গৌরজন ব্যতীত আমাদিগকে এরূপ পাষণ্ডতা হইতে আর কে উদ্ধার করিবেন, আর কেই বা শাস্ত্রযুক্তি ও বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিবেন ? নিষ্কপটে গৌরজনের পদাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের এরূপ স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত অনিত্যাভিমান হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। আমরা যেন আর "পাষণ্ডী হিন্দু" হইবার জন্য আগ্রহান্বিত না হই। আমরা যে নিত্য কৃষ্ণদাস। আমরা যেন নিষ্কপটে গৌরজনের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্-ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

পুরাণোক্ত ভবিষ্য ভারত ও বর্ত্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপা যাচ্ঞা করিয়া বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব মহামুনি ও মহারাজ পরীক্ষিৎ সংবাদে ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে ভারতের ভবিষ্য কালোচিত ধর্ম্মে মানবগণের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহার যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের উপলব্ধির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি ।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (গীঃ ৪।৮)

সাধুদিগের রক্ষা দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ।

ভবিষ্যতে পুরঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ফূর্জ্জি নামক কোন একজন মাগধগণের রাজা হইয়া তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে ম্লেচ্ছতুল্য পুলিন্দ যদুমদ্রক প্রভৃতি হীনজাতিরূপে পরিণত করিবেন ।

দুর্ম্মতি মহাবল বিশ্বস্ফূর্জ্জি রাজ্যমধ্যে বহুলভাবে ত্রিবর্ণবহির্ভূত প্রজা-স্থাপন এবং ক্ষত্রিয়নিধনপূর্ব্বক পদ্মাবতী নগরীতে অবস্থান করিয়া গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগপর্য্যন্ত নিজভুজরক্ষিত রাজ্যভোগ করিবেন ।

অনন্তর সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, আভীর, শূর, অর্ব্বুদ এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রজাগণ ও রাজগণ উপনয়ন-সংস্কাররহিত হইয়া শূদ্রপ্রায় হইবে ।

দেবরক্ষিত নামে একব্যক্তি কোশল, ওড্র (উড়িষ্যা) ও তাম্রলিপ্ত জনপদ-সমূহ এবং সমুদ্রতটস্থ পুরীসকলকে রক্ষা করিবে । (বিঃ পুঃ ৪।১৮)

ইহার পর বেদাচার-রহিত ম্লেচ্ছ, শূদ্র এবং সংস্কারচ্যুত ব্রাহ্মণাদি জাতীয় জনগণ সিন্দুতীর, চন্দ্রভাগাতীর, কৌণ্ডী ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবেন ।

হে রাজন্, এইসকল ম্লেচ্ছপ্রায় রাজগণ এককালেই নানা ভূখণ্ডে রাজত্ব করিবেন । ইঁহারা অধার্ম্মিক, অসত্যপরায়ণ অল্পদানশীল ও প্রচণ্ড কোপ-যুক্ত হইবেন ।

তৎকালে স্ত্রী-বালক-গো-দ্বিজ-ঘাতক, পরস্ত্রী-পরধন-গ্রহণলোলুপ, হর্ষ-শোকাদিবহুল, অল্পবীর্য্য, অল্পায়ুঃ, গর্ভাধানাদি-সংস্কারহীন, যজ্ঞাদিক্রিয়ারহিত, রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন ক্ষত্রিয়-রাজরূপী ম্লেচ্ছগণ প্রজাপীড়ন করিবেন।

তাহাদের আশ্রিত প্রজাগণও তাহাদের আচার ও ভাষাবিষয়ে অভিজ্ঞ হইবেন এবং পরস্পর ও রাজগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইবেন।

[শুকদেব বলিলেন,—হে রাজন ! অনন্তর মহাবল কলিকালের প্রভাব-বশতঃ প্রতিদিন মানবগণের ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি বিনষ্ট হইবে। (ভাঃ ১২।২।১)]

কলিযুগে ধনই মানবগণের জন্ম ও গুণের উৎকর্ষখ্যাপক হইবে এবং ধর্ম্ম ও ন্যায়বিষয়ক ব্যবস্থায় বলই কারণ হইবে।

দাম্পত্যভাবে পরস্পরের অনুরাগ, ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহার-বিষয়ে প্রবঞ্চনা, স্ত্রী পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ববিচারে রতিকৌশল ও ব্রাহ্মণত্ব নির্ণয়ে সূত্রমাত্রই কারণ হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের পরিচয়-বিষয়ে এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার-বিষয়ে দণ্ড-অজিন প্রভৃতি চিহ্নসমূহই একমাত্র কারণ স্বরূপ হইবে, অর্থাদি প্রদানে অসমর্থ হইলে বিচার-ক্ষেত্রে পরাজয় ঘটিবে এবং বাক্‌চাপল্যই পাণ্ডিত্য নির্ণয়ের কারণ হইবে।

দারিদ্র্যই অসাধুত্ব-জ্ঞাপক, দম্ভই সাধুত্ব-জ্ঞাপক, বাক্যদ্বারা অঙ্গীকারমাত্রই বিবাহের পরিচায়ক এবং স্নানমাত্রই প্রসাধন হইবে।

ব্রহ্মচারিগণ আচার-শৌচ-বর্জ্জিত, গৃহস্থগণ ভিক্ষাপরায়ণ, বানপ্রস্থ-ধর্ম্মিগণ গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসিগণ অতিশয় অর্থলোলুপ হইবেন।

স্ত্রীজাতি ক্ষুদ্রকায়া, প্রভূত ভোজনশীলা, বহু সন্তানযুক্তা, নির্লজ্জা, নিরন্তর কটুভাষিণী এবং চৌর্য্য, কপটতা ও মহা সাহসযুক্তা হইবে।

ক্ষুদ্র বণিকগণ অধর্ম্মযুক্ত ও কপটভাবাপন্ন হইয়া ক্রয়-বিক্রয়াদি করিবে এবং মানবগণ আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময়েও নিন্দিত বৃত্তিকেই উত্তম বলিয়া মনে করিবে।

জনপদসমূহ দস্যুবহুল, বেদরাশি পাষণ্ডদূষিত, রাজগণ প্রজাভক্ষক এবং বিপ্রগণ শিশ্নোদর পরায়ণ হইবে।

দূরস্থিত জলাশয়ই তীর্থ, কেশধারণই লাবণ্য, আত্মোদর পরিতুষ্টিই স্বার্থ, ধৃষ্টতাযুক্ত বাক্যই সত্য, কুটুম্ব পালনই দক্ষতা এবং যশোলাভের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা গণ্য হইবে।

এইরূপে দুষ্ট প্রজাগণদ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যিনি বলবান তিনিই রাজা হইবেন।

নির্দ্দয়, লুব্ধ, দস্যুধর্ম্মরত রাজাগণ প্রজাগণের স্ত্রী ও ধনহরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পর্ব্বত কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

তাহারা দুর্ভিক্ষ ও রাজকীয় কর-প্রপীড়িত হইয়া শাকমূল, আমিষ, বন্য-মধু, ফল, পুষ্প ও বীজ ভক্ষণ করিবে এবং অনাবৃষ্টিবশতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

মানবগণ শীত, আতপ, বর্ষ, হিম, পরস্পর বিবাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি ও চিন্তাহেতু সন্তাপগ্রস্থ হইবে।

কলিদোষবশতঃ প্রাণিগণের দেহ ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ, বর্ণাশ্রমপরায়ণ মানবগণের বেদোক্তধর্ম্ম বিনষ্ট ও পাষণ্ডবহুল রাজগণ দস্যুপ্রায়; মানবগণ চৌর্য্য-মিথ্যা-বৃথাহিংসাদি বিবিধ দুষ্কর্ম্মোপজীবী, বর্ণসমূহ শূদ্রপ্রায়, ধেনুগণ ছাগপ্রায়, আশ্রমসমূহ গৃহপ্রায়, বন্ধুত্ব যৌন-সম্বন্ধপ্রায়, ওষধিসমূহ শ্যামাক-তুল্য, বৃক্ষসমূহ শমীনামক ক্ষুদ্রবৃক্ষতুল্য, মেঘরাশি বিদ্যুৎবহুল ও বর্ষণশূন্য, গৃহসমূহ ধর্ম্মাদিরহিত শূন্যপ্রায় এবং জনপদসমূহ গর্দ্দভতুল্য দুঃসহ-চেষ্টাশীল হইলে কলিযুগের প্রায় অবসান-সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরক্ষার্থ সত্ত্বগুণে অবতীর্ণ হইবেন।

সাধুগণের কর্ম্মবিমোচন ও ধর্ম্মরক্ষার্থে চরাচরগুরু সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

শম্ভলনামক গ্রামবাসী সজ্জনপ্রবর বিষ্ণুযশা নামক সদাশয় ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবেন।

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশবধৃত কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে॥

অষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিত, অতুলনীয়কান্তি জগদীশ্বর কল্কিদেব দেবদত্তনামক অসাধু দমনকারী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই দ্রুতগতি অশ্বে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা ছদ্মরাজবেশধারী অসংখ্য দস্যুগণের সংহারসাধন করিবেন।

ভগবান কল্কিরূপ ধারণ করিয়া অখিল জগতে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহ স্থাপন করিবেন।

অনন্তর কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে প্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহাদের মতি স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে।

সেইসকল তৎকাল জাত বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত হইলেও তাহাদের অপত্য প্রসূত হইতে থাকিবে, সেইসকল অপত্যগণই তৎকালে সত্যযুগোচিত ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইবে।

এই বিষয়ে কথিত আছে, যে-কালে চন্দ্র, সূর্য্য, পুষ্যা নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি একরাশিতে মিলিত হইবেন, সেই সময়ে সত্যযুগ উপস্থিত হইবে।

—**শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী**, ভক্তিশাস্ত্রী

ব্রজের বেতার

ব্রজের চিন্ময় বেতার যেন রে
'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' খানি,
গ্রন্থরূপ ধরি' আসি' এ' ভুবনে
ঘোষিতেছে গৌর-বাণী।

'শ্রীপত্রিকা'-দ্বারে মর্ত্ত্য-মানুষে
ব্রজের কাহিনী শুনে প্রতি মাসে,
শুনিতে শুনিতে ডুবি' নাম-রসে
পায় প্রেম-রত্নখনি।

পত্রিকারে তাই আর্ত্ত-ত্রাতা বলি'
করে লোকে কাণাকাণি।
ব্রজ-বেতার-রূপে পত্রিকাখানি
ছিল যে রে ব্রজপুরে,

ব্রজ-নর্ম্ম-সখী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান
আনিলা তা' চরাচরে।
ব্রজের বারতা প্রচার-উদ্দেশে
স্থাপিলা কেন্দ্র কোলদ্বীপ-মাঝে,
ভকতেরা সেথা শিল্পী হয়ে রাজে
ব্রজ-তত্ত্ব গাহিবারে।

হেন বেতারের হউক আদর
ধরণীর ঘরে ঘরে।

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**, কবিভূষণ

উপনিষৎ-সার

উপনিষৎকে বিষদরূপে জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। উপ-নি-সদ্ + ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে 'উপনিষৎ' পদ নিষ্পন্ন হয়। উপ সামীপ্যেন নি-নিতরাং, প্রাপ্নুবন্তি পরং ব্রহ্ম যয়া বিদ্যয়া সা উপনিষদ্ অর্থাৎ যে বিদ্যাদ্বারা পরব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহাকে উপনিষদ্ বলা হয়। আরও বিশেষরূপে শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—সদ্ধাতু (ক্রিয়াপদ) বিনাশ, গতি (জ্ঞান ও প্রাপ্তি) এবং শিথিলতা এই তিনটি অর্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ যে পাপ-তাপ নষ্ট করে, সত্যজ্ঞান দান করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করায় এবং অবিদ্যাকে শিথিল করে—ইহারই নাম উপনিষৎ।

বেদ অপৌরুষেয়। ইঁহার চারিটি বিভাগ দৃষ্ট হয়,—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব। উঁহাদের অন্তর্গত আবার অনন্ত শাখা আছে। এই মন্বন্তরে উহার শাখা ১১৮০। বর্ত্তমানে উহার বেশীর ভাগ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে-সমস্ত পাওয়া যায় তন্মধ্যে ১০৮খানি উপনিষৎ প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর উক্ত ১০৮ খানির মধ্যে ১১খানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় সাধারণ সমাজে—এই একাদশগুলির বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই একাদশ উপনিষদ্-সমূহ যথা—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, আরণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর।

উপনিষদে নিম্নলিখিত ৩১ প্রকার বিদ্যার বর্ণন দেখা যায়, যথা—

(১) সদ্ বিদ্যা, (২) অন্তরাদিত্য বিদ্যা, (৩) আকাশ বিদ্যা, (৪) প্রাণ বিদ্যা, (৫) জ্যোতির্বিদ্যা, (৬) ইন্দ্রপ্রাণ বিদ্যা, (৭) শাণ্ডিল্য বিদ্যা, (৮) উপকোশল বিদ্যা, (৯) বৈশ্বানর বিদ্যা, (১০) ভূমি বিদ্যা, (১১) আনন্দ বিদ্যা, (১২) নচিকেতস বিদ্যা, (১৩) অন্তর্যাম বিদ্যা, (১৪) অক্ষর বিদ্যা, (১৫) গার্গ্যক্ষর বিদ্যা, (১৬) অক্ষিস্থাহন্নায়ক বিদ্যা, (১৭) আদিত্যস্থাহন্নায়ক বিদ্যা, (১৮) পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, (১৯) মৈত্রেয়ী বিদ্যা, (২০) বালাকি বিদ্যা (২১) সংবর্ণ বিদ্যা, (২২) দেবোপাস্য-জ্যোতির্বিদ্যা, (২৩) অঙ্গুষ্টপ্রমিত বিদ্যা, (২৪) দহর বিদ্যা, (২৫) প্রণব বিদ্যা, (২৬) পুরুষ বিদ্যা, (২৭) উশস্তিরকহোল বিদ্যা, (২৮) ব্যাহৃতি বিদ্যা, (২৯) ঈশাবাস্য বিদ্যা, (৩০) দ্রুহিণরুদ্রাদি শরীর বিদ্যা ও (৩১) অজশরীর বিদ্যা।

(১) ঈশোপনিষৎ

শুক্লযজুর্ব্বেদে চত্বারিংশ অধ্যায়ের মধ্যে এই উপনিষৎখানি শেষ অধ্যায়। বেদের সংহিতা অংশের অন্তর্ভূত হওয়ায় ইহাকে বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ও বলা হয়।

এই ঈশোপনিষদ্ অষ্টাদশ মন্ত্রযুক্তা। ইহাতে পরমাত্মারূপী জীবান্তর্যামী ও জীবাত্মার স্বরূপ এবং জীবের গতি অর্থাৎ চরম আশ্রয় নির্ণীত হইয়াছে।

ইহার প্রারম্ভিক মন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার সার। পরমাত্মা সমগ্র জগৎ-পরিব্যাপ্ত; তিনিই যাবতীয় বস্তুর মালিক ও ভোক্তা। জীব তাঁহার শক্তিনিঃসৃত-তত্ত্ব হইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে নিজেই ভোক্তা সাজিয়া পরস্বাপহরণের শাস্তি ভোগ করিতেছে। পরধনে লোভ ভীষণ অপরাধ, তাহাতে আবার ভগবদ্দত্ত বস্তু, তাঁহাকে অর্পণ না করিলে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইতে হয়। শ্রীগীতায় কর্ম্মযোগে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। জাগতিক পদার্থ শ্রীভগবানের সেবোপকরণ। যদি সমস্ত বস্তুতে পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে আর পরধন বলিয়া বিষয়-গ্রহণ করিতে হয় না। গঙ্গাজল দ্বারা গঙ্গাপূজার ন্যায় তাঁহার বস্তুদ্বারা তাঁহারই সেবা করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট মহাপ্রসাদকর্ত্তৃক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। এইরূপভাবে শ্রীহরিভজনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীবনে শত বৎসর বাঁচিলেও কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইতে হইবে না। যাহারা ইহার অন্যথা করে অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনরহিত হইয়া বা নিজেকে ভোগের জনক ভগবানের উচ্ছিষ্টভোজী জ্ঞান না করিয়া বিষয় ভোগ করে, তাহারা **আত্মঘাতী এবং দেহান্তে 'অসূর্য্য' নামক অন্ধকারময় অসুরলোকে গমন করে।**

পরমাত্মা—নিশ্চল, বিভুচৈতন্য; আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয়। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্গৃহীত মায়া-শক্তি-পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্য বিধান করে। অচিন্ত্যানন্তশক্তিশালী ভগবান্ কখন সচল, কখন বা অচল; আবার কভু দূরে, কভু বা নিকটে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহাতে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

যিনি পরমাত্মায় সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণীর অবস্থান এবং সর্ব্বপ্রাণীর ভিতরে পরমাত্মার নিত্য স্থিতি দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা বা উপেক্ষা করেন না। এতাদৃশ বিবেকবলে তিনি অচিরকালমধ্যে প্রীতিসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা অবিদ্যার আরাধনা করে অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ-শূন্য হইয়া কেবল ভোগমূলক কর্ম্ম আচরণ করে, তাহারা অন্ধতম নরকে গমন করিয়া থাকে; যাহারা উ-বিদ্যা অর্থাৎ অতিবিদ্যার (নির্ভেদব্রহ্মের) আরাধনা করিয়া থাকে, তাহারা তদপেক্ষা ঘোর নরকগতি লাভ করে।

কিন্তু যাঁহারা অচিন্ত্যশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, নির্গুণ শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা অমৃতের অর্থাৎ শ্রীহরিচরণকমলের সেবানন্দ-সুধা লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন।

কর্ম্মকাণ্ডের বা জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলনদ্বারা পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না,—ইহা শ্রুতি-তত্ত্ববিদ্‌গণের উক্তি। যিনি প্রথমে ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করতঃ জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি যাজন করেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার সহায়তায় মোক্ষলাভে সমর্থ হন। যাহারা অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মবীজভূতা প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করে অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুসন্ধানে রত হয়, তাহারা তদপেক্ষা গভীরতম অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।

ভোগমূলক কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ বা নরকলাভ হইয়া থাকে এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসাধনের ফলে সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়—উভয় ফলই জীবের পক্ষে দুঃখজনক। যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। জড়সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তত্ত্বে সম্ভূতি লাভ করিতে পারিলে শ্রীভগবানের সেবানন্দামৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবানের কল্যাণপ্রদ জ্যোতিরভ্যন্তরে তাঁহার শ্যামসুন্দর সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি স্বর্ণময়পাত্রে লোভরূপী জ্যোতির্ম্ময় আবরণদ্বারা আচ্ছাদিত আছে। নির্লোভ ও সত্যনিষ্ঠ হইলে, নির্গুণা, অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারাই এবং অহৈতুকী ভগবৎকৃপায় পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

পরমেশ্বর চিৎসূর্য্য। জীব তাঁহার কিরণ-পরমাণু। তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে দূর করিয়া যদি দর্শন দেন, তবে জীব সেইরূপ দর্শনে সমর্থ হন এবং আপনাকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবক বলিয়া জানিতে পারেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অধিকারী জড়মুক্তির প্রার্থনা করেন এবং অন্তর্য্যামী বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলেন,—"আমাদিগকে সুপথের মাধ্যমে পরমার্থের উদ্দেশে লইয়া যাও। আমাদের হৃদয়ের অবিদ্যা-কপটতারূপ পাপ বিধ্বংস কর, যাহাতে সরল প্রাণে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা তোমার পাদপদ্মের সেবা করিতে পারি। তোমাকে বারম্বার প্রণতি জ্ঞাপন করি।" সৎপথে থাকিয়া আদর্শ জীবনযাপন ও প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইবার উৎকৃষ্ট শিক্ষা এই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

বিগত ১৮ই মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী, শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল ও শাখামঠসমূহে এবং বিশেষ করিয়া ২৪ পরগণাস্থ আনন্দপাড়া গ্রামে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদন্তর্গত বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সেবকগণের মধ্যে অন্যতম, অজাতশত্রু **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর** বিরহ-মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয় এবং তাঁহার পরিবার বর্গ অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ এবং উদারচেতা। তাঁহারা সকলেই অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** এবং নিত্যধামপ্রবিষ্ট **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর** প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর হইতে প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার (শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর) বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ-বৎসরও তাঁহার বিশেষ আহ্বানে ও আকর্ষণে সমিতির সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং সহ-সভাপতি ও যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রায় দ্বাদশজন ব্রহ্মচারী সহযোগে ১৭ই মাঘ আনন্দপাড়ায় শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন।

পরদিবস ১৮ই মাঘ বিরহোৎসবের দিনে উষাকীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনের পর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে সিংহাসনস্থিত শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর আলেখ্যে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় একটি বিশেষ বিরহ-সভায় পূজ্যপাদ উক্ত ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য,—তাঁহার শ্রীগুরুসেবা, বৈষ্ণবসেবা, শ্রীনামভজন, সকলের প্রতি স্নেহার্দ্রতার আদর্শ সম্বন্ধে তথা শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত-প্রচারিত প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সনাতন ধর্ম্মের ঐরূপ মনোজ্ঞ এবং তাত্ত্বিক ভাষণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন। এই সভায় শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভু ও

আরও অনেক বক্তাগণ সেবাবিগ্রহ প্রভুর অপ্রাকৃত গুণসমূহের বর্ণনা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর ভোগরাগ এবং আরতি সম্পন্ন হইলে প্রায় আড়াই সহস্র জনসাধারণকে বিবিধ মহাপ্রসাদ অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করা হয়। —**নিজস্ব সংবাদদাতা**

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ৯ই পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে ১২টার সময় বিহারের অন্তর্গত দুমকা জিলার সারসাজোল গ্রাম-নিবাসী শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অন্নবতী দেবী পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত-স্বভাবা, পতিপরায়ণা এবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। তিনি কায়-মন-বাক্যে তাঁহার পতিসহ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাতে তৎপর থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পৌরহিত্যে ও শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়দেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহযোগিতায় ঐ দিবসে উক্ত গ্রামে শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসভবনে একটি বিরাট ও সুসজ্জিত স্থণ্ডিলে সাত্বত-বিধানে যজ্ঞ ও বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন এবং শ্রীভগবৎপ্রসাদ নিবেদিত হইলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন এবং স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিকে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবতগীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীপুরুষসূক্ত ও কঠোপনিষৎ পাঠ হইয়াছিল। ঐদিন ভোর-বেলায় একটি বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে উপস্থিত প্রায় তিন সহস্র আহূত-অনাহূত আত্মীয়-স্বজন এবং কাঙালীগণকে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গললাভ হউক—ইহাই আমরা কামনা করি। এই মহদনুষ্ঠানে শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী প্রভু যেরূপ কায়-মন-বাক্যে বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রীতিবিধান করিয়াছেন তাহা আদর্শস্থানীয়। শ্রীল গুরু-পাদপদ্মও তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সেবায় অতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রচুর কৃপা করুন ইহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপট প্রার্থনা। —**নিজস্ব সংবাদদাতা**

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। তাহারা দুইভাগে বিভক্ত—বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্তজীবগণ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জগতে নিত্য কৃষ্ণ-সেবাতৎপর; বদ্ধ-জীবগণ স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণবিমুখতাহেতু মায়ার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবদ্ধ হইয়া স্থূল শরীরে ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিতে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া অনাদিকাল হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছেন। পরম কারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিমুখ জীবগণের বিমুখতা ঘুচাইয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নিজ-সেবাতে আকর্ষণ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন। তন্মধ্যে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল এবং শ্রীগৌরমণ্ডলাদি তাঁহার নিত্যধামসমূহকে ভৌমজগতে প্রকাশ করাইয়া উঁহার পরিক্রমার মাধ্যমে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পঞ্চধাভক্তি অথবা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তিরূপ কৃষ্ণানুশীলনের যে সুযোগ জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন তাহা একটি অন্যতম উপায়।

কালের প্রভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম এবং তৎসহ ক্রমান্বয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমাও লুপ্তপ্রায় হইলে ভক্তি-ভাগীরথীর পুনঃ প্রবর্ত্তক ভগীরথস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজশক্তি সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবলদেব-অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা পরবর্ত্তিকালে পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। বিশেষ করিয়া তাঁহারই আদেশ-নির্দ্দেশে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌর-করুণাশক্তি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর (শ্রীল প্রভুপাদ) বিশেষরূপে এই নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব প্রচলন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কিছুদিন পরেই পুনরায় তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ ভগবৎপার্ষদ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমানে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বিরাটভাবে

প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সারস্বত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রতিবৎসর শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা একটি অত্যাবশ্যক মহান কৃত্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত বৈষ্ণবগণ বিশেষ সমারোহের সহিত এই উৎসবটি সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সেবা-নিয়মাকত্বে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে গত ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ শনিবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীগৌর-জন্মমহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৮ই ফাল্গুন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ন্যূনাধিক চার সহস্র লোক শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য সমবেত হন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর মহাসমারোহে সংকীর্ত্তন-মাধ্যমে সন্ধ্যারতি এবং মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইলে শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্য-মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার স্বরূপ, তাহার আবশ্যকতা এবং ধাম-পরিক্রমা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমার নিয়মাবলী এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশমূলক এবং দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তদনন্তর সংকীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয়ধ্বনি দিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প-গ্রহণ করতঃ সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

১৯শে ফাল্গুন, সকালবেলা নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন এবং শোভাযাত্রাসহ শ্রীধামপরিক্রমা-সঙ্ঘ বহির্গত হয়। সর্ব্বপ্রথমে পরিক্রমা-সঙ্ঘ পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাধি-পীঠ পরিক্রমা করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করেন। তৎপশ্চাৎ পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ নানাপ্রকার কারুকার্য্যসমন্বিত এবং মূল্যবান বস্ত্রাদিদ্বারা সুসজ্জিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দিব্য পাল্কী বহনকরতঃ মঠপ্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রমশঃ

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। তাহারা দুইভাগে বিভক্ত—বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্তজীবগণ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জগতে নিত্য কৃষ্ণ-সেবাতৎপর; বদ্ধ-জীবগণ স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণবিমুখতাহেতু মায়ার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবদ্ধ হইয়া স্থূল শরীরে ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিতে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া অনাদিকাল হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছেন। পরম কারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিমুখ জীবগণের বিমুখতা ঘুচাইয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নিজ-সেবাতে আকর্ষণ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন। তন্মধ্যে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল এবং শ্রীগৌরমণ্ডলাদি তাঁহার নিত্যধামসমূহকে ভৌমজগতে প্রকাশ করাইয়া উঁহার পরিক্রমার মাধ্যমে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পঞ্চধাভক্তি অথবা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তিরূপ কৃষ্ণানুশীলনের যে সুযোগ জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন তাহা একটি অন্যতম উপায়।

কালের প্রভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম এবং তৎসহ ক্রমান্বয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমাও লুপ্তপ্রায় হইলে ভক্তি-ভাগীরথীর পুনঃ প্রবর্ত্তক ভগীরথস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজশক্তি সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবলদেব-অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা পরবর্ত্তিকালে পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। বিশেষ করিয়া তাঁহারই আদেশ-নির্দ্দেশে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌর-করুণাশক্তি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর (শ্রীল প্রভুপাদ) বিশেষরূপে এই নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব প্রচলন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কিছুদিন পরেই পুনরায় তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ ভগবৎপার্ষদ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমানে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা বিরাটভাবে

২১শে ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্নে জহ্নুদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীপাট এবং জহ্নুমুনির স্থান দর্শন করিয়া শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপস্থ মামগাছিতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাটাদি দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

২২শে ফাল্গুন, প্রভাতে কোলদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া পাহাড়, প্রৌঢ়ামায়া স্থান ও বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন ও সমাধিস্থল দর্শন এবং পরিক্রমা করিয়া পরিক্রমাসঙ্ঘ রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুরাদি) দর্শন করতঃ সীমন্তদ্বীপের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া দ্বিপ্রহরে পুনঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৩শে ফাল্গুন অরুণোদয়কালে পরিক্রমাসঙ্ঘের শোভাযাত্রা অপূর্ব্ব রূপধারণ করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, জনসমূহের উত্তাল তরঙ্গ ততদূরই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সকলেই শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে ক্রমশঃ মায়াপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীভাগীরথী অতিক্রম করিয়া ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনজীউর দর্শন এবং পরিক্রমা করেন। উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণে কৃপাপ্রার্থনা করিয়া যাত্রীগণ শ্রীনন্দনাচার্য্যের ভবনে ঐ মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সমাধিপীঠে দণ্ডবৎ-প্রণতি করিয়া তৎ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দজীউর বন্দন ও পরিক্রমা করেন। তদনন্তর অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গন—কীর্ত্তন-রাসস্থলী, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীগদাধর-ভবন দর্শন-বন্দন-পরিক্রমা করিয়া জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীসমাধি মন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীসমাধিমন্দিরের পরিক্রমান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী, রাগভূষণ প্রভু ভাবে দ্রবীভূত হইয়া যথাক্রমে 'সুজনার্ব্বুদরাধিত পাদযুগং' ও 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও পরিশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র এবং শিক্ষার বিবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দান করেন।

তৎপশ্চাৎ পরিক্রমাসঙ্ঘ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন। এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী বা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-প্রাণজীউ এবং তাঁহার চতুষ্কোণে চারি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ক্রমশঃ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, আচার্য্য শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীমন্নিম্বাদিত্যাচার্য্যকে দণ্ডবৎ প্রণতি ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়। এখানে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, বৈরাগ্য এবং ভজন-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

অতঃপর পরিক্রমাসঙ্ঘ চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া সকলেই শ্রীযোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-ভবনে উপস্থিত হন। এখানে শ্রীমূল-মন্দিরে উদ্দণ্ড নর্ত্তন এবং কীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করা হয়। পরে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সকলেই উপবেশন করিলে শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয় যথাক্রমে সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীশ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব, তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষা ও শ্রীগৌর-ধামাদি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। তৎপরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের মাহাত্ম্য পাঠ করেন। তদনন্তর পরিক্রমাসঙ্ঘ দিবসান্তে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরদিবস ২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-উৎসব পালিত হয়। ঐদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি কীর্ত্তন ও মন্দির-পরিক্রমার পর বৈষ্ণব-মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন এবং সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সকলেই নিরম্বু উপবাস থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করেন। সন্ধ্যায় বিরাট সমারোহের সহিত শ্রীগৌর-সুন্দরের জন্মলীলা-কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীগৌসুন্দরের অভিষেক এবং আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে ধর্ম্মসভায় কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ বৈশিষ্ট্য এবং অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

২৫শে ফাল্গুন, সাধারণ-মহোৎসব ; আহূত অনাহূত প্রায় দশসহস্র শ্রদ্ধালু জনগণকে বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

বিগত ২৫শে ফাল্গুন, সাধারণ-মহোৎসবের দিনই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর সন্নিকটে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাধি-পীঠের সম্মুখে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীশ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-যতিবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নাম—"**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ**" হইয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণোপলক্ষ্যে বৈষ্ণব-স্মৃতি-সংস্কারদীপিকা-বিধানানুসারে যজ্ঞ, হোম, বিপুল সংকীর্ত্তন, জয় ও উলুধ্বনির মাধ্যমে সর্ব্বজন-সমক্ষে উক্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্র ও অষ্টোত্তরশতশ্রী নামের অন্তর্গত ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমোদনে সন্ন্যাসোচিত ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া শ্রীমুকুন্দ-সেবার ভিক্ষুকাশ্রমের বৃত্তির মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ-প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠায় "উপনিষৎ-সার" শীর্ষক প্রবন্ধের ১৪ লাইনে 'পায়া'-এর স্থানে 'পাওয়া', ২৪ লাইনে 'অক্ষিস্থাহন্নায়ক'-এর স্থানে 'অক্ষিস্থাহন্নায়ক', ২৬ লাইনে 'অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত'-এর স্থানে অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত', ২৯ লাইনে 'অজশরীর'-এর স্থানে 'অজা শরীর' হইবে। পাঠকবর্গ দয়া করিয়া ভ্রম-সংশোধন-পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

—প্রকাশক

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষ্যে আগামী ৫ই আষাঢ়, ১৩৮১ (ইং ২০শে জুন, ১৯৭৪) বৃহস্পতিবার হইতে ১৪ই আষাঢ়, ১৩৮১ (ইং ২৯ জুন, ১৯৭৪) শনিবার পর্য্যন্ত দশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগরসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি— ১৮ই বৈশাখ, ১৩৮১ ; ইং ২।৫।৭৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবা-পঞ্জী ঃ—

১। **৫ই আষাঢ়**, ২০শে জুন বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন এবং অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষ্যে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা**।

২। **৬ই আষাঢ়**, ২১শে জুন, শুক্রবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৩। **৭ই আষাঢ়**, ২২শে জুন, শনিবার হইতে **৯ই আষাঢ়**, ২৪শে জুন, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৪। **১০ই আষাঢ়**, ২৫শে জুন, মঙ্গলবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৫। **১১ই আষাঢ়**, ২৬শে জুন, বুধবার হইতে **১৩ই আষাঢ়**, ২৮শে জুন, শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ৯০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৬। **১৪ই আষাঢ়**, ২৯শে জুন, শনিবার — অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা** পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন।

বিঃ দ্রঃ — দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১১ বামন, ৪৮৮ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ ; ইং ১৫।৬।১৯৭৪ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

প্রণামপ্রণয়াখ্যঃ স্তবঃ

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামিপাদ-বিরচিতঃ]

॥ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে॥ ১॥

যিনি কোটিকন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি চমৎকার লীলাপ্রকাশে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন, শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার॥ ১॥

কৃষ্ণলা-কৃতহারায় কৃষ্ণলাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণাকূলকরীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ॥ ২॥

যিনি গুঞ্জাহারভূষণে ভূষিত, ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি কালিন্দীকূলের করীন্দ্রস্বরূপ; সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি॥ ২॥

সর্ব্বানন্দকদম্বায় কদম্বকুসুমস্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনীয়সে ॥ ৩ ॥

যিনি অখিল আনন্দের কারণস্বরূপ, কদম্বকুসুমমালায় যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেমদ্বারা বশীভূত হন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

কুণ্ডলস্ফুরদংসায় বংশাবক্রমুখশ্রিয়ে।
রাধামানসহংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥

দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডলদ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, বংশীবাদনহেতু ঈষৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডলদ্বারা যিনি সুশোভিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানসসরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসিজনগণের শিরোভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

নমঃ শিখণ্ডচূড়ায় দণ্ডমণ্ডিতপাণয়ে।
কুণ্ডলীকৃতপুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫ ॥

ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি গোরক্ষণের নিমিত্ত রত্নখচিত দণ্ড ধারণ করিতেছেন, পুষ্পনির্ম্মিত কর্ণকুণ্ডলে যাঁহার কর্ণযুগল ভূষিত, সেই পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

রাধিকাপ্রেমমাধ্বীকমাধুরীমুদিতান্তরং।
কন্দর্পবৃন্দসৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ মধুর রস পান করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও কন্দর্পকোটির ন্যায় যাঁহার সৌন্দর্য্য, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৬ ॥

শৃঙ্গাররসশৃঙ্গারং কর্ণিকারাত্তকর্ণিকং।
বন্দে শ্রিয়া নবাম্ভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিং ॥ ৭ ॥

যিনি শৃঙ্গাররসের ভূষণস্বরূপ, যিনি কর্ণিকার কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শরীরকান্তিদ্বারা নবীনমেঘের ভ্রান্তি ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলে নবীনমেঘের উদয় হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

সাধ্বীব্রতমণিব্রাত পশ্যতোহর-বেণবে।
কহ্লারকৃতচূড়ায় শঙ্খচূড়ভিদে নমঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার বংশী, সাধ্বী ব্রজরমণীগণের ধর্ম্মনিষ্ঠরূপ-রত্ননিচয়ের অপহারিকা, পদ্মপুষ্পদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি শঙ্খচূড়-নামক কংসভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

রাধিকাধরবন্ধূক-মকরন্দমধুব্রতং।
দৈত্যসিন্ধূরপারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্রনন্দনং ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধূক পুষ্পের মকরন্দপানে যিনি ভ্রমরস্বরূপ এবং যিনি দানবরূপ মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

বর্হেন্দ্রায়ুধরম্যায় জগজ্জীবনদায়িনে।
রাধাবিদ্যুদ্ধৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনুদ্বারা রমণীয়, যিনি জগতের জীবনদাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ বিদ্যুন্মালায় যাঁহার অঙ্গ সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ নবীন-মেঘকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

প্রেমান্ধবল্লবীবৃন্দলোচনেন্দীবরেন্দবে।
কাশ্মীরতিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥ ১১ ॥

যিনি প্রেমান্ধ ব্রজবনিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্রস্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুমরচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

গীর্ব্বাণেশমদোদ্দাম-দাবনির্ব্বাণনীরদং।
কন্দুকীকৃতশৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুলবান্ধবং ॥ ১২ ॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রগাঢ় গর্ব্বরূপ দাবানলনির্ব্বাণে নবীন মেঘস্বরূপ এবং যিনি শৈলরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-বন্দূকের ন্যায় উত্তোলিত করিয়াছিলেন, সেই গোকুলবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্তগ্রাবভরার্দ্দিতঃ।
দুষ্টে কারুণ্যপারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥ ১৩ ॥

হে কারুণ্যবারিধে! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অপরাধরূপ পাষাণ-ভারগ্রস্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥ ১৩ ॥

আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেকহতোঽপ্যহং ।
ত্বৎকারুণ্যপ্রতীক্ষোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রণামপ্রণয়াখ্যঃ স্তবঃ ॥ * ॥

হে মাধব ! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞান-প্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কারুণ্য-প্রতীক্ষা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রণামপ্রণয়াখ্য স্তব সমাপ্ত ॥ * ॥

পত্রাবলী *

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ১৩।১।১৯৬৫

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্

* * **মহারাজ** ! কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার সভা-সমিতিতে যোগদানের জন্য একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রের উত্তর দিব দিব করিয়া শেষে একেবারেই বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি আমার বিশেষ স্মরণ আছে যে, আপনার ওখানকার পূর্ব্ব অধিবেশনে আপনার মুদ্রিত বক্তাগণের তালিকায় আমার নামও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম যে, আমার নাম আপনাদের তালিকার মধ্যে মুদ্রিত করিবেন না। বরং আমার স্থলে মথুরায় "শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের" ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ * * * মহারাজের নাম মুদ্রিত করিলে ভাল হয়। কিন্তু আপনারা তাহা না করিয়া আপনাদের অভিরুচি-অনুসারে অযথা আমার নামটী তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে

---

* পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**-কর্ত্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—সম্পাদক

এইরূপ যেখানে সেখানে আমার নাম মুদ্রিত করিবেন না। আমার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াই **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** স্থাপন করিয়াছি। ইহাতে লোক-প্রিয়তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেই নাই।

আর একটী কথা আপনার নিকট নিবেদন করি—শ্রীল প্রভুপাদ যতদিন প্রকট ছিলেন ততদিন "ওঁ বিষ্ণুপাদ"—এই বাক্যটী তাঁহার নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। তিনি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সমস্ত কথাই বজায় রাখিয়াই ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। অধুনা * মহারাজ * উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বিরূপ পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। আপনার সম্প্রদায়ে উঁহাদের অনুকরণ না হইলেই আনন্দের বিষয় হয়। আশা করি, আপনি আমার এই পত্র পড়িয়া দুঃখিত হইবেন না।

আমার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার * * -এর বিধিব্যবস্থা অনুসারে দিনযাপন করিতে হইতেছে। তাহাতে স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া বিশেষ অসুবিধাবিধায় কোথায়ও কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তজন্য ক্ষমা করিবেন। আপনার উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হউক। ইতি—

প্রণত দাস—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া

দাহিকা শক্তির সহিত যেমন অগ্নির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ। ভেদ-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না—অথচ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়।

জীব ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। এটা ব্যারাম—জীব তখন রোগী। তা'র মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি unassorted (প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত) হ'য়ে অন্ধকারের দিকে ফিরেছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে completely dove-tailed (সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত) হ'য়ে unityর (ঐক্যের) বাধা দিবে না।

আমিত্ব-জ্ঞান তদীয়ের অতিরিক্ত নয়। তদতিরিক্ত হ'লে মনে হ'বে—ঈশ্বরই ত' আমি! হিরণ্যকশিপুর ন্যায় কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহা প্রশমিত হয় না। দেহ, ঘর, দেশ আমার সঙ্গে incorporate (অংশভূত বা অনুস্যূত) ক'রে নেবার ক্ষমতা এসে পড়েছে। এ মতলবগুলো পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ingress (প্রবেশ) ও egress (বহির্গমন) সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে।

পরিবর্ত্তনীয় অবস্থাই কি আমি? Bliss (পরমসুখ) বিরুদ্ধভাবে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রবে না, এরূপ নয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামের Factor (উৎপাদক বা কারণ) নই। এখন বহিরঙ্গা শক্তিপরিণতির Factor ব'লে অভিমানগ্রস্ত হ'য়েছি। আমি অভেদ-প্রকাশ, না ভেদ প্রকাশ-দ্যোতক? অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে—যা' আমাদের নাই। আমরা তটস্থা শক্তি-পরিণতির Factor (উৎপাদক বা কারণ)। External (বাহ্য) কিংবা astral bodyকে (সূক্ষ্ম শরীরকে) জীব ব'লে ভুল ক'র্‌তে হ'বে না। সেরূপ বিচার ক'র্‌লে হয় 'ভোগী', না হয় 'ত্যাগী' হ'য়ে যেতে হ'বে। এ দু'য়ের জ্ঞান বিভিন্ন। তা'দের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌লে "আমি কে" বুঝ্‌তে পার্‌ব না। আমার স্বরূপ তটস্থ। এখনকার প্রতীতি হ'তে মুক্ত হওয়া দরকার। তা'হ'লে উৎক্রান্ত দশার আর এখানে আস্‌তে হ'বে না—পরাগতি লাভ ক'রব। তখন কৃষ্ণকে কিরূপ সেবা ক'র্‌তে হয়, জান্‌তে পার্‌ব।

সেবা—পাঁচ রকমের। গৌরসুন্দর যে সেবার কথা ব'লেছেন, সে-সেবা সর্ব্বোত্তম। যে ঔষধ-দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি আরোগ্য হ'য়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌরবিহিত কীর্ত্তনের মধ্যে সে ঔষধটা আছে। এই ঔষধ গ্রহণ করা সকলের কর্ত্তব্য। তা' হ'লেই শান্ত হ'তে পার্‌ব—মনের শান্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়ার শান্তি হ'বে।

সেবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে হয়। সেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু হ'য়ে গেছি। কৃষ্ণ (!) হ'বার ইচ্ছা হয়েছিল, এই জগৎ তা'র সুযোগ দিয়েছে। এই জগৎ সেইজন্য সাজানো রয়েছে। ইহা স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। "খোলসের সাজানো আমি"কে দেখে আমি মনে করি—"আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ" ইত্যাদি। এ অবস্থা নিত্য নয়। আমরা এইরূপে অশান্তির জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই—শান্তি। যখনই আমি একথা হৃদয়ের সহিত জানতে পার্‌ব, তখনই আমার বহুরূপিণী সাজানো অবস্থায় আমিত্বের আরোপ ক'র্‌ব না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যাপর সেবাময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা' হ'লে কালের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে হিংসিত হ'বার অবস্থা হ'তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব। মনোধর্ম্মী হ'লে তা হ'বে না। অন্ধকারে ভ্রমণ মাত্র হবে। আলোকে পা বাড়ান হ'বে না।

মনকে অনুস্যূত (incorporate) ক'রে রেখেছে যে জিনিষটা, সেটা 'জীব' নয়। সাময়িক ঔপাধিক আবরণ-ত্রয় যাঁ'র, তাঁ'র কথা অর্থাৎ আত্মার কথা আলোচনা করা আবশ্যক। স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া আলোচনা কর্‌লে জান্‌ব,—আমরা বৈষ্ণব। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদান ক'রে 'স্বরূপের' কথা জানিয়ে দেন, 'স্বনাম' প্রকাশ ক'রে দেন, স্বগুণ ও স্বক্রিয়া শ্রীগুরুসেবা-ফলেই প্রকাশিত হয়।

অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দর্শন। ব্রাহ্মণের নিত্য আচমনের বা অর্চ্চনের মন্ত্র—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষু-রাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম।" (১) নিত্য ভজনের মন্ত্র—"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ।" (২)

আমাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্ত-সেবক—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, কালিন্দী, কালিন্দী-তট, কদম্ব ইত্যাদি; দাস্য-সেবক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel (নিবৃত্ত) করেন। যে জীব foreign (বিজাতীয়) জিনিষ incorporate (অনুস্যূত) কর্‌তে ব্যস্ত আছেন,

---

(১) আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রমন্ প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

(২) হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ "সৎ" অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।

তাঁকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁ'র আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জানতে পারি, এখন সাজাসাজিতে দিন কাটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার কর্‌ছি না। জন্মজন্মান্তর এই রকম করছি।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ (ক)

নশ্বর relativityর (আপেক্ষিকতার) মধ্যে দিন যাপন ক'র্‌লাম। আমার কৃত কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু, মাৎসর্য্য প্রভুর সন্তোষের জন্য কতই তাণ্ডব নৃত্য না ক'রেছি। রিপুকে 'প্রভু' মনে ক'রেছিলাম। মৎসরতা ধর্ম্ম ত' আমার হাড়মাসে মজ্জাগত হ'য়ে র'য়েছে। লোকে কেন দু'বেলা খেতে পারে? সব সুবিধা আমার একার হ'বে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, ওদের চাকুরী করে কোনো সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণের পাঁচরকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি কর্‌তে পারি, তা হ'লে এ জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হ'বে। নিজেকে মন বিবেচনা করায় জন্ম জন্মান্তর ধ'রে ঘুর্‌লাম। ওসব ক'র্‌বার আর সময় নাই। সমস্তগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হ'ব। এখন আমার বুদ্ধি ঠিক হয়েছে—ব্রহ্মগায়ত্রী জপ কর্‌তে কর্‌তে আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবায় সব বৃত্তিগুলি dovetailed হ'য়ে যা'বে।

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

(ক) হে ভগবন, আমি কামাদি-রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না; হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়-চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

দিক্‌টা—লক্ষ্যটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। গৃহস্থ থেকে সত্য কথায় একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কার্য্যে আর প্রবৃত্তি হবে না। তখন হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু কর্‌ব না। আর কোন জিনিষ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁর মুখোস দেখ্‌তে যা'ব না। তা'র নিজের রূপ দেখ্‌ব—শ্যামসুন্দর-রূপ দর্শন ক'র্‌ব। সে বিচারে পৌঁছান কার্য্যটি চৈতন্যদেবের অতুলনীয়া দয়ার দ্বারাই এত সুলভ হ'য়েছে। সুতরাং মানুষ যদি তা' না শুনে, তা' হ'লে তা'কে জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশভোগ ক'র্‌তে হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেবের একজন দাস ব'লেছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

আপনাদের সকলের দুটি পায়ে ধ'রে বল্‌ছি। আপনাদিগকে অসাধু বিবেচনা ক'র্‌ছি না। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে ভিক্ষা দিবেন। আপনারা বহির্জগতের বড় লোক. একথা ভুলে' যা'ন। সব ছেড়ে' দিয়ে আপনাদের আসক্তি—সহযোগ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে হোক্—একটুকু হোক্। একটুকু হ'লেই আপনারা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, চৈতন্যদেবের কথার মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নাই। সে কথা যাঁ'র কাণে সত্যি সত্যি যা'বে, তিনিই কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমার ভাইসকল, এমনভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের সেবা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। পরম-মুক্ত মহাপুরুষগণের কৃষ্ণ-কথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নাই।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ।" (১)

আকর বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যে-সব দর্শন হ'চ্ছে, সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। কেউ মনে ক'র্‌বেন না যে, এত বড় কথায় আমার অধিকার নাই। এ সব দৃষ্ট বস্তু থাক্‌বে না। যা' থাক্‌বে, তা'র জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত।

বর্ত্তমানে আত্মা মনকে সব ভার দিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছেন। একটুকু ঘুমভাঙ্গা দরকার। তিনি মনকে ভার দিয়ে ভাব্‌ছেন (?) বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তা'র মস্ত অশান্তি করিয়ে দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার। আমরা যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁ'কে ভুলে' থাক্‌লেই সব অমঙ্গল।

(১) যে কোন উপায়ে হউক, মনকে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥ *

তপস্বী, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা কি লাভ হ'চ্ছে? যদি হরিকেই ছেড়ে' দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঘোর অন্ধকার প্রবেশ ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। এত কৃচ্ছ্রতা ক'রে কি হবে? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি? এত কষ্টের ফলে হয় ত' একদিন 'নোটিশ পাওয়া যাবে—তোমার যা' কিছু আছে, এক মুহূর্ত্তেই সব ছেড়ে যেতে হবে। সে-সমস্তই পরের আয়ত্ত। আমরা অত্যন্ত অধীন। সে অবস্থায় কতই সঙ্কল্প কর্‌ছি। কিন্তু সেগুলো ঘুরে' ফিরে' সেই এক কথাতেই দাঁড়াচ্ছে। তা'তে কিছু সুবিধা হ'বার যো যেই। মনুষ্য-জন্ম পেয়েছি—বোকামী কর্‌বার জন্য নয়—সয়তানী কর্‌বার জন্যও নয়। মনুষ্য-জন্মের **normal condition** (স্বাভাবিক অবস্থা)—ভগবানের সেবা করা।

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

কৃষ্ণ অচেতন পদার্থ ন'ন—Chaotic agent (অব্যক্ত পদার্থ) ন'ন; তাঁ'র **personality** (ব্যক্তিত্ব) নাই, এরূপ ন'ন। তিনি Personal (ব্যক্তিত্বসম্পন্ন), তিনি Absolute (বাস্তববস্তু), তিনি Harmony (ঐক্য)। জীব সেই বস্তুর **part and parcel** (অপরিহার্য্য অংশ) জীবসমষ্টির প্রভু-সূত্রে তাঁ'র অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই কাঠামে বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চ'লে আস্‌ছে—জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চ'লে আস্‌ছে—জাতিস্মর নই ব'লে বুঝ্‌তে পারি না। সংস্কার দ্বারা অবস্থা-ভেদ হচ্ছে—ইহাই শাক্যসিংহের কর্ম্মভূমিকা। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বিচারে আবদ্ধ থাক্‌লে আমাদের মঙ্গল হবে না—কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সকল সুবিধা হবে।

— জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ**

---

* যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি তপস্যাদ্বারা হরি আরাধিত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যাদ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি?

প্রশ্নোত্তর

(সমাধি)

১। জ্ঞানী ও সাত্বতগণের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে পার্থক্য কি ?

"সমাধি দুইপ্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ-সমাধিকে 'নির্ব্বিকল্প' ও কূট-সমাধিকে "সবিকল্প-সমাধি" বলিয়া থাকেন। আত্মা—চিদ্বস্তু; অতএব স্বপ্রকাশতা, পরপ্রকাশতা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ স্বপ্রকাশ-স্বভাবদ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পর-প্রকাশধর্ম্মদ্বারা আত্মেতর সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বধর্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্ব্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আত্মার বিষয়-বোধ-কার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই।" —কৃঃ সং ৯।২

২। সহজ সমাধির বিভিন্ন উপলব্ধির স্তর কি কি ?

"আত্মা যখন সহজ-সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয় বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্য-বোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ-বোধ, অষ্টমে তদ্গত অবিকৃত-কাল বোধ, নবমে আশ্রিত-গণের ভাগবত নানাত্ব-বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য-লীলা-বোধ একাদশে আশ্রয়ের শক্তি-বোধ, দ্বাদশে আশ্রয়-শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতি-বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপ-ভ্রম বোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণ-রূপ আশ্রয়ানুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত-জনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্ব-স্বরূপ পুনঃ-প্রাপ্তি-বোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়।" —কৃঃ সং ৯।৫

৩। আচার্য্যগণের হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি কিরূপে সাধিত হয় ?

"সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥
কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্॥"

—কৃঃ সং ১।২-৩

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৭)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রকাশিত বাক্যের তাৎপর্য্য—শ্রী বলিয়া যাঁহার প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রীর শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের শ্রীচরণস্পর্শের কামনাই শুনা যায়, কিন্তু তাহা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো" নাগপত্নীবাক্য এবং "যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতং"—শ্রীউদ্ধববাক্যে অপ্রাপ্তির কথাই শ্রুত হয়। শ্রীরুক্মিণী নাম্নী প্রসিদ্ধা মহিষীরও তাহাতে সঙ্গতি হয় না। কারণ, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারের দেশ-কাল অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে প্রকটলীলা করিতেছিলেন তখন শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গপ্রাপ্তি অসম্ভব। বৃন্দাবনীয় লীলার পরবর্ত্তী সময়ে রুক্মিণীর সহিত প্রকটবিহার হইয়াছিল। সুতরাং "রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে" এই মৎস্য-পুরাণের বচন প্রমাণে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" এই বেদান্তসূত্রের রীতিতে ইন্দ্রের সহিত পরমেশ্বরের অভেদ-উক্তির মত অহংগ্রহোপাসনা শাস্ত্রদৃষ্টিতে মৎস্যপুরাণীয় বাক্যে শ্রীরুক্মিণীর সহিত পঠিতা শ্রীরাধা দুর্গাকর্ত্তৃক পঠিতা নিজাভেদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীরাধা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণা মহালক্ষ্মী। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা"—এই বৃহদ্ গৌতমীয় বাক্যপ্রমাণে এবং "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" ঋক্ পরিশিষ্ট বচনানুসারে শ্রীরাধা সর্ব্ববিলক্ষণরূপে প্রসিদ্ধা।

"শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ"—এই বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য—উপাসনার অবস্থাবিশেষে বামদেব নিজেকে ব্রহ্মাভিন্ন জ্ঞান করিয়াছিলেন। অহং-গ্রহ-উপাসনায় ব্রহ্মসহ অভেদবুদ্ধি অর্থাৎ বামদেব স্বকীয় বৃত্তির হেতুভূত ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসহ তাঁহার অভেদ বুদ্ধি হইয়াছিল। ইহাকে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকতা বলে।

নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধার উৎকর্ষ তিনটী শ্লোকে জানা যায়—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ (ভাঃ ১০।৩০।২৮)

শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাসহ অন্তর্দ্ধান করিলে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার পদচিহ্নসহ শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন—এই রমণী নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছেন। যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নির্জনস্থানে আনিয়াছেন।

অপোণপত্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ (ভাঃ ১০।৩০।১১)
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইব বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ (ভাঃ ১০।৩০।১২)

শ্রীব্রজগোপীগণ হরিণীগণকে দেখিয়া বলিলেন, হে সখি হরিণি! অচ্যুত-সুন্দর বাহু-মুখাদি দ্বারা তোমাদের নয়নের আনন্দ বিস্তার করিয়া প্রিয়ার সহিত কি এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন? যেহেতু তাঁহার অঙ্গসঙ্গমকালে প্রিয়ার কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত কুন্দপুষ্পগ্রথিত মালার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

অতঃপর ফলভরে অবনত বৃক্ষসকলকে দেখিয়া কৃষ্ণদর্শনে প্রণত মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে তরুগণ! প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বাহু সমর্পণ এবং লীলাকমল ধারণ করিয়া তুলসীস্থিত মদমত্ত অলিগণের সহিত সরাগ-দৃষ্টিপাতে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ এখানে তোমাদের প্রণাম অভিনন্দিত করিয়াছিলেন?

গোপীগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাহেতু শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপদরজে তাঁহাদের যেমন অভিলাষ, মহিষীগণেরও তদ্রূপ। ব্রজদেবীগণ যে কেবল চরণরজঃই বাঞ্ছা করিয়াছেন, তাহা নহে চরণস্পর্শও কামনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধার পরম উৎকর্ষের কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুনঃ।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম॥

হে পার্থ! ত্রৈলোক্য মধ্যে পৃথিবী ধন্যা। তাহাতে আবার বৃন্দাবন ধন্য। বৃন্দাবনে গোপীগণ ধন্যা। তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধা ধন্যা।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও উক্ত হয়—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তদীয় কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়। সর্ব্বগোপীর মধ্যে তিনিই শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত বল্লভা।

অগ্নিপুরাণ-বাক্যে—গোপীগণ উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেবল শ্রীরাধার প্রশ্ন করার সামর্থ্য ছিল না। কারণ তিনি তখন নবমী দশা (মোহ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিরহে দশপ্রকার দশা—চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশার মধ্যে মোহ নবম দশা। শ্রীউদ্ধব ব্রজগোপীগণের নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য কাহারও মোহাবস্থা হয় নাই। এজন্য তাঁহার প্রশ্ন করিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং অন্যান্য গোপীর শ্রীরাধা হইতে ন্যূনদশা ছিল। এজন্য শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে।

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে ব্রজদেবীগণ ব্যাকুলভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে কতকদূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসহ এক রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন ভগবান্—শ্রীনারায়ণ, হরি সর্ব্বদুঃখহরণকর্ত্তা, ঈশ্বর—পরম স্বতন্ত্র যিনি, তাঁহাকে এই রমণী বশীভূত করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণে বৈষম্য নাই। তিনি সকলের আশ্রয়, এজন্য পক্ষপাতদোষশূন্য। সর্ব্বদুঃখহরণ করা তাঁহার স্বভাব বলিয়া তিনি একজনকে সুখী করিবার জন্য অপরকে দুঃখ দেন না। আর পরম স্বতন্ত্র বলিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণ এই রমণীর নিকট নিজ স্বভাব হারাইয়াছেন। ইহার নিকট তাঁহার আর স্বতন্ত্রতা নাই। যেহেতু তিনি আমাদিগকে দুঃখসাগরে ডুবাইয়া তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বিহার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে স্বভাব বিপর্য্যয় না হইলেও ঐ রমণীর গুণে বশীভূত হইয়া তিনি এরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা তাহাকে চিনিয়া বলিলেন—ইনিই রাধা। তাঁহার নামের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য আছে। ব্রজসুন্দরীগণের সকলেই প্রেমবতী হইলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করায় শ্রীরাধারই পরম উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে।

শ্রীভগবানের প্রীতি-মাধুরীর তারতম্যানুসারে পরিকরগণের যে প্রীতি-মাধুরীর তারতম্য ঘটে, তাহাতে শ্রীরাধার প্রীতিমাধুরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

একটি পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।
তাং—২০।৪।৭৪ ইং

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

স্নেহের বৈষ্ণবদাস! আমার স্নেহাশীষ গ্রহণ করিবে। অনেক দিন পূর্ব্বে তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। নানাপ্রকার সেবাকার্য্য এবং কিছু কিছু আলস্যবশতঃ পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পূর্ব্বে পাঠান হইয়াছে, অদ্য তোমার পত্রের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। তুমি প্রশ্ন করিয়াছ—(১) আমার মত বোকা বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বদা অবজ্ঞা করিবার কারণ কি ?

উত্তর যাহারা হরিভজন করে না, তাহারাই নির্ব্বোধ এবং আত্মঘাতী। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারাই সুমেধা এবং সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ সজ্জন। আত্মঘাতী বহির্ম্মুখগণ বৈষ্ণবগণকে বিপরীত বুঝিয়া বোকা জ্ঞান করে বা বোকা মনে করিয়া অবজ্ঞা করে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ঐ প্রকার অবজ্ঞাকারী জনগণকে নির্ব্বোধ জানিয়া তাহাদের অবজ্ঞা এবং গালাগালীকে নিজের কর্ম্মফল বা ভগবৎ-কৃপা জ্ঞান করিয়া তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া হরিভজনে তৎপর থাকেন। উদাহরণস্থলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকের উপাখ্যান অনুশীলন করিবে। কখনও কখনও দয়ালু বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য শাসন করেন। তাহাকে অবজ্ঞা মনে করিলেও অপরাধ হইবে। তাঁহাদের শাসনকে বিশুদ্ধ কৃপা জ্ঞান করা উচিত। আমি বৈষ্ণব—বৈষ্ণব এ অভিমান রাখেন না। দীন হীন থাকিয়া হরিভজনে তৎপর হওয়াই কর্ত্তব্য।

(২) **প্রশ্ন**—'জীব যদি বৈষ্ণব হয়, তবে মায়া পিছনে আকর্ষণ করে কেন ?'

উত্তর—জীব স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। তথাপি ভগবৎ প্রদত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করতঃ সে (জীব) বদ্ধাবস্থায় ভগবৎবহির্ম্মুখ হইয়া বর্ত্তমানে 'আমি কৃষ্ণদাস'

ইহা ভুলিয়া পাঞ্চভৌতিক অনিত্য শরীরেতে আত্মবুদ্ধি এবং জড়বিষয়গুলিতে আমার বুদ্ধি করার দরুন অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য ঐ প্রকার জীবগণকে পুনরায় শুদ্ধ করিয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য মায়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ত্রিতাপাগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে। মায়া আকর্ষণ না করিলে এবং কষ্ট না পাইলে মূঢ় জীবগণ কোন দিনই ভগবৎ উন্মুখ হইতে পারিত না। কৃষ্ণভক্তগণকে মায়া আকর্ষণ করেন না। তাঁহাদিগকে মায়া বন্ধন শিথিল করিয়া দেন, যাহাতে তাঁহারা ভগবানের দিকে যাইতে পারেন। ভগবৎ ভক্তগণকে যোগমায়াদেবী চিদ্বল প্রদান করিয়া থাকেন।

(৩) **প্রশ্ন**—হরিনাম করিলে যদি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ লাভ হয় তবে কেন ভিক্ষাশিক্ষার দরকার? আবার সদ্‌গুরু আশ্রয় করিলে যদি মুক্ত হওয়া যায়, তবে সেবা ও নামভজনের দরকার কি?

উত্তর—(ক) শুদ্ধভাবে হরিনাম করিলে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রেমকে পাওয়া যায়। নামাভাসে পঞ্চবিধ মুক্তিও অনায়াসে না চাহিলেও পাওয়া যায় এবং নামাপরাধেই অনায়াসে জড়ীয় অর্থ-সম্পত্তি, পুত্র-পরিবারাদি পাওয়া যায়। শ্রীহরিনামের মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেম। ভুক্তি ও মুক্তি শুদ্ধ হরিনামের ফল নহে। ভগবৎ ভক্তগণ সাধনার অত্যন্ত নিম্নস্তরেও ভুক্তি ও মুক্তি চান না। এমনকি ভগবান ভক্তগণকে ভুক্তি-মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা কিছুতেই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা দীন-হীন ভাবে থাকিয়া ভিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়া গৌণ ও অকিঞ্চিৎকর ভুক্তিমুক্তিকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য ফলের জন্যই হরিনাম করেন। ভুক্তি-মুক্তি আশার লেশমাত্র গন্ধও হৃদয়ে থাকিলে ভগবান সহজে ভক্তি দেন না। তজ্জন্য তাঁহারা বিষয়াদি সম্পর্ক হইতে সর্ব্বথা দূরে থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বিষয়াদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন না। কারণ, বিষয় হইলেই বিষয়ে আসক্তি হইবে। কিন্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য যে-ভিক্ষা তাহা সর্ব্বদা নির্গুণ। সাধক বৈষ্ণবগণ ভিক্ষালব্ধ নির্গুণ বস্তুসমূহ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মাহাপ্রসাদ এমন মাত্রাতে গ্রহণ করেন যাহাতে তাঁহাদের জীবন-নির্ব্বাহ মাত্র হয়। অবশিষ্ট সময় সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলনে তৎপর থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে,—হরিনামে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ পাওয়া গেলেও ভগবদ্ভক্তগণ চতুর্বর্গকে তুচ্ছ এবং হরিভজনের বিরোধী জ্ঞান

করিয়া নির্গুণ ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারাই হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করেন ও মহাপ্রসাদ দ্বারা নিজেরও জীবিকানির্ব্বাহ করতঃ হরিভজন করেন। শ্রীহরিনামের নিকট অর্থ চাহিয়া ভগবদ্ ভজন করিলে হরিভজন হয় না।

আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, ভক্তগণ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ভগবানকে কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন করিতে চান না। তাহা ছাড়া শুধু মুখে হরিনাম করিলে বাকি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কি কাজে লাগিবে? ভক্তি মানেই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনকেই বুঝায়। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে।

(খ)—সদ্গুরু আশ্রয় করিলে মায়া হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। ভক্তগণ কেবল মুক্তি চান না। তাঁহারা কেবল কৃষ্ণপ্রেমই চান। কৃষ্ণপ্রেম বা ভগবদ্ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মুক্তি। তাহা না চাইলেও অনায়াসে উপস্থিত হয়। সদ্গুরু আশ্রয়ের তাৎপর্য্য—সদ্গুরুর অনুগমন করা। গুরু যেরূপ হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা করেন, যেভাবে থাকেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অধিকার এবং নিজের যোগ্যতানুসারে অনুসরণ করিলেই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। নচেৎ শ্রীগুরুর নিকট কাণে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশানুসারে ভজন-সাধন না করিয়া কেবল কাঠ-পাথরের মত চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই সদ্গুরুর আশ্রয় করা হয় না বা তদ্দ্বারা কোনরূপ ফল হয় না। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

অর্থাৎ প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধা, তৎপরে ভজনরীতি শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ (গুরুপদাশ্রয়), তৎপরে ক্রমশঃ ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, তৎপরে আসক্তি, ভাব ও তৎপরে প্রেম উদিত হয়। অতএব গুরুপদাশ্রয়ের পরে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শিক্ষানুসারে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ ভজন-সাধনের আবশ্যকতা রহিয়াছে, নচেৎ প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে না।

৪নং প্রশ্ন—"বাস্তব জগতে পিতামাতার প্রতি যদি কাহারও শ্রদ্ধা না থাকে, তবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকে কি?"

উত্তর—সর্ব্বপ্রথমে বাস্তব জগৎ কাহাকে বলে, তাহা জানা দরকার। যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার—বাস্তববস্তু ও অবাস্তব বস্তু। বাস্তববস্তু পরমার্থভূত তত্ত্ব। অবাস্তব বস্তু দ্রব্যগুণাদিরূপ। বাস্তববস্তুর নিত্য অস্তিত্ব আছে। অবাস্তববস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীতি হয় মাত্র। সেই প্রতীতি কোন স্থলে সত্য, কোন স্থলে ভান মাত্র। ভগবানই একমাত্র বাস্তববস্তু। সেই ভগবানের বিভিন্নাংশ জীব এবং তাঁহার শক্তি মায়া। অতএব বাস্তববস্তু বলিতে ভগবান, জীব ও মায়া এই তিনটিকেই বুঝায়। দৃশ্যমান জগৎ অবাস্তব বস্তু, তাহা পরিবর্ত্তনশীল এবং ধ্বংসশীল। অতএব এই জগতের মাতা-পিতাদির যে-সম্বন্ধ তাহা অনিত্য এবং অবাস্তব, তাহা জীবের স্বরূপ ভ্রমের জন্য আগন্তুক।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের মূল মাতা-পিতা। এই জগতের মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য কিন্তু মাতাপিতা যদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হন এবং হরিভজনের বাধক হন, তাহা হইলে তদ্রূপ মাতাপিতাকে পরিত্যাগ করিয়াও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করাই পরম কর্ত্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার হরিবিমুখ পিতার আদেশ পালন করেন নাই। ঐরূপ মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা না হইলেও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি থাকিতে পারে এবং তাহা মঙ্গলেরই কারণ হইয়া থাকে। হরিবিমুখ বিষয়ী ও অধার্ম্মিক মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে না এবং তদ্দ্বারা জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয় না। তবে সাধারণভাবে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ এবং অবজ্ঞাদি করা উচিৎ নহে। মাতাপিতা ধার্ম্মিক এবং ভগবদ্ভক্ত হইলে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। কারণ তখন তাঁরা গুরুস্বরূপ। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ পিতামাতার কৃপায় সাধুসঙ্গ এবং পরে সদ্গুরুপদাশ্রয় এবং অবশেষে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে।

৫নং প্রশ্ন—'কলিকালে যদি সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য নাই তবে কেন সাজান হইয়াছে?'

উত্তর—কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস নাই ইহা ঠিকই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস—মুকুন্দ-সেবনব্রতের যাহা উল্লেখ আছে তাহা সার্ব্বকালিক। তাই কলিকালেও চারিটি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ—শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীগণ এমনকি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভু, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ইঁহারা সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ইহা সাজান ব্যাপার নহে। ইহাতে সংসারাসক্তি দূর হইয়া নিরপেক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার সুযোগ আছে। যদিও গৃহস্থাশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণও হরিভজন করিতে পারেন কিন্তু বর্ত্তমানে গৃহস্থাশ্রমে হরিভজনের সুযোগ খুব দুর্ল্লভ। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমে সেই সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া শুদ্ধভাবে হরিভজন করিলে কোন আপত্তির কথা নাই; শাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন—

'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি-বিচার॥

কুলাদি শব্দে এখানে বর্ণ ও আশ্রমকে লক্ষ্য করিয়াছে। যাহা হউক মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ। আবার তাহার মধ্যে সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি আরও দুর্ল্লভ। ভগবৎকৃপায় যখন ইহা সুলভ হইয়াছে, তখন মান-অপমান এবং সাংসারিক তুচ্ছাতুচ্ছ, বিঘ্ন-বাধাসমূহকে দূরে রাখিয়া বা ঐগুলি আসিলেও তাহা নিজকর্ম্মকৃত ফল জ্ঞান করিয়া অনাসক্ত হইয়া ভোগকরতঃ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবা করাই শ্রেয়ঃ—ইহাই আত্মার নির্ম্মল ধর্ম্ম। যখন সাংসারিক বিষয়াসক্ত লোক সাধারণ বিষয়ের হেতু অনর্থকারী অর্থের জন্য আপদ-বিপদ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতেছে, তখন অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার জন্য সামান্য কষ্ট বা মান-অপমান সহ্য করিতে পারিব না? এই কষ্ট সহ্য করার নামই সাধন। ভগবান্ ভক্তিসাধনের কষ্টগুলি দেখিয়াই দ্রবীভূত হইয়া ঐ সাধককে নিজের কৃপাপাত্ররূপে বরণ করিয়া থাকেন। তখনই সেই সাধক ভগবান্‌কে শ্রদ্ধা ভক্তিতে পাইতে পারেন। তুমি প্রবল উৎসাহের সহিত পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইবে। আমার স্নেহাশীষ জানিবে। ইতি—

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

উপনিষৎ-সার

(২) কেন

সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলিয়া ইহার অপর নাম 'তলবকারোপনিষৎ'। এই উপনিষদের প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকটির আদিতে 'কেন' শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা 'কেনোপনিষৎ' নামে পরিচিত। কেহ কেহ ইহাকে 'ব্রাহ্মণোপনিষৎ' বা 'জৈমিনীয় উপনিষৎ'ও বলিয়া থাকেন। ইহা তলবকার-ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায়। ইহাতে ব্রহ্মের নিরূপণ বিস্তারিত-ভাবে বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—"যদি এই দেহ থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মকে জানা যায়, তবে যথার্থ সুখলাভ হয় এবং মনুষ্যজীবন সার্থক হয়, অন্যথায় বিনাশপ্রাপ্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। ৮০ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর অতিকষ্টে এ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি পশুর মত আহার-বিহারের চিন্তায় এই সুদুর্লভ জীবন ব্যয়িত করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে জানিবেন যে, কাঁচের দরে হীরা বিক্রয় করা হইল।

ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। এক-কথায় বাক্য, মন, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি যাঁহার ঈশিতা বলে কার্যকারিতাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে এই ব্রহ্মের সম্বন্ধে জানিতে পাই—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ (কঠ ২।২।১৩)

অর্থাৎ যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবান্‌কে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা পাবে না।

জড়বস্তুসমূহ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। প্রকৃতি, জীব ও জড়াদি বস্তুকে যে লোকসকল উপাসনা করে, তাহাও ব্রহ্ম নহে। যাহারা শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত।

শাস্ত্রে ব্রহ্মের বিস্তৃত বর্ণন পাঠ করিয়া যদি কেহ বলেন,—'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি' বস্তুতঃ তিনি কিছুই জানেন নাই। কারণ তত্ত্ব-দর্শী গুরুর নিকট হইতেই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্মকে জানার অর্থ—গভীর চেতনার অনুভূতি ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবে রূপায়িত করা। মুক্তি বা সদ্‌গতি এই ব্রহ্মের স্থিতির উপর নির্ভর করিতেছে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ

ব্যক্তিগণ সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগের ফলে মুক্তিলাভ করেন বা শ্রীহরিচরণপদ্ম-সেবা লাভ করিয়া নিত্যপার্ষদ হন।

এই উপনিষদে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর চিন্ময় সবিশেষত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ দেখা যায়। কোন এক সময় বিষ্ণু দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেহাভিমানী মূর্খ দেবগণ জয়ের কৃতিত্ব নিজেদের বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের মিথ্যা গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য যক্ষ অর্থাৎ এক অদ্ভুত দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে দেবগণ কর্ত্তৃক অগ্নিদেব প্রেরিত হইলেন। সেই অপরূপ মূর্ত্তির সম্মুখবর্ত্তী হইতেই যক্ষরূপী বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি? তোমার শক্তির পরিচয় কি? উত্তরে অগ্নিদেব বলিলেন,—'আমার নাম জাতবেদা—অগ্নি।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে ভস্মীভূত করিতে পারি। তখন যক্ষ তাহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া উহাকে দগ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নিদেব দহন করিতে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় পবনদেব প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্বের মত মূর্ত্তির সমীপবর্ত্তী হইলে প্রশ্ন হইল, কে তুমি? তোমার ক্ষমতাই বা কি? পবনদেব উত্তর দিলেন,—'আমার নাম বায়ু বা মাতরিশ্বা। আমি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারি।' তাহা শুনিয়া দিব্যমূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত তৃণটি গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বায়ু নিজ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও কিয়ৎ পরিমাণে স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর দেবতাগণের বিশেষ অনুরোধে ইন্দ্র যক্ষের নিকট আসিলেন। কিন্তু যক্ষ তাঁহার সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন। সহসা আকাশে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিধারিণী হিমালয়কন্যা উমাদেবীর আবির্ভাব হইল। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ দিব্যমূর্ত্তি পুরুষটি কে? উমাদেবী বলিলেন,—"ইনিই ব্রহ্ম। যাঁহার শক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া দেবগণ যুদ্ধে জয়মালাধারণ করিয়াছেন" কিন্তু হায়! অজ্ঞ স্বর্গবাসী এই জয়ের কৃতিত্ব নিজেদের মনে করিয়া গর্ব্বিত হইতেছেন। যক্ষরূপী ব্রহ্ম এই শিক্ষা দিলেন যে, শক্তির কেন্দ্র দেহ নহে, আত্মা। এ শরীর ত' জড়, ইহার এত অভিমান কিসের? নিরভিমানতা সজ্জনতার লক্ষণ।

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র তিন দেবতা ব্রহ্মের সমীপে গমন ও দর্শনে সমর্থ হওয়ায় অপর দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তন্মধ্যে স্বর্গরাজ ইন্দ্র সর্ব্বাগ্রে ঐ যক্ষ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারায় সর্ব্ব প্রধান গণ্য হইলেন। বিদ্যুতের স্ফুরণের মত এবং চক্ষুর নিমেষসদৃশ তিনবার ব্রহ্মের আবির্ভাব হইয়াছিল—ইহাই ব্রহ্মের উপমাচ্ছলে উপদেশ জানিতে হইবে।

অতএব আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ এই যে, মনদ্বারা যেন ব্রহ্মের স্মরণ বা ধ্যান করা হয়, ইহাই সাধকের সঙ্কল্প হওয়া কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ্বমন্থী মহারাজ**

চেদিরাজ উপরিচর বসু

(ছাগবলির সমর্থনের পরিণাম)

[মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্ব অষ্টাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা উপরিচর বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এস্থলে মহর্ষি-ত্রিদশ-সংবাদ-নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, অজ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগ-পশুকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে বীজদ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ। অতএব যজ্ঞে ছাগ-পশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশু ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পশুহিংসা কিরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, সুরগণ! এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্ব-ভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর; বস্তুতঃ ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ছাগ-পশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তুদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি উহা নিরাকরণ কর। আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে তাহাই প্রমাণ। তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের মতে ধান্যদ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগ-পশু ছেদন করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর। তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজ অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপ-প্রভাবে ভূমিভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপ-শান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার শাপমোচনের উপায় বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া হৃষ্টমনে উপরিচরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তরা ভক্তি প্রদর্শন করিতে থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণবর্গের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহাদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তোমাকে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট

হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ-দোষে যতদিন ভূগর্ভে বাস করিবে, ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃতভক্ষণদ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইবে। ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইওনা। তুমি যখন ভূ-বিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃ প্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কোন ক্রমেই প্রপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা আরও বর প্রদান করিতেছি যে, সর্ব্বদেবের উপাস্য ভগবান্ বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণ-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রজপ এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে পঞ্চকালে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তিদর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড়কে কহিলেন, বৈনতেয়! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার আদেশ অনুসারে অবিলম্বে ঐ রাজাকে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর। তখন বিহগরাজ পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক বায়ুবেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট উপরিচরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক সহসা নভোমণ্ডলে উপস্থাপিত করিল। গরুড় পরিত্যাগ করিবামাত্র মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেবশরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহারাজ উপরিচর বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপগ্রস্থ হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন এবং পরিশেষে দেবগণের অনুগ্রহে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবাধিদেব শ্রীহরির আরাধনা করিতেন বলিয়াই অচিরাৎ তাঁহার শাপ-মুক্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল।

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-শারী-দ্বন্দ্ব

একদা শ্রীবৃন্দাবনে কদম্বের শাখে।
শুক-সারী বসি' দুঁহে হরিনাম ভজে॥
ভজিতে ভজিতে শুক 'কৃষ্ণ' বলি' কাঁদে।
'হা গৌর' বলিয়া সারী ডাকে উচ্চনাদে॥
'গৌর' নাম ল'য়ে সারী প্রেমে মত্ত হৈয়া।
শাখা হ'তে ভূমি-তলে পড়ে আছাড়িয়া॥
ভাবাবেশে নৃত্য করে দু'টি ডানা তুলে।
'গৌরাঙ্গ' বলিয়া প্রেমে ভাসে আঁখি-জলে॥
সারীর হেন প্রেমোন্মাদ হেরি' শুকপাখী।
বৃক্ষ হ'তে নামি' ভূমে পুছে সারী-প্রতি॥
—'কহ সারী, কেন 'হরিনাম' নিতে নিতে।
বিভোর হইয়া রহ গৌরাঙ্গ-প্রেমেতে॥'
সারী বলে 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপি যবে।
'রাধা-কৃষ্ণ'-রূপ তবে ভাসে আঁখি-পটে॥
'হরে' শব্দে শ্রীরাধারে করে সম্বোধন।
রাধা-কৃষ্ণ দুইরূপে রস-বিস্তারণ॥
রাধা-প্রেমে কৃষ্ণ মোর হয়ে বশীভূত।
'রাধানাথ' নামে সদা হয়েছে আখ্যাত॥
রাধা ভুলি' কৃষ্ণ-পদ যে করে চিন্তন।
তা'র নাহি হয় কভু রস-আস্বাদন॥
"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুঁহু দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি॥"
দুঁহু একাত্মা হ'লেও দুই দেহ হয়।
কৃষ্ণকে ডাকিলে কি রাধায় ডাকা হয়?
কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ দোঁহে এক দেহ ধরি'।
'শ্রীগৌর' রূপে এলা নদীয়া আলো করি'॥
রাধা-কৃষ্ণ যুক্ত হয়ে রাজে 'গৌর' নামে।
গড়াগড়ি যাই তাই ভাসি' গৌর-প্রেমে॥

শুক বলে গৌর যদি স্বয়ং ভগবান্।
অহর্নিশি কেন তবে করে কৃষ্ণ-ধ্যান॥
সারী বলে, হায় হায় এ বড় রহস্য।
গৌর-মহিমা বুঝার নাহি তব সাধ্য॥
রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে বৃন্দাবন-চাঁদ।
আবির্ভূত হৈলা নিজে নবদ্বীপ-মাঝ॥
শ্রীমতী রাধার প্রেম-মহিমা কেমন।
রাধিকাআস্বাদিত কৃষ্ণ-মাধুর্য্য কেমন॥
কৃষ্ণানুভবে শ্রীমতীর সৌখ্য কি প্রকার।
—এই ত্রয় লোভে কৃষ্ণের গৌর-অবতার॥
রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কেবল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' গৌর হইল পাগল॥
'রাধা' 'রাধা' কহি' কৃষ্ণ বাজায় বাঁশরী।
সেই রাধা-ভাব-তনু মোর গৌরহরি॥
যে' রাধা-চিন্তনে কৃষ্ণ আপনা হারায়।
সে' রাধা-মহিমা গৌর জগতে জানায়॥
কৃষ্ণ নিজে নামরূপে হৈল অবতীর্ণ।
অতএব নাম-নামী সতত অভিন্ন॥
গৌরই জানা'ল কৃষ্ণ-নামের মহিমা।
নামতত্ত্ব জানা নাহি যায় গৌর বিনা॥
কৃষ্ণ নিজ অনর্পিত রস প্রদানিতে।
শচীর নন্দনরূপে এলা এ' জগতে॥
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বয়ং আমার গৌরহরি।
বেদে-ভাগবতে ইহা কহিছে বিস্তারি'॥
মাধুর্য্য প্রধান রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
গৌর-বিগ্রহ সদা ঔদার্য্য-প্রধান॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সুখ

জগতে সমস্ত জীবগণ সুখের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেকের মূল উদ্দেশ্য দুঃখ দূরীভূত হইয়া অমিশ্র সুখ লাভ হউক। বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানবগণ আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া সুখান্বেষণে ব্যস্ত। কখন ব্যক্তিগতভাবে, কখন বা গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া, কখনও বা দেশবাসীগণ একত্রে মিলিত হইয়া অথবা বৃহত্তরভাবে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘাদি মারফৎ সুখের জন্য নানারূপে প্রয়াসাদি চলিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য যতই যত্নবান হওয়া যাউক না কেন, সুখ না আসিয়া দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আবার অপরদিকে দুঃখের জন্য কেহই বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিলেও দুঃখ আসিতেছে। জীবগণ যেমন কর্ম্ম করিতেছে, কালচক্রে তাহারা সেইরূপ ফলভোগ করিতেছে, সুতরাং শুধু জাগতিক সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ কি?

প্রকৃত সুখ কি? সুখ কে চাচ্ছে না? এই সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা বদ্ধজীবের নাই। এই সুখের জন্য তাহারা একটী ভুল-উপায় অবলম্বন করতঃ প্রকৃত সুখের দিকে পশ্চাৎ করিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। এই সংসারে যে-সব ভোগজনক বস্তুগুলি সুখদায়ক বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে সুখদায়ক নহে; কারণ জাগতিক জড়ীয় বস্তুসমূহ অনিত্য, ধ্বংসশীল। অনিত্য, ধ্বংসশীল বস্তুর মধ্যে সুখকামনা কেবলমাত্র দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। অর্থ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্রাদি প্রভৃতি অনিত্য চলমান বস্তুগুলির উপর ভোক্তাভিমান, পরিণামে শোক-মোহাদি-দুঃখ উৎপাদন করাইয়া থাকে।

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সুখশান্তি সম্ভব, জড়ীয় সকল বস্তুরই ধ্বংস অনিবার্য্য, কিন্তু জড়ীয় বস্তুর অতীত চিন্ময়বস্তুর ধ্বংস নাই। পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের অতীত বস্তুই চেতনযুক্ত বা চিন্ময়। এই চিন্ময় বস্তুই জীবাত্মা। উক্ত জীবাত্মার সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পরিচয় দিয়াছেন—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিংবিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গীঃ৭।৫)

অর্থাৎ অষ্টপ্রকার প্রকৃতি নিকৃষ্টা, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠা জীবস্বরূপা আমার আর একটী প্রকৃতি আছে, যাহাদ্বারা এই জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে।

সেই জীবাত্মা সৎ, অর্থাৎ নিত্য, তাহার নাশ নাই। শ্রীগীতায় এ সম্বন্ধে উক্তি আছে—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।

* * * * * * * * *

কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের ফলে অর্থাৎ যে বস্তু সে নহে, সেই বস্তুতে 'আমি' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া পূর্ণঘনসচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ হইতে যে তাহার উৎপত্তি তাহা বিস্মৃতির ফলে জীব নান দুঃখ-কষ্ট-ভোগ করিতেছ।

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস", একথা ভুলিয়া জীবগণ চৌরাশি লক্ষ যোনিতে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ঘুরিয়া নিজকর্ম্মফলানুসারে দেহাদি লাভ-করতঃ অস্থিমাংসের থলিবিশিষ্ট এই দেহপিণ্ডকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া মিথ্যা-অভিমানে স্ফীত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

যখন জীবের সদ্গুরুপদাশ্রয় হইবে, তখন তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় জীবের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হইবে এবং তাহার ভুল-সংশোধনের জন্য প্রয়াসী হইবে। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীবের কৃষ্ণবিমুখতা দূর হইয়া কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতা প্রকাশ পাইবে এবং জাগতিক বস্তুগুলির উপর হইতে আপন ভোগবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিত্যপরমানন্দ ভগবানই যে সকলের ভোক্তা এই জ্ঞানে তাঁহারই সেবা-সুখের জন্য সকল বস্তু তাঁহাতেই সমর্পণ করিবার মত সদ্বুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। ভোগের দ্বারা যে কোন বস্তুর ভোগ-পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি", শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,— "হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাইরে, নিরাশ ত সুখরে," সুখমূর্ত্তি, আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ সমস্ত আনন্দের

মালিক তিনি। অফুরন্ত নিত্যসুখ লাভের জন্য তাঁহারই শ্রীচরণাশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ প্রীত হইলে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হইয়া থাকে, "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।"

যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই সুখোৎপত্তি-স্থান— "ধর্ম্ম মূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ। স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি।" শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের মূল স্থান, তাঁহার সেবাদ্বারা আত্মা প্রসন্ন অর্থাৎ সুখী হয়। শ্রীভগবান্ও ভক্তের শ্রীচরণ-সেবাব্যতীত কেহ নিত্যসুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীভগবানের ভজনই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্মলাভ করিয়াও খাওয়া, বাঁচিয়া থাকা ও ইন্দ্রিয় তর্পণের সুযোগ লাভ হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপে ক্লিষ্ট হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যজন্মেই এইসব ক্লেশের হাত হইতে উদ্ধারের একমাত্র সুযোগ লাভ হইয়া থাকে; এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, "আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্য-মেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" ধর্ম্মযাজন-ব্যাপারে মনুষ্যগণ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিশেষ করিয়া বহু ভাগ্যের ফলে পরমপুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম-লাভ হইয়া থাকে। কারণ স্বয়ং ভগবান্ প্রতি যুগে যুগে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাসকল তাঁহার একান্ত ভক্তগণের জন্য প্রপঞ্চে গোচরীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ভক্তগণ তাঁহার অদর্শন-জনিত বিরহে কাতর হইলে তাঁহাদের দর্শন দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং অসাধুদিগকে দমন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং ভারতে মনুষ্য-জন্মলাভদ্বারা কোন সুকৃতির ফলে সেইসব অপ্রাকৃত সাধুসঙ্গ হইলে আত্মকল্যাণ বিস্তারের সুযোগ লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ সংসারে আপাততঃ যে-সকল বস্তু লইয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইবেন বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, পরিণামে অহরহঃ দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; উদাহরণস্বরূপ শাস্ত্রে উক্তি আছে যে, শরীরে কোন স্থানে চুলকানি হইলে তাহাতে চুলকাইলেপর প্রথমে খুব আরাম হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরে সেস্থলে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হইয়া থাকে। চিকিৎসক তাহার চিকিৎসার্থে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে চুলকাইতে নিষেধ করিয়া

থাকেন। সেইরূপে ভবরোগ হইতে মনুষ্যগণকে উদ্ধারের জন্য সুচিকিৎসক শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যেরূপ ব্যবস্থাপত্র করিয়া থাকেন, তাহাদ্বারা মনুষ্যগণের প্রকৃত কল্যাণ ও সুখ লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুমোদিত ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদর্শিত পথানুসরণদ্বারা নিত্য সুখ লাভ হইবে।

—শ্রীমতী উমারাণী দে
চুঁচুড়া (হুগলী)

বাংলা-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

জগতে যখনই মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হন, তখনই তাঁহাদের অলৌকিক অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে বিমুগ্ধ অনুরাগী ভক্তগণ তাঁহাদের মহান্ জীবন-চরিতের চিরস্মরণার্থে বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যান, সেই মহাপুরুষগণের দিব্য-জীবনের এমনই শক্তিশালী প্রভাব যে, যুগ-যুগান্তরের করাল-গ্রাসও তাঁহাদের মহিমাকে বিন্দুমাত্র ক্ষীণ করিতে পারে না।

বঙ্গদেশে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার শুভ আবির্ভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ জগতে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। রবির কিরণপরশে যেমন কমলদল প্রকটিত হয়, তেমনই শ্রীচৈতন্যদেবের পূতচরিত-পরশে বাংলা-সাহিত্য বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তৎপূর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যের গতি শীর্ণকায়া তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। তাৎকালিক কবিগণ কেবলমাত্র অনুবাদ-সাহিত্য ও মঙ্গল-কাব্য রচনার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বল্প কয়েকজন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সাহিত্যের গতি স্তিমিত ছিল। তাহাতে ছন্দের মধুরিমা বা রসের আস্বাদ ছিল না; শুধু ভাবপ্রকাশ করিয়াই বিরত থাকিত।

শ্রীচৈতন্যের জীবন দর্শনকে অবলম্বন করিয়া বাংলা-সাহিত্যে দুইটি নূতন প্রবাহ দেখা দেয়, একটি পদাবলী-শাখা ও অপরটি চরিত-শাখা নামে পরিচিত। পদাবলী-সাহিত্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইহা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব-যুগের তুলনায় মনোজ্ঞ, বাস্তবতাপূর্ণ এবং ভক্তিরসাপ্লুত। ইহাতে সহজেই অনুমেয় যে, পদাবলীর উপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভাব বর্ত্তমান। শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের যুগ্মভাব নিরীক্ষণ করিয়াই বৈষ্ণব-কবিগণ পদাবলীতে

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। এই স্তরের পদাবলী-সাহিত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-চরিতের ছায়াপাতে বিরচিত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, গোবিন্দ দাস, লোচন দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি ভক্ত-কবিগণ পদাবলী সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে-সমস্ত জীবনী-কাব্য রচিত হইয়াছে সেগুলিও বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-ভক্তগণের মধ্যে তাঁহার জীবনের অলৌকিক বিষয়-বস্তু লইয়া বাংলা-সাহিত্যে কাব্য রচনার প্রেরণা দেখা দেয়। স্বনামধন্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত এই ধরণের সর্ব্বপ্রথম রচনা। ইহাতে ভাবের এতই গভীরতা যে, ইহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। তিনি শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চরিতের কথাই ব্যক্ত করেন নাই, পরন্তু ইহার মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা বিশেষভাবে জগৎসমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত সরল পয়ারছন্দে রচিত এবং হৃদয়গ্রাহী ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বাংলা-সাহিত্যের একখানি বিশেষ গ্রন্থ। ভক্ত ও জনসমাজে এই গ্রন্থ আজও সাদরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীলোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' বাংলা-সাহিত্যভাণ্ডারে সুযোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তোলা হয় নাই—শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনায় কবি সহজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পরিশেষে শ্রীচৈতন্য-চরিত সম্বন্ধে যে পুস্তক রচিত হয়, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"। দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ যে-সমস্ত বাংলা জীবনীগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ'বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই গ্রন্থে কবির সাহিত্যিক প্রতিভা বাংলা-সাহিত্যে নবদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দর্শনে আজও শিক্ষিত-সমাজ চমৎকৃত হন। কোথাও কোথাও কবি-প্রতিভার যে-বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনিই সুমধুর, যথা—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল　　যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে　　না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥

উক্ত গ্রন্থে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশাবলীর যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দর্পণ-স্বরূপ। চিরকুমার পরম কৃষ্ণভক্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে যে-মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগোবিন্দদাসের 'করচা' গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রকৃতির বর্ণনা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের প্রগতির গতিতে এই গ্রন্থ স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতে পারে। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, বিশ্বের সমস্ত তাপ ও আলোকশক্তির উৎস যেমন সূর্য্য, ঠিক তেমনিই এই সাহিত্যের মূলে রয়েছেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল বৈষ্ণব-কবিতা রচনার মাধ্যমে। চরিত ও পদাবলী-শাখা রচনার ফলে বাংলা-সাহিত্যে যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক ভাবধারা পদাবলী-সাহিত্যকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি বাংলা-সাহিত্যে একছত্রও লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, অথচ তিনিই ঐ সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণব-তত্ত্বকে উপাদান-স্বরূপ লইয়া অসংখ্য কাব্য-গ্রন্থ রচিত হওয়ার মূলেও ছিলেন তিনি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত-কবি ও সাধকগণকে স্বীয় শক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত করায় বাংলা-সাহিত্যের কাব্য-জগতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি যে শুধু যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন তাহাই নহে, অধিকন্তু বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদানের নিমিত্ত প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাঁহার নিকট চির ঋণী।

—শ্রীবিভাষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)
গ্রাহক নং—৫১৩৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ষ্ঠ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ১৩ শ্রীধর, ৪৮৮ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮১ ; ইং ১৭।৭।১৯৭৪ } ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ-বিরচিতম্]

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহতমদধৃষ্টোদ্দণ্ডদেবেন্দ্রগর্ব্ব।
অতুলপৃথুল-শৈলশ্রেণীভূপ প্রিয়ং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১॥

হে গোবর্দ্ধন! আমাকে অতিশয় প্রিয় ও অভীষ্ট (শ্রীরাধাকুণ্ডতটে) তোমার নিকট বাস দান কর (যেহেতু তোমার মাহাত্ম্যও অতুলনীয়)। তুমি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডের ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত ও উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছ এবং বৃহৎ গিরিসমূহের রাজা হইয়াছ ॥১॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্ ।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥২॥

হে গোবর্দ্ধন ! রাধাকৃষ্ণযুগল তোমার প্রতিকন্দরে-কন্দরে আহ্লাদের সহিত উৎকটরূপে রতিক্রীড়া করিতেছেন, এই নিমিত্ত আমিও সেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণযুগল-দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমাকে তোমার নিকট বাস দান কর ॥২॥

অনুপম-মণিবেদী রত্নসিংহাসনোর্বী-
রুহঝর দরসানুদ্রোণি সংধেষু রঙ্গৈঃ ।
সহবল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৩॥

হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমাকে আমার নিতান্ত প্রীতিকর তোমার নিকট বাস প্রদান কর (তুমিও নিরুপম সুখ অনুভব করিতেছ), যেহেতু উৎকৃষ্ট মণিময় বেদীরূপ সিংহাসনে এবং বৃক্ষের ঝরে, গর্ত্তে, সমানদেশে ও কাষ্ঠাম্বু-বাহিনীসমূহে শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের অথবা বলদেব ও শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত রঙ্গে ক্রীড়া করাইতেছ ॥৩॥

রসনিধিনবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যুতি পরিমল বিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য ।
রসিকবরকুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৪॥

হে গোবর্দ্ধন ! তোমার নিকট বাস আমাকে দাও। (তুমিও অনেকের হর্ষোৎপাদন করিতেছ), যেহেতু রসিকশ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের দান-ক্রীড়ার সাক্ষী-স্বরূপ এবং কান্তিমতী ও সুগন্ধি শ্যামবেদী প্রকাশ করিয়া রসিক কৃষ্ণভক্ত-গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ ॥৪॥

হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকা-কুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ ।
নবযুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৫॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমাকে তোমার নিকট তাদৃশ স্থান দান কর, যে-স্থানে তুমি নিজের অতীবপ্রিয় রাধাকুণ্ডকে কৌতুকবশতঃ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক গুপ্তভাবে থাকিয়া নির্জ্জনে নূতন যুবযুগলের লীলা দেখিতেছ ॥৫॥

স্থল-জল-তল শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৬॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি স্থল, জল, তল, ঘাস এবং বৃক্ষচ্ছায়া এই সকলের দ্বারা গো-সকলকে সংবর্দ্ধনা করতঃ ত্রিভুবনে নিজের নাম খ্যাপন করিতেছ, অতএব আমাকে তোমার নিকটে বাস প্রদান কর, তাহা হইলে গোচারণ-পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন না কোন সময়ে দেখা হইবেই হইবে ॥৬॥

সুরপতিকৃত-দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নব-গৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘ-বক-রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৭॥

হে গোবর্দ্ধন, অঘাসুর ও বকাসুর-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নবগৃহস্বরূপ তোমার মধ্য-স্থানে স্বকীয় ইন্দ্র-দ্রোহ হইতে রক্ষা করতঃ তোমার মান সংবর্দ্ধন করিয়াছেন, অতএব আমাকে তোমার নিকট নিবাস প্রদান কর ॥৭॥

গিরিনৃপ! হরিদাসশ্রেণিবর্য্যেতি-নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ।
ব্রজনব-তিলকত্বে ক্লৃপ্তবেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৮॥

হে গিরিরাজ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে "হন্তায়-মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ" অর্থাৎ "হে অবলাগণ! এই পর্ব্বত হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ", এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদিসমূহ শাস্ত্রকর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে তোমার নিজনিকটে বাস প্রদান কর ॥৮॥

নিজ-জনযুত-রাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাক্ত
ব্রজনর-পশু-পক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ।
অগণিত-করুণত্বাস্মামুরীকৃত্য তান্তং
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৯॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি সখীগণবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের মিত্রতারূপ রসযুক্ত যে-সমস্ত ব্রজস্থিত নর, পশু, পক্ষিসমূহ, তাহাদিগের একমাত্র সুখদাতা, অতএব ঈদৃশ দয়ালু স্বভাববশতঃ অতিশয় দীন আমাকেও অঙ্গীকার করিয়া তোমার নিজনিকটে নিবাস প্রদান কর ॥৯॥

নিরুপধি-করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন ত্বয়ি
কপটি-শঠোঽপি ত্বৎ প্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন্
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১০॥

হে গোবর্দ্ধন! যদ্যপি তোমার যোগ্যাযোগ্য পাত্রভেদে নিজনিকটে বাস-দানে আপত্তি থাকে, তবে সে-আশঙ্কাও নাই, যেহেতু কপটী এবং শঠ হইয়াও আমি পরমদয়াল তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীশচীনন্দনকর্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি, সুতরাং আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বিচার না করিয়া নিজনিকটে নিবাস প্রদান কর ॥১০॥

রসদ-দশকমস্য শ্রীল গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর কুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্যসাক্ষা-
চ্ছুভদ যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥১১॥

॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥

যে-ব্যক্তি মহীধর পতি গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ এই দশটি শ্লোক যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন, তিনি শীঘ্রই সুখপ্রদ এই গোবর্দ্ধনে বাস লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদসেবারূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন ॥১১॥

॥ শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশক সমাপ্ত ॥

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ

শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ লোকের ধারণায় জাতিভেদ মানা বা না মানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বরং অভক্ত কর্ম্মজড় সমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত না হয় এবং অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিলে পাছে জগতে আরও অধিকতর উৎপাত উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি বঞ্চিত অভক্তকুলকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে বাহ্যে লোক-ব্যবহার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণে তিনি কোনদিন জাতিবুদ্ধি করেন নাই। তিনি অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুবের অন্ন গ্রহণ করেন নাই; তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, লক্ষ হরিনাম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, এমন কি অস্পৃশ্যতোয় সামোড়িয়ার হস্তে পর্য্যন্ত তাঁহাদের হরিভক্তি দর্শনে উঁহাদিগকে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণবিচারে তাঁহাদের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি দাস-গোস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছেন। তাঁহার অভিন্নস্বরূপ জগদ্গুরু নিত্যানন্দদ্বারা তিনি যে-কোন কুলব্রুব ভক্তগণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করাইয়া বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি বা ভাত-ডাল-বুদ্ধি করা অত্যন্ত অপরাধের কথা এই উপদেশই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্ত্তমান অদৈব কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজ প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথা এবং ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত উচ্ছৃঙ্খলতা উভয়ই মৎসরতাযুক্ত। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ উভয়েই পরস্পর মৎসরতা ও প্রতিহিংসামূলে একে অন্যের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য কৃষ্ণসেবানুকূলপর পূর্ব্বোক্ত পরস্পর বিরোধী সমাজের ন্যায় স্ব-স্ব ভোগপর নহে। বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্য্যে কৃষ্ণসেবাগন্ধ নাই, সে-কার্য্য জাগতিক বিচারে পরম শ্লাঘ্য হইলেও অত্যন্ত ঘৃণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈব-বিষ্ণুভক্তিপর বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজনের আদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-বিকৃত সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—সমাজ চিরকালই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের অধীন থাকিবে, তবেই হরিসেবানুকূল বলিয়া সমাজের মূল্য, নতুবা উহা অদৈব বা আসুর-সমাজ।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ কখনও স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে বহু দেবতার উপাসনা করেন না বা কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল পূজা করেন না—তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। [এই কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত * * * মহোদয় অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন—'মহাশয়, তবে যে আমাদের গ্রামে 'বৈষ্ণবগণকে' (?) নানা দেবদেবীর পূজা করিতে আমরা দেখিতে পাই! শ্রীল পরমহংস ঠাকুর

বলিলেন,] ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-নামধারী হইলেও বিশুদ্ধ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রানুগত বৈষ্ণব নহে। যাঁহাদের হৃদয় মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের পরমোদার আত্মধর্ম্মের মহত্ত্ব এবং শ্রীরূপানুগ-ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম মাধুর্য্যের একটু আভাসালোক স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য উপাসনা ব্যতীত সকাম নানাদেবসেবী হইয়া কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রার্থী হইতে পারেন না। দৈবকর্ত্তৃকই যাঁহাদের অদৃষ্ট খারাপ, সেইরূপ দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও অবৈষ্ণবের পুতুল পূজা এক নহে। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অনিত্য বা জড়বস্তু নহেন। ভগবান্‌কে নিরাকার আখ্যা প্রদান করিলে তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-রূপ ও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিত্বের অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাব কল্পিত হয়। ভগবানের জড়ীয় রূপ নাই বটে, কিন্তু তিনি নিরাকার নন। অতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান-লাভে অসমর্থ হইয়া ভক্তগণ সেবিত অবিমিশ্র চিদ্বিলাস-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করেন। পাশ্চাত্ত্যদেশীয়গণের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয়ানগণের অক্ষজবিচার ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম অক্ষজ জ্ঞানোন্মত্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবা-প্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, তাঁহার স্বরূপ বা বিগ্রহ নাই, কিন্তু সেই নিরাকারতত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য কল্পিত ও অনিত্য আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য - এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক। ভক্তের নিকট শ্রীবিগ্রহ নিত্য চিন্ময় স্বরূপ-বিগ্রহের অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ নিত্য চিন্ময় ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন, তাহা অন্য বস্তু নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ষষ্ঠ পঃ)—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ডী॥ (৬।১৬৭-১৬৮)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, তথাকথিত কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজ ও তদ্-বিরোধী ইংরেজ চালচলন-অনুকরণকারী সমাজ উভয়েই গৃহ-ব্রতধর্ম্ম ও যোষিৎসেবার পক্ষপাতী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, গৃহব্রত ও যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গিগণের কৃষ্ণে মতি হইতে পারে না। ইঁহারা যদি নিজ নিজ মনোধর্ম্মের কথা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হরিজনের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন, তবেই ইঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার। আমাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত (ভাঃ ১।৩।২৫) গ্রন্থ বলেন—

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোক-সমূহের সম্মোহনের জন্য বিষ্ণু 'বুদ্ধ' এই নামে জিন-পুত্ররূপে কীকট প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবের মান্য, কিন্তু অসুর-মোহনের জন্য যে-মত প্রচার করিবেন তাহা বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন না। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন (চৈ চঃ মধ্য ৬)—

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

শঙ্করকে মহাপ্রভু 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু আচার্য্যের নাস্তিক মত অসুর-বিমোহনের জন্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনপর। সুতরাং নিত্যধর্ম্মযাজী বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে। বৈষ্ণবগণ বুদ্ধ-শ্রীমূর্ত্তি বা শঙ্করের প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রথমোক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে বিষ্ণু ও শেষোক্ত প্রতিমূর্ত্তিকে বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রণামাদি করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের অসুর-বিমোহনপর বৌদ্ধ-বাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ করিবেন না। শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখক শ্রীজয়দেব গোস্বামী বৈষ্ণব ছিলেন; তিনি স্তবে লিখিয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

সুতরাং বৈষ্ণবগণ যে-চক্ষে বুদ্ধদেব দর্শন ও শ্রদ্ধা করেন, তাহা হইতে বৌদ্ধগণের দর্শন পৃথক্। বৈষ্ণবগণ আস্তিক। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কায়-মনোবাক্যে অহিংসা যাজন করেন। বৌদ্ধগণ মুখে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বলিয়াও ভাগবতীয় "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" এই দশম স্কন্ধের শ্লোকানুসারে পশুঘাতী বা আত্মঘাতী। এমন কি, তাঁহাদের প্রাথমিক সদাচার পর্য্যন্ত নাই, উঁহারা কেহ কেহ মৃতপ্রাণীর মাংস-ভোজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত। সুতরাং বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি বৈষ্ণবের দ্বারা পূজিত হইলেই তাঁহার যথার্থ পূজা হয়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মন্দির সদাচারী হিন্দুর হস্তেই থাকা যুক্তিযুক্ত; তবে সেই স্থানে যাহাতে ছাগবলি প্রভৃতি না হয় এবং যাহাতে সাত্ত্বিক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীবুদ্ধদেবের অর্চ্চা-বিগ্রহের পূজা হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুপক্ষ হইতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বৌদ্ধছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তিকে বুদ্ধদেবের বাস্তবসত্তা (Personality) হইতে পৃথক্ মনে করেন অথবা এক ভাবেন? তাঁহারা বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে তাঁহারা বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন—Emblem মাত্র মনে করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন যে, বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্ত্তিকে মূর্ত্তবিগ্রহের বাস্তব স্বরূপসত্তা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন জ্ঞান করেন। বৌদ্ধবাদ অচিন্মাত্রবাদ ও শাঙ্কর-মতবাদ চিন্মাত্রবাদ—প্রাকৃত চিন্তা-স্রোত হইতে পরিপুষ্ট—উহা আরোহ-বাদীর অক্ষজ জ্ঞানোত্থ চেষ্টা। শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয় মতকেই নাস্তিকমত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতটি বেদবিরোধী নাস্তিক্যবাদ; দ্বিতীয় মতটি মুখে বেদ স্বীকার করিলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮)—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

সুতরাং অচিন্মাত্রবাদ যেমন নাস্তিক্যবাদ, চিন্মাত্রবাদও তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত জনৈক মহা-পণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বৌদ্ধা-চার্য্যের নাস্তিক্যবাদপূর্ণ পাণ্ডিত্যকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেন।

"যদ্যপি অসম্ভাস্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিল প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নবপ্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তিতর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্নোত্তর

(স্বরূপসিদ্ধি-বস্তুসিদ্ধি)

১। ভক্তগণের মুক্তি কয়প্রকার ও তাহাদের স্বরূপ কি ?

"ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার—অর্থাৎ 'স্বরূপ-মুক্তি' ও 'বস্তুমুক্তি। যাঁহারা ভজন-বলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, আবার দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে।" —শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

২। আপন-দশা ও স্বরূপসিদ্ধি কখন হয় ?

"নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা-সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ ও চিদ্বিলাসগত-লীলার স্ফূর্ত্তি কখন হয় ?

"তখন (ভাবাপন-দশায়) স্ব স্বরূপে ক্ষণে-ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপ-গত রাধাকৃষ্ণ-সেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমত কি, অনেকক্ষণ ব্রজধাম দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত-লীলার স্ফূর্ত্তি হয়।" —'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

৪। আসক্তির অবস্থা অতীত হইলেও কখন জীবের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ?

"আসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্য্যন্ত জড়-সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এ জড়-সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যতদিন বিঘ্ন আছে, ততদিন জীব বস্তু-সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত রতি হইলেই রস-লাভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ৭।১

৫। স্বরূপসিদ্ধি কি ? তাহার সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কি সম্বন্ধ ?

"অপ্রাকৃত-তত্ত্বের স্বরূপবোধই—"স্বরূপসিদ্ধি"। ইহার নামই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেম-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৬। দ্বিবিধ ভক্তিসিদ্ধিতে কি অবস্থা লাভ হয়?

"ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি। **স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন** এবং **বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুলদর্শন** হয়।"

—ব্রঃ সং ৫।২

৭। কর্ম্মের চরম ফল কি?

"নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল; অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম্য-কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে।"

—'প্রমাণনির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।২৪

৮। 'বস্তুসিদ্ধি' কাহাকে বলে?

"কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৯। নিত্যলীলায় প্রবেশটি কি?

"এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছাক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ-দেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদিত হইয়া **চিদ্ধামে যুগলসেবা** করিতে থাকে।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

১০। বস্তুসিদ্ধি-লাভে কি প্রপঞ্চে অবস্থান সম্ভব?

"বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃত জগতে আর থাকা যায় না; ভক্ত তখন অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন।"

—'প্রয়োজনবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২৪

১১। সিদ্ধিতে মহাভাগবতের দর্শন কি?

"(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণকোলাহল॥"

—'সিদ্ধিলালসা'-১, গীঃ মাঃ

১২। শ্রীরাধাগতপ্রাণ প্রেমিক ভক্তের কিরূপ বিপ্রলম্ভ হয় ?

"রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয়॥"

—'সিদ্ধিলালসা'-১০, গীঃ মাঃ

১৩। আশ্রয়তত্ত্বানুগ সেবকের চিত্তবৃত্তি কি ?

"শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি।
যুগল-মিলন সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি।"

—'সিদ্ধিলালসা'-১০, গীঃ মাঃ

১৪। আশ্রয়তত্ত্বের পক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের বিচার কি ?

"রাধা-পক্ষ ছাড়ি, যে জন সে জন,
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমিত রাধিকা- পক্ষপাতী সদা
কভু নাহি হেরি তা'কে॥"

—'সিদ্ধিলালসা'-৯, গীঃ মাঃ

১৫। স্বারসিকী সিদ্ধির স্বরূপ কি ?

"স্বারসিকী সিদ্ধি ব্রজগোপী-ধন,
পরমচঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি॥
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী।
খন যে-সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধাচরণে ধনি॥"

—'সিদ্ধিলালসা'-৬, গীঃ মাঃ

১৬। শ্রীরূপানুগের সংসিদ্ধি-লালসা কিরূপ ?

"কবে বা এ-দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব্ব স্মৃতি পরিহরি'॥"

—'সিদ্ধিলালসা'-৮, গীঃ মাঃ

১৭। শ্রীরাধানুগার সেবার স্বরূপ কি?

"তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা রাধিকার দাস্য-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।" —জৈঃ ধঃ, ৩৯তম অঃ

১৮। ব্রজে গোপগৃহে জন্মটী কি? এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সামঞ্জস্য ও বৈশিষ্ট্য কি?

"কোন কোন ভক্তলেখক স্বরূপসিদ্ধিকে সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে **দ্বিজত্বলাভ** বলিয়া জানিতে হইবে; ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা **আপন দশা**। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'স্বরূপ-সিদ্ধি' হইতে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৫

১৯। শুদ্ধভক্তের শ্রীধামপ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা কিরূপ?

"(কবে) ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব চরণ- রেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত বেশ॥"

—'সিদ্ধিলালসা' ১, গীঃ মাঃ

২০। শুদ্ধভক্ত কি গৌড়বন ও ব্রজবনে ভেদ দেখেন? শ্রীরাধাদাস্য কখন লাভ হয়?

"(কবে) গৌড় ব্রজবনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজ-বাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥"

—'সিদ্ধিলালসা'-১, গীঃ মাঃ

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত *

এই বৎসর বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের ২৬শে তারিখ রবিবার হইতে কার্ত্তিক মাসের ১৯শে তারিখ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কাল নিরূপিত হইয়াছে। চন্দ্রের গতিবিধি অনুসারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ যে মাসের বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে ২৬শে আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত ব্রত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পালন করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত সেবকগণ ও অনুগতা ভক্ত-মহিলাবৃন্দ সকলেই ঐ দিবস হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিবেন। এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই পালনীয়। এই ব্রত বৈধী-ভক্তির অন্তর্গত। শাস্ত্রে ভক্তির বিধি শত-সহস্র প্রকার থাকিলেও চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। সাধন-ভক্তি বাদ দিয়া হঠাৎ ইহার উলঙ্ঘন করিলে উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকাশ পাইবে। যদিও উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-উদ্‌যাপন উক্ত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন শিক্ষা দিবার জন্য পুরী ও দক্ষিণ-দেশ প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে নিজে স্বয়ং ইহা পালন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রত পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য এমন নহে। ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি যাবতীয় স্মার্ত্ত-বিধানানুগামী সকলেরই অবশ্য পালনীয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ পাঠক-পাঠিকাবর্গ সকলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত পালনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন।

---

* সর্ব্বশাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই এই ব্রত পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত চারি আশ্রমের বৈষ্ণবগণ আষাঢ়ী পূর্ণিমা (১৯শে আষাঢ়, ইং ৪।৭।৭৪ বৃহস্পতিবার) হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা (১৩ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৯।১১।৭৪ শুক্রবার) পর্য্যন্ত (মধ্যে পুরুষোত্তম মাস সহযোগে) পাঁচ মাসকাল এই ব্রত পালন করিবেন। তার মধ্যে প্রথম শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ জাতীয় দ্রব্যসমূহ বর্জ্জন করিবেন। পুরুষোত্তম মাসব্রত কার্ত্তিক মাসের নিয়মসেবা ব্রতের ন্যায়ই পালন করিতে হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'চাতুর্ম্মাস্য' এবং পুরুষোত্তম মাসকৃত্য' নামক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য। আমরা এই বিষয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্মের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু উপদেশমূলক পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থানে প্রকাশিত করিতেছি।

—সম্পাদক

বিধি উলঙ্ঘন করিলে সাধক-জীবন রক্ষিত হয় না। বৈধ-ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিগীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য রাগের ভাণ দেখাইয়া আমাদের বিধির আবশ্যকতা নাই; আমরা 'উন্নতমার্গে পঁহুছিয়া পরমহংস হইয়াছি' এইরূপ অকাল-পক্কতা লাভ করিলে সমূহ অমঙ্গল জানিতে হইবে। "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ"—শাস্ত্রের এই বাক্য পরমহংস মহাভাগবতগণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িব। রাগমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে বিধি উলঙ্ঘন করা চলিবে না। "বিধিমার্গ রত জনে, স্বাধীনতা-রত্ন দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।"—মহাজনগণের এই বাক্য সর্ব্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং অনুরাগের সহিত বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের যাবতীয় বিধিসমূহ পালন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" (হঃ বিলাস-১৫।৬০)

অর্থাৎ; যে-ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে; সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থাই মৃততুল্য। সুতরাং বিনা নিয়মে জীবন-যাপনকারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাস্ত্রকারগণ মঙ্গলের পথ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

কেহ কেহ ক্রমপথ উলঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চার মেয়েলী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। আজকাল উচ্ছৃঙ্খল-সমাজ স্ত্রীজাতির পূজায় আত্ম-নিয়োগ করিতে গিয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল সকলেই অনুভব করিতেছেন ও করিবেন! অধোক্ষজ-ভক্তির উলঙ্ঘন করিয়া কাহারও অপ্রাকৃত হইবার বাসনাকে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা-স্ত্রৈণবুদ্ধি বলিয়া মনে করি। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনধিকারী বিচার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুই অধোক্ষজ। আবার অধোক্ষজ বস্তুই অপ্রাকৃত। সুতরাং আমরা সকলেই কার্ষ্ণ হইলেও বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব-সংজ্ঞাই আমা-দিগকে মাধুর্য্যের উন্নততম স্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা বৈষ্ণব নহি—এইরূপ বিচার মেয়েলী-বিচার। জীব মাত্রই স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঔদার্য্যলীলায় আমরা তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য

করিয়া থাকি। রূপানুগ ধারায় যাঁহারা স্নাত তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রিয়ারই আদর করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবরের সেবিত 'অধোক্ষজ' বস্তুর সেবকসূত্রে আমরা বলিতে চাহি,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া,　　কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।

সুতরাং আমরা গুরুপাদপদ্ম-শুদ্ধা-সরস্বতী-স্বরূপিনী কৃষ্ণপ্রিয়ারই আনুগত্য করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের মস্তকে থাকেন থাকুন্।

শুদ্ধা-সরস্বতীর নির্দ্দেশমত আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদি পালন করিব। অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবেশ করিব না। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ (মাষকলাই) ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। "শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥"
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৫।৬১)

এতদ্ব্যতীত চারি মাসের জন্য শিম, বরবটি, পটোল, পুঁইশাক, কলম্বী-শাক, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সর্ব্বোতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থগণের পক্ষে চারিমাস ক্ষৌর-কর্ম্মাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ভাদ্র-পূর্ণিমায় বিশ্বরূপ-ক্ষৌর অবলম্বন করা চলিতে পারে। এই ব্রত পালনকালে যাবতীয় বিলাস-সম্ভার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৮)

ভগবৎ-প্রীতি কিরূপে রসরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই দেখান হইতেছে। রসশাস্ত্রমতে স্থায়িভাব বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হয়।

প্রীতিমাত্রই ভাববিশেষ; ভগবৎ-প্রীতিও প্রীতিবিশেষ বলিয়া তাহার ভাবত্ব সম্ভব। আর রসশাস্ত্রে স্থায়ীর যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, ভগবৎ-প্রীতিতে তাহা আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ভগবৎ-প্রীতি যে স্থায়িভাব, তাহা যুক্তিদ্বারাও নির্ণয় করা যায়—ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনা দ্বারা আলম্বন ও উদ্দীপন বস্তুর বিভাবত্ব অনুভাবনা দ্বারা

নৃত্যাদির অনুভাবত্ব এবং তাহার সঞ্চারণদ্বারা নির্ব্বেদাদির ব্যভিচারত্ব। যদি প্রীতি না থাকে, তবে বিভাবাদি কোন রসোপকরণই থাকিতে পারে না; প্রীতিকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য রসোপকরণের রসোপকরণতা, এই কারণেও ভগবৎ-প্রীতিকে স্থায়ীভাব বলা যায়।

কারণাদির স্ফূর্ত্তিবিশেষ দ্বারা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তা ভগবৎ-প্রীতি উক্ত কারণাদির সহিত মিলিত হইয়া তদীয় প্রীতিরসময় বলিয়া কথিত হয়। ইহা ভক্তিময় রস।

রসশাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে—রসরূপতা প্রাপ্তির যোগ্যতাপ্রাপ্ত ভাব-সকল রসরূপে পরিণত হয়। প্রাকৃত রসিকগণ রস-সামগ্রীর অভাবহেতু ভক্তিতে যে রসত্ব অভিলাষ করেন না, তাহা প্রাকৃত দেবাদি-বিষয়েই সম্ভব-পর হইতে পারে। রসত্ব-প্রাপ্তিতে সামগ্রী তিন প্রকার—স্বরূপ-যোগ্যতা, পরিকর-যোগ্যতা ও পুরুষ-যোগ্যতা।

ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং সেই প্রকার অশেষ সুখতরঙ্গের সমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্ম-সুখ হইতে অধিকতমত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। লৌকিক প্রীতিতে কারণাদি রসপরিকর লৌকিক বলিয়া বিভাবনাদিতে অক্ষম, কিন্তু সৎ কবির গ্রন্থন-চাতুর্য্যে অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভাবনাদির যোগ্য হয়; আর ভগবৎ-প্রীতিতে কারণাদি-পরিকরসকল স্বভাবতঃই অলৌকিক অদ্ভুতরূপ। পুরুষ-যোগ্যতা শ্রীপ্রহ্লাদাদির মত প্রবল প্রীতিবাসনা। তদ্ব্যতীত লৌকিক কাব্যও রস-নিষ্পত্তি মনে করে না।

ভক্তযোগিগণের মত পুণ্যবন্ত ব্যক্তিগণ রসাস্বাদন করেন। রত্যাদি-বাসনা ব্যতীত রস আস্বাদন হয় না। সাহিত্যদর্পণ (৩।৪১) লৌকিক রসের উৎপত্তি, স্বরূপ ও আস্বাদনের প্রকার এইরূপ—সত্ত্বের উদ্রেক হেতু কোন কোন প্রমাতা (সামাজিক) তন্ময়তা-প্রযুক্ত মূর্ত্তিমান বস্তুর ন্যায় রস আস্বাদন করেন; সেই রস অখণ্ড-প্রকাশানন্দ-চিন্ময়, বেদ্যান্তর-স্পর্শ-শূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর এবং লোকোত্তর চমৎকারিতাই তাহার প্রাণ।

লৌকিক রসে প্রাকৃত সত্ত্বই হেতু, আর অলৌকিক (ভগবৎ-প্রীতিময়) রসে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বই হেতু। তাহা বসুদেব-শব্দে অভিহিত—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে (মনসা বা) নমসা বিধীয়তে॥ (ভাঃ ৪।৩।২৩)

স্বরূপশক্তি-বৃত্তিত্বহেতু জাড্যাংশ-রহিত বৃত্তিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। তাহাই বসুদেব, (যাঁহা হইতে ভগবান্ বাসুদেব প্রকাশিত হন)।

প্রাচীন অলৌকিক ও লৌকিক রসজ্ঞগণের মতেও এই রস সিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে অলৌকিক রসজ্ঞ নামকৌমুদীকার সাধারণভাবে রসবস্তু দেখাইয়াছেন আর শ্রীধরস্বামিপাদ বিশেষভাবে রসের পরিচয় দিয়াছেন— তিনি "মল্লানামশনি" শ্লোকের (ভাঃ ১০।১৩।১৭) টীকায় পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটী রস দেখাইয়াছেন।

রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাসো বীরোদয়া তথা।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ স প্রেমভক্তিকঃ॥

রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও ভক্তি (দাস্য) এই রসসকলের মধ্যে শৃঙ্গার, হাস্য-শব্দ সূচিত সখ্য, দয়া-শব্দসূচিত বাৎসল্য, শান্ত এবং ভক্তিশব্দ-সূচিত দাস্য—এই পঞ্চ মুখ্য রস এস্থলে শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন।

মূল শ্লোকে যে গোপগণের কথা আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে হাস্যের উল্লেখ থাকায় সখাগণকে বুঝাইতেছে। শ্লোকে যে নরগণের কথা আছে, তাহারা রঙ্গস্থলের সাধারণ দর্শক। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কোন রসের উদয় হয় নাই, তবে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সামান্য প্রীতির উদয় হইয়াছিল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিল বলিয়া অদ্ভুত রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুন্দর গুণবান্ বালককে দেখিলে প্রীতির উদয় হয়। তাহাতে মদীয়তা বোধ থাকে না; তাহারা বিস্মিত হইয়াছিল বলিয়া অদ্ভুত রসের উদয় হইয়াছিল। মল্লাদির রৌদ্ররস উদিত হইয়াছিল। তাহারা জিঘাংসাবৃত্তি লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল। উহা প্রীতি-বিরোধী। লৌকিক-রত্যাদির সুখরূপতা যৎসামান্য। বস্তুবিচারে লৌকিক-রত্যাদি-দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন—

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ (১১।১৯।৩৬)

প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ধ্বংসের নাম সুখ। বিষয়-ভোগ এবং সেই সুখের অপেক্ষাই দুঃখ। আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠতাই সম। এস্থলে লৌকিক শমের (শান্তির) অনাদর করা হইয়াছে।

লৌকিকরসজ্ঞগণও জুগুপ্সাদিভাবের নিন্দা করেন। শ্রীনারদ-বাক্যে লৌকিক-রসের নিন্দা এবং ভাগবত-রসের প্রশংসা দেখা যায়—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ (ভাঃ ১।৫।১০-১১)

যে বাক্য বিচিত্র পদে (অলঙ্কারাদিযুক্ত) রচিত হইয়াও জগৎপবিত্রকারী হরির যশ প্রকাশ করে না, জ্ঞানিগণ সেই গ্রন্থকে কাকতীর্থ কাকতুল্য কর্ম্মিগণের রতিস্থান মনে করেন। সত্ত্বপ্রধান-চিত্ত পরমহংসগণ তাহাতে কখনও রমণ করেন না; আর যাহাতে অসম্পূর্ণ অর্থবোধক শব্দসকল বিন্যস্ত থাকিলেও প্রতিশ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃপ্রকাশক নাম যোজিত থাকে, সাধুগণ সেইসকলই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও গান করিয়া থাকেন।

শ্রীরুক্মিণী দেবীও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ (ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

যে স্ত্রীলোক আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত-পিত্ত, কফ-পূরিত জীবিত শবকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।

শ্রীরুক্মিণী দেবী যদিও কেবল কান্তভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নরনারী সকলের সম্বন্ধেই ঐ কথা—সকলেই বিষ্ঠা-কৃমি-ক্লেদপূর্ণ চর্ম্মাদিদেহ-বিশিষ্ট। সেই দেহের কথা মনে হইলে ঘৃণা ব্যতীত অন্য বৃত্তির উদয় হয় না। ইহা সৎসামাজিকের রুচিকর নহে। সে সকল কথাকে তাঁহারা ঘৃণা করেন। এইজন্য লৌকিক প্রীতির বিভাবাদি রস-যোগ্যতা না থাকায় তাহাতে রস নিষ্পত্তি হয় না।

শান্তরসে স্থায়ীভাব 'শম'। শ্রীভগবানের বুদ্ধি-নিষ্ঠাই শম। বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করা মাত্র নহে।

আশ্রয় ও বিষয় অবলম্বনের—নর-নারীর কথা মনে করিলে দেহের স্বরূপের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া কেবল ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু বিষয়ী হইতে মুক্তব্যক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বজনে শ্রীভাগবতরস বিকারের কারণ হয়। শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ॥ (ভাঃ ১০।১।৪)

উত্তম-শ্লোক শ্রীহরির গুণানুবাদে পশুঘাতী ব্যাধ ছাড়া মুক্ত, মুমুক্ষু বিষয়ী কেহই বিরত হয় না। মুক্তগণ অধিক বা সর্ব্বোত্তম মনে করিয়া, মুমুক্ষুগণ ভবরোগের ঔষধ মনে করিয়া আর বিষয়িগণ কর্ণ ও মনের আনন্দদায়ক মনে করিয়া শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রবণাদি করেন; পশুঘাতী ব্যাধের বুদ্ধি হিংসাদিগ্ধা বলিয়া তাহাদের হৃদয় নীরস, এজন্য তাহারাই কেবল উহাতে বিরত হয়।

—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজ**

উপনিষৎ-সার

(৩) কঠোপনিষৎ

এই উপনিষৎখানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের কঠ-শাখার অন্তর্ভুক্ত। যদিও কঠ-ঋষির নামে জগতে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি ইহা তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত নহে। **ইহা অপৌরুষেয়।** সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কঠ-ঋষি তৎশাখায় শিষ্য-বর্গকে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই **কঠোপনিষৎ** নামে খ্যাত হইয়াছে।

কঠোপনিষদে যম নচিকেতা-সংবাদ নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। উহাতে দৃষ্ট হয়,—বাজশ্রবার পৌত্র উদ্দালকের পুত্র ঔদ্দালকি (আরুণি) নামক রাজা স্বর্গকাম হইয়া বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রভূত দান করিলেও বাস্তবিকতা কম ছিল এবং লোক-দেখান ভাব অধিক ছিল। পিতা যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বহু বৃদ্ধা ও বেকার গাভী দান করায় নচিকেতা বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা

করিলেন যে, যে যজ্ঞানুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণকে জরাজীর্ণ গাভী দান করে, সে অনন্দা নামক নিরানন্দ লোকে গমন করে। অতএব পিতার এই অশুভা গতি হইতে উদ্ধার করিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, যাহা করা যায় এবং যাহা দেওয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। উৎকৃষ্টতার মধ্যে মানুষের গৌরব অন্তর্নিহিত থাকে। কার্য্য ক্ষুদ্র বা সামান্যই হউক, কিন্তু উৎকৃষ্ট আদর্শযুক্ত হওয়া চাই। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও আদর্শবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ও নিরানন্দ লোকে গতি রুদ্ধ কবিবার মানসে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পিতঃ! আপনি যখন সর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন, তখন আমাকে কাহারও নিকট অর্পণ করুন। আমিও তো সর্ব্বস্বের মধ্যে অন্যতম। পর পর তিনবার জিজ্ঞাসার উত্তরে অতিশয় বিরক্তিভরে বলিলেন,— "যমের দক্ষিণাস্বরূপ তাহাকে তোমায় দিলাম।" এই কথা শুনিয়া নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি যমের কোন্ কার্য্যের উপযোগী হইব এবং পিতারই বা আমাকর্ত্তৃক কি মঙ্গল সাধিত হইবে?"

পিতৃসত্য-পালনের জন্য তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যমপুরী-গমনের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। পিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথায় যাইবার অনুমতি দিলেন।

অতঃপর তিনি যমালয়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, শ্রীযমরাজ কোন কার্য্যব্যপদেশে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছেন। যমভার্য্যা তাঁহাকে আতিথ্যসৎকারে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেও তিনি উহা স্বীকার না করিয়া তিন দিন যাবৎ শ্রীযমরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীযমরাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে স্বীয় ভার্য্যার নিকট নবাগতের সৎকার-শূন্যতার কথা-শ্রবণে ব্যথিত হইয়া অপরাধক্ষালনার্থ তিন দিনের জন্য তিনটি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

নচিকেতা প্রথম বরে পিতার ক্রোধের উপশম যাহাতে হয়, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে চিনিতে পারিয়া পিতা যেন তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ ও পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ করেন। আর্য্যসংস্কৃতির অনুকূল পিতার সন্তোষবিধান পুত্রের একমাত্র কর্ত্তব্যবোধে এই বর প্রার্থনা করিলেন। শ্রীযমরাজও 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় বরে জরা-শোকশূন্য স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ অগ্নিবিদ্যা জানিতে চাহিলেন।

শ্রীযমাচার্য্য বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির সাধনাঙ্গস্বরূপ অগ্নির বিষয় উপদেশ করিলেন। অগ্নিই চরাচর বিশ্বের একমাত্র আশ্রয় ইহাও বলিলেন। আচার্য্যের উক্তির প্রত্যুচ্চারণে শিষ্যের যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অতিরিক্ত আর একটি বর দিলেন যে, এই অগ্নি তোমারই নামে অর্থাৎ নাচিকেত-অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

অতঃপর নচিকেতা তৃতীয় বরে পরলোকের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বর প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীযমরাজ তাহাকে সাংসারিক সুখভোগের বিচিত্র প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং এই আত্মতত্ত্ব-বর গ্রহণের পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন বর প্রার্থনার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নচিকেতা বিন্দুমাত্র সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মনন-যোগ্য। তিনি বলিলেন,— "ভোগ ক্ষণভঙ্গুর, উহা মনুষ্যের তেজ হরণ করে। ধন দ্বারা কখনও কাহারও তৃপ্তি সাধন হয় না। মনুষ্যদেহ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরণ বরণ করে। আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশ করুন, যাহাতে আত্মা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে।

নচিকেতার এতাদৃশী ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীযমরাজ তাহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন।

শ্রীযমরাজ বলিলেন,—"হে নচিকেতঃ! জগতে দুইটি মার্গ বা পথ আছে —একটি শ্রেয়ঃ, অপরটি প্রেয়ঃ। মনুষ্য জীবনে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-ভেদে দুই প্রকার ফল লাভ হইতে পারে। শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণের পথ। যিনি স্বীয় কল্যাণ কামনা করেন, তিনি পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন এবং সিদ্ধি লাভের পর শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবা প্রাপ্ত হন। আর যিনি প্রেয়ঃ পথ অবলম্বন করেন, তিনি স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে আসক্ত হইয়া পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন।"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রেয়োমার্গাবলম্বীর নিত্য কল্যাণ বা শুভ ও প্রেয়োমার্গানুসরণকারীর বিষয়াসক্তিরূপ বন্ধন বা অশুভ। এই শ্রেয় ও প্রেয়ের একমাত্র কারণ **বিদ্যা ও অবিদ্যা**। যাহা মোক্ষসাধনরূপা অর্থাৎ যাহা-দ্বারা শ্রীভগবানে মতি উৎপাদিত হয়, তাহার নাম 'বিদ্যা' আর যাহা কর্ম্ম-কাণ্ডে বিহিত ঐহিক সুখসাধনরূপা অর্থাৎ ভগবদ্ বিস্মৃতি, তাহাকে অবিদ্যা বলা যায়।

নচিকেতা যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারিণী-মতি লাভ করিয়াছেন, তাহা শুষ্ক তর্ক-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না বা শুষ্ক তর্কদ্বারা দূরীকরণীয়াও নহে। যাঁহারা

শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ-জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের উপদেশদ্বারাই সম্যক্‌রূপে আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি সম্ভব।

শ্রীযমরাজ পরব্রহ্মের মহিমা-বর্ণন মুখে বলিলেন যে, যাঁহার স্বরূপ নিখিল বেদশাস্ত্র প্রধানরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রীত্যর্থে তপস্যা ও অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান, যাঁহার প্রীতির জন্য ব্রহ্মচারিগণের বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতপালন, তিনিই পরব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁহাকেই ওঁকার-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই অক্ষর পরব্রহ্মই সকলের পরম আশ্রয়। ইঁহাকে অবগত হইয়া যিনি যাহা বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রণবের উপাসক ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ভগবল্লোকে বৈকুণ্ঠধামে গিয়া পূজিত হন। উপরন্তু তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু হীন।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারা জানেন যে, জীবাত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না, বা কাহারও দ্বারা নিহত হন না। পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়েও তাঁহারা জানেন যে, পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার কৃপায় জীব তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ ও শোকাতীত হন। সেই পরমাত্মা একস্থানে বিদ্যমান থাকিয়া দূরে গমন ও শয়ান অবস্থায় থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণে সমর্থ হন। সুখ ও দুঃখের কারণস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি বিশেষরূপে জানি। প্রাকৃত-দেহহীন, জীবশরীরস্থ নির্ব্বিকার, মহৎ ও বিভু আত্মাকে বিবেকী ব্যক্তিগণ জানিয়া মুক্ত হন।

এই পরমাত্মাকে প্রবচন অর্থাৎ নানাপ্রকার বেদাদিশাস্ত্রব্যাখ্যা-চাতুর্য্যের দ্বারা, স্বীয় মেধা বা ধারণাশক্তিদ্বারা অথবা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভুজ্ঞানে তাঁহার ভজন করেন, কেবল তাহাকেই স্বীয়ত্বে বরণ করেন অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার চিন্ময়ী তনু (অপ্রাকৃতস্বরূপ) তাহার নিকট প্রকাশিত করেন। সুতরাং সেই ভক্তই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

দুরাচারী, অশান্ত চিত্ত, ভগবন্নিষ্ঠারহিত ব্যক্তি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে কখনও সক্ষম হয় না।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ই ভগবানের অন্নস্বরূপ অর্থাৎ বিনাশ্য এবং প্রাণিগণের সংহারক যমও ভগবানের ব্যঞ্জনস্বরূপ অর্থাৎ বিনাশ্য। অতএব

মহাশক্তিশালী সর্ব্বসংহারকর্ত্তা ভগবানের স্বরূপ তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই জানিতে সমর্থ নহে।

এক্ষণে শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে ভগবদ্ধ্যানের অধিষ্ঠানক্ষেত্র সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। শুভকর্ম্মনির্ম্মিত শরীরস্থ 'হৃদয়গুহায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ভগবদ্বহির্ম্মুখতাহেতু জীবাত্মা কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং পরমাত্মা জীবকে ফলভোগ করাইয়া নিজে দ্রষ্টা বা সাক্ষী-রূপে বিরাজ করেন।

হে নচিকেতঃ! তুমি শরীরকে রথ, জীবকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়গণের বন্ধনরজ্জু অর্থাৎ 'লাগাম' স্বরূপ জানিবে।

জ্ঞানিগণ শব্দাদি-বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের বিচরণ-স্থান বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

যে-ব্যক্তি বিবেকাখ্য বুদ্ধিরূপ সারথিবিহীন, তাহার মন বশীভূত হয় না, বিষয়-লাম্পট্যহেতু পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্ত হয়; আর যিনি বুদ্ধিরূপ-সারথিযুক্ত, তাঁহার মন বশীভূত, তিনি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন।

ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে মায়া, শ্রীভগবান্ সেই মায়া হইতেও শ্রেষ্ঠ; তাঁহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই। তিনি একমাত্র পরাগতি।

বিবেকবান্ ব্যক্তি বাক্যকে মনে, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংহত অর্থাৎ তদধীন করেন।

এইরূপে শ্রীযম-নচিকেতা-সংবাদমাধ্যমে শ্রুতি এক্ষণে সজ্জনসম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছেন। হে সাধুগণ! বিষয়চিন্তা ও মোহনিদ্রা দুইই ত্যাগ কর। আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও। তত্ত্ববেত্তা গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির সন্ধান জানিয়া লও। ক্ষুরধারের ন্যায় সংসার বড়ই দুঃখ-দায়ক; ঈশ্বরকৃপা ব্যতীত এই সংসার-উত্তরণ বা মায়াকে জয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ মন্থী মহারাজ**

নিত্যশান্তি-লাভের উপায়

বিশ্বের প্রতিটি জীবই সুখশান্তি লাভের জন্য বিপুলভাবে প্রয়াস করিতেছে। কিন্তু ফলতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, শান্তির পরিবর্ত্তে বরং অশান্তির দাবানলেই তাহারা অহরহঃ দগ্ধীভূত হইয়া কেবল হায় হায়ই করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই দুঃখবিনাশের জন্য বহু চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ যে-পথ অবলম্বন করিলে আমাদের দুঃখবিনাশ ও নিত্য সুখপ্রাপ্তি হইবে, তাহার সন্ধান আমরা আদৌ করিতেছি না। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে কেহ ভাবিতেছেন, স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি-বিধানে, কেহ বা জড়বিজ্ঞানের উন্নতি-বিধানের দ্বারা নিত্য সুখ-শান্তি আনয়ন করিব; আবার বিশ্বের প্রধান প্রধান রাজনৈতিকগণ U. N. O. নামক একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিত্য শান্তি আনয়নের প্রয়াসী হইয়াছেন। আর কেহ কেহ কর্ম্মের মাধ্যমে, কেহ কেহ জ্ঞানমার্গে আবার কেহ বা যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া নিত্যসুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

কিন্তু **যে-পন্থা অবলম্বন করিলে বস্তুতঃ জীব নিত্য সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারে, সেই পন্থা হইল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত ভক্তিযোগ।** অথচ উহার সাধনা কদাচিৎ কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

প্রথমে দেখা যাউক, স্থূল সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিতে আমাদের নিত্য সুখ ও শান্তি পাওয়া যাইবে কি? এই স্থূলশরীর ছয়টী দোষে দুষ্ট যথা—জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও ব্যাধি। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" অর্থাৎ এই শরীর ব্যাধির আগার। একটি রোগ দূর হইলে দেহ-ধর্ম্মবশতঃ অন্য আর একটি রোগের সূচনা হয়। সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত তদনুরূপ পরিবর্ত্তনশীল ও বিকারগ্রস্ত। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের একটি উক্তি, যথা—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী-জঠরেশয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

সুতরাং জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধিযুক্ত স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা নিত্য সুখ-শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি কালপ্রভাবে পরিণামে উহা ধ্বসং হইয়া থাকে, সুতরাং জড়বিজ্ঞানের যতই সমৃদ্ধি হউক না কেন নিত্য স্থায়িত্বের অভাব বশতঃ তদ্দ্বারা নিত্য সুখ লাভ করা জীবের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। এক সময়ে স্বর্ণপুরী লঙ্কার, অন্য সময়ে রোমের সমৃদ্ধি আবার ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যের বিকাশও কালান্তরে ধ্বংস ও কোথাও ক্ষীয়মান হইয়াছে। আর কেই বা না জানে প্রতীচ্যের শিল্পসমৃদ্ধ জাপানের হিরোশিমা-নাগাশাকি শহরের দুঃখময় চরম পরিণতির কথা! তাহা ছাড়া ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাতাদির ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় জড়বিজ্ঞান রেহাই পায় না পরন্তু তদ্দ্বারা জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সর্ব্বোতোভাবে ধ্বংস হইয়া থাকে। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতে নিত্য সুখ হইবে কি না তাহা বুদ্ধিমানগণ বিচার করিবেন।

বিশ্বে U. N. O. অর্থাৎ ইউনাইটেড্ নেশানস্ অর্গানাইজেসন্স্ স্থাপিত হইয়াও অশান্তির দাবানল শান্ত করিতে সমর্থ হইতেছে না। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই রহিয়াছে। U. N. O. অফিস আমেরিকায় স্থাপিত হইয়াছে। অথচ সেই আমেরিকাই উত্তর ভিয়েৎনামে শান্তির নামে অশান্তির তাণ্ডবলীলা করিয়াছিল। কিছুদিন আগেও ভারত-পাকিস্তান এবং ইজ্রায়েল-আরব দেশগুলির মধ্যে সংঘাত হইয়া গিয়াছে; তাহার জের এখনও চলিতেছে। সুতরাং U. N. O. নামে শান্তির সংস্থা করিয়াও বিশ্বে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব হইতেছে না।

তৃতীয়তঃ কর্ম্মমার্গের দ্বারা অনেকে সুখ-শান্তি বিধানে প্রয়াসী হন। নিজ-সুখবিধানের নিমিত্ত যাহা কৃত হইয়া থাকে শাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাকেই কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভেদে দুই প্রকার সুখ ভোগের জন্য কর্ম্মের আহ্বান করিয়া থাকি। কিন্তু বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য পুরাণ-সম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কর্ম্মান্যারভমানানং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥

ইহ জগতে মানব দুঃখবিনাশ এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মের সূচনা করিয়া থাকে কিন্তু ফল বিপরীতই হইয়া থাকে। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। (গীঃ ৩।৯)

অর্থাৎ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত ব্যতীত নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যাহা করা যাইবে তদ্দ্বারা জীবের বন্ধন ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না। আবার পারলৌকিক কর্ম্মফল সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্ম নির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্॥

অর্থাৎ, খণ্ড খণ্ড রাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রভৃতি দেখা যায়, সেইরূপ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গাদি পরলোকের অধিবাসী-গণের মধ্যেও তুল্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্দ্ধা, উচ্চপদস্থিত ভক্তিপ্রতি অসূয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কর্ম্মার্জ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্ম্মার্জ্জিত পার-লৌকিক ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া উহাকে বিনশ্বর জানিবে। তাহা ছাড়া শ্রীগীতাতেও বলিয়াছেন,—

তে ত্বং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করে, তথায় প্রভূত-সুখ-ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে আগমন করে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পততর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ (ভাঃ ১১।১০।২৬)

যে-পর্য্যন্ত জীবের পুণ্যক্ষয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দলাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলে তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মের হেয়ত্ব সম্বন্ধে মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশপুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকী-ব্যক্তি উহাকেই চরমকল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ঐহিক ও পারত্রিক সুখবিধানের নিমিত্ত জীব-সমূহ যে পাপপুণ্যজনক কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকে তদ্দ্বারা জীবের বন্ধন, দুঃখ এবং চরমে অধোগতিই লাভ হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ অনেকে নির্ভেদ জ্ঞানপর বিচার লইয়া নিত্যসুখ-লাভের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। ইহাদিগকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী বা মায়াবাদী বলা হয়। ইহাদের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের সিংহাসন দখল করা অর্থাৎ নিজেরা ব্রহ্ম-পদবাচ্য হইতে চায়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবম্প্রকার জ্ঞানবাদের অবরতা স্থাপনকল্পে বলিয়াছেন,—

শ্রেয়স্তিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষা-বঘাতিনাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে একমাত্র ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতে মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতে হইয়া থাকে; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়; তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশ মাত্রই হইয়া থাকে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্তব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্তবোধ করিয়াও অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

নিরাকার ব্রহ্মবাদ—ভক্তিবিরোধী

ব্রহ্ম নিরাকার-তত্ত্ব ঈশ্বর সাকার।
ইহা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীর বিচার॥
করিয়া সাকার-পূজা চিত্তশুদ্ধি হ'লে।
নিরাকার ধারণার যোগ্যতা মিলে॥
থাকে না তখন আর মায়া-অন্ধকার।
"আমি ব্রহ্ম" বলি জীবে করে অহঙ্কার॥
দুই গতে হয় এক নির্ব্বাণ-মুকতি।
কদাপি না মানে ভক্ত এহিমত যুক্তি॥
ভক্তে, ঈশ্বর নিত্য নির্গুণ সাকার।
বেদে ব্রহ্ম বলি তাঁহাকে করেন প্রচার॥
নির্ব্বাণ-মুক্তি মিথ্যা, সত্য বিষ্ণুভকতি।
জীব নিত্য কৃষ্ণ-দাস ভক্তি তাঁ'র বৃত্তি॥
যাহা বৃত্তি তাহা ধর্ম্ম সেই সিদ্ধ-ভাব।
বিষ্ণুভক্তি হয় মুক্তজীবের স্বভাব॥
ভক্তির প্রতিকূল হয় নির্ব্বাণমুক্তি।
ভক্তের না হয় কখ'ন তাহাতে রতি॥
আমি ব্রহ্ম ইহাই সোহংবাদী হন।
দুঃসঙ্গ বলিয়া তাহা করিবে বর্জ্জন॥
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
বিষ্ণু অবতার সব অংশ আখ্যান॥
কৃষ্ণের রূপ নিত্য চিন্ময়-সাকার।
কখ'ন না হয় সত্ত্বগুণের বিকার॥
বৃন্দাবনবিহারী-কৃষ্ণ বংশীবদন।
মাধুর্য্যে জ্ঞানীর চিত্ত করে আকর্ষণ॥
তর্কের অগম্য কৃষ্ণ স্বয়ং-প্রকাশ।
ভক্তের হৃদয়-মাঝে তাঁহার বিলাস॥

কৃষ্ণ-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি কেহ না'জানে।
কৃপা বিনা নিষ্ফল অনুমান-প্রমাণে ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র সবে করয়ে ব্যাখ্যান।
সাকার সবিশেষ-তত্ত্ব শ্রীভগবান্ ॥
নিরাকার-ব্রহ্মবাদ করিয়া বর্জ্জন।
শুদ্ধভাবে কর সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ
গোয়ালপাড়া (আসাম)

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীস্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলমঠ ও অন্যান্য শাখামঠ-সমূহে বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ৪।৬।৭৪) মঙ্গলবার পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সমিতির মূলমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উক্ত দিবস মঙ্গলারত্রিক, কীর্ত্তন ও পাঠান্তে পূর্ব্বাহ্নকালে তুমুল শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, জয়ধ্বনি, হুলুধ্বনি সহযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীপুরুষোক্তাদি মন্ত্রে ভগবৎপূজা-বিধি-অনুসারে গঙ্গাজল, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, মধু এবং শর্করা—পঞ্চ-গব্যদ্বারা অষ্টোত্তরশত কলসে স্নান এবং অভিষেক করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কীর্ত্তনসহযোগে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদিত হইলে উপস্থিত আহুত-অনাহুত সকল শ্রদ্ধালু জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত চুচুঁড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, কোরণ্টস্থ শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার-কেন্দ্র, আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি শাখা-মঠসমূহেও সমারোহের সহিত উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে
শ্রীস্নানযাত্রা ও বার্ষিক-মহোৎসব

শ্রীস্নানযাত্রা-মহোৎসব শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে একটি বিশেষ মহোৎসব। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঐদিনই এখানকার বার্ষিক-মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই বৎসরও স্নানযাত্রা-উপলক্ষ্যে সমিতির মূলমঠ ও অনেক শাখামঠসমূহ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ-ভক্তগণ যোগদান করেন।

স্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে অষ্টোত্তরশত কলসের পবিত্র জলে এবং পঞ্চামৃত সহযোগে বিরাট শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি-মাধ্যমে অভিষেক এবং পূজার্চ্চনাদি করা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগ সম্পন্ন হইলে উপস্থিত সহস্রাধিক সজ্জন জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ রমানাথদাস ব্রজবাসী, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদানন্দনদাস ব্রজবাসী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

জগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের যুগান্তর আনয়নকারী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**-এর তিরোভাব-উৎসব শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ'বছরেও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ৫ই আষাঢ় (ইং ২০।৬।৭৪) বৃহস্পতিবার উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আরও একটি জ্ঞাতব্য বিষয় যে, এই দিনই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রাক্‌দিবস-উপলক্ষ্যে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনানুষ্ঠান হইয়াছে।

উক্ত শ্রীমঠে, অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-সদনে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের তৈল-চিত্র তাঁহার তিরোভাব-তিথি-উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করতঃ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং সন্ধ্যায় এক মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল ঠাকুরের দিব্যজীবন সম্পর্কে অনেকে অভিভাষণ দিলে পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ উক্ত মহাপুরুষের জীবন-দর্শনের নিগূঢ় তথ্যাবলী পরিবেশন করেন।

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব মূলমঠ এবং শাখামঠ-সমূহে বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বহুল প্রচারিত বিভিন্ন পঞ্জিকাগুলির মতানুসারে রথযাত্রা পরদিবস অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭৪) ব্যবস্থীত হইলেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত মঠসমূহে পুরীধামের ব্যবস্থানুসারে ৬ই আষাঢ় শুক্রবারে এবং ১৪ই আষাঢ় (ইং ২৯।৬।৭৪) শনিবারে পুর্নযাত্রা উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে সমিতির উক্ত কেন্দ্রীয় মঠে বিপুল উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। নবদ্বীপস্থ ফাঁসীতলা ঘাটনিবাসী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহারই নবগৃহে এই বৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দিরের স্থান নিয়োজিত হয়। গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনোপলক্ষ্যে ৫ই আষাঢ় (ইং ২০।৬।৭৪) বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহু ভক্তবৃন্দ যাত্রা করিয়া উক্ত স্থানে উপনীত হন। তথায় কীর্ত্তনান্তে প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের তাৎপর্য্য সরল ও সহজ ভাষায় বিশদভাবে বর্ণন করেন। তাঁহার সরল-স্বভাব সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ও বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর ভাবব্যঞ্জক ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে উপস্থিত সকল বৈষ্ণব ও ভক্তগণ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করেন ও গঙ্গায় স্নানান্তে কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস (৬ই আষাঢ়), প্রাতঃ হইতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথ বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত করা হয় এবং অপরাহ্নে অসংখ্য জনগণের জয় জগন্নাথ-ধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে মুখরিত নগরীর মাঝে উল্লসিত জনস্রোতের আকুল আহ্বানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উপবিষ্ট রথে আকর্ষিত হইতে লাগিলেন। মন্থর গতিতে শ্রীরথখানি যখন গুণ্ডিচাবাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে তখন সুপ্তা নগরীর প্রাণে যেন সাড়া জাগাইয়া অনাবিল আনন্দপ্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

গুণ্ডিচা-ভবনে অষ্টদিবস অবস্থান করার পর নবম দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুন্দরাচল হইতে নীলাচল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—এই দিনই পুনর্যাত্রা। এই পুনর্যাত্রা-উপলক্ষ্যে ১৪ই আষাঢ় (ইং ২৯।৬।৭৪) শ্রীশ্রীজগন্নাথ-

দেবের শ্রীরথ পুনঃ টানা হয়। উক্ত কয়েক দিবস গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলাদি দর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ বিভিন্ন দিবসে পাঠ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ছায়াচিত্র প্রদর্শন করান। শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীর সেবাপূজা সম্পর্কে আনন্দের বিষয় এই যে, ঐ কয়েক দিবসের যাবতীয় খরচের প্রায় অধিকাংশই গৃহস্বামী মাননীয় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিয়া মহৎ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবস সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবপ্রত্যাবর্ত্তন করিলে আরতি অন্তে উপস্থিত বিপুল ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও সংবাদ এই যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত মঠসমূহের অন্যতম চুঁচুড়াস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** ও শিলিগুড়িস্থ **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও** শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বিপুলভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইতেছে যে, ঐ দুই মঠেও যথারীতি উক্ত অনুষ্ঠান বিপুলভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে যাবতীয় পরিচালনের পুরোভাগে ছিলেন প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ। তাঁহার সুষ্ঠু পরিচালনায় তথাকার উক্ত মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীরথযাত্রার সমাপ্তি-দিবসে আহূত প্রায় সহস্র ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও বিপুলভাবে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথখানি নবনির্ম্মাণ-কার্য্যে এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ সহায়-সহানুভূতি যাঁহারা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত নন্দীচৌধুরী ও শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ নন্দীচৌধুরী মহাশয়দ্বয় অন্যতম। তাঁহাদের সেবা-প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। সেখানকার উৎসব-সম্পাদনায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। এই উৎসবে সহস্রাধিক ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকাধাম

দর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত সঙ্গে॥

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যক, তদুপরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তীর্থভ্রমণছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে। সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে দৃষ্ট হয়—"যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশে।"

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গাতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য ঃ—

১। মঠবাসী ভক্ত-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন।

২। সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন।

৩। চলন্ত ট্রেণে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন।

৪। প্রত্যহ দুই বেলাতেই শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভ টুরিষ্টকার-যোগে আরামপ্রদ রেলযাত্রা;

সর্ব্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির **সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ** কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে বিলম্বে হতাশ হইবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

১। বিষ্ণুপুর (মদনমোহন), ২। গয়া, ৩। কাশী, ৪। প্রয়াগ, ৫। মথুরা, ৬। শ্রীবৃন্দাবন, ৭। গোকুল, ৮। নন্দগ্রাম, ৯। বর্ষাণা, ১০। গোবর্দ্ধন, ১১। রাধাকুণ্ড, ১২। শ্যামকুণ্ড, ১৩। জয়পুর, ১৪। পুষ্কর, ১৫। সাবিত্রী, ১৬। নাথদ্বার, ১৭। প্রভাস, ১৮। সোমনাথ, ১৯। পোরবন্দর (সুদামাপুরী), ২০। দ্বারকা (গোমতী), ২১। বেটদ্বারকা, ২২। আগ্রা।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ২৬শে ভাদ্র (ইং ১২।৯।৭৪) বৃহস্পতিবার, রাত্র ৮ টার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের ১৩ নং প্লাট্‌ফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৪ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৬৫১'০০ ছয়শত একান্ন টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্য ৪৫১'০০ চারশত একান্ন টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধে হইলে পুরা টাকা লাগিবে। ২৫শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।৭৪) মধ্যে অগ্রিম ৩০০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫ই ভাদ্র, ১।৯।৭৪ ইং মধ্যে সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১০/১২ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্কসঙ্গে লইবেন না। শীতোপযোগী বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর লইলেই চলিবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের** নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) - ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ ও পত্রালাপ করিবেন। ইতি - ২২শে আষাঢ়, ইং ৭।৭।৭৪।

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ১৪ হৃষীকেশ, ৪৮৮ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৮১ ; ইং ১৭।৮।১৯৭৪ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামিপাদ-বিরচিতম্]

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥১॥

হে হরিনাম! আমি আপনাতে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কেননা—আপনার মহিমা বিচিত্র। সমস্ত শ্রুতিগণের মুকুটমণিস্বরূপ উপনিষদ্-রূপ রত্নমালার দ্যুতি অথবা কান্তিদ্বারা আপনার চরণকমলের অগ্রভাগ অর্থাৎ নামের আরতি হইতেছে এবং মহাবন্দ্য মুক্তমুনিগণও আপনার উপাসনা করিতেছেন ॥১॥

জয় নামধেয় ! মুনিবৃন্দগেয় !
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥২॥

হে মুনিগণগীত! ভক্তদের অনুরঞ্জনের জন্য অক্ষরাকৃতি ধারণকারী হরিনাম! আপনার জয় হউক, অর্থাৎ আপনার উৎকর্ষ সদৈব বিদ্যমান থাকুক, অথবা আপনি আপনার উৎকর্ষ সর্ব্বদাই প্রকট করিতে থাকুন, হে প্রভো! সেই উৎকর্ষ এই যে, অনাদরপূর্ব্বক উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ সাঙ্কেত্য, পরিহাসাদিরূপেও কিঞ্চিৎ উচ্চারিত হইলেও লিঙ্গদেহ পর্যন্ত্য সমস্ত ভয়ঙ্কর পাপসমূহ সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেন. সেইজন্য আমাকেও নিজ-শরণাগতি অবশ্যই প্রদান করুন এবং নিজ-প্রভাব স্মরণ করাইয়া আমাকেও পবিত্র করিয়া দিন ; কেননা আমি আপনার যশের প্রচারক ॥২॥

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতীতে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥৩॥

হে ভগবন্নামরূপ সূর্য্য! এই সংসারে কোন্ প্রবীন ব্যক্তি আপনার অসমোর্দ্ধ মহিমা যথার্থরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ? অর্থাৎ কেহই না ; কেননা আপনার আভাসমাত্রও প্রকটিত হইয়া সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বৈভবকে গ্রাস করিয়া লয় এবং তত্ত্বদৃষ্টি বিহীনজনগণের জন্য শ্রীহরি-ভক্তি-প্রদায়িনী দৃষ্টি প্রদান করে ॥৩॥

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥৪॥

হে নামরূপী ভগবান্! যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নিষ্ঠাদ্বারাও ভোগ না করিয়া বিনষ্ট হয় না, সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম, আপনার স্ফূর্ত্তিমাত্রে অর্থাৎ ভক্তিজিহ্বায় স্মরণ হইবামাত্র দূরে পলায়ন করে, ইহা বেদ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন ॥৪॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌনন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণাকৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধিতাং নামধেয় ॥৫॥

হে নামরূপী ভগবান্! পূর্ব্বোক্তরূপে অতর্ক্য মহিমাযুক্ত আপনাতে আমার প্রীতি দিনে দিনে বর্দ্ধিত হউক। আপনার অনেক স্বরূপ এই প্রকারের—"হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে প্রণত-করুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি ॥৫॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতোনামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তাস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥৬॥

হে নাম! আপনার বাচ্য এবং বাচক দুইটী স্বরূপ এই সংসারে প্রকটিত আছে, অর্থাৎ 'বাচ্য' শব্দদ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা এবং 'বাচক' শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণসমূহ-রূপ নাম—এই দুইটির মধ্যে প্রথম 'বাচ্য' অপেক্ষা দ্বিতীয় 'বাচক' শ্রীকৃষ্ণ আদি নামস্বরূপ-সম্পন্ন আপনাকে আমরা অধিক দয়ালু জানি, কারণ যে-প্রাণী আপনার বাচ্য স্বরূপের প্রতি অপরাধ করিয়াছে, সেও বাচক-স্বরূপ আপনার নাম জিহ্বায় স্পর্শমাত্রেই উপাসনা করিয়া সর্ব্বদা আনন্দ-সমুদ্রে স্নান করিতে থাকে ॥৬॥

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘন-সুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুল মহোৎসবায়তে কৃষ্ণ-পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥৭॥

হে আশ্রিতজনের পীড়াসমূহের অপনোদনকারী রমণীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-সম্পন্ন গোকুলের মহোৎসবস্বরূপ এবং ব্যাপক স্বরূপসম্পন্ন হে কৃষ্ণনাম! পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট আপনার প্রতি আমার বারংবার নমস্কার ॥৭॥

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মি-নির্য্যাস-মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥৮॥

হে নারদের বীণার সচেতনকারী, হে অমৃত-তরঙ্গোত্থিত মাধুর্য্যসারস্বরূপ কৃষ্ণনাম! আপনি আমার জিহ্বায় সেচ্ছাপূর্ব্বক রসযুক্ত হইয়া সদা-সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকুন ॥৮॥

পত্রাবলী *

All Glory to Sree Sree Guru & Gouranga

Shri Devananda Goudiya Math,

P.O.—Nabadwip (Nadia).

Dated—23. 4. 65

My dear * * * *

It is a pretty long time passed away, I venture to write to you. I received your letter dated 25. 3. 65. But I was awaiting your second letter to test your sincerity of purpose but you fail. It is a matter of great joy that you consider yourself that you will lead a life of an ascetic. I most cordially invite you to come and join whenever you like. My advice— man like you should not waste your old age in worldly affairs. I invite you to recollect our views of our early life.

I think, your sons have been well developed in keeping your family in good and proper condition. They should be taught to seek after the grace of God when they will feel any difficulty in the sojourn of worldly life.

I do not like to snatch away your time any more. I stop here with the expectation of your arrival here.

I am returning to Assam for a period of one month or so within a week let me know your decision.

In the Service of the Supreme Lord.

Swami B. P. Keshab.

---

* পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম-কর্ত্তৃক তদীয় অনুকম্পিত এক অবঙ্গভাষী যুবকের প্রতি লিখিত পত্র।

—সম্পাদক

চাতুর্ম্মাস্য

সর্ব্ব-শাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। **ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও** সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। **পুরাণের** মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি **শ্রীহরিভক্তিবিলাস** অথবা রঘুনন্দনের **কৃত্য-তত্ত্বেও** আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী-একদণ্ডী ও ভক্ত—ত্রিদণ্ডী সকলের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে; এরূপ নহে। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে—

"একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥"

একদণ্ডী জ্ঞানীগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্ম্মাস্য

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারি প্রকার আশ্রমেরই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন-রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন।

চাতুর্ম্মাস্যে ভোগ-পরিত্যাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও **ভক্ত** ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বি আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিল-ভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

গৃহস্থের ভোগ,—ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে মধ্যে অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরে বর্ষাকাল চারিমাস ভোগ ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া **অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন।**

অসমর্থ-পক্ষে কার্ত্তিক অর্থাৎ উর্জ্জা-পালন কর্ত্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল উর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। **ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য-বিধানের আবশ্যকতা নাই।** উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরি-সেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল নিরূপণ

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট সংক্রমে॥

অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটি চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরিলিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে **চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ,** তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র জপাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। **ঊর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম** বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক-শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

হরি-শয়নে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্রে বলেন,—

ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ— ব্রতী ব্যক্তি "হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণ-ভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য-কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যা-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায় মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয়

ব্রতের **গ্রহণীয়** বিধিতে—ভগবানের নিয়ম, সেবা ও জপ-সঙ্কীর্ত্তনাদি। স্কন্দপুরাণ ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে,—

জপ-হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনস্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট "হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক"—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের **বর্জ্জনীয়**-বিচারে লিখিয়াছেন,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন)

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা শিম, রাজমাষ বা বরবটি, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পুর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই হরিসেবায় উৎসাহ-বর্দ্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগপর

তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগ-দ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুর্ম্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়ন-কালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিন্মানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-সঙ্কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞান ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়ন-কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব! ঐকালে (শ্রীভগবানের চারিমাস-কাল শয়ন-সময়ে) আমার যে ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা উক্ত চারিমাস-কাল প্রেক্ষণ করেন, তাঁহারাই মানবশ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, **তীর্থস্নান,** অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদ-দ্বারা লোক-প্রমোদন, **অতৈলস্নান** প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সমর্থবান্‌পক্ষে ব্রত-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় বর্জ্জন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল-সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। **নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়।**

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্ম্মাস্যের ফল

ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তি ফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল প্রভুপাদ**

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য *

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে—

হবিষ্যান্ন কাহাকে বলে

"হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্ব্বাঃ সিতা মুদ্গা যবাস্তিলাঃ॥
কলায়-কঙ্গুনী-বারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আদ্রকং কাল-শাকঞ্চ মূলং কন্দঞ্চ কর্কটীম্॥
রম্ভা সৈন্ধব-সামুদ্রে-লবণে দধি-সর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃত-সারঞ্চ পনসাম্র-হরিতকী॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিন্তিড়ী।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্॥
অতৈল-পক্কং মুনয়ো **হবিষ্যং প্রবদন্তি চ।**
হবিষ্য-ভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদু॥"

---

* বর্ত্তমান বর্ষের আগামী ১লা ভাদ্র (ইং ১৮।৮।৭৪) রবিবার হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-মাস আরম্ভ হইয়া ৩০শে ভাদ্র (ইং ১৬।৯।৭৪) সোমবার সমাপ্তি ঘটিবে। শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-পালনকারিগণের সুবিধার জন্য উক্ত 'মাস-কৃত্য' সঙ্কলন করিয়া এস্থলে প্রকাশ করা হইল।

—প্রকাশক

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল-মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা-শাক, আদ্রক, কাল-শাক, মূলক, কন্দমূল কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত দুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য,—**এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল।**

পরিত্যাজ্য বস্তু ও আচরণ

"সর্ব্বামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাসাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা॥
দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শাল্য-দূষিতম্।
ভাব দুষ্টং ক্রিয়া-দুষ্টং শব্দ-দুষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পর-দার-গমং তথা।
তীর্থং বিনা প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পরিত্যজেৎ॥
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রী-রাজ-মহতাং নিন্দাং **বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে।**"

সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী-ফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল-তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাব-দুষ্ট, ক্রিয়া-দুষ্ট, ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন, পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা **পরিত্যাগ করিবে।**

আমিষ কাহাকে বলে

প্রাণাঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি-চামিষং।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা॥
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতং।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং **তদ্বুধৈঃ-স্মৃতম্॥**

জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ—আমিষ ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্র-পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—**আমিষ-মধ্যে গণিত**।

বর্জ্জনীয়-দ্রব্যাদি

"রজস্বলাং ত্যজন্ ম্লেচ্ছ-পতিতৈর্ব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজ-দ্বিট্-বাহ্যৈশ্চ-ন বদেৎ পুরুষোত্তমে॥
এভিঃ দৃষ্টং ন কাকৈশ্চ সূতকান্নং চ যদ্ভবেৎ।
দ্বিপাচিতং চ দগ্ধান্নং নৈবাদ্যাৎ পুরুষোত্তমে॥
পলাণ্ডুং লশূনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥
যদ্ যদ্ যো বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদৈব হি॥"

রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লসুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শজিনা—**এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে**। পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে।

পুরুষোত্তম, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসত্রয়ের একই কৃত্য ও ত্রিবিধব্রত

"ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুক্তিং চ প্রকুর্য্যাৎ **পুরুষোত্তমে**॥
কুর্য্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্ব্রতী "কার্ত্তিক-মাঘয়োঃ"।
পুণ্যেহ্নি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঞ্চ হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভুক্তস্য ভূপতে॥
এবঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ।"

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন **পুরুষোত্তম-মাসে** প্রশস্ত। **কার্ত্তিক** এবং **মাঘেও** এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী-ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ **উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ** ও **একভোজন**—ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাসে শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও ব্রতপালনের ফল

শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে ॥
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ।
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
এতন্মাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি।
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদেবতাঃ।
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমম্ ॥

পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রামশিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত, শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয়; (কিন্তু) যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন।

দীপ-দান ও তাহার ফল

"কর্ত্তব্যং দীপ-দানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল-তৈলেন কর্ত্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি ॥
তয়োর্ম্মধ্যে ন কিঞ্চিত্তে কাননে বসতোঽধুনা।
ইঙ্গুদীজেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যস্ত্বয়ানঘ ॥
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥"

পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপদান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে

ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্য-জ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক-ক্রিয়া—পুরুষোত্তম-মাসে দীপ-দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

পুরুষোত্তম-মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, নবমী ও অষ্টমী তিথির বিশেষ ক্রিয়া-প্রকরণ

এই ব্রত-উদ্যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্যাপন-ক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র-বেষ্টিত পান-দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। **শ্রীরাধা-মাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে।** চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে।

অর্ঘ্য-মন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্র

ক্রমে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। **অর্ঘ্য মন্ত্র,—**

"দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে॥"

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"বন্দে নবঘন শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥"

নীরাজন, ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি-মন্ত্র

তদন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। **নীরাজন-মন্ত্র** এই,—

"নিরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকা-রমণং প্রেম্ণা কোটি-কন্দর্প সুন্দরম্॥"

অথ **ধ্যান-মন্ত্র,**—

"অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্ন-রচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ বিমোহিত-ব্রজবধূ বৃন্দাবনে সুন্দরম্॥"

ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্॥"

ধ্যান করিয়া **পুষ্পাঞ্জলি** অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

"নৌমি নবঘন-শ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্॥"

ব্রতের শেষ-কৃত্য ও নিয়ম-ভঙ্গের বিধি

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্য-পাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

—জগদ্গুরু **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৯)

ভগবৎ-প্রীতিতে রস নিষ্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে একমাত্র শ্রীভগবৎ-প্রীতি-ব্যঞ্জক শ্রীমদ্ভাগবতের রসরূপতা শ্রীবেদব্যাস স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং-মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ। (ভাঃ ১।১।৩)

হে ভাবুকগণ! যাহারা পরম মঙ্গলাশ্রিত রসিক—ভগবৎ-প্রীতিরসজ্ঞ তোমরা, বৈকুণ্ঠ হইতে ক্রমশঃ পৃথিবীতে গলিত অবতীর্ণ, নিগমকল্পতরু—সর্ব্বফলোৎপত্তির কারণস্বরূপ যে-বৃক্ষ শাখাপ্রশাখাসমূহদ্বারা বৈকুণ্ঠ-মধ্যারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার যে রসরূপ ভাগবত-ফল তাহা তোমরা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও পান কর—আস্বাদন করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত কর। অহো! তোমাদের অলভ্য বস্তু লাভ হইল। ভাগবতশব্দ-দ্বারাই এই রস যে শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য সম্পর্কীয় নহে, তাহা সূচিত হইয়াছে। ভাগবত-নামক শাস্ত্র কেবল রসময়—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য

রস-শব্দে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবতশব্দ সংযোগদ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রস, ইহাও বুঝাইতেছে। সেই রস ভগবৎ-প্রীতিময়। "যস্যাং শ্রূয়মাণায়াং" শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণের সেই ফল শুনা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" এই মন্ত্রে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। জীব এই রস লাভ করিয়া আনন্দী (আনন্দ যাহার আছে) হয়। শ্লোকে যে 'রসিকা' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রাচীন, নবীন সংস্কার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই রসবিজ্ঞত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 'গলিত-শব্দ' প্রয়োগদ্বারা ফলের সুপক্কতা নিবন্ধন অধিক আস্বাদনীয়তা উল্লেখপূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সুনিষ্পন্ন—এই সূচনা করিয়া তাহার অধিক স্বাদুতা প্রকাশ করা হইয়াছে। রস-শব্দদ্বারা ত্বক্-অষ্টি আদি (খোসা-আঁটি) রহিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া শাস্ত্রপক্ষে হেয়াংশরাহিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য বহু ফল থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতকে নিগমের পরম ফলরূপে উল্লেখ করিয়া তাহার পরমপুরুষার্থত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। সেই ফলের স্বরূপতঃ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পরম-উৎকর্ষ জানাইবার জন্য বলিলেন—শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতং. অর্থাৎ শুকমুখ হইতে অমৃতদ্রবসংযুক্ত। এস্থলে ফলপক্ষে কল্পতরুনিবাসী বলিয়া অলৌকিকত্ব নিবন্ধন সেই শুক অমৃতমুখ—ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মুখস্পর্শ পাইয়া ফল যেরূপ বিশেষ সুস্বাদু হয়, তদ্রূপ পরম ভাগবতগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের মুখবিগলিত ভগবৎ-কথার স্বাদুতার কথা আর কি বলিব? সেই ভাগবত-রসের পরম-স্বাদপরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তিহেতু আপনা হইতে বা অন্য হইতেও তৃপ্তি হইবে না বলিয়া আলয় অর্থাৎ মোক্ষানন্দ পরিব্যাপ্ত করিয়া পান করার কথা বলিলেন।

এই শ্লোকে বেদকে কল্পতরু আর শ্রীমদ্ভাগবতকে তাহার ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বৃক্ষের উপাদেয় বস্তু ফলের মত বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবত। এই কল্পতরু বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বৈকুণ্ঠ আরোহণ করিয়াছে। বৃক্ষ যেরূপ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আকাশে উঠে। তদ্রূপ পৃথিবীতে যে বেদের প্রচার আছে, তাহা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। বেদ-কল্পতরুর অগ্রভাগে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে শ্রীমদ্-ভাগবতরূপ ফলের অবস্থান। সাধারণ বৃক্ষ একরকম ফল ধারণ করে, কিন্তু কল্পতরু সকলের অভীষ্ট পূরণ করে বলিয়া তাহাতে সকল রকমের ফল থাকে। কল্পতরু বলিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সাধকের

অভীষ্ট নানা ফল ইহাতে বর্ত্তমান। তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতই উহার শ্রেষ্ঠ ফল। বৃক্ষের অগ্রভাগে স্থিত ফল মানুষ সহজে পায় না, তাহা যদি ভূপতিত হয়, তবে আস্বাদন সামর্থ্য ঘটে। বেদকল্পতরুর বৈকুণ্ঠস্থিত ফলের আস্বাদন পরলোকস্থিত রসিকগণের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুপক্ক ফল যেমন স্বয়ং ভূপতিত হয়, তদ্রূপ বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সুপক্কফলের মত সুনিষ্পন্ন অর্থবিশিষ্ট তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ফল যেমন আস্বাদনের বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতও তদ্রূপ রসযুক্ত গ্রন্থ। আস্বাদবিশিষ্ট ফলও সর্ব্বাংশে উপাদেয় হয় না, তাহাতে আঁটি-বাকলাদি থাকায় বিস্বাদের অংশও থাকে। ভাগবতরূপ ফলে তাদৃশ কিছুই নাই, তাহা সর্ব্বাংশে সুস্বাদু। রসযুক্ত ফল না বলিয়া কেবল রস বলিয়া সর্ব্বাংশে আস্বাদযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে রসিকগণের আস্বাদনের অযোগ্য কিছুই নাই।

ভাগবত বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত ও এবং ভাগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে বুঝায়। সুতরাং এই গ্রন্থ রসময় এবং সেই রস ভগবৎসম্পর্কিত— ইহাও বুঝাইতেছে। যে অলৌকিক রসময় কথা বলা হইতেছে, তাহা ভগবৎপ্রীতিময় রস। ইঁহার আস্বাদনের অধিকারী রসিক ভক্তগণ। রসিক বলিতে সৎসামাজিক বুঝায়। যাঁহাদের প্রাচীন এবং নবীন—পূর্ব্বজন্মের ও বর্ত্তমান জন্মের রসবাসনা আছে, তাঁহারাই রসিক।

শ্রীমদ্ভাগবত রসাত্মক বলিয়া বেদ ও বেদানুগশাস্ত্র মধ্যে ইহার বিশেষত্ব, তাহাতে আবার এই গ্রন্থ শুকমুখ হইতে নিঃসৃত অমৃতদ্রবসংযুক্ত বলিয়া সর্ব্বোত্তম শুকপক্ষী বৃক্ষাগ্রে অবস্থান করিয়া ফল পাতিত করে। সাধারণ শুক, সাধারণ বৃক্ষাগ্রে থাকে; কল্পতরুর অগ্রভাগে স্থিত শুক সাধারণ শুক নহে। কল্পতরু স্বর্গের সম্পদ্, তাহার অগ্রভাগস্থিত শুকের মুখে অমৃত থাকে। কল্পতরুর ফল অমৃতমুখ শুকে সংলগ্ন হইলে যেরূপ সুস্বাদু হয়, শ্রীমদ্ভাগবতও তদ্রূপ পরম ভাগবত শুকদেবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া অত্যন্ত আস্বাদনের বস্তু হইয়াছে। পরমভাগবতগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বলিয়া তাঁহার আস্বাদ অনির্ব্বচনীয়। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতেই আস্বাদনের চরম উৎকর্ষ। অন্য বস্তুর ভোগ হইতে, এমন কি ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরমাস্বাদ পাওয়া যায় না বলিয়া কেবল শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদনেই রসিক ভক্তগণ তৃপ্ত হইতে পারেন। এজন্য বলিলেন, মোক্ষব্যাপিয়া এই রস আস্বাদন কর। এই মোক্ষ ব্যাপিয়া

আস্বাদনের কথা "পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্" (ভাঃ ২।১।৯) অর্থাৎ শ্রীশুকদেব মোক্ষসুখ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীভাগবত-কথায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিলোকবিখ্যাত রাজগণের চরিত্র এবং ভক্ত ও ভগবানের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বাংশ রস, তাহাতে হেয়াংশ নাই। এজন্য রাজগণের চরিত্র অপারমার্থিক হইলেও তাহাকে রস বলিতে হইবে। যে ভগবৎ-প্রীতি রসরূপতা প্রাপ্ত হয়, রাজগণের চরিত্রময় ভাগবতাংশে সেই প্রীতির উপযোগিত্ব আছে; তাহাদের চরিত্রে যে বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের বর্ণন আছে, তদ্দ্বারা শ্রোতৃগণের চিত্ত ভগবৎ-প্রীত্যাবির্ভাবের যোগ্য হয়। আর ভক্ত ও ভগবানের চরিত্রশ্রবণে ভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাব হয়।

রসের দ্বৈবিধ্য হেতু 'রসং' শব্দ উল্লেখ করিয়া বিশেষভাব বুঝাইতে অমৃতদ্রব-সংযুতং বলা হইয়াছে। অমৃত—ভগবল্লীলারস। দ্বাদশস্কন্ধে ১৩শ অঃ ১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্'। সৎসুর—ইত্থং সতাং শ্লোকে যে সদ্গণের কথা বলা হইয়াছে সেই সৎ—আত্মারামগণকেই সৎ বলা হইয়াছে। কেবল অমৃত আস্বাদন করেন বলিয়া সেই সদ্গণই দেবতা। প্রসিদ্ধ দেবগণের অমৃত আস্বাদনের মত সদ্গণ কেবল ভাগবতামৃত আস্বাদন করেন। এজন্য তাঁহাদিগকে দেবতা বলা হইয়াছে।

রসানুভবী দুই প্রকার—পান কর এইরূপ উপদেশ যাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, তাঁহারা একপ্রকার, আর যাঁহারা আপনা হইতেই লীলা-রসাস্বাদন, করিতেছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় প্রকার।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৫)

এই শ্লোকে রসামৃততৃপ্তের পদেও ইহার পরমরসত্ব ঘোষিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই রস আস্বাদন করিবার পর আর অন্য কোথাও রতি থাকে না বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিরসেরই উৎকর্ষ বর্ণিত হইল। এজন্যই শ্রীস্বামিপাদ ভাবুক শব্দের অর্থে বলিয়াছেন রসবিশেষভাবনাচতুর।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

উপনিষৎ-সার

(৩) কঠোপনিষৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর)

সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীযমরাজ বলিলেন,—"পরব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অনাদি ও অনন্ত।" তিনি প্রাকৃত শব্দের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অশব্দ; প্রাকৃত ত্বগিন্দ্রিয়ের অগোচরহেতু অস্পর্শ; প্রাকৃত রূপহীনতানিবন্ধন অরূপ; অবিনাশী বলিয়া অব্যয়; আদিহীন ও অন্তরহিতহেতু তিনি অনাদি ও অনন্ত।

স্বতন্ত্রেচ্ছাময় সলীল পরমেশ্বর বিষয়ভোগের উপযোগী করিয়া জীবগণের ইন্দ্রিয়সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কারণে জীব বহির্ম্মুখতাপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যবস্তু দর্শনে অভিনিবিষ্ট হয়, পরমাত্মার কোন সন্ধান করিবার ইচ্ছা করে না।

যে-বহির্ম্মুখ মানব বিষয়মদে মত্ত হইয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন ব্যয়িত করে, সে নিতান্ত মূর্খ। মহাজনগণ বলেন,—ভজনহীন মানব বিবেকহীন ও আত্মঘাতী।

শ্রীভগবানের কৃপায় অথবা সাধুশাস্ত্রানুগ্রহে কোন কোন ভাগ্যবান্ মানব বিবেকী হইয়া বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হইলে পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

মুক্তিকামীগণ কখনও কোনরূপে বিষয়মত্ত হইবেন না, ইহাই শ্রুতি বিশেষভাবে নিষেধ করিতেছেন। বিবেকীগণ নশ্বর বস্তুতে কখনও আসক্ত হন না, কারণ তাঁহারা পরমেশ্বরের অমৃতত্বের আস্বাদন করিয়াছেন। সুতরাং মনুষ্যজীবনে কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

নচিকেতার জিজ্ঞাসিত-তত্ত্ব-বর্ণনাভিপ্রায়ে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন,—বদ্ধ জীব অন্তর্য্যামীরূপে যে পরমেশ্বর বাসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মৈথুনাদি মিলনসুখ অনুভব করে, তিনিই সেই মুক্তজীবের প্রেরক অর্থাৎ স্বধামে লইয়া যাইবার সহায়ক।

ব্রহ্মস্বরূপের বিস্তারিত বর্ণনমুখে শ্রীযমরাজ জানাইতেছেন, যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব স্বপ্নে যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ দেখেন ও সুষুপ্তিকালে সুখ

অনুভব করেন, বিবেকবান্ ব্যক্তি সেই বিভুকে পরমাত্মা জানিয়া আর কোন শোক প্রাপ্ত হন না। সুতরাং তিনি শ্রীভগবান্‌কে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজের রক্ষার প্রয়াস করেন না।

যিনি কারণবারির উৎপত্তির পূর্ব্বে আবির্ভূত, সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু প্রকৃতির অন্তর্য্যামী মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা ও আদি পুরুষাবতার; সমষ্টির অন্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং যিনি ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে বাস করেন, তিনিই তৃতীয় পুরুষাবতার।

গর্ভবতীনারীর ভক্ষিত অন্ন-পানাদির দ্বারা গর্ভে পুষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রসবকালীন ক্লেশরূপ মন্থনের দ্বারা শিশু যেরূপ প্রকট হয়, সেই প্রকার অধর ও উত্তর অরণির মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে এবং উহার উপাসক প্রমাদ-শূন্য হইয়া একাগ্রতা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত স্তবকরতঃ অরণি-মন্থনের দ্বারা অগ্নিকে প্রকট করিয়া থাকে। তদ্রূপ সদ্‌গুরুর সেবাফলে অগ্নিরূপী শ্রীহরিকে (পরমাত্মতত্ত্ব) প্রকট করিয়া থাকেন।

যে প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এবং নিখিল বিশ্ব অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই পরমেশ্বর।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকলই অভিন্ন। যদিও শ্রীভগবান্ পরব্রহ্মরূপে স্বীয়ধামে এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত, তথাপি তিনি মনুষ্যের হৃদয়-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ শরীরে অবস্থিত আছেন। তিনি নির্ম্মল, শান্ত, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা ও শাসক।

মুক্তজীব ঈশ্বরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় না, ভগবৎ-সদৃশ হয়, কিন্তু সাযুজ্য লাভ করে না। **অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে বর্ত্তমান থাকে।** অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য—ইহাই শ্রুতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এক্ষণে শ্রুতি আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইতেছেন যে, পরমাত্মা জন্মাদি ষড়্‌বিকারশূন্য, নিত্য প্রকাশযুক্ত ও অপরিবর্ত্তনশীল এবং এই মানবশরীর একাদশ দ্বারযুক্ত পুরী সদৃশ। যিনি বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা আত্মসহ পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনি আর সংসারদুঃখ ভোগ করেন না, প্রারব্ধ কর্ম্মাবসানে প্রকৃতি-সম্বন্ধচ্যুত হইয়া বিদেহ-মুক্তি লাভ করেন।

জীব কখনও প্রাণ ও অপান-বায়ুদ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এই উভয় বায়ু যাঁহার আশ্রিত, তিনিই (পরমাত্মাই) জীবনদাতা।

যে ভগবান্ হইতে সুপ্ত জীবগণে কাম্য স্বাপ্নিকপদার্থজাত বিষয় উৎপত্তি লাভ করে, বেদাদি তাঁহাকে অবিনাশী ব্রহ্ম বলেন।

এক বৈশ্বানর অগ্নি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহে তদনুরূপ প্রতীত হন, পরন্তু জীব কখনও ভগবান্ হন না।

যেমন একই বায়ু ও একই সূর্য্য বিভিন্ন বস্তু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বস্তু অনুরূপ গতি ও শক্তি প্রকাশ করেন, সেইরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব; বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনস্বরূপ হইয়া বিভিন্নাংশে দেব-তির্য্যক-মনুষ্যাদি অনেকরূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন। তিনি নিত্য বস্তুসমূহেরও নিত্য, চেতন-বস্তুসমূহেরও মুখ্যচেতন। যিনি সেই পরমেশ্বরকে ভজন করেন, তিনিই কেবল পরম সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারেন।

সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ও বিদ্যুৎ কেহই ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। তিনি স্বয়ং প্রকাশশীল। তিনি কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন, সেই কৃপাপাত্রের নিকট তিনি প্রকাশিত হন। তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর অর্থাৎ প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত।

উপসংহারে এই সার-মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেছেন যে, এই সংসার অশ্বত্থ-বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয়, উভয়ই অনিত্য, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে তফাৎ এই যে, বৃক্ষের মূল যেমন নিম্নদিকে প্রসারিত থাকে, ইহার (সংসারের) মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মই মূল কারণ। নিম্নদেশে চৌদ্দভুবন ইহার শাখা-প্রশাখা-রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। বেদবাক্যরূপ পত্রদ্বারা সুশোভিত আছে। কর্ম্ম-ফলবাধ্য বদ্ধজীবের নিকট ইহা চতুর্ব্বর্গফলদায়করূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ অসঙ্গরূপ শস্ত্রদ্বারা অর্থাৎ বৈরাগ্যদ্বারা এই সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া অশোক-অভয়-অমৃতের আধারস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবালাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রাণস্বরূপ রক্ষক এবং বজ্রস্বরূপ নিয়ামক। তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও যম প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে রত।

লোকভেদে পরমাত্ম-দর্শনের ভেদ দৃষ্ট হয়। যেরূপ স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে উপনীত বস্তু দর্পণ হইতে বিলক্ষণ ও স্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর বিশুদ্ধান্তঃকরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক্‌ভাবে পরিলক্ষিত হন। স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে কোন বস্তু বাসনানুযায়ী বিশৃঙ্খলরূপে দেখে, সেইরূপ পিতৃলোকে পরমেশ্বরস্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পায় না। গন্ধর্ব্বলোকে পিতৃলোক অপেক্ষা কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উহার অধিবাসীর নিকট ছায়া ও সূর্য্যের ন্যায় জীবাত্মাও পরমাত্মার সুস্পষ্ট অনুভূত হয়।

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা শরীর জীবাত্মা নহে। জীবাত্মা চিন্ময়, নিত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে মায়া উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। আবার মায়া হইতে তাঁহার অধীশ্বর পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই।

জীবের হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে সুষুম্না প্রধানা এবং উহার সাহায্যে ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করিয়া জীবাত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরমেশ্বরের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া হরিভজন করিলে শ্রীহরির অনুগ্রহে তাঁহার দর্শন ঘটে। সেই সাধনের দৃষ্টান্তরূপে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুঞ্জ নামক তৃণের মধ্য হইতে যেমন ঈষিকা নামক শীষ বাহির করিতে হয়, সেইরূপ ভক্তিযোগ-সাধনের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ে নিজ দেহ হইতে জীবাত্মাকে পৃথক্ জানিতে পারা যায় এবং পরমাত্মাও বিলক্ষণরূপে লক্ষিত হন।

শ্রীযমরাজের তত্ত্ব-বিচার শ্রবণ করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করতঃ নচিকেতা পরব্রহ্মকে লাভ করেন।

অতএব যদি কেহ নচিকেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে বিশুদ্ধভাবে ভজন করেন, তাহা হইলে তিনি এই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবদ্ধামে পার্ষদরূপা গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাই এই শ্রুতির সারমর্ম্ম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ্বমন্থী মহারাজ**

নিত্যশান্তি-লাভের উপায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭১ পৃষ্ঠার পর)

এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতেও নির্বিশেষজ্ঞানকে ধিক্কারমুখে বলিতেছেন যে,—

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাস্যতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াংরতাঃ। (ঈশোপনিষৎ-১২)

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

স্মৃতিশাস্ত্র পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিগণকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যত। (গীঃ ১২।৫)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচরে অব্যক্ততত্ত্বে যে-নিষ্ঠা—তাহাতে দুঃখই মাত্র লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গেও নিত্যশান্তিলাভ করা যায় না; বরং জীবের দুঃখই লাভ হইয়া থাকে। জীব কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্ম পদবাচ্য হইতে পারে না। কেন না জীব অনুচৈতন্য। সে কি করিয়া বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবানের সমকক্ষ হইতে পারে? ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"More than a man you cannot be." জীব বড়জোর ভজন-প্রভাবে বদ্ধাবস্থা অতিক্রম করিয়া মুক্তাবস্থা লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া জীব **ঈশ্বরত্ব** লাভ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানীদের 'ব্রহ্ম' হইয়া যাওয়ার চিন্তাধারা তাহা আকাশ-কুসুমের-ন্যায়ই অলীক—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক, যোগমার্গে সুখশান্তি আছে কি না। সাধারণতঃ 'হঠ'-যোগ ও রাজযোগ-ভেদে যোগপন্থা দ্বিবিধ, হঠযোগ-ফলে জীবের ভুক্তি ও রাজযোগ-ফলে জীবের অষ্টসিদ্ধি ফললাভ হইতে পারে, পরন্তু উভয় ফলই—অনিত্য দেবীধামান্তর্গত। অতএব নিত্যসুখদ নহে বরং চরমে দুঃখ-দায়ক হইয়া থাকে। যোগীগণ তাহাদের "কৈবল্য-প্রাপ্তি" বলিয়া একটী অবস্থার কথা বলিয়া থাকেন উহা জ্ঞানীদের ব্রহ্মত্বলাভের ন্যায়ই মিথ্যা

কল্পনা মাত্র, বস্তুত সত্য নহে। বরং তদ্দ্বারা উহারা উপাস্য-উপাসক-উপাসনারূপ ত্রিপুটী বিনাশ করিয়া নিত্য শান্তির পরিবর্ত্তে আত্মার অধঃপতনই ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যোগমার্গাবলম্বনও নিত্য সুখদ নহে।

যদি পূর্ব্বোক্ত পন্থাসমূহের দ্বারা নিত্যসুখ প্রাপ্তি না হয় তাহা হইলে কোন্ উপায়ে জীব শাশ্বত শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সমস্বরে বলিয়াছেন যে, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিলেই জীব নিত্যা পরমাশান্তি লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ংলব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো
হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়াতি॥ (তৈত্তিরীয় ২।৭)

সেই পরাৎপর-তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। জীবাত্মা সেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ-সমূহ অনুষ্ঠান করিলে পরব্রহ্মকে লাভ ও তৎকৃপায় নিত্য আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কেই বা শরীর-প্রাণ-চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পর-তত্ত্ব আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তিনি সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ (কঠোপনিষৎ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমানব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন তাঁহারাই নিত্য শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীঃ ১৮।৬২)

শ্রীভগবানে ঐকান্তিক শরণাগত হইলেই জীব শ্রীভগবৎকৃপায় নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারে, এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মোযতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তিবলে জীবাত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ নিত্যবস্তু-সেকারণে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ের দ্বারাই জীব নিত্য-শান্তির অধিকারী হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই অনিত্য। অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য সুখ প্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে।

জগজ্জীবকে নিত্যানন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত গোলোকবিহারী শ্রীহরি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সকলকে জানাইয়াছেন যে,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

অর্থাৎ জগৎপিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাহারা আরাধনা করে না, তাহারা জন্মজন্মান্তরে সুখশান্তির পরিবর্ত্তে ত্রিতাপ-জ্বালাই ভোগ করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" অর্থাৎ সকলেই আমরা এক অমৃতময়, পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সুখদানের নিমিত্ত পুনঃপ্রচার করিয়াছেন যে, **"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"** জীব মাত্রেই শ্রীভগবৎ-সেবক, শ্রীভগবানে ভক্তিদ্বারা জীব ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে এবং উহাই জীবের পরমধর্ম্ম। শ্রীভগবদ্ভক্তি আচরণের দ্বারাই জীব অনাবিল শান্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন যে,—শ্রীভগবৎ-প্রেমই জীবের একান্ত সাধ্য হওয়া উচিত। এ জগতে ভগবৎ-প্রেমের বড়ই অভাব, সেইজন্য ইতর হিংসা, দ্বেষ, বিষয়-কামনা জীবসমূহকে এত ক্লেশ প্রদান করিতেছে। জীবাত্মা যদি শ্রীভগবানে প্রেম এবং তদীয় সেবকজ্ঞানে অন্যান্য জীবের প্রতি হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া মৈত্রী-সম্বন্ধ রাখিতে পারে তাহা হইলে জীবের কোন দুঃখই হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীভগবানকে লাভ করিলেই জীবের চরম ও পরম শান্তিলাভ হইয়া থাকে। এখন শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে-ভক্তিব্যতীত ভগবানকে লাভ করা যায় না।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব! প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্য-জ্ঞান-স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না।

শ্রীগীতায় উক্ত আছে যে,—যাহারা এই পরধর্ম্ম ভক্তিযোগ শ্রদ্ধার সহিত যাজন করিবেন না তাহাদিগকে শ্রীভগবান জন্মমৃত্যু-মালায় ঘূর্ণিত করিয়া নিয়তই দুঃখ দিয়া থাকেন। ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" (মাধ্ব-শ্রুতি-বচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, আবার শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলেন যে,—ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ। অর্থাৎ আমি কেবল ভক্তিদ্বারাই লভ্য। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগোভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২).

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন-মূলা যে-ভক্তিযোগ তাহাই ইহ জগতে পরমধর্ম্মরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেইজন্য বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীবেদান্ত দর্শনেও বলিয়াছেন,—

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—অর্থাৎ, বারংবার শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনদ্বারাই জীব-সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমপ্রেমময়-পরমশান্তিময়-পরব্রহ্ম শ্রীভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তদীয় শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে জীবকে জ্ঞাত করাইয়াছেন যে,—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই জীবকে নিত্যানন্দ দান করিতে পারেন। স্কন্দপুরাণে উল্লেখিত আছে,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ)

এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময়-নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় হউক কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরাপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণনামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। সেই মহিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র-কীর্ত্তন আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

অতএব শাস্ত্রযুক্তি মতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, **শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনমূলক ভক্তিই জীবকে চরম ও পরম অর্থাৎ নিত্য শাশ্বত সুখ-শান্তি ও কল্যাণ প্রদানে সমর্থ পরন্তু অন্য আর কোন পন্থাই জীবের পক্ষে নিত্য শান্তিপ্রদ নহে।**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ**

নিবেদন

এই 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' ২৬শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইলেন। বর্ত্তমান বৎসরে কাগজ প্রায় দুষ্প্রাপ্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচপত্র অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকা-পরিচালন অত্যন্ত কঠিনব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—
প্রকাশক,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-দ্বন্দ্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যাহা পরিশিষ্ট ছিল।
শ্রীগৌর-লীলায় তাহা প্রকট হইল ॥
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ, দুঁহে নাহি ভেদ।
গোলোক, ব্রজ-শ্বেতদ্বীপে নাহি তত্ত্ব-ভেদ ॥

শুক বলে মোর কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র স্থানে।
বিশ্বরূপ দেখাইল ভকত অর্জ্জুনে ॥
সারী বলে অদ্বৈতের প্রার্থনা পূরিতে।
গৌর সেই বিশ্বরূপ দেখাইলা এ যুগে ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিতাই তাহা হৈয়া অবগত।
তৎকালে আসিয়া তথা দেখে বিশ্বরূপ ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ চক্র হাতে নিয়া।
নিজভক্তে রক্ষা কৈলা দুষ্কৃতে নাশিয়া ॥
সারী বলে গৌর এল জীব-উদ্ধারিতে।
অস্ত্র না ধরিল তাই দুষ্কৃতে নাশিতে ॥
তবু নিত্যানন্দ-অঙ্গে হেরি' রক্তধারা।
ক্রোধান্বিত হয়ে প্রভু চক্রে ডাকে ত্বরা ॥
প্রভু-ডাক শুনি' চক্র আসিল সে'-স্থানে।
জগাই-মাধাই তাহা হেরিল নয়নে ॥
চক্র দেখি' নিত্যানন্দ কহয়ে প্রভুরে।
এ' দুই পাপীরে আজি ভিক্ষা দেহ মোরে ॥
পুনঃ মারিবারে যবে মাধাই ধাইল।
জগাই ধরিল তারে, মারিতে না দিল ॥
জগাই রাখিল শুনি' নিত্যানন্দ-প্রাণ।
জগাইয়ে দানিলা কোল গৌর-ভগবান্ ॥

প্রেমে গদ-গদ-নেত্রে দেখিল জগাই।
চতুর্ভুজ-রূপে রাজে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
নিতাইয়ে কলসী-কানা মারিল মাধাই।
তবু নিত্যানন্দ তার পরাণ বাঁচায়॥
চক্র আসিলেও তাহা কার্য্য না করিল।
গৌরাঙ্গ-আদেশে পুনঃ চক্র ফিরি' গেল॥
মাধাই কাঁদিয়া পড়ে নিতাই-চরণে।
কৃপালু নিতাই তারে ক্ষমে সেইক্ষণে॥
নিতাই প্রসন্ন হৈলে গৌর তুষ্ট হৈল।
দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি মাধাইয়ে দানিল॥
এমতে তাদের পাপ হৈল বিমোচন।
গৌর-কৃপায় তারা পাইল পরিত্রাণ॥
ভক্ত-দুঃখ হেরি' গৌর সহিতে না পারে।
ভক্তেচ্ছায় তৎ-দ্বেষীরে তবু কৃপা করে॥
গৌর-অবতারে কত পাপী উদ্ধারিল।
সংখ্যা বর্ণিবারে তাহা কেহ না পারিল॥
কৃষ্ণ-অবতারে আসি' দুষ্কৃতে নাশিলা।
গৌর-অবতারে কিন্তু দুষ্কৃতে তারিলা॥
লোকে কহে গৌরহরি পতিত-পাবন।
তিনি বিনা দয়াল প্রভু আর নাহি আন॥

শুক বলে কৃষ্ণস্পর্শ-মহিমা অপার।
কুবের-তনয়দ্বয়ে করিল উদ্ধার॥
নারদের শাপে তারা দেব-দেহ ত্যজি'।
গোকুল-আগারে ছিল বৃক্ষ-যোনি লভি'॥
যমলার্জ্জুন নামে বৃক্ষ অতীব বিশাল।
কৃষ্ণ-পরশন মাত্রে ভাঙ্গিয়া পড়িল॥

ধর্ম্মান্ধতা

আধুনিক শিক্ষিত-সমাজে 'ধর্ম্মান্ধতা' বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করা একটি সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণের ন্যায় বালবৃদ্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে। ধর্ম্মান্ধতা বৃত্তিটি প্রশংসনীয়া নহে—ইহা সত্য, কিন্তু ভ্রম-প্রমাদাদি—দোষচতুষ্টয়যুক্ত মর্ত্ত্যজীব নিজে বিচারক হইয়া অথবা সমশীল অপর মর্ত্ত্যজীবের প্ররোচনায় অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাইয়া যখন ধর্ম্মান্ধতার লক্ষণ বা সীমা নির্দ্দেশ করেন, তখন সেটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াটাই কি অন্ধ স্বভাবের লক্ষণ নয়?

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গকে মহাজনগণ তমঃ—কৈতব বলিয়াছেন। তমের স্বভাবই হইতেছে অপরকে অন্ধ করা। আলোর স্বভাব যেরূপ দৃষ্টিশক্তিকে ক্রিয়াবতী করা তেমনই তমের স্বভাব দৃষ্টিশক্তিকে পঙ্গু করা। এই জন্যই তমের অপর নাম অন্ধকার—অর্থাৎ সে অন্ধ করে। ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ ইহারা সকলেই পরস্পর বিবদমান; সুতরাং ধর্ম্মনিষ্ঠ যেরূপ অর্থ বা কাম বা মোক্ষনিষ্ঠের নিকট ধর্ম্মান্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ কাম বা অর্থ বা মোক্ষনিষ্ঠও ধর্ম্মান্ধ বলিয়া অপরের নিকট বিবেচিত হয়। এইজন্য আত্মধর্ম্মের—চেতনধর্ম্মের বা প্রজ্ঞা-চক্ষুষ্মানের বিচারে এই সকলপ্রকার অন্ধকারই একটি ব্যাপক অজ্ঞান নামে কথিত হইয়াছে।

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

অজ্ঞানান্ধকারের নাম কৈতব। অন্ধকারই ছলনা বা বঞ্চনা করিয়া থাকে, এইজন্যই তাহার নাম ছলনা বা কৈতব। মোহের স্বভাব বিপরীত জ্ঞান আনিয়া দেওয়া। অন্ধ যেরূপ নিজে দৃষ্টিহীন বলিয়া রবিকরোজ্জ্বল সমগ্র বিশ্বকেই অন্ধ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখে, মোহান্ধ বা অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিও সেইরূপ মানব-সমাজের পরস্পর সকলকে অন্ধ বলিয়া নিন্দা করে, অর্থাৎ অজ্ঞানাতীত ব্যক্তিকেও অন্ধ বলিয়া ধারণা করে। **মোহের এমনই প্রভাব যে, মোহান্ধ ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।** মোহান্ধ ব্যক্তির মোহান্ধতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তবে মোহানয়নকারিণী অজ্ঞানতা বা মায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিরই এস্থলে জয়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কামকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে যাহা কিছু তাহার অন্তরায়স্বরূপ সম্মুখে আসে, তাহার উপরে বীতরাগ বা অসন্তুষ্ট

বৃক্ষরূপী সেই দুই কুবের-নন্দন।
কৃষ্ণের কৃপায় পাইল প্রেমভক্তিধন ॥
সারী বলে তব কৃষ্ণ যে-লীলা করিল।
গৌরও ঐছন লীলা এ' যুগে দেখা'ল ॥

ত্রেতা যুগে মত্ত এক কৃষ্ণবর্ণ ফণী।
বালি-শাপে লভে সপ্ততাল বৃক্ষ-যোনি ॥
সেই সপ্ততালে যবে গৌর পরশিল।
সশরীরে সেই বৃক্ষ অন্তর্দ্ধান হৈল ॥

সপ্ততাল বৃক্ষ ধায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
আশ্চর্য্য হইল লোকে দেখি' শূন্যস্থান ॥

শুক বলে কৃষ্ণ-বেনু শুনিয়া শ্রবণে।
পথছাড়ি' উপপথে ধায় গোপীগণে ॥
তেয়াগিয়া স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, পরিজন।
কৃষ্ণ-পদে কৈল তারা আত্ম-সমর্পণ ॥

বেনুস্বর শুনি' নৃত্য করে ধেনুগণ।
আনন্দে মাতিয়া উঠে সারা বৃন্দাবন ॥
সারী বলে কৃষ্ণ তব হইল নাগর।
আমার গৌর কিন্তু যতি-দণ্ড-ধর ॥

সাধু-গুরু-রূপে গোরা আসি' কলিযুগে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্ব্বজীবে ॥
কৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গীগণ গৌর-লীলাকালে।
গৌর-লীলা-পুষ্টি লাগি' আসিল ভূতলে ॥

সংসার তেয়াগি' কত শুদ্ধভক্তগণ।
গৌর-পদতলে লৈল একান্তে শরণ ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

হওয়া স্বাভাবিক। অন্ধ প্রগতি বা মোহই যে তাহাদের এই অসন্তুষ্টির মূল-কারণ তাহা তাহাদের কে বুঝাইবে?

বদ্ধজীবমাত্রই কালের কলনশক্তির ক্রীড়নক মাত্র। কালের গতি অপ্রতিহতা। কালের এই গতি কালাধীনের উপর বিকার বা পরিণাম আনিতে থাকে। এইজন্য জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা সকলেরই সুপরিচিত। কাল যখন যেভাবে জগৎকে চালায় জগৎ সেইভাবে কালের অনুসরণ করিতে বাধ্য। কালের গতিতে কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ আবার কখনও তমোগুণের প্রাবল্য দেখা যায়। যখন যে-গুণ প্রবল হয় তখন ঐসকল গুণকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা ভিন্ন বদ্ধজীবের আর কোন গতি থাকে না—কারণ, সে-ত'মায়ার ক্রীড়নক মাত্র। সত্ত্বগুণ প্রবল থাকিলে সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তি রাজসিক বা তামসিক লোক হইতে অধিক আদর পা'ন, আবার অন্য গুণ প্রবল হইলে সেই দ্বিতীয় গুণেরই আদর দেখা যায়। কিন্তু কালের এই পরিণাম বা বিকারের সহিত আত্মধর্ম্মের কোন সম্বন্ধই নাই। কালাধীন সমাজ তাহা বুঝিতে পারে না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় pre-occupied (পূর্ব্বাধিকার) হইয়াই আছে, কাজেই নিরপেক্ষ বিচার ত' তাহার দ্বারা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

বদ্ধজীবের দর্শন দেশকাল-পাত্রকে মধ্যস্থ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। কাজেই দেশকাল-পাত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া কোন বিচারই জীব করিতে পারে না। এক সময় ভারতবর্ষে দৈববর্ণাশ্রমের আদর ছিল, তখন অজ্ঞাত-গোত্র সত্যকামও ব্রাহ্মণের সংস্কার লাভ করিয়া আচার্য্য-পদবী পাইয়াছিলেন। সেই সময় সাধারণ লোক যেমন এটিকে খুবই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিচার করিয়াছেন, আবার যখন শূদ্রবধ টিক্‌টিকি বধের তুল্য বলিয়া বিচারিত হইল—পঞ্চম-বর্ণ কেবল অস্পৃশ্য নহে, অদৃশ্য বলিয়াও বিবেচিত হইল তখনও মোহান্ধ জন-সাধারণ এই ব্যবস্থাকে পূর্ব্বের ন্যায় ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই বিচার করিয়াছে। জীবের সত্ত্বগুণ প্রবল থাকিলে তবেই অপরের স্বভাবের অর্থাৎ দৃশ্যমান কার্য্যের কারণের প্রতি দৃষ্টি করিবার শক্তি থাকে। সত্ত্বগুণেই জ্ঞানানুশীলন সম্ভব। সত্ত্বের স্বভাব বহির্জগৎ বা Phenomenal world-এর দ্বারা চঞ্চল না হইয়া অন্তর্মুখী হওয়া, ধীর হওয়া—এইজন্যই জ্ঞানের সাহায্যে চালিত হওয়া সেখানে সম্ভব হয়। জ্ঞানই অপরের বৃত্তি বা স্বভাব জানিতে সাহায্য করে। রজোগুণ প্রবল হইয়া উঠিলে আর স্বভাব দেখিয়া পরিচয় নির্দ্দেশ সম্ভব হয়

না, কারণ রজোগুণের স্বভাব Phenomenal world-এর দ্বারা চালিত হওয়া ; কাজেই জন্মাদিদ্বারা অর্থাৎ বহির্জগতের কার্য্যের দ্বারাই (কারণের বিচার ছাড়িয়া) জগতের সহিত তাহার পরিচয় বা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। যেখানে রজোগুণ প্রবল সেখানে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল, কারণ বহির্জগৎ জড়-দ্বৈতজ্ঞানের—দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞানের আধারমাত্র। দ্বৈতজ্ঞান বিশ্ব-দর্শনে তমোগুণ প্রবল হইলে অজ্ঞানের মোহে বস্তুর পরিচয়-লাভ করিবার ইচ্ছাই লোপ পায় অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক বস্তু বা জীবসমূহ কি বস্তু, এ বিষয় জানিবার স্পৃহা থাকে না—একটা জড়তা বা চেতনবৃত্তির স্তব্ধভাব আসিয়া বিচার-শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দেয়। তখন অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না বলিয়া যেমন সকলই একাকার বোধ হয়, তেমনিই একটা নির্ব্বিশেষবাদই আদর লাভ করে। সবই ভাল বা সবই মন্দ অর্থাৎ সবই এক, এইরূপ মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়। Paralysed বিচারশক্তি আর কিছুতেই চলিতে চায় না। কালের কলনশক্তির এমনই প্রভাব যে, এই সকল গুণান্ধ ব্যক্তি কালের এই পরিণামে অন্ধ অনুসরণ করিয়াও নিজেকে চক্ষুষ্মান্ মনে করে। সত্ত্বগুণের যুগে রজঃ বা তমোগুণের যে-বিচার তাহার আদর পায় নাই ; আবার তমোগুণের যুগেও সাত্ত্বিক বা রাজসিক বিচারের আদর পায় না।

এই সকল গুণের সহিত গুণাতীত ধর্ম্মের কোন সংস্রবই নাই। কালের গতি সেখানে প্রতিহত। গুণান্ধের নিকট গুণাতীত ধর্ম্মও অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে পারে; তবে এজন্য সে দায়ী নহে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সে ত' ক্রীড়নকমাত্র। কালশক্তির পরিণাম বা গুণের প্রাবল্যই দায়ী। **ধর্ম্মান্ধতা বিচার করিতে বসিয়া আমার বিচার যুগোচিত আব-হাওয়া বা জড়-গুণের মোহদ্বারা অন্ধতা প্রাপ্ত হইল কি-না, ইহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।** কিন্তু সে চিন্তা করিবে কে ? **মাছ যেমন জলের মধ্যে থাকে, বদ্ধ-জীবকুলও সেইরূপ গুণের মধ্যে—কাল-স্রোতের মধ্যে—কালশক্তির পরিণামের মধ্যে ডুবিয়া আছে।** কাজেই দেশকাল-পাত্রের পরিবর্ত্তন বা সময়োচিত গুণের প্রাবল্য বদ্ধজীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই করিবে। সেই গুণের মোহে গুণজাত বিচারের আদর সে করিবে। কিন্তু পিশাচগ্রস্ত লোককে যেমন কিছুতেই বুঝান যায় না—"তোমার স্বভাব পিশাচের স্বভাব নয় এবং পিশাচের

স্বভাবটা হেয়।" পিশাচ দূর হইলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, পিশাচের মোহই তাহার স্বভাব বা বিচারকে বিকৃত করিয়াছিল এবং সেজন্য সে অপরের সুস্থাবস্থার স্বভাবকে আদর করিতে পারে নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত মোহ দূর করিবার উপায় বলিয়াছেন,—

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণফলে ভক্তির উদয় হইলেই মোহ দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়েও উক্ত হইয়াছে—'প্রোজ্ঝিতকৈতব' অর্থাৎ যাহা হইতে মোহজনক ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উন্মিলিত হইয়াছে। ভাগবতবক্তা শোক-মোহভয়াপহা ভক্তিতে সমাহিতচিত্ত বলিয়া চক্ষুষ্মান্,—তিনি পূর্ণপুরুষ এবং পূর্ণপুরুষের জীবমোহিনী শক্তিকে দর্শন করেন। কোন প্রকার অন্ধতাই সেখানে নাই। **ত্রিগুণের মোহে থাকিয়া নিজে ভাগবত পড়িলেই হইবে না,** এই জন্যই বলিলেন—ভাগবত শুনিতে হইবে। কিন্তু কাহার নিকট শুনিতে হইবে? "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" বৈষ্ণবের কাছেই ভাগবত শুনিতে হইবে। তমোগুণের প্রাবল্য বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারকে নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত করিয়া "আমিও বৈষ্ণবের সমান," বৈষ্ণবের নিন্দা বা প্রশংসা আমরা করিতে পারি—তাঁহাদের সমস্তটুকু বুঝিয়া ত' ফেলিয়াছিই এখন তাঁহাদের ভাল-মন্দের সমালোচনা করিতে পারি।" এইরূপ অভিমান আনিয়া দেয়। মূলে আছে ঐ একাকার-বিচার বা নির্ব্বিশেষবাদ। সাহিত্যালোচনা হউক, আর দর্শনালোচনাই হউক, ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় ত' মনে হয় বৈষ্ণব এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা করিলেই উচ্চদরের নিরপেক্ষ সমালোচনা-দ্বারা সাহিত্য বা দর্শনচর্চ্চা হইল। সাহিত্য বা দর্শনের বড় উপাধিটি বিশ্ববিদ্যালয় বৈষ্ণবনিন্দার জন্যই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়েও স্বতঃই প্রশ্ন জাগে। কাজেই এই তমোগুণের যুগে মোহান্ধতার প্রভাব দূর করিবে কে? মূলেই যখন কুঠারাঘাত করা হইতেছে তখন ফলপ্রাপ্তির আশা আর কোথায়? তবে প্রত্যেকেই অপরকে ধর্ম্মান্ধ বলিবার পূর্ব্বে একবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, তাহারাও ধর্ম্মান্ধতার একটা বিচার করিয়া থাকেন। কাজেই প্রকৃত অন্ধতাটা কোথায়? তাহা অনুধাবন করা দরকার।

———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সাদর আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
জেলা—নদীয়া (বঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাবতিথি—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী** ও **শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** আনুগত্যে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৫শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।৭৪) ও ২৬শে শ্রাবণ দিবসদ্বয় মঙ্গলারাত্রিক, উষাকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ ও ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণের-মহাভিষেক, ভোগরাগ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি মহোদয়গণের বক্তৃতা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

২৫ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট, রবিবার—

(অহোরাত্র ব্রতোপবাস)

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ৪টা হইতে ৫টা— কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমা।

২। প্রাতঃ ৫টা হইতে ৬টা— মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

৩। সকাল ৬টা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত— শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধ পারায়ণ।

৪। মধ্যাহ্নে— কীর্ত্তন-সহযোগে ভোগারাত্রিক।

৫। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৬॥ টা— মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

৬। সন্ধ্যা ৬॥ টা হইতে ৭॥ টা— কীর্ত্তনমুখে আরাত্রিক, শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমা।

৭। রাত্র ১১টা হইতে ১২টা— শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা।

৮। রাত্র ১২টায়— কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক ও অর্চ্চনাদি।

২৬ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট, সোমবার—

পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩২ মধ্যে ব্রতোপবাসের পারণ।

মঙ্গলারাত্রিক, উষাকীর্ত্তন, পাঠ, অর্চ্চন, ভোগরাগ, মধ্যাহ্ণ ও সন্ধ্যারাত্রিকাদি পূর্ব্বদিনবৎ।

সন্ধ্যা ৭॥ টা হইতে বিভিন্ন মহোদয়গণের বক্তৃতা ও তদনন্তর ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { প্রদ্যুম্ন, ১৫ হৃষীকেশ, ৪৮৮ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮১; ইং ১৭।৯।১৯৭৪ } ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিতমুরবৈরি-প্রেমবাপীমরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্যগীর্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥১॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা আমাকে কবে নিজ-সেবায় স্নান করাইবেন অর্থাৎ নিমগ্ন করিবেন? যিনি রসিক স্ত্রীগণের মুকুটস্থ মণিগণের শোভাস্বরূপ, যিনি হর্ষিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ সরোবরের হংসীস্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানু গোপরাজ্যের পুণ্যের কল্পলতাস্বরূপা॥১॥

স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চি-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচ-কলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥২॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা আমাকে কবে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন? যিনি রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র-পরিশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোদুল্যমান, ক্ষুদ্র ঘন্টিকাদ্বারা যিনি নৃত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যাঁহার কুচকুম্ভোপরি সুদীর্ঘ মুক্তামালা শোভা বিস্তার করিতেছে ॥২॥

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ-
তরুণিম ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকশিত-হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৩॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা কবে আমাকে নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন? যিনি অত্যুৎকৃষ্ট পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় অতিশয় কান্তি-বিশিষ্ট, যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল নব-যৌবনরূপ কর্পূরে মিলিত হইয়াছে এবং যাঁহার বিম্বাধরের অগ্রভাগ ঈষৎ বিকশিত হাস্য-সুধা বিস্তার করিতেছে ॥৩॥

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদু-বচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৪॥

সেই শ্রীমতী রাধিকাদেবী কবে আমাকে তদীয় নিজ-দাস্যে নিমগ্নচিত্ত করিবেন? বন-প্রত্যাগত অতি চঞ্চল সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গী বিস্তার করিয়া সুমধুর মৃদু বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন ॥৪॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপ-পতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত ললিতান্তঃস্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৫॥

সেই শ্রীমতী রাধিকাদেবী কবে আমাকে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন? যিনি নিখিল ব্রজ-ললনাগণের প্রাণ-স্বরূপা, যিনি নন্দরাজগৃহিণী শ্রীমতী যশোদাদেবীর নিকট কৃষ্ণের তুল্যই স্নেহ-পাত্রী এবং যাঁহার চিত্ত শ্রীললিতা সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে সদা প্রফুল্লিতা ॥৫॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘ-বিজয়-হরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৬॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা আমাকে কবে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন? এই বৃন্দারণ্য মধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখা-সখীর সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী মালা রচনা করিতেছেন, যিনি পরম-মঙ্গল-রূপিণী এবং তন্নিমিত্ত যিনি অঘজিৎ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বক্ষঃস্থলে বরিষ্ঠা প্রেয়সীরূপা হইয়াছেন ॥৬॥

প্রকটিত-নিজবাসং স্নিগ্ধ-বেণু-প্রণাদৈ
দ্রুতগতি-হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণ-কুহর-কণ্ডূং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৭॥

যে শ্রীরাধিকা নিকুঞ্জনিবাসী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎ-সমীপে দ্রুতগতিতে আগমনপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করতঃ নতমুখে কর্ণকুহরের কণ্ডুয়ন বিস্তার করেন অর্থাৎ তদীয় বচনসুধা পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, সেই শ্রীমতী রাধিকাদেবী আমাকে কবে নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন? ॥৭॥

অমল-কমল-রাজি স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজসরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ং।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৮॥

সুবিমল পদ্মশ্রেণী-সংস্পর্শী-বায়ু কর্ত্তৃক শীতলীকৃত নিজ-সরোবর শ্রীরাধা-কুণ্ডে যে-শ্রীরাধিকা গ্রীষ্মকালে সায়ং সময়ে উল্লাসভরে সখীগণ-পরিবৃতা

হইয়া বকরিপু শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকা কবে আমাকে নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ? ॥৮॥

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপ-পতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজ-জন-গণমধ্যে রাধিকায়া-স্তনোতি ॥৯॥

যে-ব্যক্তি অন্য সর্ব্ববিধ আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া সকাতরে এই সুবিমল শ্রীরাধিকাষ্টক পাঠ করেন, গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার পরিজনগণ-মধ্যে স্থান দান করিয়া থাকেন ॥৯॥

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

(স্থান—শ্রীপুরীধাম, নরেন্দ্র-সরোবর-তীর)
সময়—২২শে আষাঢ়, ১৩৩৩, বুধবার, অপরাহ্ণ।

পথ দ্বিবিধ,—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ কথা অনেক সময়ে প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত হৃৎকর্ণ-রসায়ন নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রেয়ঃ কথা সকল-সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অধিকাংশস্থলেই মনে করেন, 'আমি যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক'; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, 'আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব।' মানুষের রুচি রকম রকম, কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি। আমরা যে-রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্যকথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ (revolutionary), অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণই মানব জীবনের কর্ত্তব্য, তাহাও নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃ-পন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব। শ্রুতি বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলেন,— "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।"

আপনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার দেশের সকল লোকের ত' এদিকে রুচি উৎপন্ন হয় না। "গুরু" বৈষ্ণবকেও করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও "গুরু" বলা যায়। কিন্তু—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥"

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব, যিনি শতকরা (১০০%) ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ (১০০%) হরিসেবায় রত হইব না। শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

Platform speaker' or Professional priest' গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপন পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবত পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত পাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেস করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটী মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ। ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে প্রত্যেক গ্রাসে প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন।

Stipend-holder or a contractor cannot explain the Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not. পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥"

পুরাণতীর্থ হইলেই যে ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোক-চিত্তরঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও 'ভাগবত' হইতে বহু দূরে। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,— "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি

শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

"সতাং প্রসঙ্গাৎ"—কথাটি লক্ষ্য করিবেন। 'হৃৎকর্ণ-রসায়ন' বলিতে বহির্ম্মুখের ইন্দ্রিয়-তর্পণজনক নহে, পরন্তু সেবোন্মুখের চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন বা সেবা-লৌল্যপর।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই পুরীধামে গোপীনাথ মিশ্র-নামে এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত-পাঠের পাঠী হইয়া জনৈক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত পাঠ করিয়া বিদ্ধভক্তি-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের আকর স্বরূপ হইয়াছেন। তিনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের সন্নিকটে ভক্তি-মণ্ডপের তলদেশে শুদ্ধ ভগবদালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান জগতে তাঁহার আনুগত্যেই ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। ঢঙ্গকুল বা কপট-সমাজ স্ব-স্ব অসদভিপ্রায় লইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,— "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যে-ব্যক্তি নিজে

'শ্রীমদ্ভাগবত' নয়, তাহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হয় না। সেই ব্যক্তি তাঁহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত্ত উৎপন্ন করে মাত্র। নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্য খান, ভাগবত-নিন্দিত স্ত্রীসঙ্গ গৃহব্রত-ধর্ম্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ 'ভাগবত-পাঠী' বলিয়া মুখে বলেন। তাঁহাদের জিহ্বায় কি প্রকারে অভিন্ন ভগবদ্বস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাঁহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁহার প্রবল, যাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন,—"যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ 'ভাগবত' পড়েন, তাঁহাদিগের হরিসেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও!" পরন্তু ভাগবত-দিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ" (ভাঃ ১১।১৯।৪১ ।

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের 'ভাগবত' পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেট-পূজা করাকে যাঁহারা গর্হণ করেন,—যাঁহারা সত্য-সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, জগতের লোককে 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' করেন, আমরা কেনই বা না তাঁহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত কার্য্য সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব, তাহারাও ত' ভিক্ষা করে তাহাদেরও ত' অর্থের আবশ্যক হয়!! পরন্তু বিষয় তাহা নহে; যাঁহারা সত্য-সত্য 'ভাগবত' পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না, অথবা ঠাকুর সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না। কিম্বা ভগবত-সেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গু-বৈরাগীর জড়-প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়—এই ভয়ে আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি 'তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি অবৈদিক'—'নাস্তিক'—হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের গোড়ায়-ই লিখিয়াছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

গুরু কখনও 'প্রেয়ঃ-পন্থা' স্বীকার করেন না, তিনি—শ্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—'গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই!" গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা 'আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না' বলিয়া তাঁহাকে গুরু-পদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময়ে 'গুরু' করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরুকরণ কার্য্যটা বর্ত্তমানকালে এক শ্রেণী লোকের মধ্যে নাপিত ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা 'ফ্যাসন'।

সত্য জানিবামাত্রই আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটি হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য বাকী আছে, কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"। অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না। শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে একটি পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ-মহিষাদি শক্তিপূজার আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগ-মহিষগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগমহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রামকৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য্য

মহাশয় দ্রব্যসম্ভার বিশেষতঃ পূজার মহিষ ছাগগুলির জন্য পথপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, আত্মজ এবার মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে'; কিন্তু পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামকৃষ্ণ, তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি"? রামকৃষ্ণ উত্তর করিল "পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আমি আজ একজন পরমবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি"। এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"রামকৃষ্ণ, আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে! মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্থগুলি পর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে! তারপর তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে গেলে! আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না। না হয় তুমি কোন শাক্ত-ব্রাহ্মণকে 'বৈষ্ণব' বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে। তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে তুমি আজ চূণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ। মায়ের কোপে যে সর্ব্বনাশ হইবে।"

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্যকথা শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই জাগতিক কর্ত্তব্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতে কাহারও কথা শুনিবে না—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥" (ভাঃ ৫।৫।১৮)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ

'স্মার্ত্ত', 'পরমার্থ'-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী তাঁহারা স্বভাবতঃ 'পরমার্থ'-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত নন। নিজ-নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ-নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এইরূপ বিভাগের কর্ত্তা— বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎ-পাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সে'-উদ্দেশ্য এই—স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বশে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত-পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করতঃ যখন ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিধিবিধান—কর্ম্মপর

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি, সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইঁহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

অধিমাস সৎকর্ম্ম-হীন, ইহার নামান্তর মলমাস

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত্ত-শাস্ত্র সর্ব্বসৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-গত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন **'অধিমাস'** কর্ম্মহীন হইয়া গেল। **অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই।** চান্দ্র-মাস ও সৌর-মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া

মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে **মলমাস** বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। **মলিম্লুচ** (চোর), মলিন-মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরি-ভজনোপযোগী

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরি-ভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। **এমত কি কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।** এই মাসে বিশেষ ভজন বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

অধিমাসের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য, এবং ইহার 'পুরুষোত্তম' আখ্যা প্রাপ্তি

নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-পতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করতঃ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ **পুরুষোত্তমঃ**॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য **মাসানামধিপো ভবেৎ**॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ **নিষ্কামোঽয়ং** ময়া কৃতঃ॥

---

* শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—ষড়বহ্নি-ত্রিহুতাশাঙ্কাতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। খচতুষ্ক সমুদ্রাষ্ট কুপঞ্চ রবিমাসকাঃ॥ অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবিমাস ৫১৮৪০০০০। অতএব রবিমাণে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্ ॥
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন ॥
য এতস্মিন্মহা মূঢ়া জপ-দানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ ॥
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্ ॥

ইহার অর্থ এই যে—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে **পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে**। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই **অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি** হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। **এই মাসটী নিষ্কাম**। যিনি অকাম হইয়া বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই **পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না**। যে-সকল মহা মূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পর-ভাগ্যোপজীবি হইয়া স্বপ্নেও কিছু মাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ইতিহাস বর্ণন

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে 'মেধা-ঋষির' কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা-প্রোক্ত 'পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য' শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে-জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা—

এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তম-মাসাদ্য-ব্রতং চেরুর্ব্বিধানতঃ॥
তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গতকণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে॥

পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে বাল্মীকি-কথিত দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্তও পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষ-রূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধি

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে,—

সমুদ্রগা নদী-স্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
বাপী কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ॥
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া—

সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদ্গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য্যং গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তমমাস-কৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য, যথা—

পুরুষোত্তম মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥

বাল্মীকি কহিলেন—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। যথা—

ষোড়শোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য, যথা—

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ-পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম॥

পুরুষোত্তমমাসে অকরণীয়

এই শাস্ত্রে পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত সর্ব্ব বর্ণধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থ শেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন—

ভারতে জন্মুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমং।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ॥
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রাণ্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥

ভারতে জন্ম-লাভ করতঃ গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না। দুর্ভাগাগণ জন্মজন্ম মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। এই পুরুষোত্তম মাসে হে দ্বিজবরগণ! বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্নভোজন ও পরকার্য্য করিবে না।

পুরুষোত্তমমাসে করণীয়

বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমং।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বসাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থফলদায়কঃ॥

গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণং।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ং॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরা প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥
ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরং।
লসৎ পীত-পটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমং॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমং।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥

বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ পুরুষোত্তম আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তম-সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বার্থ ফল-দায়ক। 'গোবর্দ্ধনধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নব-ঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থির কৃত্য

পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল **স্বনিষ্ঠ পরমার্থির** পক্ষে বিধেয়। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী** স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন'-নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম-ব্রত-পালন' করিতে অধিকারী। **নিরপেক্ষ ভক্তগণ** ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি দ্বারা 'শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সেবন'-নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে 'শ্রীহরি-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন'-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাস জিতাত্মনঃ॥

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা। সর্ব্ব সময়েই স্বাভাবিকী ভক্তি-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্ত-শুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

একান্তিদিগের স্বাভাবিক রুচি ও করণীয়

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তিদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরম-প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ॥

একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা এই দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালন-করণে এতদূর আগ্রহ যে, অন্যকৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রি-সেবা কোন বিশেষ ভাবের সহিত তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়; সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি-বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তী ভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয়

ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও একান্ত ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্ত-মাত্রেরই প্রিয়মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪০)

দৃশ্যকাব্যে রসভাবনা

কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য রঙ্গভূমিতে নট-নটী-দ্বারা অভিনীত হয়, তাহা দৃশ্যকাব্য। আর যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম শ্রব্য-কাব্য। যাত্রা বা থিয়েটার অভিনয় দর্শন করিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তিতে রসোদয় হইতে পারে, তাহাই অবলোচিত হইতেছে। সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গ লইয়া যে-নাট্য রচিত হয়, সেই নাট্যরস-বিচারে যাহারা বিজ্ঞ, তাহারা লৌকিক নাট্যরসবিৎ। তাহাদের মতে চতুর্বিধ ব্যক্তির পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব। এজন্য তাহাদের পক্ষ চতুষ্টয় আছে—১) অনুকার্য্য, ২) অনুকর্ত্তা, ৩) সামাজিক এবং ৪) সহৃদয় অনুকর্ত্তা। অভিনেতা যাহার চরিত্র অভিনয় করে, সেই নায়ক অনুকার্য্য। নট (অভিনয়-কারী) অনুকর্ত্তা। নাট্য কাব্য দর্শন ও শ্রবণকারী স্বচ্ছচিত্ত সভ্য সামাজিক। অভিনেতা নট স্বচ্ছচিত্ত হইলে সহৃদয় হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের আধিক্যই স্বচ্ছচিত্তের হেতু। তাহা প্রকাশাত্মক। সত্ত্বগুণপ্রকৃতি ব্যক্তির চিত্তে কাব্য-নাটক প্রতিফলিত হইয়া তন্ময়তা উপস্থিত করিলে রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

প্রাচীন নায়কে (অনুকার্য্যে —যাহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য বা নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার প্রীতির সহিত আশ্রয়ালম্বন, উদ্দীপন বিভাব-অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসকল সম্মিলিত হয়। এজন্য প্রাচীন নায়কে মুখ্যভাবে রসের প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। আর যে-নট তাহার চরিত্র অভিনয় করে, তাহার সহিত বিভাবাদির সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না। অভিনেত্রীর অভিনয়-কৌশলে তাহাতে নায়িকার আরোপ হওয়ায় বিষয় বা আশ্রয়ালম্বনাদি ভাবসকল ব্যক্ত হয়। এজন্য তাহাতে গৌণভাবে রসের প্রবৃত্তি সম্ভব। প্রাচীন নায়কে মুখ্য এবং নটে গৌণভাবে রসের প্রবৃত্তি।

লৌকিক রসবিদ্‌গণ প্রথম পক্ষকে তাদৃশ যুক্তিসহ বলেন না। কারণ প্রাচীন নায়ক-নায়িকা মর্ত্ত্য জগতের লোক, তাহাদের জীবনের অনিশ্চয়তা আছে। তাহাতে লৌকিক প্রীতির ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। আর জাগতিক বিঘ্নদ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে চঞ্চলতা হওয়াও সম্ভব। সুতরাং তাদৃশ মনোবৃত্তিযুক্ত নায়কে রসের নিষ্পত্তি অসম্ভব। নট যদি নায়কের ভাবে বিভাবিত হইয়া বিশ্ব ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে রসের নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে।

লৌকিক রসবিদ্‌গণ দ্বিতীয় পক্ষেরও সারবত্তা উপলব্ধি করেন না। কারণ নট শিক্ষাদ্বারাই নায়কের চরিত্র অভিনয় করে, তাহাতে সহৃদয়তার কোন প্রয়োজন থাকে না, এজন্য নটের রসোদ্বোধ হইতে পারে না। একমাত্র সামাজিকে রসোদ্বোধ সম্ভব। দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য দেখিয়া শুনিয়া অনেকে জগৎ বিস্মৃত হয়। তাহাদেরই রসোদ্বোধ হইবার সম্ভাবনা।

ভগবদ্ রসবিদ্‌গণের অনুকার্য্য, অনুকর্ত্তা ও সামাজিক সর্ব্বত্র রস স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ তাহাতে লৌকিকত্বাদি হেতুর অভাব আছে।

অলৌকিক ভগবৎ-প্রীতিরসে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরিকরগণ অনুকার্য্য। লৌকিক অনুকার্য্যে লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও ভয়াদি দোষ থাকায় তাহাতে রসোদয় হওয়া অসম্ভব। শ্রীভগবান্ ও ভক্ত অলৌকিক অনুকার্য্য হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ তিনটী দোষ থাকে না। তাঁহাদের হৃদয়স্থিত নিত্য প্রবহমান রস অনুকর্ত্তা প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়কে রসময় করিয়া তোলে।

এইরূপে অনুকার্য্যে রস স্বীকার করিলেও অনুকর্ত্তায় রসোদয় স্বীকারে আপত্তি হইতে পারে, সাধারণ নট অনুকর্ত্তা হইতে পারে না। ভক্তই অনুকর্ত্তা হওয়া চাই। তাহা হইলেও তাহার অনুকরণ শিক্ষামাত্র হইলে তাহাতে রসোদয় সম্ভব হয় না।

লৌকিক অনুকার্য্যে লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও সান্তরায়ত্ব আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে রসোদ্বোধ স্বীকার করা যায় না। লৌকিক নায়ক-নায়িকার ভয়াদি উপস্থিত হইলে প্রীতিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মহাভয়, অন্য উপদ্রব অথবা সুখাতিশয্য ভক্তগণের প্রীতিভঙ্গ করিতে পারে না। নির্দ্দয় দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর উদ্ভাবিত অশেষ ভয় বা ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য-প্রলোভন প্রহ্লাদের প্রীতিভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। লোকভয়, ধর্ম্মভয় বা গুরুগঞ্জনাদি ব্রজদেবীগণের প্রীতি হ্রাস করিতে পারে নাই। জন্মান্তর প্রাপ্তিরূপ ব্যবধান গজেন্দ্র বা বৃত্রাসুর প্রভৃতির প্রীতিভঙ্গ করিতে পারে নাই। বৃত্রাসুর পূর্ব্বজন্মে শ্রীচিত্রকেতু নামক রাজা ছিলেন, তিনি দেবর্ষি নারদের কৃপায় ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে পার্ব্বতীর শাপে অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি ছিলেন। সেইজন্মে তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। পরে অগস্ত্য ঋষির শাপে হস্তীজন্ম লাভ করিলেও তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি নষ্ট হয় নাই। রাজর্ষি ভরতের ভগবৎ-প্রীতি পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর

লাভেও নষ্ট হয় নাই। যে ব্রহ্মানন্দ সকল ভুলাইয়া দেয়, শ্রীশুকদেব সেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রীতিরসে মগ্ন হইয়াছিলেন।

রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব বলে। সেই বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। রতির বিষয়ালম্বন শ্রীভগবান্, আর আশ্রয়ালম্বন ভক্তগণ।

উদ্দীপন বিভাব—শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শিঙ্গা, শঙ্খ, পদচিহ্ন, লীলাভূমি, তুলসী, ভক্ত ও হরিবাসরাদি।

উদ্দীপন বিভাবের অলৌকিকত্ব বিচারে দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক—তাঁহার সম্পর্কে লৌকিক বস্তুসকলের অলৌকিকত্ব এবং নর-লীলায়ও তাঁহার গুণচেষ্টাদির অলৌকিকত্ব। বংশী-শৃঙ্গাদি লৌকিকবস্তু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐসকল অলৌকিক। শ্রীহরির চরণার্পিত তুলসীর গন্ধে ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির চিত্ততন্তুর ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। জগতের অন্য কোন বস্তু তাঁহাদের চিত্তক্ষোভ জন্মাইতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীহরির চরণে অর্পিত তুলসীর গন্ধে ক্ষোভের উদয় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে ইন্দ্রাদিদেব-গণের মোহ জন্মিয়াছিল। তদ্দ্বারা বেণুর অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইল। কারণ-রূপ বিভাবসকল যেমন অলৌকিক, কার্য্যরূপ অনুভাবও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণে জঙ্গম প্রাণীসমূহের স্তম্ভভাব—বৃক্ষসকলের পুলকোদ্গম হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়শূন্য বৃক্ষাদির যাহাতে পুলক হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্পন্ন মানবে তাহার অনুভাব যে কতটা অদ্ভুত, তাহা বর্ণনাতীত। অন্যান্য অনুভাবও এই প্রকার। যথা—বংশীধ্বনি-শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য, যমুনা-জল স্তম্ভন, প্রস্তরের দ্রবীভাব ইত্যাদি।

ভগবদ্‌বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে অনুকর্ত্তাও ভক্ত হওয়া আবশ্যক। অন্য জন তাহার অনুকরণ করিতে পারে না, অনুকর্ত্তা ভক্ত হইলে তাঁহার ভক্ত-বিষয়ক রসের উদয় হয়। তবে ভগবচ্চরিত্র অনুকরণ কর্ত্তার ভগবদ্‌বিষয়ক রসের উদয় হইলে তাহা ভক্তিবিরোধী। এজন্য ভগবদ্‌রসের অনুকরণ হয় না।

ভগবল্লীলাবিষয়ক দৃশ্যকাব্যে শ্রীভগবান্ ও ভক্ত—উভয়ের চরিত্রই অভিনীত হয়। অনুকর্ত্তা উভয়ের ভূমিকাই গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবিষয়ক দৃশ্যকাব্যে বিভিন্ন অভিনেতাকে শ্রীরাম ও হনুমানের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। হনুমানের ভূমিকা গ্রহণকারীর দাস্য-রসোদয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণকারীর হনুমান বিষয়ে বাৎসল্যরসের উদয় সম্ভব

হয় না। এজন্য শ্রীরামচন্দ্রের অভিনয়কারী ব্যক্তি রসোদয়ের অনুকরণ করেন না। ভগবল্লীলাবিষয়ক অভিনয়ে ভক্তিই ভক্তের হৃদয়ে রসের আবির্ভাব করান। নিজাশ্রয় ভক্তে সেবকভাব রক্ষাকরাই ভক্তির স্বভাব। অনুকর্ত্তা ভক্তে ভক্তরস উদিত হয়। এ রসের বিষয়াবলম্বন শ্রীভগবান্। অনুকর্ত্তা ভক্তে ভগবদ্রস উদিত হইলে "আমি ভগবান" এরূপ অভিমান হওয়া প্রয়োজন হয় তাহা ভক্তিবিরোধী ভাব। এজন্য অনুকর্ত্তা ভক্তে ভগবদ্রস প্রায়ই উদিত হয় না। যে ভক্ত নট ভগবচ্চরিত্র অভিনয় করেন, তিনি ভগবান অনুকার্য্য ভক্তের প্রীতি যেমন আস্বাদন করেন, তাহাই অনুভব করেন, নিজের আস্বাদ্য ভাবিয়া অনুভব করেন না।

ভক্তিদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের হৃদয়ে ভক্তিরসের উদয় হয় না, এজন্য অলৌকিক রস বা ভক্তিরসে অনুকর্ত্তার মত সামাজিকও (শ্রোতা) ভক্ত হওয়া আবশ্যক। অভক্ত সামাজিক রসাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারে না।

—পরিব্রাজাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

উপনিষৎ-সার

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ

প্রশ্নোপনিষৎখানি অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত। মুণ্ডকোপনিষদের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও পৃথক্ গ্রন্থরূপে গণ্য হয়। বস্তুতঃ ইহা যে অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাকে ষঠ্-প্রশ্নী উপনিষৎও বলিয়া থাকে।

কোন সময়ে ভরদ্বাজমুনিতনয় সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশ-সম্ভূত সৌর্য্যায়ণী, অশ্বলসুত কৌসল্য, ভৃগুবংশীয় ভার্গব এবং কত্য মুনির প্রপৌত্র কবন্ধী—এই ছয়জন মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদের সমীপে সমিৎপাণি হইয়া উপনীত হইলেন এবং পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি প্রশ্ন-কর্ত্তৃগণকে বলিলেন,—"আপনারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-পালন করতঃ তপস্যা-নিবন্ধন এক বৎসর এখানে অবস্থান করুন। ইহার পর আপনারা যেমন প্রশ্ন করিবেন, আমার জানা থাকিলে আপনাদিগকে বলিয়া দিব।"

জ্ঞান অনেক লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হীন-মনোবৃত্তির কারণ উহার মহত্ত্ব বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এরূপ জ্ঞান নিষ্ফল হইয়া থাকে। অনেক সময় জ্ঞান অহঙ্কারকে বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রাচীন রীতি এই ছিল যে, সৎপাত্রকে উচ্চকোটি জ্ঞান দান করিতে হইবে। তাহা হইলে দুরূপ-যোগের কোন আশঙ্কা থাকে না। এতৎ সম্পর্কে উপযুক্ত-পাত্রতার পরীক্ষা চারি প্রকার ছিল যথা,—১) শ্রদ্ধা, ২) ব্রহ্মচর্য্য, ৩) তপঃ, ৪) ধৈর্য্য। প্রথমে এই গুণের বিকাশ-সাধন করিতে হইবে, পরে শিক্ষাদান করিতে হইবে—প্রাচীন গুরুকুলের ইহাই প্রথা ছিল। উহার দিগ্‌দর্শন এই প্রশ্নোপনিষদে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তপস্যাচরণ, শ্রদ্ধা (গুরুসেবা) ও ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক একবৎসর গুরু-গৃহে অবস্থানের পর মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট ছয়জন মুনি ক্রমান্বয়ে পৃথক-ভাবে ছয়টি প্রশ্ন করিলেন এবং মহর্ষিও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। ইহাই প্রশ্নোপনিষদের সারকথা।

অতঃপর উত্তরসম্বলিত প্রশ্নগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন—কবন্ধী মুনি প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্! (হে মহা-প্রভাবশালিন্!) এই পরিদৃশ্যমান দেবতা ও মনুষ্যাদি-লোকসকল কোথা হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে?

উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে মুনে! বেদে প্রসিদ্ধি আছে যে, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর প্রজাপতি পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টিহেতু সঙ্কল্পরূপ তপস্যা অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তৎফলে **রয়ি** নামে চন্দ্র ও **প্রাণ** নামে সূর্য্য এই স্ত্রী-পুরুষরূপ যুগল উৎপন্ন হইল। আদিত্য অদনকর্ত্তা বা ভোক্তা (আত্মা) বলিয়া প্রাণশব্দ উক্ত এবং ভোগ্যবস্তু প্রাণের মনোরঞ্জনকারিণী বা আনন্দদায়িনী বলিয়া রয়ি (অন্ন) শব্দবাচ্য হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর উক্ত দম্পতিদ্বয়কে নিমিত্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ঠ হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, 'প্রাণ' ও 'রয়ি' হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি। এখন সেই প্রাণের জীবদেহে ভোক্তৃত্ব-নিশ্চয়হেতু দ্বিতীয় প্রশ্নের সূচনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভার্গব মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহর্ষে! (হে পূজ্যপাদ গুরুদেব!) ১) কতগুলি দেবতা এ জীবশরীরকে ধারণ করিতেছে? ২) সেই দেহধারণগণের মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা এই

শরীর ও তাহার কার্য্য প্রকাশ করিতেছে? ৩) কোন্ দেবতাই বা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ?

উত্তর—মহর্ষি বলিলেন, হে ভার্গব! আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভুত, চক্ষুঃ, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষোড়শ দেবতাই দেহের ধারক ও বিষয়ের প্রকাশক। উক্ত অভিমানী দেবগণ কোন এক সময়ে ধারণ ও প্রকাশন বিষয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন। কিন্তু মুখ্য প্রাণ জীবদেহে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরকে অবলম্বন করিয়া ধারক ও প্রকাশক হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইলে কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্যক্ষমতা থাকে না, অতএব মুখ্যপ্রাণই শ্রেষ্ঠ দেবতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রশ্ন—কৌসল্য মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্! ১) কোন্ পুরুষ হইতে প্রাণের জন্ম হয়? ২) কিরূপে প্রাণ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হন? ৩) কি প্রকারেই বা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরে অবস্থান করেন? ৪) কোন্ রূপেই বা দেহ হইতে নির্গত হন? ৫) কিরূপভাবে অধিভূত এবং অধ্যাত্ম বিষয় ধারণ করিয়া থাকেন?

উত্তর—মহর্ষি বলিলেন,—হে কৌসল্য! এই প্রাণ পরমাত্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। কায়ার কার্য্য যেমন ছায়া, সেইরূপ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রতিবিম্বই প্রাণ। —প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

জীব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলজাত দেহ প্রাপ্ত হয় এবং এই দেহে সেই প্রাণ পরমাত্মার প্রেরণাবশতঃ ছায়ার মত প্রবিষ্ট হয়। —দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

জীবদেহে প্রবেশের পর প্রাণ কিভাবে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া বলিতেছেন—যেমন সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি স্বীয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ এই মুখ্যপ্রাণ নিজ অংশভূত পঞ্চপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে যথাস্থানে নিযুক্ত করেন। প্রাণ-অপানাদির কার্য্যনির্দ্দেশ, যথা—মল-মূত্র-নিঃসারণহেতু অপান বায়ু যথাক্রমে পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে নিযুক্ত হন এবং মুখ্যপ্রাণ স্বয়ং চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ ও নাসিকাদেশে অবস্থিত হন। এই প্রাণ সমান বায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণ ও অপানের মধ্যস্থানে অর্থাৎ নাভিদেশে অবস্থান করেন। উদরের ভুক্ত অন্নকে জাঠরাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া

সারবস্তু শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালন করেন বলিয়া ইনি 'সমান' নামে প্রসিদ্ধ। সেই জাঠরাগ্নি হইতে সাতটি শিখা বহির্গত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ-রসাদি বিষয় প্রকাশ ও শ্রবণ-দর্শনাদি হইয়া থাকে। এই সমান বায়ুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—হৃদয়। জীবাত্মা অত্র হৃদ্দেশে বাস করেন।

এই দেহে একশত একটি প্রধান শিরা বা নাড়ী আছে। প্রত্যেকটির আবার প্রতিশাখা নাড়ী আছে। এইরূপ প্রত্যেক দেহে ৭২ হাজার প্রতি-শাখা নাড়ী আছে। ব্যানবায়ু নানাভাবে এই নাড়ীসমূহে বিচরণ করে। বস্তুতঃ প্রাণই সেই বায়ুতে অবস্থিত থাকিয়া নাড়ীকে চালিত করে। পূর্ব্বোক্ত নাড়ী সকলের মধ্যে একটি ঊর্দ্ধগামিনী নাড়ী আছে, তাহার নাম সুষুম্না। উদানবায়ু সুষুম্নার মাধ্যমে পুণ্যবান্‌কে স্বর্গে, পাপীকে নরকে এবং পাপ-পুণ্য মিশ্রিত ব্যক্তিকে নরলোকে লইয়া যায়। —তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

অতঃপর প্রাণকে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকরূপে বর্ণন করিতেছেন—বাহ্য জগতে সূর্য্যই অধিদেবত প্রাণ, কারণ সূর্য্যের প্রকাশিকা-শক্তিবলে জীব চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করে। ঐ প্রাণই অধিষ্ঠানভূত সূর্য্যের সহিত চক্ষুঃতে বিদ্যমান থাকিয়া চক্ষুঃ ও তদভিমানী প্রাণবায়ুকে ধারণ করিয়া অধ্যাত্ম হন। কর্ণ প্রভৃতিরও এইরূপ আধ্যাত্মিক বিভাগ রহিয়াছে। পৃথিবীতে যে অপানাখ্যা দেবতা, তিনিই অধ্যাত্ম অর্থাৎ জীবদেহে অপান বায়ুর ধারক। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে ধারক সমানবায়ু আছে, তিনিই অধ্যাত্ম-সমানবায়ু। যিনি বহির্ব্বায়ুধারক ব্যান, তিনিই শরীরস্থ ব্যানবায়ু। বাহিরে যে প্রকাশ-মান অগ্নি আছে, তাহাই জীবদেহস্থ উদানবায়ু। মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত উদানবায়ুর সাহায্যে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করে।

মৃত্যুকালে স্বীয় কামনাযুক্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত জীব মুখ্যপ্রাণে মিলিত হয়, পরে উদানবায়ুর সহায়তায় সেই প্রাণ জীবের কর্ম্মানুযায়ী প্রাপ্যলোকে জীবকে লইয়া যায়। —পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মুখ্যপ্রাণকে পরমাত্মস্বরূপজ্ঞানে উঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহার কখনও সন্তানবর্গের বিচ্ছেদ হয় না অর্থাৎ শোক-প্রাপ্তি হয় না। পরন্তু পরমাত্মার উপাসনার ফলস্বরূপ তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্তির অধিকারী হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ মন্থী মহারাজ**

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-দ্বন্দ্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৮ পৃষ্ঠার পর)

যে-সকল শুদ্ধভক্ত রহিল সংসারে।
সমর্পিত আত্মা তাঁরা নদীয়া-সুন্দরে॥
আসক্তি-রহিত আর সম্বন্ধ-সহিত :
তাঁদের সংসারে রহে হেন যুক্তভাব॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখে শুদ্ধ হরিনাম শুনি'।
'হরে কৃষ্ণ কহি নাচে যত বন্যপ্রাণী॥
শিবানন্দের কুকুর গৌর-আজ্ঞা পেয়ে।
প্রেমে মত্ত হৈয়া নাচে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে॥
কৃষ্ণ নাম জপি' তা'র হিয়া শুদ্ধ হৈল।
গৌর-আজ্ঞায় সিদ্ধ দেহে বৈকুণ্ঠে গেল॥
গৌর যবে যথা তথা করেন ভ্রমণ।
যে তাঁরে নেহারে সেই কহে কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণের মতই লীলা করে গোরারায়।
তবু যেন গৌর-লীলায় বৈশিষ্ট্য ভায়॥
শুক বলে কৃষ্ণ করে কালিয় দমন।
খলের নিগ্রহ লাগি' তাঁর হেন কাম॥
সারী বলে গৌর মোর খলে দিল কোল।
ক্রূরতা ভুলিয়া খল কহে হরিবোল্॥
নদীয়ার চাঁদকাজী হিন্দুদ্বেষী ছিল।
হিন্দুদের ঘরে ঢুকি' খোল ভাঙ্গি দিল॥
নৃসিংহমূর্ত্তিতে গৌর গিয়া তা'র ঘরে।
তা'র বক্ষ'পরে বসি' নখাঘাত করে॥
গর্জ্জন করিয়া কহে,— শুন ওরে কাজী।
সবংশে মারিব তোমা' খোল ভাঙ্গ যদি॥
হেরি' সে' নৃসিংহমূর্ত্তি কাজী হৈল ভীত।
কাতরে কাঁদিয়া বলে ক্ষম অপরাধ॥

দয়াল গৌরাঙ্গ তবে তারে ছাড়ি দিল।
সেই নখচিহ্ন কাজীর বক্ষেতে বিঁধিল ॥
বসিয়া বিরলে কাজী ভাবে মনে মনে।
বাধা নাহি দিব আর হিন্দুর কীর্ত্তনে ॥
হেনকালে কাজী-দ্বারে আসে গৌরহরি।
সঙ্গে তাঁর লক্ষ লোক গাহে হরি হরি ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কাজী কহে, 'বাবা গৌর।
এই নখ-চিহ্ন মোর ক্রূরতা করে দূর ॥
মোর বংশে কেহ বাধা দিবে না কীর্ত্তনে।
কৃষ্ণনাম ল'ব মুই তোমাদের সনে ॥
কাজীরে গৌর তবে দিলা আলিঙ্গন।
খল-শিরোমণি—হৈল সাধুর ভূষণ ॥
ফণীগণ হয় সদা ক্রূর স্বভাব।
তথাপি খলের রহে আরো ক্রূর-ভাব ॥
কাজীসম আরো খল ছিল শত শত।
তাদেরও গৌরাঙ্গ প্রভু দিল ভক্তিযোগ ॥
কালিয়-মস্তকে রাজে কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন।
কাজী-বক্ষে রহে নৃসিংহের নখ-চিহ্ন ॥

শুক বলে কৃষ্ণ মোর জগৎ-মোহন।
কৃষ্ণকে মোহিতে কেহ পারেনি কখন ॥
গো-বৎস ও গোপবালে লুকাইয়া রাখি'।
কৃষ্ণেরে মোহিতে চেষ্টা করিল বিরিঞ্চি ॥
পরমাত্মা কৃষ্ণ তবে সারা ব্রজপুরে।
গো-বৎস ও গোপশিশুরূপে খেলা করে ॥
ব্রহ্মা নেহারি তাহা ফাঁপরে পড়িল।
কৃষ্ণেরে মোহিতে গিয়া নিজেই মোহিল ॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরি ব্রহ্মা ক্ষমা চায়।
ব্রহ্মার সকল দোষ ক্ষমে শ্যামরায় ॥

সারী বলে গৌর স্বয়ং ব্রজের কানাই।
গৌরে মোহিতে পারে হেন কেহ নাই॥
গৌর-ভক্ত হরিদাসে পরীক্ষার লাগি'।
আসিল একদা তথা স্বয়ং মায়াদেবী॥
দেবীর অপূর্ব্বরূপ দিব্য জ্যোতি ভরা।
দেখিলে চমক্ লাগে এত মনোহরা॥
যুবা- হরিদাস-সঙ্গ করিয়া কামনা।
সেই দেবী তিন রাত্রি করে আনা-গোনা॥ (ক্রমশঃ)

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**, কবিভূষণ

মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য

বহু প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। একদিন মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন যে, তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে চান। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! এই ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা যদি আমার হয় তাহা হইলে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"না, ইহাদ্বারা তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। তবে ধনসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ অলৌকিক সুখভোগে যাপিত হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখভোগে অতিবাহিত করিতে পারিবে; কিন্তু **'বিত্তের দ্বারা অমৃত-লাভের কোন আশা নাই'** জানিবে।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—"যে ধন বা ধনসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অতএব হে ভগবন্! আপনি যাহা অমৃতের সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দের সহিত মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—"মৈত্রেয়ী! তুমি আমার প্রিয়া ছিলে, বর্ত্তমানেও তুমি আমার চিত্তের অনুকূল প্রিয়বাক্যই বলিতেছ। তুমি আমার নিকট উপবেশন কর। আমি তোমার নিকট

আত্মতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিতেছি; খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া আমার কথাগুলি শুনিও। মৈত্রেয়ি! পতির প্রয়োজনের জন্য কোন পত্নী পতির প্রিয়া হন না; কিন্তু নিজের সুখের জন্য পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। এইরূপ পত্নীর প্রয়োজনের জন্য পত্নী কখনও পতির প্রিয়া হন না। কিন্তু নিজের সুখের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, তাহা পুত্রের সুখের জন্য নহে, আত্মসুখের জন্যই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন। যেমন ধনের প্রয়োজন-সিদ্ধি হউক বা ধনের সুখ হউক, এজন্য লোকে ধনকে ভালবাসে না; পরন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোকে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন না, নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত রাজা প্রজার প্রিয় হন না; কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই রাজা প্রজার প্রিয় হইয়া থাকেন। স্বর্গের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য লোকে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে না; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্যই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। দেবতাগণের প্রীতির জন্য লোকে দেবতাগণকে ভক্তি করেন না; কিন্তু নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই দেবতাগণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রাণিগণের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হন না; বরঞ্চ স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকের প্রিয় হইয়া থাকেন। দুগ্ধ-লাভের জন্য গাভীকে যত্ন করিলে গাভীর প্রতি প্রীতি প্রমাণিত হয় না, উহা নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই প্রমাণিত হইয়া থাকে। মাতা স্নেহ-ভরে সন্তানকে যখন চুম্বন করে, তখন সন্তান ক্রন্দন করিলেও সে তাহাতে বিরত হয় না, কেন না, মাতা নিজের সুখের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকে,—সন্তানের সুখের জন্য নহে। হে মৈত্রেয়ী! অধিক কি বলিব? **লোকে স্ব-স্ব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে।** অতএব **পতি, পুত্র বা ধনাদির প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল কপটতা।** সেই কপটতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি সকলের নিত্যপ্রিয়, একমাত্র তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহাকেই দর্শন কর, তাঁহারই কথা শ্রবণ কর, তাঁহারই কথা মনন কর, তাঁহাকেই ধ্যান কর। তাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হইবে, তাঁহাকেই ভালবাসিলে সকলকেই ভালবাসা হইবে।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

দেহারামতা

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ লোকে 'কামে'র যে সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া থাকে তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষাভিমানীর ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধগত সম্ভোগ-প্রবৃত্তি উদ্দিষ্ট হয়; কিন্তু কামে'র রাজত্ব আরও অনেক ব্যাপক। সেই ব্যাপক অর্থে কৃষ্ণেতর কামনা বা অন্যাভিলাষকেই 'কাম' বলা যায়। কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কামনা বদ্ধজীবমাত্রের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এই নিসর্গ বহুরূপে তাহার বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। দেহারামতা সেই কামের প্রকারভেদ। কৃষ্ণ-সেবা বিস্মৃত হইয়া আমরা বিভিন্ন যোনি-ভ্রমণ-কালে দেহারামী কামী হইয়া পড়িয়াছি। মাতৃগর্ভে থাকা-কালেও অজ্ঞানাবস্থায় দেহের আরাম অনুসন্ধান করি, ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র সর্ব্বক্ষণ দেহের আরামেরই অন্বেষণ করিয়া থাকি। বাল্যে, কৈশরে, যৌবনে, প্রৌঢ়কালে ও বৃদ্ধকালে, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, জাগরণে ও নিদ্রায়, অজ্ঞানাবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় সকল সময়ই দেহের আরাম খুঁজিয়া বেড়াই। এই দেহারামতার জন্যই গৃহারামতার আবশ্যক হয়। জাড্য, আলস্য, ঔদাসীন্য, নির্জ্জনপ্রিয়তা, স্বজন বা জনপ্রিয়তা, বদ্ধজীবের সকল ধর্ম্মই দেহারামতারূপ কাম হইতে প্রসারিত হয়। দেহারামতা হইতে মনের নানাপ্রকার খেয়ালেরও উৎপত্তি হয়। 'এই জিনিষটি আমার ভাল লাগে, ইহা ভাল লাগে না, এই স্থানে ভাল লাগে, সেই স্থান ভাল লাগে না',—এইরূপ লক্ষ লক্ষ 'ভাল-লাগালাগি' বা 'ভাল-না-লাগালাগি' দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম হইতে উদ্ভূত হয়। দেহারামতা এইরূপ জাড্য আনিয়া দেয় যে, কিছুতেই তাহা একঘেয়ে জীবনের গতিকে, গৃহারামতাকে ভাঙ্গিতে দেয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের মঙ্গলময় উপদেশ তিক্ত বোধ হয়। তাঁহাদিগকে বন্ধুর পরিবর্ত্তে 'শত্রু' মনে হয়; তাঁহাদের বিচারকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া কল্পিত হয়।

দেহারামতা চেতন-রাজ্যের উপদেশ-সমূহকে কিছুতেই কর্ণে প্রবেশ করিতে দেয় না, ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। দেহারামতা জীবকে চেতনা-বিজলি-সঞ্চারের বা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বর্গের শক্তি-সঞ্চারের পক্ষে নিজের দেহকে একটী non-conductor প্রস্তরের মত stumbling block করিয়া রাখে। কিছুতেই, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শক্তি-সঞ্চার বরণ করিব না, কিছুতেই আমায় তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে দিব না,—এইরূপ এক

ভীষণ জড়তা, দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম বদ্ধজীবের হৃদয়ে আনিয়া দেয়। যে গুরু-বৈষ্ণবের বাণী পালন করিলে মুহূর্ত্ত অপেক্ষাও অনেক অল্প সময়ের মধ্যে অনর্থনির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইতে পারে সেইরূপ পরমপ্রয়োজন-প্রাপ্তিকেও দেহরামতার জাড্য নির্ব্বাসিত করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় না।

গৃহব্রতধর্ম্মের মূল কারণই—'দেহারামপ্রিয়তা'। দেহের আরামের জন্যই আমরা গৃহ-রচনা করিয়া থাকি, দেহের আরামের জন্যই আমরা মাতা, পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদির আশ্রয় অনুসন্ধান করি; দেহের আরামের জন্যই আমরা 'আমি না দেখিলে তাহাদিগকে কে দেখিবে?' 'আমি রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে',—এইরূপ শত শত কল্পনা করিয়া থাকি। দেহারামতার জন্যই আমরা 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' কৃষ্ণই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস করিতে পারি না; কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না; দেহারামতার জন্যই অনুকূল-বিষয়ে সঙ্কল্প করিতে পারি না, প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিতে পারি না। অনুকূল-বিষয়ে সঙ্কল্প করিলে পাছে দেহারামতার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, গৌরাঙ্গবিরোধীজনের মুখ না হেরিব'; 'গৌরাঙ্গ-বিরোধী নিজ-জনে জানি পর'; "ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধু-নিচয়া, হরৌ ভক্তে ভক্তো ন খলু যদি তেষাং সুমমতা। অভক্তানামন্নগ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং, কথং তেষাংসঙ্গাৎ হরিভজনসিদ্ধির্ভবতি মে"। প্রতিকূল-বর্জ্জনের জন্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই সকল বাণী দেহারামতা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়েই পালন করিতে পারি না। দেহারামতার জন্যই কপট হইয়া পড়ি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহি, সমন্বয়বাদী হইয়াও নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ি। দেহারামতার বৃদ্ধির জন্যই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার ভিখারী হই।

কনকের কি প্রয়োজন? তাহা আমার দেহকে রক্ষা করিবে—দেহের আরাম দান করিবে। কামিনীর কি প্রয়োজন? তাহা আমার দেহের আরাম-প্রিয়তার প্রশ্রয় প্রদান করিবে। প্রতিষ্ঠারই বা কি প্রয়োজন? তাহা আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আরামের পরিপোষকতা করিবে। লোকে আমাকে প্রশংসা করিলে আমার মন প্রফুল্ল হয়। এই যে সূক্ষ্মদেহের আরামপ্রিয়তা—ইহাই প্রতিষ্ঠাশার জননী। দেহারামতা আমাকে সাধুসঙ্গে গুরুগৃহে থাকিতে দেয় না; দেহারামতা আমাকে ঘড়ি ধরিয়া সাধুর কথা

শুনিবার (?) দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করে। শুনা যায়, পাশ্চাত্ত্যদেশে খুব বেশী হইলে ৪৫ মিনিটের অধিক সময় কেহ ধর্ম্মের কথা শুনিতে পারে না ; তাহাও এক বক্তার মুখে নহে, যদি ভিন্ন ভিন্ন বক্তার মুখ হইতে চাট্‌নি পাওয়া যায়, তবে সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ (?) শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করা যায়। এই-সকলই দেহারামপ্রিয়তার নিদর্শন। গুরুগৃহে বাস বা মঠবাস করিলে, কিম্বা কোন দায়িত্বপূর্ণ সেবা-কার্য্য স্কন্ধে গ্রহণ করিলে দেহারামতারূপ কামের ব্যাঘাত হয়। এজন্যই আমরা সাধুসঙ্গে বাস ও দায়িত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করিতে পারি না। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু এই প্রকার দেহারামী ও গৃহারামী গৃহব্রতগণ যখন তাঁহাদের অবসর ও সুযোগ মত মঠের সেবা (?) বা হরিকথা শুনিবার (?) ব্যপদেশে মঠে বেড়াইতে আসিতেন, তখন তাঁহাদিগকে মঠের guest বা 'অতিথি' বলিয়া আখ্যা দিতেন অর্থাৎ ইঁহারা মঠের নিত্য-সেবক নহেন, মঠকে 'গৃহ' করেন নাই। শ্রীসঙ্কর্ষণাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কর্ষণ কার্য্যের জোয়ালটী ঘাড়ে গ্রহণ করেন নাই, মঠ বা গুরুসেবার সহিত নিজের সত্তাকে ঐক্যতানে গ্রথিত করেন নাই ; গৃহই ইঁহাদের নিত্য কেন্দ্র, মঠ একটি বেড়াইবার স্থান—আরাম-ভবন বা শান্তি-ভবন। ইঁহারা বাহিরের লোকের মত মঠে আসেন ও কিছু 'কর্ম্ম' করিয়া যান, **সেবার জন্য সেবা** করেন না। আমাদের এতগুলি মঠ-মন্দির আছে, এতগুলি ধর্ম্মশালা আছে, এতগুলি তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্য-নিবাসে গৃহ-অট্টালিকা-মন্দিরাদি আছে,'—এইরূপ গর্ব্ব করিবার জন্য ও প্রয়োজনানুসারে তাহা হইতে স্ব স্ব সুখ-সুবিধা লাভ-পূজা আহরণ করিবার জন্য কেহ কেহ মঠের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন, মঠে বেড়াইতে আসেন, দুই চারিটি কার্য্য করিয়া দিয়া কিংবা মাসিক বা বাৎসরিক কিছু চাঁদা বা এককালীন কিছু দান, কিংবা কিছু সময়ের জন্য কিছুটা কার্য্য-তৎপরতা দেখাইয়া return-ticket-এ গৃহলক্ষ্মীর অঞ্চলে নিত্য-আবদ্ধ চিত্ত ও দেহকে লইয়া পুনরায় স্ব স্থানে (?) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল নরহরি প্রভু বলিতেন যে, এই সকল ব্যক্তি গুরুসেবার জন্য কখনও আত্মবলিদান করিবেন না ; কারণ, তাহারা দেহারামতার নিকট নিজ-সত্তাকে বলিদান করিয়াছেন। আমি শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া চটিয়া যাইতাম,—ইহাও আমার দেহারামতারই আর একটি লক্ষণ। সর্ব্বকালিক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবক না হইতে পারিবার জন্য অন্য কোন কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে না,—

একমাত্র দেহারামপ্রিয়তা ছাড়া। আমরা অনেকেই অনেক কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি বটে। কেহ বলি, যদি আমার কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, যদি আমি পেন্সন্ পাইতাম, যদি আমার পত্নীবিয়োগ হইত, কিংবা যদি আমার পুত্রাদি না থাকিত, অথবা যদি আমার সংসার দেখিবার মত অন্য লোক থাকিত, আমার দেহটি সুস্থ থাকিত, যদি আমার যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকিত, তাহা হইলে আমি সার্ব্বকালিক গুরুসেবক হইতাম। এই সকল কৈফিয়তের মূলে দেহারামতা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই কৈফিয়ৎ-গুলিকে যতই প্রত্যক্ষ সত্য মনে করি বা অপরকে বিশ্বাস করাইতে চাই, **ইহাদের মূলে আছে একমাত্র সত্য—দেহারামপ্রিয়তা**; আর বাদ-বাকী সকলই আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা। কোন কোন সময় বলিয়া থাকি ও চিন্তা করি,—যাহারা সার্ব্বকালিক সেবকের অভিনয় করিয়াছিল, যাহারা সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী সেবক বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তাহারা যে এখন সার্ব্ব-কালিক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা গুরুসেবার দীক্ষা পরিত্যাগ করিয়া "পুনর্মূষিক ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সার্ব্বকালিক প্রকৃত-সহজিয়া বা নাস্তিক পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আমার এই সকল দর্শন, বিচার ও ভাবনার মূলেও আছে,—দেহারামপ্রিয়তা। আমি দেহের আরাম অনুসন্ধান করি বলিয়াই বিভীষিকা দেখিয়া ভয় করি, আমাকেও অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে পাতিত করিতে চাহি! শ্রীল নরহরি প্রভু এইরূপ আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। যেখানে যত জাগতিক অসম্ভব, সেখানে আরও ততটা তথা-কথিত অসম্ভবের মাত্রা বাড়াইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, জীবের দেহারামতাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতধর্ম্ম যাজন-কালে পতনের ভয়ে বিভীষিকা দেখিয়া বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রা স্থগিত করিবার কোন কারণ নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথের যাত্রা যে-কোন মুহূর্ত্তে স্থগিত করিলে তদ্দ্বারা অসুবিধা না হইতে পারে; কিন্তু ভাগবতধর্ম্মপথের যাত্রা চক্ষু মেলিয়াই হউক, আর, বুজিয়াই হউক, একবার আরম্ভ করিয়া দিলে কোন দিনই তাহার বিনাশ নাই। অপরের পতনের ইতিহাস আমার দেহা-রামতাকে ভাঙ্গিয়া দিলেই মঙ্গল, আমার দেহারামতা ও গৃহারামতাকে বাড়াইয়া দিলে মঙ্গলকর নহে। অপরের পতন দেখিয়া আমরা সতর্ক হইব, যাহাতে গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী না হই, নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ডী না হই; কিন্তু **অপরের পতন দেখিয়া 'আমি দেহারামী, গৃহারামী হইব'—**

এইরূপ বিচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্ম-হত্যাকারক। সার্ব্বকালিক হরিসেবকাভিমানী ব্যক্তিগণ মঠবাসের অভিনয় করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রতিষেধকল্পে আমি সর্ব্বক্ষণ গৃহারামী হইব,—এইরূপ বিচার-যুক্তি ও বাস্তবতা কোনটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না। কেবল ইহা আমার গৃহারামপ্রিয়তার অত্যুৎকট পিপাসাকে সমর্থন করিবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ট্রেনে বা মোটরে চড়িলে যে-কোনও মুহূর্ত্তে সংঘর্ষ বা নানা বিপদ্ হইতে পারে, রাজপথ দিয়া চলিলে প্রায়ই মোটর-চাপা বা নানা বিপদের মধ্যে পতিত হইবার দৃষ্টান্ত অনুক্ষণ দৃষ্ট হয়, এইরূপ শত শত উদাহরণ দেখিয়াও কি আমরা ট্রেন বা মোটরে চড়িতে কিংবা অর্থাদি অর্জ্জনের জন্য নানা স্থানে চলাফেরা করিতে ক্ষান্ত হই? ক্ষান্ত না হইবার কারণ;—তাহাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ দেহারামতা আছে; কিন্তু হরিসেবাতে দেহারামতার কোন সুযোগ নাই বলিয়া আমরা অপরের পতনের ইতিহাস বা বিপদের বিভীষিকার নজির দেখাইয়া গৃহারামতাকেই সারাৎসার করিবার জন্য উদ্যত হই।

অনেক সময় যে আমাদের মুখে গৃহারামতার নিন্দা শ্রুত হয়, তাহাও গৃহারামতার বিঘ্নসমূহের তাপে তপ্ত হৃদয়ের শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় মনোধর্ম্মবিশেষ। আমরা নির্ব্বিঘ্নে গৃহারামতা ভোগ করিতে পারিতেছি না,—এই আক্ষেপ করিয়াই গৃহারামতার নিন্দা করিয়া থাকি এবং ঐরূপ নিন্দা বা বৈরাগ্যের মধ্যে যে কপটতা আছে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা পড়িয়া যায়, অর্থাৎ আমরা পরমুহূর্ত্তেই দেহারামতাকে নানা আকারে অনুসন্ধান করিয়া থাকি।

অনেক সময় অনেক কথাই বিচার-যুক্তিদ্বারা বুঝি এবং বিচারের কক্ষায় ও ভাষার আলুপনায়ই মাত্র ঐগুলিকে সাজাইয়া রাখিতে চাই; সেখানেও গৃহারামতাই আমাতে আমার মঙ্গলকর বিষয়গুলিকে কার্য্যে অর্থাৎ আচরণে পরিণত করিতে দেয় না।

টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া যাওয়া বা দুই দশ পাতা লিখিয়া যাওয়া, বিচার-যুক্তির দ্বারা মাত্র কোন বিষয় স্থাপন করা কিংবা লোক সভায় বা সঙ্ঘে বৈষ্ণব-সাজা অথচ কার্য্যে, নিজ-আচরণের মধ্যে তাহা প্রতিপালন না করা বা করিতে না পারা, গৃহারামতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাকৃত সহজিয়ামাত্রেই এইরূপ গৃহারামী। তাহারা লম্বা-চওড়া

কথা বলে, ভাগবত পাঠের (?) অভিনয় করিয়া লোক ভুলাইতে পারে, কিন্তু গৃহারামতা ছাড়িতে বলিলেই আঁকুপাঁকু ভাব দেখাইয়া বলিয়া থাকে —'আমার কি সেই ভাগ্য হইবে?' অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছে —দেহারামতা ও গৃহারামতাকে কিছুতেই ছাড়িব না। ঐরূপ উক্তি কেবল কোনরূপে বৈষ্ণবগণের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একটী 'বুলি' বা কৌশল-বিশেষ।

একথা সত্য যে, গায়ের জোরে কেহ দেহারামতা ও গৃহারামতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, গায়ের জোরেও কেহ শরণাগত হইতে পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় কিছুই নাই। সেই কৃপা তাঁহাদের প্রতি নিষ্কপট সেবোন্মুখতার দ্বারাই লাভ হয়। 'কৃপা' শব্দ কেবল মুখে আবৃত্তি করিয়া কার্য্যতঃ দেহারামী হইয়া বসিয়া থাকিবার সঙ্কল্পও আর একপ্রকার প্রচ্ছন্ন দেহারামপ্রিয়তার প্রবৃত্তিবিশেষ। নিষ্কপটে হৃদয়ের সমগ্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে নিজের দুঃখের কথা জানাইতে হইবে। দেহারামতারূপ কাম বা বিষয় হইতে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন; তিনি—বলদেব। তাঁহার বল না পাইলে অতি ক্ষুদ্র জীবের আর কোনই বল, ভরসা নাই, পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রাপ্ত হইলে পঞ্চভূতের নির্ম্মিত দেহের আরামপ্রিয়তা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলে হ্লাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা হয়। তখনই "কৃষ্ণসেবা কামার্পণে," বা 'কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া' এই বৃত্তিটি স্বাভাবিক হয়। কপটতা করিয়া, কিংবা লোক দেখাইবার অন্য অভিনয় করিয়া দেহারামতা পরিত্যাগ করিবার প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টা করিলে, অথবা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অন্তরে দেহারামী থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া হিমালয়ের ন্যায় নিথর ও স্থবির হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। অকপট আর্ত্তি হইতে উত্থিত অশ্রু ধারায় গৃহারাম-প্রিয়তার পঙ্ককে বিধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় একমুহূর্ত্তে ভজনের পথের এই প্রবল প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইতে পারে।

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ সমিতির মূলমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং তদধীনস্থ অন্যান্য শাখা-মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ-বিহারী জীউর হিন্দোল-উৎসব যথারীতি প্রতিপালন করিয়াছেন। বিগত ২৫শে শ্রীধর, ১২ই শ্রাবণ রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহদিবস-ব্যাপী মহাসমারোহের সহিত উক্ত অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়।

স্থানাভাবে এস্থলে শুধু আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ও উড়িষ্যার অন্তর্গত শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রের বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে, যথা—

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে সমিতির সভাপতিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** উক্ত মঠের সেবকবর্গ তথা স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ প্রার্থনায় প্রায় এক সপ্তাহকাল পূর্ব্বে ৬/৭ জন ব্রহ্মচারীসহ উত্তরবঙ্গের কতিপয় স্থানে শ্রীগৌরবাণী প্রচারান্তে সদলবলে উল্লিখিত শ্রীমঠে শুভবিজয় করেন। তদুপরি সমিতির কেন্দ্রীয়মঠ ও কতিপয় শাখামঠ হইতে কয়েকমূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী উৎসবের ২/১ দিন পূর্ব্বেই ঐ মঠে উপস্থিত হন।

এই বৎসর আসামে প্রচুর বৃষ্টি তথা প্রবল বন্যায় প্রকৃতিদেবী ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করায় উৎসব সম্পূর্ণ আনন্দমুখর না হইলেও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থাতেও জীবের শাশ্বত মঙ্গলের জন্য শ্রীহরিনাম অমৃতধারা পান করাই যে শ্রেষ্ঠ কৃত্য—ইহা বিঘোষিত করার জন্য মায়া-তমসাচ্ছন্ন জীবকুলকে কুণ্ঠাবিহীন নিজ-গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের উদাত্ত আহ্বান জানাইবার জন্যই উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের প্রয়াস। বর্ত্তমানের তথাকথিত সভ্যসমাজে ইন্দ্রিয়-তর্পণপর যেরূপ অনর্থ আনয়ন করিতেছে, তাহাতে শ্রীহরিকথাকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর বুকে শুদ্ধভক্তিকথা আলাপ করিবার জন্য খুব কমই লোক

পাওয়া যায়। তবুও অনাদি-বহির্ম্মুখ-সমাজে আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য কল্যাণময়ী বাণী পরিবেশনে কালজয়ী ক্রিয়া-কলাপের যে পরিস্ফুটন তাহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠধ্বনি-সঞ্জাত সুমহান প্রয়াস। শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বর্ত্তমান সমাজ বহু বাহ্য বিষয়ে অভি-নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। অবশ্যে তথাকথিত অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের মুখোস প্রলেপিত করিয়া জৈবধর্ম্মের নীতি-বিগর্হিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন,—তাহা নিতান্ত শোচ্য। জীবজগতের পরস্পর প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা ঠিকভাবে অনুধাবন না হওয়ায় আজ সমাজের বুকে যেরূপ আত্মকেন্দ্রিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে ইহাতে দিন দিন মানবিকতা লোপের পথে। মানবিক-ক্ষয়িষ্ণু রোগক্রান্ত যে-সমাজ তাহাকে শুধু উদর-পূর্ত্তির খোরাক দিলেই সমাজের মেরুদণ্ড সঞ্জিবীত হইতে পারে না—তাই সমাজকে দিতে হবে নীতিবোধ। আবার এই নীতিবোধ যেন জড়কেন্দ্রীক না হইয়া পরে তাহাও লক্ষিতব্যের বিষয়। কারণ জড়কেন্দ্রীক সমাজ কখনই নিত্য শাশ্বত কুণ্ঠাবিহীন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না—নিত্য আনন্দ-পীযূষধারাও দান করিবার শক্তি পায় না। যে-সমাজ শুধু খাওয়া-পরা আবাস নিয়াই ব্যস্ত সে সমাজ মনুষ্য সমাজ পদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ খাওয়া-আবাসের প্রচেষ্টায়আরও অনেক সমাজ আছে—যারা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখিতে পারে নাই। মানব-সমাজ স্বরূপ-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে পারেন—তাই তাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। এইরূপ বিচক্ষণ সমাজ গড়ে তোলার জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ জগতে বিচরণ করেন। তাঁহারাই জগতের নিত্যকল্যাণকামী অনন্য অগ্রদূত।

শ্রীঝুলনযাত্রার প্রাক্‌দিবস অর্থাৎ অধিবাস-দিবসে বিবিধ পত্র, পুষ্প, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের হিন্দোল-দোলা সুসজ্জিত করা হয়। উক্ত দিনের সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্ত্তনাদি হইলে পরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠমুখে শ্রীঝুলনযাত্রা বলিতে কি বুঝায় এবং এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাঞ্জলভাষায় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল এবং ঐ সভায় সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি এ. ও শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী এবং আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন দিনের সভায় মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সম্পর্কে তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। তদুপরি যথাক্রমে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র, শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা প্রভৃতি ছায়াচিত্রে প্রদর্শন ও সেই সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাষণ হইয়াছিল। বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বক্তাগণ প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন করায় উপস্থিত সজ্জনগণ পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তদুপরি শ্রীশ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত ও আগন্তুক জন সাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

উক্ত মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের বিশেষ উৎসাহে সেখানেও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীপুরীধামস্থ সমিতির অন্যতম শাখামঠ হইতে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও আরও কতিপয় সেবক আসিয়া এই মঠের উৎসবকে সঞ্জিবীত করেন। শ্রীল মহারাজ উড়িয়া ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে হিন্দোল-লীলা সম্পর্কে উপস্থিত সজ্জনগণকে অবগত করান। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ যথারীতি পাঠ, কীর্ত্তন এবং পাঠমুখে বক্তৃতা প্রভৃতি ও আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে ১ হৃষীকেশ, ১৮ শ্রাবণ সূর্য্যোদয়ের পর হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। নিমন্ত্রিত ও আগত উপস্থিত জনসাধারণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ সনৎকুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়ের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বলা বাহুল্য সমিতির সমস্ত শাখামঠসমূহে এই অনুষ্ঠান যথারীতি উদ্‌যাপীত হয় এবং উৎসব সমাপ্তি-দিবসে আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীচৈতন্য-শাস্ত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১৭ পদ্মনাভ, ৪৮৮ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮১; ইং ১৮।১০।১৯৭৪ } ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্

[শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতম্]

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ॥
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥১॥

আমি সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব এবং গোপাল ভট্ট-নামক ষড়্গোস্বামিদিগের বন্দনা করি, —যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন, গান এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে নৃত্যপরায়ণ থাকিতেন, প্রেমামৃতের সমুদ্রস্বরূপ ছিলেন; বিদ্বান্-অবিদ্বান্ জনগণের প্রিয় ছিলেন, এবং প্রত্যেকের প্রিয়কার্য্য করিতেন, যাঁহারা মাৎসর্য্যরহিত সর্ব্বলোক পূজিত ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র ছিলেন এবং ভূতলে ভক্তিরস-বিস্তারপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন॥১॥

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥২॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা বহুবিধ শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিতে সুনিপুণ ছিলেন, শুদ্ধভক্তিরূপ পরমধর্ম্মের সংস্থাপক, সর্ব্বজনের মঙ্গলসাধক পরমহিতৈষী, ত্রিভুবনে বন্দ্যমান, শরণাগতবৎসল এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণারবিন্দের ভজনরূপ আনন্দরসে মত্ত মধুকরস্বরূপ ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণনবিধৌ শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈকনিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৩॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ গুণানুবর্ণনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগানরূপ অমৃতবৃষ্টিদ্বারা প্রাণীমাত্রের পাপ-তাপ দূর করিয়াছিলেন, প্রতি পদে পদে আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন করিতে করিতে জগন্মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন এবং ভক্তিরস-সিঞ্চন করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি হইতে উদ্ধারপরায়ণ ছিলেন ॥৩॥

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৪॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা সমস্ত মণ্ডলাধিপতিকে লোকোত্তর বৈরাগ্যের দ্বারা অতি তুচ্ছজ্ঞানে চিরতরে ত্যাগ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক দীনভাব ধারণ করতঃ কৌপীন-কন্থাশ্রিত হইয়া হার্দ্দ ও মধুরিমাযুক্ত গোপীভাবরূপ রসামৃত-সমুদ্রের আনন্দতরঙ্গ-কল্লোলে নিবিড়ভাবে মগ্ন থাকিতেন ॥৪॥

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৫॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্‌-গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা কলরব-মুখরিত কোকিল-হংস-সারসাদি-পক্ষিশ্রেণীদ্বারা পরিবৃত হইয়া ময়ূরের কেকারবে আকুল ও বহুরত্ন-নিবদ্ধমূল বৃক্ষরাজিদ্বারা শোভিত শ্রীবৃন্দাবনে দিবারাত্রি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিতেন এবং জীবমাত্রের আনন্দপ্রদানকারী ভক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ-প্রদাতা ছিলেন ॥৫॥

সংখ্যাপূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৬॥

আমি সেই রূপ-সনাতনাদি ষড়্‌-গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা সংখ্যাপূর্ব্বক নাম-জপাদি, নামসঙ্কীর্ত্তন এবং প্রণামাদিদ্বারা সময় অতিবাহিত করিতেন; যাঁহারা নিদ্রা-আহার-বিহারাদিতে বিজিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা নিজদিগকে সুদৈন্যবশতঃ অত্যন্ত দীন-হীন মনে করিতেন ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগুণ-স্মৃতিদ্বারা প্রাপ্ত মাধুর্য্যময় আনন্দে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতেন ॥৬॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৭॥

আমি সেই রূপ-সনাতনাদি ষড়্‌-গোস্বামিদিগের চরণ বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা প্রেমোন্মাদের দ্বারা বশীভুত হইয়া, বিরহোত্থ সমস্ত দশাদি-গ্রস্ত হইয়া, প্রমত্তের ন্যায় কখনও কখনও রাধাকুণ্ডের তটে, কখনও যমুনার তটে, কখনও বা বংশীবটে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন এবং শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ গুণগাথা হর্ষভরে গান করিতে করিতে ভাব-বিভোর হইয়া থাকিতেন ॥৭॥

হে রাধে ব্রজদেবিকে ! চ ললিতে হে নন্দসূনো ! কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে কালিন্দীবনে কুতঃ ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৮॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্-গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা "হে ব্রজের পূজনীয়ে দেবি ! রাধিকে ! আপনি কোথায় ? হে ললিতে, আপনি কোথায় ? হে ব্রজরাজকুমার, আপনি কোথায় ? শ্রীগোবর্দ্ধনের কল্পবৃক্ষতলে অথবা কালিন্দীর কমনীয় কুলে অবস্থিত বন-সমূহে ভ্রমণ করিতেছেন কি ?" —এইপ্রকার আর্ত্তনাদসহকারে বিরহ-পীড়ায় মহাবিহ্বল হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন ॥৮॥

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টসংস্থাপকবর তদীয় প্রিয়-স্বরূপ শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

এই শ্লোকটী শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে পর্য্যালোচনা করিলে সাধকের "ভক্তি" সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি নিশ্চয়ই লাভ হইবে। "সম্বন্ধি" তত্ত্ব-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যটি যেরূপ পরিভাষা বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপ অভিধেয়তত্ত্ব বিচারে এই শ্লোকটিও পরিভাষারূপে গ্রহণীয়। "সা চানিয়মে নিয়মকারিণী"—ইহাই পরি-ভাষা অর্থাৎ বহুপ্রকার বিধিবাক্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বাক্যকে উপমর্দ্দন করিয়া যে বাক্যকে সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহাই পরিভাষা। ভক্তির সম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মার্পণকারী, বিষয়ী, বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী—সকলের সকল প্রকার ধারণা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে উপমর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ তত্তদনুভূতিকে খণ্ডিত, দোষদুষ্ট অথবা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া ভক্তির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণরূপে এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—ইহাতে ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—ইহাতে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে ক্রিয়াপদের ব্যবহার না থাকিলেও "অনুশীলন" এই পদের দ্বারা ধাত্বর্থ উক্ত হইয়াছে। অনুপূর্ব্বক শীল্ ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দ উৎপন্ন। চুরাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ অভ্যাস, ইহা প্রবৃত্ত্যাত্মক, আর ভ্বাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ সমাধি, ইহা নিবৃত্ত্যাত্মক। ভক্তি চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা। শীল্ ধাতুর প্রয়োগে উভয়বিধা ভক্তির সূচনাই করা হইয়াছে। কৃষ্ণার্থে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা ভক্তির আবার প্রবৃত্তিরূপা ও নিবৃত্তিরূপাভেদে প্রত্যেকটী দ্বিবিধা। ভক্তির স্বরূপাকার যে প্রধান নয়টী অঙ্গ, তাহার কায়িক-বাচিক-মানসিকানুশীলনই প্রবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা আর সেবা-নামাপরাধাদি বর্জ্জন প্রভৃতি নিবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা।

অনু উপসর্গ 'পশ্চাৎ,' 'সহ', পুনঃ পুনঃ, নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে কৃষ্ণপ্রবচনীয় (কর্ম্মপ্রবচনীয়) লক্ষণে 'অনু' উপসর্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লক্ষণবীপ্সেত্থম্ভূতেষ্বভির্ভাগে পরিপ্রতী।
'অনু'রেষু সহার্থে চ হীনে তূপশ্চ কথ্যতে॥

এখানে শীল্ ধাতুর পূর্ব্বে 'অনু' উপসর্গটি 'নৈরন্তর্য্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই অনুশীলন অন্তর রহিত—বাধা রহিত। এই অনুশীলন কৃষ্ণার্থেই করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা উভয়বিধ অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। যাঁহার উদ্দেশ্যে অনুশীলন করিতে হইবে, তাঁহার সেই অনুশীলন রুচিকর বা সুখকর হওয়া চাই। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—এই পর্য্যন্ত ভক্তির লক্ষণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যে লক্ষণে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকিবে না তাহাই নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ। কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার নামই ভক্তি, ইহা বলিলে চানুর-মুষ্টিক প্রভৃতি কৃষ্ণবিরোধী অসুরগণও ভক্ত, ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহাতে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন চানুর মুষ্টিকের মল্ল-ক্রীড়ার জন্য আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীর-রসের উদয় হইয়াছিল। কোন বীরের অঙ্গে অন্য বীর আঘাত দিলে

তাহাতে আহত বীরের সুখ হয়। চানুর-মুষ্টিক যখন কৃষ্ণের অঙ্গে মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিল, তখন কৃষ্ণের বীররসানুভব-জনিত সুখ হইয়াছিল। সুতরাং চানুর-মুষ্টিক কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ তাহারা কৃষ্ণকে মারিবার জন্যই তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে নাই; আবার কৃষ্ণকে সুখী করার নামই ভক্তি—এই কথা বলিলে কোন প্রকারে কৃষ্ণকে দুঃখ দেওয়া অভক্তি এবং তদ্রূপ দুঃখপ্রদান-কারী কৃষ্ণের অভক্ত ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ একদা মা যশোদা স্তন্য-পানরত কৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অধর দংশন করিতে করিতে দধিভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্ততাহেতু কাঁদিতে লাগিলেন। মা যশোদার স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গমনরূপ অনুশীলন বা কার্য্যটী কৃষ্ণের আদৌ রুচি-কর—সুখজনক হয় নাই। সুতরাং এখানে ভক্তির 'কৃষ্ণানুশীলনম্' এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। কারণ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার সমগ্র চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য হইয়া থাকে, সেই মা যশোদার—"আমার স্তন্য পান করিয়া কৃষ্ণ রক্ষা পাইবে না, চুল্লীর উপর ঐ দুগ্ধ কৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (মা যশোদা রাজরাণী হইয়াও—বহু দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়াও কৃষ্ণের জন্য সুলক্ষণযুক্তা গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং দোহন করিতেন এবং ঐ দুগ্ধ নিজে জ্বাল দিয়া কৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে নিজেই মাখন প্রস্তুত করিতেন), সুতরাং সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়াও তাহারই জন্য দুগ্ধ রক্ষা করিতে হইবে"—ইত্যাদি চিন্তাজনিত যে প্রেম-ভক্তিবিশেষময় অনুশীলন, তাহা কখনও "অভক্তি" হইতে পারে না। লক্ষণে এই উভয়বিধ দোষ পরিহারের জন্য "আনুকূল্যেন" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। "আনুকূল্যেন"—এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি। যিনি কৃষ্ণা-নুশীলন করিবেন, তিনি প্রথমেই অনুকূল হইবেন অর্থাৎ 'কৃষ্ণকে সুখ দিব'—এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাশূন্য হইবে। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেরূপ অনুশীলন যদি বাস্তবিক-পক্ষে প্রতিকূলতাশূন্য না হয়—নিজসুখ-বাঞ্ছা ব্যতীত যদি নিজের কোন সুখানুসন্ধান থাকে, সেরূপ অনুশীলন অভীষ্ট-দেবের সাময়িক সুখকর হইলেও তদ্রূপ অনুশীলনকারী ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা লাভ করিতে পারিবেন

না। তিনি নিজের বাসনানুরূপ ফলই লাভ করিবেন। জগদ্‌গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবকে বহু ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ও অর্থাদির দ্বারা তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীল গুরুদেবও তাহাদের সেই অনুশীলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বহুবর্ষ ঐরূপ সেবা করিয়াও অধুনা কাহারও গুরুত্যাগ করা প্রবৃত্তি, কাহারও বা গুরুভোগ করার প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিরন্তর ভজনময় ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ না করিয়া কেবল তাঁহার বাহ্য-ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা দেখা যাইতেছে—ভক্তির আবির্ভাবের প্রথম স্তরটীও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা "শ্রীল গুরুদেব আমার সেবা অঙ্গীকার করিয়া সুখী হইবেন, তাঁহার সুখ-সম্পাদনই আমার একমাত্র জীবাতু" এইরূপ ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করে নাই, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে। ফলে সাধুসেবার মুখ্য ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছে। কারণ উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনাবাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এখন "আনুকূল্য" এই বিশেষণকেই ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ "অনুশীলনম্" এই বিশেষ্য পদপ্রয়োগ যে নিরর্থক নহে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না আবার অরুচিকর প্রবৃত্তি যদি প্রতিকূলতাশূন্য হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং কেবল রুচিকর অনুশীলনই ভক্তি নহে, পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার অনুশীলন শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতিকূলতার অভাবও ভক্তি হইবে না। কারণ ঘটাদি জড় অচেতন বস্তুতেও প্রতিকূলশূন্যতা আছে, কিন্তু তাহা অচেতন হওয়াতে তাহাতে চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন নাই। সুতরাং "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্" ইহাই ভক্তির চরম স্বরূপলক্ষণ। "তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণম্।" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ; যেমন আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—এখানে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইতেছে, **এজন্য ইহা "স্বরূপ-লক্ষণ"**।

এখন তটস্থ-লক্ষণ দুইটীর বিচার হইতেছে। "তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ লক্ষণম্।" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—এই অংশে অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদি উত্তমা ভক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করাইতেছে। এজন্য ইহা তটস্থ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষিতা অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন স্বর্গসুখ বা দেহসুখ প্রভৃতি অন্য কোনও অভিলাষ না রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানতৎপর হইতে হইবে। অন্যাভিলাষশূন্য না বলিয়া অন্যাভি-লাষিতাশূন্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও কোনও ভক্তের প্রার্থনার মধ্যে অন্যাভিলাষের আকার দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্যাভিলাষ পোষণ করার চিত্তবৃত্তি নাই অর্থাৎ অন্যাভিলাষ নাই। যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার অভিলাষটি অন্যাভিলাষের আকারমাত্র, বস্তুতঃ ঐ অভিলাষের মধ্যে অন্যাভিলাষিতা নাই। কারণ তিনি কৃষ্ণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে বড় হওয়ার জন্য রাজচক্রবর্ত্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। অন্যাভিলাষ শব্দের উত্তর শীলার্থে ণিন্ প্রত্যয় করিয়া অন্যাভিলাষিতা। অন্যাভিলাষ পোষণ করার স্বভাব বা প্রবৃত্তিই অন্যাভিলাষিতা। আরও কোনও শুদ্ধভক্ত অকস্মাৎ কোনও বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাও বাহিরে অন্যাভিলাষের মত দেখা গেলেও তাহাতে তাঁহার ভক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্—জ্ঞান ও কর্ম্ম আবৃত করে না, এরূপ যে আনুকূল্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। 'জ্ঞান' বলিতে নির্ব্বেদব্রহ্মানু-সন্ধান, 'কর্ম্ম' বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং 'আদি' পদে ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এগুলি সাধকের ভক্তিকে আবরণ করে ও ইহাতে ভগবৎসুখতাৎপর্য্য আদৌ নাই। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাধকের কিছু বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই বিভূতি ভগবৎসুখানুসন্ধান স্পৃহার একান্ত পরিপন্থী। এই সব কারণে ভক্তিকে আবৃত করে এমন জ্ঞান বা কর্ম্মানুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্' বলিয়াছেন, "জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কারণ ভক্তিতে ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত বিশুদ্ধজ্ঞান এবং শ্রীমন্দিরমার্জ্জন-ভোগ-

রন্ধনাদি ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মের আকার নবধা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কর্ম্ম নহে। জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য বলিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎপরিচর্য্যাদিও নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির আবরণ নহে বরং ভক্তির একান্ত অপরিহার্য্য পরিপোষক।

কৃষ্ণানুশীলন বলিতে কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদি তদীয় অবতার সকলের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণানুশীলন বলিতে যদি সকল অবতারের অনুশীলন বুঝায়, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণের মূলগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুকৃত উত্তমা ভক্তির এই চরম নিষ্কৃষ্ট লক্ষণে গৌড়ীয়গণের চরম ভজনের উত্তমা ভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর একান্ত মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের নিজকৃত অনুবাদ 'আনুকূল্যে **সর্ব্বেন্দ্রিয়ে** কৃষ্ণানুশীলন' এই বাক্যে "সর্ব্বেন্দ্রিয়ে" পদটির দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুররসে ব্রজগোপী-গণের পক্ষেই সম্ভব। বাৎসল্য রসেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তমতা সম্ভব নয়।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকার। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎসুখানুসন্ধানতৎপর হইয়া যাজন করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন এবং প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।

এখানে "ভক্তিযোগো" বলিলেই হয়। "**ভগবতি**" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নামগ্রহণ-স্মরণাদি ভক্তির যে সব আকার সেইগুলি যখন একমাত্র ভগবৎসুখের জন্য হয়, তখনই তাহা "**ভক্তিযোগ**" আখ্যাপ্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখবিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রেম লাভ হইবে না।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী**

বিশ্বে গোলোকদর্শনাদি-প্রসঙ্গ

(কলিকাতা ১ নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ৫ই আশ্বিন তারিখে কীর্ত্তিত)

"ত্বয়োযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥"

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার সামগ্রী। যেদিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করিতে পারিবেন, সেইদিন আপনাদের এই বিশ্বস্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকেই কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃরূপে দর্শন করুন, আপনার পুত্রকে নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া শ্রীবালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন-সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে. গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে, তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রত ধর্ম্মের হাত হইতে ছুটী পাইবেন।

* * * * * *

আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী

আমাদের বহুস্থানে মঠ হইতেছে এবং তাহাতে বহু সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছেন ; কিন্তু মাতৃগণের হরিভজনের সুযোগ প্রদানের জন্যও আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি। অবশ্য যাঁহারা গৃহে থাকিয়া হরিভজনের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন. সেইসকল মাতৃগণের পৃথক্ আবাসের দরকার নাই। কিন্তু আমরা অনেক সময় তাঁহাদের অনেকের অসৎসঙ্গ জনিত হরিভজনের ব্যাঘাতের কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর

গৃহের নিকট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলে তাঁহারা সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিয়া যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইতে পারে। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গণ, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন। সেখানে কোনপ্রকার অন্য লোকের সংস্রব থাকিবে না, কেবল কয়েকজন ঈশান (যেমন বৃদ্ধ ঈশান শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন) দূরে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। মাতৃগণ পরস্পর কলহাদি না করিয়া যদি হরিভজন করিবার জন্য অবস্থান করেন, প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থপাঠ, পরস্পর সদালোচনা, প্রজল্পাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিবিষয়ক ইষ্টগোষ্ঠি, সর্ব্বতোভাবে বিলাসাদি বর্জ্জন, কেবলমাত্র হরিভজন করিবার জন্য জীবনধারণার্থ মহাপ্রসাদ সম্মান, আদর্শ জীবন যাপন, নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিয়া কালযাপন করেন, তাহা হইলে এইরূপ একটি আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-খর্ব্বট হওয়া আবশ্যক। কুলিয়া সহরে যে-প্রকার ধর্ম্মের আবরণে ঘৃণ্য ব্যভিচার চলিতেছে, মাতৃগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের মুখোস দিয়া হরিভজন দূরে থাকুক, সামান্য নীতি বিগর্হিত কার্য্যে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা নিতান্ত শোচ্য। একটু নীতিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই এইজন্য কুলিয়া সহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।

*　　*　　*　　*　　*

শ্রীচৈতন্যের বাণী সেবার প্রভাব

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতন বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোনও অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

* * * *

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোল কলা বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্ম আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্ব্বস্বদ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ অসম্ভব

নিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না। (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন)—

"নিতাই-পদ কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে-সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।

নিতাই না বলিল মুখে,　　মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা,　　নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হবে,　　ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দুখানি ॥
নিতাই-চরণ সত্য,　　তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী,　　নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥"

*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি-বহির্ম্মুখ-সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সমাজে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ, কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন! গত তিন শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কেবল তন্মধ্যে কদাচিৎ দুই একটি ভজনানন্দী পুরুষ নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্ম্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধভক্তির কথা আলাপ করিবার জন্য খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যে-সকল বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ প্রকার মহদ্ ব্যক্তির দর্শন বোধ হয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু গৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা গৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিভজন ও হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-সম্বন্ধে বিচার

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥

* * * * *

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটিজন্ম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেম দান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থ-যুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগ-বুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু' এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌর-নাম-কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধনস্বরূপ মায়ার নাম কীর্ত্তন হইবে মাত্র। 'গৌর' নাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম হইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই মাইল পশ্চিমে। কেহ যদি দুই মাইল পূর্ব্বদিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেণ ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থানে যাওয়াও হইবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের গৌর-নিত্যানন্দ-নামাক্ষর গৌরনিত্যানন্দের নাম নহে।

* * * * * *

শ্রীগৌরতত্ত্ব

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকাল সত্যবস্তু। অক্ষজ দ্রষ্টা, যে প্রকার গৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্য জীবের ন্যায় কোন এক সময়ে প্রকট এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা কিছুকালের জন্য উদিত একটি 'ধর্ম্ম-প্রচারক' মাত্র মনে করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা-দান এবং নিত্যচরমপ্রয়োজনলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন। তিনি ত্রিকাল সত্য বাস্তব বস্তু। তিনি শ্রীজগন্নাথমিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক। জগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি বিষ্ণুপর-তত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন, পিতামাতা গুরুবর্গও গুরুরূপে সেই অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)—

পিতা-মাতা-গুরু সখা-ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্যভাব সে করয়॥

প্রভুবংশের তথ্য

সেই গৌরসুন্দর ভৃত্যবর্গের সহিত, নিজ পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তি-বর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্যবস্তু, ত্রিকাল-সত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবার দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গ-মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ বংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিয়া যাহা হয়, তাহা নহেন। যাঁহারা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্ম্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 'পুত্র' নামে সংজ্ঞিত হন। যে-পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত, সে 'পুত্র' নামের কলঙ্ক। পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক-নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটি জীবহিংসাপূর্ণ একটি পাপ-কার্য্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে-পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদনরূপ কার্য্যটিও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব-পুত্রে ও অবৈষ্ণব পুত্রে, বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব পিতায় এই ভেদ।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কলত্র আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন-বিচারে, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত ত্রিকাল সত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগ-ময় বিগ্রহ আর গৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী। শাক্তেয় বাদী, মনোধর্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌরনাগরীরূপ পাষণ্ড মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল-ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৌরভক্ত না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলা ন্যায় সঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ স্তব করিয়াছেন, আবার সন্ন্যাস-লীলা-বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

—শ্লোকে তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

—জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্নোত্তর

(বিশ্বমঙ্গল)

১। জগতের প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হইবে? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক বিশ্বমঙ্গল কামনা কি ধারণাতীত নহে?

"সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবাত্মনিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত; এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে,—ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী গতি। সেই অনন্তরূপি-পরমেশ্বরের প্রতি **সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, উত্তমাধিকারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।"** —'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

২। বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার ও শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পূরণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না কি?

"আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক্ হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল 'জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃ-ভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্য-

ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে! —'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়,' সঃ তোঃ ৪।৩

৩। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও সজ্জনবৃন্দকে বিশ্বের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচারে আহ্বান করেন নাই?

"হে শুদ্ধভক্তবৃন্দ! শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগজ্জীবের পরম ধন। যে-সকল ধর্ম্ম আজকাল ধূমধামের সহিত দেশে-দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে-সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই-সমস্ত ধর্ম্ম কুণ্ঠিত হইয়া নিজ-নিজ দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরমধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন **সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন।** ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গভক্ত-ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধ-নামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎপাবন হরিনামকে প্রচার করুন।" —'শ্রীশ্রীনামহট্ট,' বিঃ পঃ

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামহট্টের কার্য্য কি ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উহার কিরূপ ভবিষ্যৎসাফল্য কামনা করিয়াছিলেন?

শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রই ঐ হাটের মূল-স্থান। তথায় কতিপয় শুদ্ধহরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। * * * যাঁহারা কোন গণ্ডগ্রামে বা নগরে এক একটি প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করতঃ নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের 'দোকানদার' বা 'বিপণিপতি'। যাঁহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের নামই 'পসারী' বা 'ব্রাজকবিপণী'। গোদ্রুমকল্পাটবীতে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। * * * জগজ্জনতারণ **শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গপ্রভু** বোধ হয়, **পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন।** আমাদের **এরূপ আশা হইতেছে যে, অতিঅল্প কালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আম্লেচ্ছ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে।**" —'শ্রীশ্রীনামহট্ট,' বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৫। বিশ্বের সর্ব্বত্র যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই জয়যুক্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ ?

"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম-প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলকই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। * * * আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্ব্বটি অতি অল্প দিনের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশঃ দূর হইবে এবং অবশেষে **শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।"** —'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। অদূরভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যধর্ম্মই যে জগদ্ব্যাপী হইবে, তাহার লক্ষণ কি ?

"বৈষ্ণব মহোদয়গণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, নোয়াখালি জেলায় একজন মুসলমান বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা-ব্যক্তি অনেক সুকৃতির বলে এরূপ সদ্গতি লাভ করিলেন। আশা করি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত যবন ও ম্লেচ্ছ-মণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। খোল-করতাল ও কীর্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্যধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে **অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।"** —সঃ তোঃ ২।৯ বাং ১২৯৩ 'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার'

৭। অচিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সুলক্ষণ সূচিত হইতেছে কি ?

"অদ্বিতীয় শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে যে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ান্‌গণ খোলকরতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান্ পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণবকৃপায়ই যে সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যা'দের দেখ্‌লে নয়ন ঝুরে তারা দু-ভাই এসেছে"—এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খৃষ্টানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত

হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও কীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্‌বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না, কেন না কোন ঘটনাই একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে।"

—'নিত্যধর্ম্মসূর্য্যোদয়,' সঃ তোঃ ৪।৩

৮। কোন্ ধর্ম্মে পরস্পর বিশুদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর?

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন **সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্র হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন।** তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়,' সঃ তোঃ ৪।৩

৯। শ্রীভক্তিবিনোদ বিশ্বমঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি আবেদন জানাইয়াছেন?

"Oh God! Reveal Thy most valuable truths to all so that your own may not be numbered with the fanatics and the crazed and that the whole of mankind may be admitted as 'your own'."

—*"To Love God", (Journal of Tajpur 25th Aug, 1871)*

১০। পরমেশ্বর প্রাপ্তপ্রেমজীবন ভক্তকে কি ভাবে আহ্বান করেন?

"এই (রস-)ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি; তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। * * * তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি-ঋণ শোধ করিতে পারিব না।" —চৈঃ শিঃ, উপসংহার

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪১)

শ্রব্যকাব্যের রসভাবনাবিধি—শ্রব্যকাব্যেও বর্ণনীয় বিষয় বর্ণক (কথক) ও শ্রোতা যথাযোগ্য হইলে রসোদয় হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের রতির উদয়াবস্থা তাঁহারা ভাল কথকের মুখে চমৎকারজনক ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে তাঁহাদের রসোদয় হইতে পারে। আর যাঁহাদের রতির উচ্চাবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহাদের যে-কোন প্রকারে ভগবৎ-স্মৃতি হইলে রসাস্বাদন হইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ। তিনি স্বরব্রহ্মে সাক্ষাৎকৃত সর্ব্বেন্দ্রিয়চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলে সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—ভাঃ ৬।৫।২২ স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে। অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ ॥

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবযোগেই প্রীতি-রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাঁহাদের ভগবৎস্মৃতি-মাত্রে বা সপ্তস্বর আলাপমাত্রে রসোদয় হয়, তাঁহাদের স্থায়িভাব (প্রেমাদি-ভাবই) সমস্ত সামগ্রী উদ্ভাবিত করে। শ্রীপ্রহ্লাদে তাদৃশ ভাব ছিল। তাঁহার উদ্দেশে শ্রীশুকোক্তি—

> ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।
> ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্‌গায়তি ক্বচিৎ ॥
> নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
> ক্বচিৎ তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥
> ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
> অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ (ভাঃ ৭।৪।৩৯-৪১)

মাতা শিশুকে যেমন সর্ব্বদা ক্রোড়ে রাখেন, শ্রীপ্রহ্লাদও তেমনি শয়ন-ভোজনাদি সকলসময় শ্রীগোবিন্দকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত আছেন—এই প্রকার অনুভব করিতেন। কখন তাঁহার সেই স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইলে মাতা বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া স্থানান্তরে গেলে যেমন বালক রোদন করে, প্রহ্লাদও তদ্রূপ বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের নিকট আসিয়াছেন—এরূপ অনুভব করিয়া হাস্য করিতেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া সুখী করিতেছেন এরূপ চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত হইতেন; তখন মনের আনন্দে হরি-গুণগান করিতেন। আবার হরিকে দূরে দর্শন করিয়া আনন্দে লজ্জাশূন্য হইয়া নৃত্য করিতেন। কখনও উন্মাদসঞ্চারিভাবের প্রাবল্যে তন্ময় হইয়া শ্রীহরির লীলানুকরণ করিতেন। কখনও আনন্দে পুলকিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিতেন।

ভগবৎ-প্রীতিরসিক দ্বিবিধ—লীলান্তঃপাতী ও লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। প্রথমোক্ত রসিকদের প্রেমাদির উদ্ভাবিত বিভাবাদি-যোগে আপনা হইতেই রস সিদ্ধ হয়। শেষোক্ত রসিকগণের প্রথমোক্ত পরিকরগণের নিকট ভগবচ্চরিত্র শ্রবণদ্বারা রসোদয় হয়, আর শ্রীভগবানের মাধুর্য্যশ্রবণেও এক প্রকার রসিকের রসোদয় হয়।

লীলাশ্রবণে যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহারা ত্রিবিধ পরিকরগণের সহিত লীলাশ্রবণ করিতে পারেন। সমানবাসনাবিশিষ্ট পরিকর, বিভিন্ন বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর এবং বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট পরিকর—এই ত্রিবিধ পরিকর। শান্তদাস্যাদি মুখ্য পঞ্চবিধ স্থায়িভাবের মধ্যে লীলাপরিকরের যাহা স্থায়িভাব, শ্রোতারসজ্ঞের স্থায়িভাব তাদৃশ হইলে উভয়ে সমান বাসনাবিশিষ্ট, সুতরাং উভয়ের স্থায়িভাব অবিরুদ্ধ। বিভিন্ন প্রকার হইলে উভয় বিভিন্নবাসনা-বিশিষ্ট এবং রসশাস্ত্রে যে-সকল বৈরীভাব বলা হইয়াছে উভয়ের ভাবাদি তাদৃশ হইলে উভয় বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট। বিভিন্ন বাসনাবিশিষ্ট হইলে রসোদয় হয় না।

বিভাবাদি রসোপকরণ দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাতে এবং যাহাদ্বারা রতি বিভাবিত হয়, তাহার নাম বিভাব। আলম্বন দ্বিবিধ—বিষয় ও আশ্রয়। বিষয়রূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আধাররূপে তাঁহার প্রিয়বর্গ আলম্বন। যাঁহাতে প্রীতি তিনি বিষয়, আর যাঁহাতে থাকে অর্থাৎ যাঁহার প্রীতি তিনি আশ্রয় আলম্বন।

বিষয়ালম্বনের দৃষ্টান্ত—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেশ্চ॥ (ভাঃ ৯।২৪।৬৫)

যাঁহার বদন মকরকুণ্ডলদ্বারা দীপ্তিমান কর্ণদ্বয়ের সহিত উজ্জ্বল কপোল-যুগলে সুন্দর, হর্ষোৎসুক্য চাপল্যাদিযুক্ত হাস্যের দ্বারা যাহা শোভিত, যাহা নিত্য উৎসবস্বরূপ, সেই বদন-সৌন্দর্য্য নয়নদ্বারা পান করিয়া নর-নারী আনন্দিত হইয়াছিল কিন্তু তৃপ্ত হয় নাই। এজন্য ব্রজবধূগণ নিমেষকর্ত্তার প্রতি কুপিত হইয়াছিলেন। এস্থলে অসমোর্দ্ধরূপ মাধুর্য্যের বিষয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।

যে ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাগবতোক্তি—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ৪।৩০।৩৪)

ভগবৎসঙ্গীর লবমাত্র সঙ্গের সহিত স্বর্গ ও মোক্ষের তুলনা করি না, অতএব মানবগণের অন্যান্য সঙ্গদের কথা আর কি বলিব? সে-সকল অতি তুচ্ছ। মোক্ষকেও তুলনা করা যায় না বলায় মোক্ষ হইতেও ভক্তের হৃদয়স্থ আনন্দের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইল। তাঁহাদের এতাদৃশ মহত্ত্ব আছে বলিয়াই তাঁহারা পরমপুরুষার্থ ভগবৎ প্রীতির আশ্রয়ালম্বন হইবার উপযুক্ত। ভক্তগণ যে প্রীতির আধার তাহা কিরূপে বুঝা যায়? তদুত্তর—শ্রীভগবান্ স্মরণাদি-পথে উদিত হইলে ভক্ত হইতে প্রীতি অভিব্যক্ত হয়। তখন বুঝা যায় যে প্রীতি ভক্তেই আছে—অন্য কোন স্থান হইতে আসে নাই। এজন্য ভক্তই প্রীতির আধার। এস্থলে 'ভক্ত' বলিতে জাতরতি ভক্তকে বুঝিতে হইবে। প্রীতি প্রিয়বর্গে থাকিলেও শ্রীভগবান্ তাহার আলম্বন। ভক্তিকল্পলতা ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। লতার দৃষ্টান্তে বুঝা যায়—ভূমি লতার আশ্রয় হইলেও বৃক্ষ তাহার আলম্বন। এইরূপ প্রীতির আশ্রয় প্রিয়গণ হইলেও শ্রীভগবান্ তাহার আলম্বন।

প্রীতি উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকায় ভক্ত বা ভগবান্ ইঁহাদের কাহারও কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণকারীর হৃদয়ে উভয়ের সম্বন্ধে প্রীতির আবির্ভাব হইতে পারে; এজন্যই শৌনকাদি ঋষি সূতকে বলিয়াছিলেন—

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্।
অথবাস্য পদাম্ভোজ মকরন্দলিহাং সতাম্॥ (ভাঃ ১।১৬।৬)

হে মহাভাগ! যদি তাহা কৃষ্ণ-কথাশ্রয় হয় অথবা তাঁহার চরণকমলের আস্বাদনকারী সাধুগণের কথা হয় তবে বলুন।

ভগবৎপ্রিয়বর্গ প্রীতির আধার হইলেও সকলে সর্ব্বপ্রকার প্রীতির আধার হইতে পারেন না। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চপ্রকার প্রীতির মধ্যে যেকোন প্রকারের প্রীতিকে প্রীতিবিশেষ বলা হয়। প্রিয়বর্গের মধ্যে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কোন বিশেষ প্রীতির উদয় হয়, তাঁহাকেই সেই প্রীতির আলম্বন বলিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

—পরিব্রাজাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
তাং—১৫।৮।১৯৭৪

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

নরহরি! তোমার ৭।৮।৭৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আশাকরি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবের কৃপায় তোমরা সকলেই কুশলে আছ। তোমার পত্রের মধ্যে যে-প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অনেকেরই প্রশ্ন এবং এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে, কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে ইহার সুন্দর সামঞ্জস্যও পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতানুসারে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এইমত চৈতন্য-গোসাঞি একলে ঈশ্বর। আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর॥
গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য। শ্রীবাসাদি আর যত—লঘু, সম, আর্য্য॥
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায়। সবে লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌর-রায়॥

অতএব, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বাবতারী-সর্ব্বকারণ-কারণ এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—ইহা অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত ইহাতে কোন প্রকার দুই মত নাই।

শ্রীবলদেব প্রভু—মূলসঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি ও দ্বিতীয় দেহ। এহেন বলদেব প্রভুকে অবতারী না অবতার বলা হইবে—এ একটি বিরাট সমস্যা মনে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে ভাব-বিশেষে অবতারী বা অবতার দুইই বলা যায়, তাহাতে কোন দোষ নহে। কারণ, নিম্নলিখিত পয়ারে—

আদ্যাবতার মহাপুরুষ ভগবান্। সর্ব্ব অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয় ধাম॥
হেন নারায়ণ যাঁর অংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংশ॥

অর্থাৎ, যখন কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণুই সমস্ত অবতারের বীজ, তাহা হইতেই যাবতীয় সমস্ত মন্বন্তরাবতার, যুগাবতারাদি অবতারগণ প্রকটিত হন তখন কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণুরও মূল মহাসঙ্কর্ষণ এবং তাঁহারও মূল শ্রীবলদেব প্রভু (মূলসঙ্কর্ষণ) সকল অবতারের যে অবতারী—ইহাতে সন্দেহ কি? যাবতীয়

অবতারের মূলতত্ত্বই শ্রীবলদেবপ্রভু। শ্রীবলদেবপ্রভু নিজে শ্রীকৃষ্ণের অবতার নহেন কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং সর্ব্ব অবতারী। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমস্ত ভগবত্তত্ত্বের ভগবত্তা। শ্রীবলদেব প্রভু অবতারী কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের দ্বিতীয় দেহ নহেন।

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবলদেব—যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার, গুণাবতারাদি সকল অবতারের অবতারী; সুতরাং তাঁহাকে অবতারী বলা যায়, ইহাতে কোন দোষ নহে। আবার অতবার-লক্ষণে শ্রীলঘুভাগবতামৃতে এইরূপ লেখা আছে—যখন স্বয়ংরূপ আদি বিশ্বকার্য্যার্থ স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা (ত্বদেকাত্ম্যরূপাদি) অপূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইলে অবতার নামে খ্যাত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ দেখা যায়—

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি, ধরে অবতার নাম॥

সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীবলদেব প্রভুকে অবতার বলিলে দোষ হয় না। কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীবলদেব প্রভুকে যে অবতারের মধ্যে জয়গান করিয়াছেন তাহা দোষাবহ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীবলদেবকে দশাবতারের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি অবতারগণের সমজ্ঞান করিলে মহাদোষ উপস্থিত হইয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইবে। আবার অবতারী বলিলে তিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ নহেন। কারণ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ।

অতএব অত্যন্ত সাবধানে তাঁহার তত্ত্ব-প্রকাশ করিতে হইবে। ভাবনার উপরেই সবকিছু নির্ভর করে, ভাবনাটি শুদ্ধ চাই।

আশাকরি তোমার সন্দেহ ইহাতে দূর হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীল বামন মহারাজ কয়েকদিনের মধ্যে শিলিগুড়ি আসিবার কথা। তুমি তাঁহার নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্তৃতভাবে অবগত হইবে।

এখানে সংস্কৃত টোল ভালভাবে চলিতেছে। তুমি উপাধি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। যথোপযুক্ত সময়ে তোমাকে এখানে ডাকিয়া লইব। মনোযোগের সহিত শ্রীহরিনাম ও মঠের সেবা করিবে। তৎসঙ্গে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুশীলনও করিবে। অধিক আর কি, কুশল সংবাদ দিবে। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-দ্বন্দ্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

হরিদাস-কাছে কত ভাব দেখাইল।
কৃষ্ণাবিষ্ট হরিদাস তবু না টলিল ॥
চৌদ্দভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়।
সেই দেবীর শক্তি-দ্বারে সংঘটিত হয় ॥
একদা সে' মায়াদেবী ব্রহ্মারে মোহিল।
কিন্তু ভক্ত হরিদাসে মোহিতে নারিল ॥
হরিদাস-পাশে নাম শুনিতে শুনিতে।
সেই দেবীর লোভ হৈল কৃষ্ণনাম নিতে ॥
হরিদাস-পদে দেবী লুটিয়া পড়িল।
হরিদাস তাঁরে নাম-উপদেশ দিল ॥
গৌরাঙ্গ-ভৃত্যেরে যিনি মোহিতে অক্ষম।
তিনি কি গৌরাঙ্গে কভু মোহিতে সক্ষম ??
গৌর-প্রেমে লুব্ধ হয়ে ব্রহ্মা-শিব আদি।
আসিল এ' ভবে গৌর-লীলা-পুষ্টি লাগি' ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেম-দাতা।
চৌদ্দ ভুবনের যিনি আরাধ্য দেবতা ॥

শুক বলে কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্র-যজ্ঞ লোপি।
স্থাপিলা ভূতলে নিজ-সেবা-পূজা-বিধি ॥
দেবপূজা-দ্বারা শুধু দেবলোক মিলে।
পুণ্যক্ষয়ে আসিতে হয় পুনঃ ভূমণ্ডলে ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে যত ব্রজবাসীগণ।
পূজিলেন মনঃসুখে গিরি-গোবর্দ্ধন ॥
ইন্দ্র-কোপ হ'তে যত ব্রজবাসীগণে।
রক্ষিলেন আমার কৃষ্ণ গিরি-ধারণে ॥
ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাহে কিছু করিতে নারিল।
শেষে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম বন্দনা করিল ॥

সারী বলে, গৌর মম আসি' কলিযুগে।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম বিতরিল জীবে॥
মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্ত ও ছল-ধর্ম্মমত।
গৌর-সিদ্ধান্ত-তেজে হইল ভস্মীভূত॥
সর্ব্বযজ্ঞ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ জপ-যজ্ঞ জানি'।
মহামন্ত্র জপ-বিধি দিলা গোরামণি॥
নাম-নামী অভিন্ন—এই তত্ত্ব জানাতে।
স্বয়ং আসিল কৃষ্ণ শচীসুত-রূপে॥
শ্রীবরাহ-রূপ ধরি' মুরারির ঘরে।
যে' শক্তি দেখা'ল গোরা নরে তা' না পারে॥
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ত্তি লাগি' গৌরলীলা করে।
সে' লীলা-মাধুর্য্য সর্ব্ব জন-চিত্ত হরে॥

শুক বলে কি বিচিত্র গৌরাঙ্গ-চরিত।
শুনিতে শুনিতে মোর হৃদি হৈল দ্রব॥
গৌরাঙ্গ-লীলার মর্ম্ম বুঝিয়া এখন।
শ্রীগৌর-ভজনে ব্যগ্র হৈল মোর মন॥

সারী বলে গৌর সপ্তপ্রহরীয় ভাবে।
কৃষ্ণ-বলরাম-রূপ দেখাইল ভকতে॥
সার্ব্বভৌম-ভক্তি দেখি' গৌর প্রীত হৈল।
অপূর্ব্ব ষড়ভুজ-মূর্ত্তি তা'রে দেখাইল॥
গৌরাঙ্গ-লীলার কভু পরিশেষ নাই।
শত শত মুখে কৈলেও কভু না ফুরায়॥
গৌরলীলার কণা মাত্র কৈনু তব ঠাঁই।
অনন্ত গৌরাঙ্গ-লীলা গৌরধামে ভায়॥
গৌর-আবির্ভাব-স্থল মায়াপুর ধাম।
পৃথিবীর মধ্যে জেনো সর্ব্বোত্তম স্থান॥

সেই স্থানে গিয়া আমি যে' তত্ত্ব শুনিনু।
তারি কিছু কিছু আজি তোমারে কহিনু ॥

শুক বলে, সারী তুমি বড় ভাগ্যবতী।
শুনেছো গৌরাঙ্গ-লীলা মায়াপুরে থাকি' ॥
তোমার সে' মায়াপুরে মোরে নিয়ে চল।
তবে এ' জনম মোর হইবে সফল ॥

শুক-সারী দোঁহে তবে দ্বন্দ্ব ভুলি' গিয়া।
'হা গৌর' বলিয়া কাঁদে নাচিয়া নাচিয়া ॥
নাচিতে নাচিতে দোঁহে ত্যজি' বৃন্দাবন।
মায়াপুর-অভিমুখে করিল গমন ॥

কৃষ্ণ-গৌর-প্রসঙ্গে শুক-সারী-দ্বন্দ্ব।
হেনমতে আপাততঃ হইল সমাপ্ত ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

উপনিষৎ-সার

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ

(পূর্ব্বপ্রাশিত ২৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৭ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ প্রশ্ন—সূর্য্যের পৌত্র সৌর্য্যায়ণী মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! (১) জীবের নিদ্রিতাবস্থায় কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিত থাকে? (২) কে কে জাগরিত থাকে? (৩) কে স্বপ্ন দর্শন করে? (৪) সুষুপ্তি-অবস্থায় কে সুখ অনুভব করে? (৫) পরাধীন ইন্দ্রিয়গণ কোন্ পুরুষকে বা আশ্রয় করিয়া থাকে?

উত্তর—মহর্ষি তদুত্তরে বলিলেন,—সুষুপ্তিকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরাম প্রাপ্ত হয়। বাগিন্দ্রিয়াদি জাগরিত মনের সহিত মিলিত হয়।

—প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

নিদ্রাবস্থায় পঞ্চপ্রাণরূপ অগ্নিই জাগরিত থাকে। নিদ্রাকে যজ্ঞের রূপ দিবার নিমিত্ত পঞ্চপ্রাণকে অগ্নি-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞে যেমন অগ্নির প্রাধান্য থাকে, সেজন্য প্রাণমাত্রকে অগ্নি বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিদ্রাকালে এই দেহে মুখ্যপ্রাণরূপ অগ্নি ও ঋত্বিক্ প্রভৃতি জাগ্রত থাকেন

অর্থাৎ শরীর ধারণাদি করিয়া থাকেন। অপানবায়ুকে পশ্চিমাগ্নিসাম্যের জন্য গার্হপত্যাগ্নি কহে। হোমাঙ্গসাম্যের নিমিত্ত ব্যানবায়ু অন্বাহার্য্যপচন অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি স্বরূপ। গার্হপত্য হইতে যেরূপ আহবনীয়াগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ অপান হইতে প্রাণ প্রকৃষ্টরূপে নীত হয়; অতএব প্রণয়নসাম্যহেতু প্রাণই আহবনীয়। সমানবায়ু অগ্নিরূপী ও হোতৃরূপী উভয় নামেই আখ্যাত হইয়া থাকে। উদানবায়ু ইষ্টফল স্বরূপ। সুষুপ্তিকালে উদানবায়ু মনরূপ যজমানকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মার বাসস্থান হৃদয়ক্ষেত্রে লইয়া যান। তখন জীব মনদ্বারা বিশ্রাম-সুখ অনুভব করেন, যেহেতু জীবের অধিষ্ঠান হৃদয়গুহায়। —দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

এই নিদ্রাকালে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত থাকিলেও পঞ্চ-বায়ু দেহধারণের জন্য জাগরিত থাকে, তখন এই মনোঽভিমানী জীব জাগ্রদ-বস্থায় পঞ্চ-ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা অনুভব করিয়াছে, স্বপ্নে তাহাই প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ করে। বর্ত্তমান জীবনে যাহা কখনও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, তাহাই দর্শন বা শ্রবণ করে এবং সৎ ও অসৎ সমস্তই দর্শন করে।

—তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

যখন পরমাত্মার তেজোদ্বারা জীব অভিভূত হন, তখন মন হৃদয়গুহায় উপস্থিত হইয়া সুষুপ্তিদশা লাভকরতঃ সুখানুভব করেন। —চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

সায়ংকালে যেমন পক্ষীসমূহ নিজবাসাভিমুখে গমন করে এবং আশ্রয় লয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়সমূহ পরমাত্মার আশ্রয় লাভ করে ও তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়। —পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।

অতঃপর দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তারূপে খ্যাত জীব পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন। যিনি রজস্তমোগুণবর্জ্জিত, শুদ্ধসত্ত্বময়, অক্ষর পরমাত্মাকে জানেন, তিনি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মা হইয়া থাকেন।

চতুর্থ প্রশ্নে ব্রহ্ম ও বিজ্ঞানাত্মার অচিন্ত্যভেদাভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে, এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে ওঁকারের উপাসনা প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চম প্রশ্ন—শিবিপুত্র সত্যকাম মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পূজার্হ! হে আচার্য্য! মনুষ্যের মধ্যে যিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যাবজ্জীবন প্রণবের (ওঁকারের) অভিধ্যান অর্থাৎ আরাধনা করেন, কোন্ লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?

উত্তর—মহর্ষি সত্যকামকে বলিলেন,— ওহে বৎস ! এই ওঁকারই (প্রণবই) পর ও অপর ব্রহ্ম। অতএব যিনি প্রণবের আরাধনা করেন, তিনি উভয়ের মধ্যে একজনকে লাভ করিতে পারেন। অ+উ+ম্ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণব। যিনি অকারের তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত হইয়া এক মাত্রাকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, ঋগ্‌বেদস্বরূপ প্রথমমাত্রা তাহাকে (উপাসককে) অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে আনয়ন করেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি বিশিষ্ট দ্বিজ হন। এমনকি সেই মনুষ্যজন্মে কৃচ্ছ্র তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষ অনুভব করেন।

যিনি অকার ও উকার এই মাত্রাদ্বয়কে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তিনি যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃক অন্তরীক্ষস্থিত সোমলোকে নীত হন। সেখানে নানাবিধ ঐশ্বর্য্যভোগের পর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রেরিত হন। যিনি অকার, উকার ও মকার এই মাত্রাত্রয়কে পরমেশ্বরের প্রতীক্‌স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পরব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তিনি সৌরমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হন। সর্প যেমন তাহার পুরাতন চর্ম্মাবরণ (খোলস) পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে, তদ্রূপ তিনি পাপ-পুণ্যবর্জ্জিত হইয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহণান্তর সামবেদকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠে নীত হন।

ঋগ্‌বেদস্বরূপ ওঁকারের (প্রণবের) প্রথমমাত্রার উপাসক মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রাদ্বয়ের উপাসনায় যজুর্মন্ত্রদ্বারা সোমাধিষ্ঠিত—অন্তরীক্ষ—লোক প্রাপ্ত হইয়া উপাসক বিভূতি অনুভব করেন। ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট প্রণবের উপাসক সামবেদকর্ত্তৃক পরব্যোমধামে নীত হন। তত্ত্বজ্ঞ সাধকগণ এই ওঁকারকে অবলম্বনকরতঃ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই ত্রিদশারহিত (শান্ত), জরা-মৃত্যুহীন, অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—সুকেশা মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে বলিলেন,—হে ভগবন্ ! কোসলদেশীয় রাজপুত্র হিরণ্যনাভ ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার দরুণ তাহাকে কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ট সেই ষোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষটি কে এবং তিনি কোথায় অবস্থান করেন ? —ইহাই আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য।

উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য ! (হে প্রিয়-দর্শন !) এই দেহে হৃৎ-পুণ্ডরীকাকাশমধ্যে সেই পুরুষ অন্বেষণীয়, যাঁহা হইতে প্রাণাদি ষোড়শকলা উৎপন্ন হইতেছে। মহাস্বর্গের আদিতে বিশ্ব-

স্রষ্টা পরমেশ্বর বিচার করিলেন যে, শরীরে কোন্ তত্ত্ব বর্ত্তমান থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকে এবং কোন্ তত্ত্বের অবিদ্যমানতায় আমার সত্তা স্পষ্ট-রূপে প্রকাশিত থাকে না। এইরূপ আলোচনার পর তিনি প্রাণ অর্থাৎ সমষ্টিজীবাভিমানী হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণ হইতে অর্থাৎ প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া শ্রদ্ধা, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং লিঙ্গদেহকে (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) উৎপন্ন করিয়া বিষয়ের জ্ঞান ও কর্ম্মহেতু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে জীবের দেহরক্ষার জন্য অন্ন ও অন্নের পরিপাকে বল বা বীর্য্য উৎপাদন করিলেন। ইহার পর তপঃ, ঋগাদি মন্ত্র, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি লোকসকল এবং উহাদের নাম সৃষ্টি করিলেন।

প্রবহমানা নদীসমূহ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ এই ষোড়শকলা অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্) সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ) পরমপুরুষ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। রথচক্রের অরসদৃশ কলাসমূহ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই পরমেশ্বর জীবের একমাত্র বেদ্য ও উপাস্য। তাঁহাকে জানিলে অবিদ্যা হইতে মুক্তি হইবে এবং সংসারের দুঃখ-ভোগ নিবারিত হইবে।

অবশেষে মহর্ষি বলিলেন,—হে শিষ্যবৃন্দ! সেই পরব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞেয় পুরুষ, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই।

অতঃপর শিষ্যগণ পূজাপূর্ব্বক দণ্ডবন্নতিসহকারে বলিল,—হে গুরো! আপনি আমাদের ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতা পিতা. কারণ আপনিই আমাদিগকে দুস্তর অবিদ্যা-সাগরের পরপারে পৌঁছাইয়া দিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

এই উপনিষদে প্রাণ সম্বন্ধে এক মহত্ত্বপূর্ণ বিবেচন কথিত হইয়াছে। প্রাণশক্তিকে সংসারের প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। উহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় 'মানসিক সংকল্প'। সংকল্প-বলদ্বারা প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত করা যায়। ইহা এক স্বতন্ত্রবিদ্যা। ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন সূত্ররূপে ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের মহান্ জাগরণের নিমিত্ত এই বিস্তৃত বিকাশের অপেক্ষা রহিয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

শ্রীভগবচ্চরণামৃত

শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত সর্ব্বদা সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণামৃত প্রথমতঃ বৈষ্ণবদিগকে দিয়া তৎপর প্রণামপূর্ব্বক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করাই বিধি। মানব শ্রীচরণোদক পানে পবিত্র হইয়া পাতক হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিলে কোটী ব্রহ্মহত্যার পাতক নষ্ট হয়; আবার উহা ভূতলে পতিত করিলে অষ্টগুণ পাতক সমুৎপন্ন হয়। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—হে অম্বরীষ! হরির চরণামৃত যাঁহার উদস্থর হয়, তুমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ কর।

শ্রীশালগ্রাম শিলার জল প্রতিদিন পান করিলে সহস্র কোটী তীর্থে অবগাহন করিবার প্রয়োজন কি? যিনি শ্রীশালগ্রাম-চরণামৃত পান করেন, তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীগঙ্গা—শ্রীহরিচরণোদক। সরস্বতীর জল তিন দিনে, নর্ম্মদার জল সাতদিনে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং যমুনার জল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। ইঁহাদিগকে দর্শন, স্নান ও কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা পবিত্র করিয়া থাকেন। প্রতিদিন কোটী শিবলিঙ্গার্চ্চন করিলে যে ফল হয়, শ্রীচরণামৃত পান করিলে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে। অপবিত্রই হউক, দুরাচারই হউক অথবা মহাপাতকীই হউক, বিষ্ণুচরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইতে পারে। কোটীপাতকযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে মস্তকে, মুখে ও দেহে যদি বিষ্ণুচরণামৃত স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে যমালয়ে গমন করে না। যাহারা কখনও দান, হোম, বেদপাঠ বা দেবপূজাদি করে নাই, তাহারাও বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া উত্তমগতি লাভ করিতে পারে। যিনি প্রত্যহ শ্রীহরিচরণামৃত পান করিতেছেন, তিনি প্রত্যহই যমুনা-স্নান করিতেছেন। যিনি শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা, শিব, কেশব—সকলেই প্রসন্ন হন। যিনি শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। চিরদিন আচার-রহিত ব্যক্তিকেও অন্তকালে চরণামৃত পান করাইলে সেও পরমগতি লাভ করিতে পারে। শ্রীচরণামৃত পান করিবামাত্র মহাপাপীও সকলের পূজনীয় হয়। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান করিলে জরামৃত্যু ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচরণামৃত মঙ্গলস্বরূপ এবং ব্যধি ও দুঃখ-নাশক। শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল উৎপাতের শান্তি হয়। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু (শিব) এই চরণামৃতের মাহাত্ম্য জানিয়া বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

মহাপাপী ও শত শত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও চরণামৃত পানে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে।

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণামৃত পান করাই পরম ধর্ম্ম, ইহাই পরম তপস্যা। যিনি চরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করেন, তিনি সকল তীর্থে স্নানফল লাভ ও বিষ্ণুর অতি প্রিয় হইতে পারেন। শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত অকালমৃত্যু, সকল ব্যাধি ও সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করে। শ্রীচরণামৃত-পানের দ্বারা ভক্তি হয়। 'লুব্ধ'নামক ব্যাধ শ্রীহরির চরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইয়া উত্তম বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক মুনিকে বলিতে লাগিলেন,—হে মুনে! আপনি যে আমার উপর চরণামৃত নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তসমুদ্রের জলও ত্রিতাপাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে না. কিন্তু অল্পমাত্র শ্রীচরণামৃত দ্বারা সেই সংসারাগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। এই শ্রীচরণামৃত অমূল্য, ইঁহার সহিত অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। সমুদ্রতরঙ্গ গণনা করিতে পারিলেও শ্রীচরণামৃতের অনন্তমহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের পবিত্র শ্রীচরণামৃত-পানের দ্বারা জীব নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীচরণামৃতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্র প্রচুর কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা-লাভের জন্য যত্ন করিলাম।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথি উপলক্ষে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও মূলমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব ও বিপুল উদ্দীপনার সহিত উক্ত ব্রত প্রতিপালিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পরব্রহ্ম সনাতন স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি এক বিশেষ তাৎপর্য্যের সূচনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অন্তর্ম্মুখী জীবকে বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ-বিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জীবগণকে ধ্বংশ করিয়া ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা-প্রচার-মানসেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীগৌর-বাণী জগতে কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিগত ৮ই হৃষীকেশ, ২৫শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথি-উদযাপন উপলক্ষে তৎপূর্ব্ব দিবস হইতেই শ্রীমন্দির ও তোরণদ্বার বিভিন্ন পত্র, পুষ্প, কদলীবৃক্ষ, পতাকা প্রভৃতিদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। ব্রতোপবাস-দিবসের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা, মহাজনগীতি প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্র ১০ ঘটিকায় সমাপ্ত হইয়াছিল। বৈকাল ৫ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তীর প্রদর্শনী উন্মোচকালে সমিতির সহঃ সভাপতি ও সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভক্ত-বৎসলতার নিদর্শন-স্বরূপ এই জন্ম-লীলার অবতারণা বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীভগবান্ এতই কারুণিক যে, জীবকুল ঐকান্তিক শরণাগতি গ্রহণ করতঃ ক্ষুদ্রতম সেবা করিলেও ভগবান্ তাহা অঙ্গীকার করেন এবং স্বরাট্ পুরুষ হইলেও ভক্তবশ হইয়া ভক্তপরতন্ত্র হন—ইহাও ভগবানের অচিন্ত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা-সম্পর্কে পাঠ করেন। পরে এক মহতী ধর্ম্ম-সভায় তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ ও আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব ও তাঁহার জন্মলীলা সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সরল ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী' ও তিনি অজ হইয়াও জন্মলীলা করার কারণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দার্শনিক অভিভাষণ প্রদান করেন। রাত্র দ্বিপ্রহর হইলে কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক ও অর্চ্চনান্তে শাস্ত্র-নিয়মানুসারে ফল-মূলাদিদ্বারা অনুকল্পের ব্যবস্থা করা হয়।

অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে অন্যত্র কোথাও কোথাও অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা কি শ্রীরূপানুগ-ধারা? আচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিশুদ্ধধারার বিকৃতরূপ মাত্র। শ্রীল ঠাকুরের আচরিত-প্রচারিত ধারার নির্ভিক পথপ্রদর্শক ও তদীয় পরম প্রিয়-পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুবরের আনুগত্য স্মরণ করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ আচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বিচার সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছেন ও করিবেন—ইহাই সুদৃঢ় আশা।

—**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

ষষ্ঠ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৬ই আশ্বিন, ১৩৮১ ; ইং ২৩।৯।৭৪

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ১৩ই কার্ত্তিক (ইং ৩১।১০।৭৪) বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তচ্ছাখামঠসমূহে ষষ্ঠ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবা-সূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১৩ই কার্ত্তিক, ইং ৩১।১০।৭৪ বৃহস্পতিবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪'৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ— পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ১৬ দামোদর, ৪৮৮ গৌরাব্দ
শনিবার, ২৯ কার্ত্তিক, ১৩৮১; ইং ১৬।১১।১৯৭৪ } ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

[শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্]

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা॥১॥

যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় ক্রীড়া করিতেছে, যিনি গোকুল-নামক (অপ্রাকৃত চিন্ময়) ধামে শোভমান, যিনি (দধিভাণ্ড ভগ্ন করার অপরাধ-হেতু) মাতা যশোদার ভয়ে ভীত হইয়া উদূখল হইতে (লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক) অতিবেগে ধাবমান, মাতা যশোদাও তদপেক্ষা অধিক বেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ (সর্ব্বশক্তিমান্) শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি॥১॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্ ।
মুহুঃ শ্বাস-কম্প ত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥২

(মাতৃ-হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা প্রহৃত হইবার ভয়ে) যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে কর-কমলদ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বীয় চক্ষুদ্বয় যুগপৎ মার্জ্জন করিতেছিলেন, যাঁহার নেত্রযুগল সাতিশয় ভীতিপূর্ণ নিরীক্ষণযুক্ত, যাঁহার রোদনাবেগে মুহুর্মুহু শ্বাসের দ্বারা (শঙ্খবৎ) ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠ-শোভিত (মুক্তা-হারাদি) গ্রীবা-ভূষণ কম্পমান এবং যাঁহার উদর (মাতার বাৎসল্যভক্তি-হেতু) রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ (আমি সেই দামোদরকে বন্দনা করি) ॥২॥

ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে স্ব-ঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩॥

(এই প্রকার দামবন্ধনাদি-রূপ বাল্য-লীলা-সমূহদ্বারা) যিনি (নিজ-লীলাশক্তি-প্রকটিত) গোকুলবাসিগণকে আনন্দ-কুণ্ডে নিত্যকাল নিমজ্জিত করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানপর ভক্তগণের নিকট "আমি আমার নিজ (ঐশ্বর্য্য-ভাবহীন) প্রেমিক ভক্তগণের দ্বারা জিত হইয়াছি"—এইরূপ ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন, আমি প্রেমভক্তিভরে পুনরায় সেই দামোদর কৃষ্ণের শত-শতবার বন্দনা করি ॥৩॥

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপাল-বালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪॥

হে (পরমজ্যোতমান) দেব ! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরদানে সমর্থ হইলেও আমি কিন্তু (আপনার নিকট চতুর্থ পুরুষার্থ) মোক্ষ অথবা মোক্ষাবধি (অর্থাৎ ঘনসুখ-বিষেশাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, এমন কি, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তির প্রকার-রূপ) অন্য কোনও বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ ! তোমার এই বাল-গোপাল-রূপই যেন আমার হৃদয়ে প্রকটিত থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে আমার প্রয়োজন নাই ॥৪॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত-নীলৈর্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥৫॥

হে দেব ! তোমার মুখপদ্ম, অত্যন্ত শ্যামল ও লোহিত-বর্ণযুক্ত কুটিল কেশ সমূহদ্বারা আচ্ছাদিত এবং মাতা যশোদাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ চুম্বিত ;

বিম্বফলের মত রক্তবর্ণ অধরযুক্ত পরম মনোহর সেই বদনকমল আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুক। অপর লক্ষ-লাভেও আমার প্রয়োজন নাই ॥৫॥

নমো দেব! দামোদরানন্ত! বিষ্ণো! প্রসীদ প্রভো! দুঃখ-জালাব্ধিমগ্নম্
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-গৃহানেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি-দৃশ্যঃ ॥৬॥

হে (দিব্যরূপ-বিশিষ্ট) দেব! আপনাকে নমস্কার। হে (ভক্তবৎসল) দামোদর! হে (অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি যুক্ত) অনন্ত! হে (সর্ব্বব্যাপক) বিষ্ণো! হে (মদীয় ঈশ্বর) প্রভো! হে (পরম-স্বতন্ত্র) ঈশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার ন্যায় বহুবিধ সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত, অতিদীন, অজ্ঞ ব্যক্তিকে (অনুগ্রহ করিয়া) উদ্ধার করুন এবং কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আপনি আমার নয়নের গোচরীভূত হউন ॥৬॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ-মূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥

হে দামোদর! আপনি যে-প্রকার (মাতা যশোদা-কর্ত্তৃক রজ্জুদ্বারা উদূখলে) শৃঙ্খলিত থাকিয়াও (শ্রীনল-কূবর ও মণিগ্রীব নামক) কুবের পুত্রদ্বয়কে (নারদ-শাপহেতু যমলার্জ্জুন-বৃক্ষ-জন্ম হইতে) মুক্তি ও (পরম-প্রয়োজনরূপ) ভক্তি-ভাজন করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার আমাকেও আপনার নিজস্ব প্রেম-ভক্তি প্রচুর পরিমাণে দান করুন—ইহাতেই আমার (এক-মাত্র) আগ্রহ। (অন্য কোনও প্রকার) মোক্ষে আগ্রহ নাই ॥৭॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥৮॥

(হে দামোদর!) আপনার উদর-বন্ধন-মহারজ্জুকে নমস্কার! নিখিল ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও চরাচর বিশ্বের আধার-স্বরূপ আপনার উদরকে নমস্কার। আপনার প্রিয়তমা রাধিকাকে এবং আপনার অলৌকিক লীলা-বিলাসকে নমস্কার ॥৮॥

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার বৈশিষ্ট্য

জনৈক ভক্ত—প্রভো! শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক্ কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি?

পরমহংস ঠাকুর—এইরূপ বিচার সেবাহীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদ-বুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া যে গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌরভজন নহে; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতা মাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেমন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন,—শচীসূনুং নন্দীশ্বর পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ"—হে মন, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তম স্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এই স্থানে শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দন-রূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-পদে শ্রীগুরু-দেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ভজন-শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাধাপ্রিয়সখী। কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম্ম বা মায়া। যাঁহারা হরিলীলা মায়ান্তর্গতা, এইরূপ অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধিমূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভোগবাদি ভোগী। তাঁহারা গৌরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃতমস্তিষ্ক, আর কতকগুলি ভজনহীন নির্ব্বোধ; সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই তাঁহাদের অনুগত। অনর্থ-ময় সাধকের বর্ত্তমান অবস্থারও উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর দ্বারা

অঘ-বক পূতনার ন্যায়, অকালে তাঁহার বধ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। কতকগুলি শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তি বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এবং রূপানুগ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধিবলে জড়ভোগ তৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর বাদ দিয়া গৌর-নাম মন্ত্রে বিরোধ করিয়া ত্রিগুণ-চালিত হইয়া জড়াহঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক ভোগ্য বস্তুমাত্র জ্ঞানে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট।

* * * *

আবার, আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গৌরভজা হইবার পরিবর্ত্তে গুরুভজা বা 'কর্ত্তাভজা' নাম ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, গুরুই কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। এইসকল স্বতন্ত্র জড়-বুদ্ধিজীবী পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তি অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রমত্ত জরদ্গবতুল্য গুরুব্রুবকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১৪।৮৪-৮৫)

উদর ভরণ লাগি, এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি,—মূলে জরদ্গব॥

গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লঞা।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু মায়া-মুগ্ধ হৈয়া॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩,৪৮০-৪৮২)

এই সকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড় পিণ্ডের পদদেশে তদীয়া তুলসী (?) সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই সকল পাষণ্ডের কথা বহুলোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইহারা নরক গমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোনও ভাল কথা কিম্বা শাস্ত্রীয় কথা ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না। এই যে ত্রিগুণা দেবীর যূপকাষ্ঠমুখে পূজা হইতেছে, তাহাতে এইসকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ভোগ-পরতা বিষ্ণুতে আরোপিত হয় না। এই 'গুরু-ভজা' মত জগতে বহু প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূর্খ লোকই এই সকল মতের আদর করিয়া থাকে।

* * *

গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল রূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দর-ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শেষে শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভজন-কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত গুরু-ভজাগণের গুরুই 'গৌরাঙ্গ'—এইরূপ পাষণ্ডমতবাদ প্রচার করেন নাই। গুরু-ভজনের ছল দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই। আবার গৌরভজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই।

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম মঙ্গল।
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ২২৮-২২৯ সংখ্যা)

* * *

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ-সাধন করিবার চেষ্টা অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদীর চেষ্টামাত্র। উহাই মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

অন্যস্থানে আরও বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বহু স্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।

* * *

নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধো লোকনাথ দীনবন্ধো
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখিগণ
নরোত্তম মাগে এই দান॥

* * *

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।"

* * *

"শুনিয়াছি সাধু-মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥"

* * *

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ,
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।

নন্দীশ্বর যা'র ধাম, গিরিধারী যা'র নাম,
সখী সঙ্গে তা'রে ভজ রঙ্গে ॥
প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি ॥
অহঙ্কার অভিমান অসৎসঙ্গ, অসৎজ্ঞান'
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ-গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, রতি মতি ভাবে সেব,
প্রেমকল্পতরু দাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবন-ধন,
অপরূপ এই সব কথা।

—শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম

* * *

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমতত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামির পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ভজন-প্রণালী এই শ্লোকটিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম, পরাৎপর প্রভৃতি গুরুবর্গ যথা—শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্যুগোদ্ভূত ভাগবতবৈষ্ণবগনের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য্য যুগলচরণ-ভজন-প্রদানের মালিক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগযূথ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাবরণ ঈশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যদেবই "কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য"। তিনি অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রদাতা। শ্রীরূপপাদ তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ—"যা'রে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ"। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার রূপ—গৌর, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। এই নাম,পদ্ম,গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কালব্যবধানগত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা (গৌরলীলা)—এই উভয় নিত্য লীলার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের বিলোপসাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণোত্থ অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগময়বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম্ বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমলং প্রেমা পুমর্থোমহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ॥ *

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য

সর্ব্ববেদ-প্রণয়ন, অধ্যয়ন ও বিচার করত ব্রহ্মা শত শত-কল্পেও যে-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না, সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সমস্তযোগ ও বৈরাগ্য-মার্গের একেশ্বর হইয়াও দেবাধিদেব মহাদেব যাহা সর্ব্বদা অন্বেষণ করেন এবং মুক্তজীবসকল যে-বস্তুকে স্ব-মহিমা বলিয়া নিত্য আদর করেন, সেই অখিলসাধন-তত্ত্বের একমাত্র সাধ্যবস্তু এবং সর্ব্বশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপ পরম-পুরুষার্থ যে প্রেম—তাহাই সম্প্রতি দীনদয়াল মহাপ্রভুর কৃপাকণ অবলম্বন-

* জনৈক ভক্তের প্রশ্নোত্তরকালে উক্ত উপাসনা-বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে আচার্য্যকুলতিলক জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।**

—সম্পাদক

পূর্ব্বক বিচারিত হইবে। শ্রীরূপগোস্বামীকে মহাপ্রভু এই বলিয়া প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিলেন ; যথা,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে 'প্রেমফল'।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা ॥
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তা'র লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি'—যত উপশাখাগণ ॥
সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল-শাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয় ॥
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেচন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥
এই ত' পরম ফল—'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁ'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৬৪)

মহাপ্রভুর এই রূপককে কবিরাজ গোস্বামী কি অপার-পাণ্ডিত্যের সহিত উপরোক্ত পয়ারে বর্ণন করিয়াছেন! জীব যদি এই পয়ারের অর্থ সম্যক্ বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে ধন্য হয়। স্তূপাকার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে ফল না মিলে, তাহা এই আটাইশটি পংক্তি ভাল করিয়া বুঝিলে অনায়াসে পাওয়া যায়। কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে জীবসকল এই ব্রহ্মাণ্ডে অনাদিকাল হইতে যাতায়াত করিতেছে। যেইবার ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতি প্রবল হইয়া উঠে, সেইবার ভক্তিতে জীবের শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে সাধুগুরুর পদাশ্রয় করেন। সাধুগুরুর নির্দ্দেশমতে জীবের শ্রদ্ধা হইলে সাধুগুরুর পদাশ্রয় করেন। সাধুগুরুর নির্দ্দেশমতে সেই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধাকে চিত্তে ভাল করিয়া রোপণ করেন। জীব তখন মালী হইয়া হরি-নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। লতা বাড়িতে বাড়িতে জড়ীয় জগৎকে ভেদপূর্ব্বক চিজ্জগতের সীমারূপ বিরজা পার হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম অতিক্রম করত চিদ্বিলাসময় পরব্যোমে প্রবেশ করে। ব্রহ্মাণ্ড-ভেদ-কালে আর একটী প্রকরণ লাভ হয়; তাহার নাম কৃষ্ণকৃপা। জীব স্বীয় চিৎস্বরূপে ক্ষুদ্র; তাহার আলোচনা করিতে করিতে জড়-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ-ধর্ম্ম নিরস্ত হইয়া জীবের সত্তানাশের উদ্যম হইয়া পড়ে। এই সময় কৃষ্ণভক্তের বিশেষ কৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা সহায়তা করেন। সে কৃপা এই,—চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীশক্তি অত্যন্ত প্রভাবময়ী। মায়া-নিরসন-সময়ে চিদ্বিশেষ-হানি হইতে জীবকে রক্ষা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়া সাধনভক্তিতে ভাবরূপে উদিতা হন। সেই ভাববলে জীব, রতিলাভ করত ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। হ্লাদিনী-শক্তির কৃপাব্যতীত জীব প্রেমরূপ প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদপূর্ব্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন। পরব্যোমের উপরিভাগে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন। তথায় কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে ভক্তিলতা বিস্তৃত হইয়া প্রেমফল প্রদান করেন। মালী এদিকে নিরন্তর হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল লতার মূলে সেচন করিতে থাকেন। যে-সময় লতা অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে-সময়ে মালীকে আর কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। বৈষ্ণব-অপরাধ অর্থাৎ সাধুভক্তগণের প্রতি হিংসা-দ্বেষ-নিন্দারূপ অপরাধ উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় কখন কখন উঠিয়া ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাতে তাহার পত্রাদি শুষ্ক হইয়া যায়। কখন বা লতাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। এই

সময় মালীকে বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত যেন ঐ অপরাধ-হস্তী উঠিতে না পারে। আর এক উপদ্রব এই যে, ভক্তিলতার সঙ্গে সময়ে সময়ে উপশাখা উৎপন্ন হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেকজল বাড়িয়া বাড়িয়া মূল-শাখাকে বাড়িতে দেয় না। ভোগ, মোক্ষ, সিদ্ধি, কামনা, পাপাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীবহিংসা, ক্রূরতা, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা, অর্থ-পুণ্যলাভাগ্রহ ইত্যাদি অনেক উপশাখা উৎপন্ন হয়। মালী সতর্ক হইয়া ঐ সকল উপশাখা উঠিতে উঠিতেই ছেদন করিয়া ফেলিবেন। এরূপ করিলে মূলশাখা জড়ীয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃতধাম বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যায়। প্রেমফল পাকিয়া পাকিয়া পড়িতে থাকে এবং মালী পরমানন্দে তাহা সেবন করে। **এই প্রেমই পরমপুরুষার্থ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ইহার নিকট তৃণতুল্য।**

এখন প্রেমের স্বরূপ ও প্রকারাদির সংক্ষিপ্ত বিচার করা যাইতেছে। যথা, —

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১)

তথা (প্রেমভক্তি-লহরীতে ১ম শ্লোক)—

সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তে সমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

কৃষ্ণে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাবকে প্রেম বলা যায়। সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিৎ-নামা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। মায়াশক্তির অন্তর্গত যে সত্ত্ব তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব। কৃষ্ণে অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাব চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-বৃত্তিবিশেষ। তদুভয় মিলিত হইয়া যে পরমবৃত্তিরূপ চমৎকার ভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম। জড়জগতে মায়ার সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিদ্গত প্রেমের হেয় ছায়া মাত্র।

শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা—উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়ীভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে যথা, —

সাধনভক্তি হইতে হয় 'রতি'র উদয়।
রতি গাঢ় হইতে তা'র 'প্রেম' নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহভাব হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৬-১৭৭)

ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন ও তাহা উদয় হইলে যে-প্রকার অবস্থা হয়, তাহাও বলিয়াছেন। যথা,—

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁ'র ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁ'রে নাহি ভায়॥
'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নামগানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২০-৩১)

যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ রতিভক্তিলহরীতে ১১ শ্লোক),—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম-গানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি, তাঁহার লীলা-সম্বন্ধ-স্থলে বাস ইত্যাদি অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪২)

প্রিয়বর্গের মধ্যে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রীতিবিশেষের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকেই প্রীতির আলম্বন মনে করিতে হইবে—এ কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। যেমন বাৎসল্য প্রীতি ব্রজরাজ-দম্পতিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা সেই প্রীতির আশ্রয়। অন্য প্রিয়বর্গ দাস, সখা প্রভৃতি উদ্দীপন মাত্র। ব্রজের বাৎসল্য-প্রীতি যে সাধক ভক্তের মধ্যে আবির্ভূত হইবে তাঁহার প্রীতির আশ্রয় শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী।

পরিকর বর্গের মধ্যে যাঁহার (যে ভক্তের) প্রীতি নিজ প্রীতির অনুরূপ তিনি সবাসন। যাঁহার প্রীতি অন্যরূপ তিনি ভিন্ন-বাসন। এইরূপে প্রীতির আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে প্রিয়বর্গ দ্বিবিধ। উভয়বিধ প্রিয়বর্গের প্রতি ভক্তের যে প্রীতি তাহা তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি আছে বলিয়া। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা নিজের কোন ব্যবহারিক সম্পর্কের অনুরোধে নহে। একথা কেবল সাধকগণের সম্বন্ধে নহে, পরিকরবর্গের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে। যেমন শ্রীরাধার প্রতি শ্রীললিতার যে প্রীতি, তাহা শ্রীরাধাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে বলিয়া, নিজ সখী বলিয়া নহে। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীতিরই আদর।

এস্থলে বক্তব্য বিষয় তিনটি—নিজ সম্বন্ধাদিহেতুকা প্রীতির নিষেধ, ভগবৎ-প্রীতির সমাদর এবং যিনি ভগবৎপ্রীতির আশ্রয়, তাঁহার প্রতি প্রীতি। নিজ সম্বন্ধাদিহেতুকা প্রীতির নিষেধে শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্য—

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ (ভাঃ ১।৮।৪১)

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমার নিজজন পাণ্ডব ও যাদবগণে যে দৃঢ় স্নেহবন্ধন আছে তাহা ছিন্ন করিয়া দাও।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সমাদর—

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ (ভাঃ ১।৮।৪২)

শ্রীকুন্তীদেবীর পাণ্ডবগণ পুত্র এবং যাদবগণ পিতৃবংশ সম্ভূত। উভয়ই ভগবৎ-পরিকর। তাহা হইলেও নিজসম্বন্ধহেতুকা প্রীতির ছেদন জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাতে সম্পর্কিত ব্যক্তি যদি সাধারণ জন হয়, তবে সেই প্রীতি ছেদনের জন্য যে আগ্রহ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কুন্তীদেবীর প্রার্থনা—হে মধুপতে! আমার মতি অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর তোমাতে অনবচ্ছিন্ন প্রীতি করুক। সমুদ্রে পতন-সময়ে গঙ্গা যেমন তরীকে বিঘ্ন বলিয়া গণ্য করে না, আমার মতিও তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কোন বিঘ্ন গণ্য না করে। অতঃপর ভগবৎপ্রীতির আধারে নিজপ্রীতি অঙ্গীকার হেতু বলিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রু-
গ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে॥ (ভাঃ ১।৮।৪৩)

হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীকৃষ্ণসখ (অর্জ্জুনের সখা)! হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অবনীর উপদ্রবকারী ক্ষত্রিয়বংশের নিহন্তা। হে গোবিন্দ! গো, দ্বিজ ও দেবতাগণের দুঃখবিনাশের জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। হে যোগেশ্বর! অখিলগুরো! ভগবন্! তোমাকে নমস্কার।

এই শ্লোকে অর্জ্জুনের সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের আদর প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। আর বৃষ্ণিবংশের সহিত তাঁহার উল্লেখ করায় বৃষ্ণিগণের প্রতিও কুন্তীদেবীর প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু উহাদের প্রতি নিজ সম্বন্ধানুগামিনী প্রীতি ছেদনের জন্য পূর্ব্বেই প্রার্থনা করিয়াছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীউদ্ধবেরও এই প্রকার উক্তি—

বৃক্ষস্ব মে সুদৃঢ়ং স্নেহপাশো
দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া
স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা॥
নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥
(ভাঃ ১১।২৯।৩৯-৪০)

সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য তুমি দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতগণে আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তার করিয়াছ তাহা আত্মজ্ঞানরূপ শাস্ত্রদ্বারা ছেদন কর।

হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার। যাহাতে তোমার শ্রীচরণকমলে অনপায়িনী রতির উদয় হয়, শরণাগত আমাকে সেই শিক্ষা দান কর। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মায়ায় আত্মীয়-কুটুম্বে যে প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা শুধু বন্ধনের হেতু—দুঃখের হেতু। এজন্য তাহা বিনষ্ট হউক। তোমাতে যে প্রীতি, তাহা সুখরূপা; এজন্য তাহা অক্ষয় হউক। এস্থলে সম্বন্ধহেতুকা প্রীতি উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ-প্রীতি প্রার্থনা করিতেছেন।

সাধক-ভক্তগণের প্রথমে আত্মীয়জনে প্রীতি থাকে, পরে শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মে। ভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাবকালে সম্বন্ধহেতুকা প্রীতির প্রতি বন্ধনবুদ্ধি জন্মে। সিদ্ধভক্তগণের অবস্থা তাদৃশ নহে। তাঁহাদের শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে প্রীতি থাকে না। শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি সিদ্ধভক্তগণের নিজ সম্বন্ধে এই উক্তি কেবল অন্যকে শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে।

শ্রীকুন্তীদেবীর অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা হইতে দ্বারকাগমনে পাণ্ডবগণের অকুশল, আগমনে যাদবগণের অকুশল। উভয় পক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কুন্তীদেবী ব্যাকুলচিত্তা হইয়া উভয়ের প্রতি স্নেহবন্ধন ছেদন করার প্রার্থনায়—উভয় পক্ষের সহিত তোমার বিচ্ছেদ যাহাতে না হয়, এরূপ ব্যবহারের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীকুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন।

যদি দেহসম্বন্ধহেতুকা প্রীতির বিচ্ছেদই ভগবৎ-প্রিয়গণের স্বভাব হয়, তবে দেবকীদেবীর কৃত পুত্র ছয় জনের প্রতি স্নেহ দেখা যায় কেন? তিনি স্নেহবশবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগকে আনয়নজন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন কেন? তদুত্তর—শ্রীকৃষ্ণেরই পানাবশিষ্ট স্তন্যপান প্রভাবে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণেরই তাদৃশ লীলাবিস্তার জানিতে হইবে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীগুরু-বন্দনা

জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামীবর।
অগতির গতি পতিত তারণ
আশ্রয়ে দুরিত হর॥
রাধানিজজন পরম পাবন
এসেছিলে এ-ধরায়।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে কত যে তারিলে
জাগিছে তা এ-হিয়ায়॥
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অতি সুনিপুন
বিচারে অপরাজেয়।
প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ
অসজ্জনের অজ্ঞেয়॥
ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিত মানব
নাহি পায় সুখলেশ।
হরিনাম-সুধা জীবে পিয়াইয়া
প্রেমে ভাসাইলে দেশ॥
দিকে দিকে কত শ্রীমঠ-মন্দির
তুমি যে প্রকট করি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার করিলে
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি।
বেদান্ত দর্শনে ব্যাখ্যা জানাইলে
প্রতিপাদ্য কৃষ্ণভক্তি॥
ধাম-পরিক্রমা পত্রিকা প্রকাশে
প্রচারিলে শুদ্ধভক্তি।
কলিহত-জীব তাহা আচরিলে
প্রেমলাভে পাবে শক্তি॥
প্রভুপাদ-নিষ্ঠা অসীম তোমার
তুলনা তাহার নাই।
কৃপা কর গুরো! অনুক্ষণ যেন
তোমার মহিমা গাই॥

—দাসাধম **ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক**

উপনিষৎ-সার

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ

অথর্ব্ববেদের শৌনকীয় অন্তর্ভুক্ত এই মুণ্ডকোপনিষৎ। ২৮ খানি উপনিষদের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্বহেতু মুণ্ড অর্থাৎ শির নামে আখ্যাত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে মুণ্ড অর্থাৎ শির যেমন সর্ব্বোত্তমাংশ সেইরূপ সর্ব্বোপনিষদের সারস্বরূপ বলিয়া ইহাকে মুণ্ডকোপনিষদ্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার অবিদ্যার মুণ্ডন অর্থাৎ বিনাশ নিমিত্ত ইহাকে কেহ কেহ মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন। কাহারও অভিমত এই যে, মুণ্ডক নামক কোন ঋষি ইহা উপদেশ বা প্রবর্ত্তন করায় তাঁহার নামানুসারেই মুণ্ডকোপনিষদ্ নাম জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অপৌরুষেয়, কোন মনুষ্যকৃত গ্রন্থ নহে।

মুণ্ডকোপনিষদে শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদে পরা ও অপরা বিদ্যার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আদিগুরু ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। অথর্ব্বা তাহাই অঙ্গিনামক ঋষিকে বলিলেন। পরে তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে এবং সত্যবহ তাহা নিজপুত্র অঙ্গিরসকে উপদেশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনকমুনিকে এই ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলেন।

শৌনক মুনি অঙ্গিরার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, —'হে ভগবন্! কোন্ বস্তুটী বিশেষভাবে অবগত হইলে অখিল বিদ্যা সুবিদিত হয়?' অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে বলিলেন, বিদ্যা দ্বিবিধা—পরা ও অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে।

সেই অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহ্য (রূপহীন), চক্ষুকর্ণহীন, হস্তপদশূন্য, অবিনাশী, বিভু, সর্ব্বব্যাপী, সুসূক্ষ্ম, ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্মকে যে বিদ্যার সাহায্যে বিবেকিগণ সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন, তাহাই বলা হইতেছে—

মাকড়সা যেরূপ সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাথ করে, পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদি ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, সজীব পুরুষ-শরীর হইতে যেরূপ বিজাতীয় (জড়) কেশ ও লোমসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর হইতে এই সংসারমণ্ডলে নিখিল বস্তু উৎপন্ন হয়।

যখন অক্ষর ব্রহ্ম "বহু হইব" এইরূপ ঈক্ষণবিশিষ্ট হন, তখন তাঁহা হইতে প্রথমে অন্ন, তৎপরে উহা হইতে প্রাণ, মন ও সত্য (আকাশাদি পঞ্চভূত), ভূতসকল, ভূরাদি লোকসমূহ এবং নিমিত্ত-ভূত কর্ম্মসকল ও তজ্জনিত কর্ম্মফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বজ্ঞত্বই যাঁহার তপস্যা, সেই ব্রহ্ম হইতে এই হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্ম), নাম, রূপ ও ব্রীহি-যবাদি অন্ন জাত হয়। প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের ইহাই মর্ম্মার্থ।

প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, যজ্ঞের মহিমার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে পরমাত্মার নিকট হবন করাই আত্ম-যজ্ঞ কহে। ইহা অগ্নিহোত্রের মহিমা হইতে ন্যূন নহে। বিধিপূর্ব্বক কৃত-হবন নিজ সূক্ষ্ম-শক্তিদ্বারা অগ্নিহোত্রীর অন্তঃস্থিত হইয়া শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করায়। কথিত আছে যে, হবনকারী যজ্ঞকর্ত্তার সৎকার করিলে উপর হইতে আহ্বান আসে—"এস, এস, তোমার শুভকর্ম্মের ফলস্বরূপ এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও।" এই প্রকার যে অগ্নিহোত্র কর্ম্ম না করে বা উপেক্ষা করে, তাহার সপ্ত পুণ্যলোক নষ্ট হইয়া যায়। সেই ব্রহ্ম-বস্তু নিত্য ও সত্যস্বরূপ। সত্যযুগে জীবগণ একমাত্র পরব্রহ্ম-বিষয়ক কর্ম্মে রত থাকিত, কিন্তু ত্রেতাযুগে নানা দেবতা-বিষয়ক কর্ম্ম করিত। নিষ্কামভাবে বৈদিক-কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে কর্ম্মফলার্পণদ্বারা চিত্তশুদ্ধিবশতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ সুগম করে। তন্নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে যে, কালী, করালী প্রভৃতি সপ্তশিখ-অগ্নিতে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ় অর্থাৎ ইহার সাহায্যে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। যে মূর্খগণ শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া ইহাকে সমাদর করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া "আমরা বুদ্ধিমান ও সর্ব্ববিষয় জ্ঞাত হইয়াছি" এইরূপে যাহারা আপনাদিগকে সম্মানার্হ মনে করে, তাহারা অনর্থ-পরম্পরায় পীড়িত হইতে হইতে অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

বালক সদৃশ অজ্ঞানেরা "আমরাই কৃতার্থ" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। কর্ম্মিগণ আসক্তিবশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, সেজন্য কর্ম্ম-ফলভোগান্তে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়। সংসারে প্রমত্ত মূঢ়গণ ইষ্টাপূর্ত্তকে

প্রধান মনে করিয়া অপর কোনও শ্রেয়োমার্গ জানিতে পারে না। তাহারা ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ মনুষ্যলোক বা হীনতর লোকে প্রবেশ করে। আর সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানী গৃহস্থগণ এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করেন, তাঁহারা ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া উত্তরায়ণমার্গে সূর্য্যদ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হন।

"নিত্যবস্তু কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হয় না"—এইরূপে কর্ম্মলভ্য ফলসমূহের অনিত্যত্ব ও দুঃখজনকত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সেই নিত্যপদ অবগত হইবার জন্য যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে গমন করিবেন। যথাবিধি প্রশান্তমনা ও সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে উক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে উপদেশ করিবেন, যে-বিদ্যার সাহায্যে পরমার্থরূপ অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে পরা বিদ্যার বর্ণনোদ্দেশ্যে মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন যে, সেই অক্ষর ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে সজাতীয় অসংখ্য অগ্নিকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়।

সর্ব্বমূর্ত্তিহীন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অন্তর ও বাহিরে বর্ত্তমান বলিয়া তিনি অজ (জন্মরহিত), প্রাণশূন্য ও মনোহীনহেতু তিনি শুদ্ধ এবং অক্ষর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পুরুষ হইতে প্রাকৃত প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আশ্রয়ভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতে বিরাটরূপ সম্ভূত হইয়াছে। দ্যুলোক (স্বর্গ) সেই বিরাট পুরুষের মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য—তাঁহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ—কর্ণ, প্রকটিত বেদসকল—বাক্য, বায়ু—প্রাণ এবং বিশ্ব—হৃদয়। ইঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জাত হইয়াছে, ইঁনিই সমুদয় স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা।

দ্যুলোকসম্ভূত চন্দ্র হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে (ব্রীহিযবাদি) ওষধি জাত হয়। ওষধি হইতে শক্তিপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের উৎপত্তি। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

আচার্য্যভাস্কর পরমহংসকুলতিলক

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

ষষ্ঠ-বার্ষিক বিরহ-বাসর-স্মরণে

[১]

নমঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

আজ যে-মহাপুরুষের চরণসরোজে লুব্ধ হইয়া আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তদীয় বিরহকাতর জনগণ অর্দ্ধযুগ কঠোর পরীক্ষায় অতিক্রম করিলেন। বেদান্ত বলেন,—

"প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টিশ্চতদুক্তম্॥" (৩।৩।৫২)

অর্থাৎ উপাসকদিগের বুদ্ধিদৃষ্টির তারতম্যহেতু প্রজ্ঞান-সমাহরণের বিচারে বিভিন্নতা থাকিয়া যায়। ষষ্ঠবর্ষান্তে একান্ত শুদ্ধভক্ত যখন ষড়্‌বেগদমন, ষড়্‌দোষশোধন, ষড়্‌রিপু-চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক বিজিতষড়্‌গুণ হইয়া হৃদয়াকাশে তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাবৃত্তি-চন্দ্রিকার পৌর্ণমাসী দর্শন করেন, মাদৃশ মূঢ় তখন অনাদি কর্ম্মফলসঞ্জাত অপরাধফলে ভবান্ধকূপে নিবিষ্টচিত্ত থাকে।

"অথানবগতোস্যাৎ"—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিই গুরু হয়েন—এইরূপ বিচার গ্রহণ করায় আরোহবাদীরা 'গুরু' ও 'বিরহ' দুই-এরই তাৎপর্য্যবিমুখ হইয়া পড়ে। স্বয়ং শ্রীগুরুদেবই যখন অতত্ত্বজ্ঞ, তখন তাঁহার বিরহে আর ব্যথা কি? কোনও ক্রন্দনের প্রয়োজন নাই—আরোহবাদীর এই বিচার সর্ব্বথা আত্মঘাতক। এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ সেইপ্রকার বস্তু নহেন। তিনি ভগবজ্‌জ্ঞানের গভীরতম সমুদ্রের সলিলে লীলায় অবগাহনপূর্ব্বক লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং তদ্রসালাপনে মায়ালাঞ্ছিত জনগণের হৃদয়েও পরমতৃপ্তি ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেন। সেহেতু আজ তাঁহার অদর্শনে দুঃখে বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। বন্দিতমায়া বিশ্বে সে-ভাব প্রকাশ করিলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উপহাসই অধিক মিলিয়া থাকে।

ভক্তিই একমাত্র 'পূর্ণতম', একারণ "**পূর্ণ**"-প্রজ্ঞ-প্রকোষ্ঠের গুহ্য'**তম**' বস্তু "**ভক্তিপ্রজ্ঞান**"। আবির্ভাব না হইলে বিরহ আসে না। আমরা পঞ্চদিবস পূর্ব্বে যে-'পূর্ণপ্রজ্ঞ'-এর আবির্ভাব দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাই এই পঞ্চদিনে তিল তিল বর্দ্ধিত হইয়া অন্তিম-তিথিতে পঞ্চবিধ রসের পূর্ণতম প্রকাশ মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেমাঢ্য "শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞানের" ইঙ্গিতমাত্র দান করিয়া সহসা তাঁহাকে শ্রীশারদীয়া রাসলীলায় অন্তর্ধান ঘটাইলে ভক্তকুল "হা কেশব! হা কেশব!!" বলিয়া উচ্চক্রন্দন করিতে করিতে তদ্‌বিরহসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। ইহা একাধারে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী। অদ্যকার তিথিবরার গম্ভীর তাৎপর্য্য ইহাই।

এই মহাপুরুষের সহিত পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্ মধ্বমুনির একটী সাদৃশ্য আছে। শ্রীমধ্বমুনি ভীমের অবতার। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের জীবনলীলায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহাতে ভীমের ন্যায় তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতা লক্ষিত হইত। তাঁহার বাল্যের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবৃন্দ তাঁহাকে এই সকল কারণে 'ভীম' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভীমসদৃশ অমিত তেজোপুঞ্জের প্রভাব তাঁহাতে দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের এক প্রিয়তম সেবক তাঁহাকে "পাষণ্ড-গজৈকসিংহ" বলিয়া সম্বোধন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের এই প্রকার ধারণা সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়।

হে পরমারাধ্যতমদেব! আপনার লীলাকথা স্মরণপথে উদিত হইলে স্বতঃই খেদ উঠে। হৃদয়ের ভার লাঘবাশায় আপনার দয়িতগণের নিকট তখন আপনার বিরহকাতর জনগণ আগমন করিয়া থাকেন। আমি মর্ত্ত্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইলেও আমার তপ্তহৃদয় শোধন-মানসে আপনার অপ্রাকৃত আচণের ছায়ায় আমাকে সর্ব্বদা শীতল রাখিতেন। আজ কিন্তু আপনি আমাকে নিতান্ত অধম জানিয়া সর্ব্বপ্রকারে আত্মগোপন করিয়াছেন।

হা শ্রীল গুরুদেব! আপনি আপনার একনিষ্ঠ সেবকনিচয়ের সহিত বিন্দুমাত্র পৃথক্ নন, ইহা সত্য। তাঁহারা কৃপাপারাবার। তাঁহাদের শুদ্ধ-হৃদয়ে আপনার চেতনময়ী বৈকুণ্ঠবাণীর ইঙ্গিত প্রদানপূর্ব্বক—যাহা আপনার প্রকটাপ্রকট সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই সম্ভব, কারণ চেতনবাণী সর্ব্বগা মাদৃশ অধমকে কৃপা করুন! প্রচুর কৃপা করুন!! প্রচুর কৃপা করুন!!! ইহাই আপনার শ্রীচরণসরোজে একান্ত দৈন্যময়ী প্রার্থনা।

কিঙ্করাধম—**শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী**

[২]

বিরহ-তিথির দিনে সতত জাগিছে মনে
শ্রীচরণ পূজিতে তোমার।
কিন্তু প্রভো! সম্বল নাহিগো মোর
পতিত অধম এ পামর ॥১॥

ভক্তগণ সবে আজি লয়ে পুষ্প অর্ঘ্যরাজি
দিতেছেন তব শ্রীচরণে।
তুমি প্রভু নিজ-জন আমি দাস অকিঞ্চন
কিছু নাহি মোর, অশ্রু বিনে ॥২॥

অপার করুণাময় গুরুদেব সদা হয়
সেই গুরু তুমি মোর জানি।
এ অধমে হয়ে প্রীত তোমার চরাশ্রিত
করিয়াছ, বহু ভাগ্যে মানি ॥৩॥

বিরহ-তিথিতে আজ বিরহ-মগ্ন মঠরাজ
বিপ্রলম্ভ ভাব বিরাজিছে।
(তব) দর্শন স্মরিয়া প্রেমে মত্ত ভক্ত-হিয়া
অশ্রু-বিন্দু নয়নে ঝরিছে ॥৪॥

সমাধি-মন্দির মাঝে শ্রীবিগ্রহ সুবিরাজে
ভক্তজনে করে দরশন।
শ্রীগুরুকৃপা হ'লে হৃদি ভক্তিনেত্র-জলে
বিরহ-ব্যথা হইবে স্ফুরণ ॥৫॥

শ্রীকেশব-শুদ্ধবাণী অমৃতের তরঙ্গিনী
মোর কর্ণে নাহি প্রবেশিল।
অন্তরঙ্গ নিজজন শুনিলেন অনুক্ষণ
ব্রজপ্রেম অনায়াসে পেল ॥৬॥

জগমাঝে ভাগ্যহীন জড়াসক্তে কাটে দিন
জন্ম মোর অকারণ তাই।
তব সেবা প্রদানিয়া এবে প্রভু কর দয়া
(যেন) বিরহী জনের কৃপা চাই ॥৭॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষী
"নিকুঞ্জবিহারী"

[৩]

জয় গুরুদেব আর ভক্তসব
বন্দো মুঞি সবার চরণ।
জয় শচীসুত জয় অবধূত
জয় জয় গৌর-ভক্তগণ॥

রূপ-সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ
শ্রীজীবাদি ভক্তগণ যত।
তুমিও তাঁদের হও একজন
বিনোদবিহারী অনুগত॥

জীবেরে তারিতে গোলোক হইতে
মর্ত্তে হয়েছিলে অবতার।
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
যতিরূপ অতি চমৎকার॥

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর
গৌর-রাধা-বিনোদবিহারী।
কোলদ্বীপ-পতি বরাহ-মূরতি
স্থাপিলে হেথা সঙ্গতি করি॥

গুরুরূপ ধরে জানালে সবারে
কৃষ্ণভক্তি জ্ঞান সুবৈভব।
যাঁহার কৃপায় ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা
অনায়াসে পায় পরাভব॥

দুঃখেতে আমার হৃদয় কাতর
ওগো গুরুদেব দয়াময়!
করিতে শোধন মোর দুষ্টমন
হও তুমি বরদ অভয়॥

হরেকৃষ্ণ-দাস সদা করে আশ
তোমার দাসের দাস হই।
আনুগত্যময় জীবন কাটায়ে
রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি চাই॥

সেবকাধম—
"হরেকৃষ্ণ"

[৪]

আজি যে শ্যামের শারদীয়া-রাস-পূর্ণিমা-রাকা-রাতি,
দিকে দিকে তাই জাগিছে যেন গো শ্রীগুরু-বিরহ-স্মৃতি !
বাতাসের শ্বাসে জাগে অবিরত ব্যথার দীর্ঘশ্বাস,
চন্দ্রমা যেন মলিন নয়নে চাহিয়া রয়েছে আজ !
দুর্দ্দিন-আঁধার ভরে উঠে যেন ধরণীর চারিপাশে,
গুরু বিনা আজ মোদের হৃদয় কাঁপিছে দারুণ ত্রাসে।
পশু-পাখীগণে কাঁদিছে নীরবে,...ডাকা ভুলে গেছে তা'রা,
পথে মাঠে-ঘাটে, জনতার হাটে শুধু শূন্যতা ভরা।
গুরু-বিরহিত আজিকার দিনে সুখ নাহি কা'রো মনে,
মম অন্তরও গুমরি' গুমরি' কেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
প্রাণের প্রাণেরে ত্যজিয়া কেহ কি কভুও থাকিতে পারে ?
শ্রীগুরু-বিরহ সহিতে পারি না আজি তাই এ' অন্তরে।
হেথায় মোদের হিতার্থে তিনি এসেছিলেন ব্রজ হ'তে,'
'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নামে দেখা দিলা আমাদেরই এজগতে।
নর-দেব হয়ে কত লীলা তিনি করিলে এ' ভব-মাঝে,
তাঁর সে' লীলার মর্ম্ম-মহিমা ভকতেরাই শুধু বুঝে।
বরদার্য্য-পত্নী লক্ষ্মী একদা নিজ গুরু-সেবা লাগি',
বণিকের কাছে দেহ বিলাইতে হয়েছিল উদ্যোগী !
রামানুজাচার্য্যের বেশ পরিয়া একদা কুরেশ স্বামী,
চোলরাজ-কৃমিকণ্ঠ-সভাকে পরাস্ত করিল শুনি।
চোলরাজ ইথে কুরেশের চোখ করিল উৎপাটন,
গুরুকে বাঁচাতে কুরেশ সহিল এমনি নির্য্যাতন !
মোদের গুরুও শ্রীপ্রভুপাদের পোশাক পরিয়া নিজে,
প্রভুপাদে নিলা নিরাপদ-স্থানে দারুণ বিপদ-মাঝে।
কুচক্রীজনের কুটিল কুৎসা লাঞ্ছনা পীড়ন সহি'
জানাইলা তিনি সেবকের কভু মরণের ভয় নাহি।

তিনি না থাকিলে প্রভুপাদে হায় কে সেবিত সেইকালে ?
তাই তাঁর হেন মহিমা স্মরিয়া ভাসি আজি আঁখি-জলে।
সতী লক্ষ্মী তার সতীত্ব ভুলে যে' গুরু-সেবার তরে,—
শ্রীকুরেশ আর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে ;
—সে' গুরু-সেবায় নাহি কোন খাদ, তাহা শতকরা খাঁটি,
সেই গুরু-সেবা শ্রেষ্ঠতম বলি' জগতে লভিল খ্যাতি।
মোদের গুরুর সেবা-নিষ্ঠার এহেন প্রকাশ দেখি',
ভকতেরা তবে বিস্ময়ভরে গাহে তাঁর বহু স্তুতি !

শ্রীপ্রভুপাদের মতন গুরুর সুযোগ্য সেবকরূপে,
তৎকালে তিনি আরো বহু লীলা করেছিলা ধরা-বুকে।
পিতামাতাপেক্ষা শ্রীগুরু-সেবন অতি বড় করি' মানি'
অন্তিম-শয়নে শায়িতা মাতারে দেখিতে যায়নি তিনি।
তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইল প্রভুপাদের অন্তর ;
এমতে জগতে জানাইলা তিনি গুরু-সেবা কত বড় !
প্রভুপাদ তাঁর চির-পরিচিত,...দুঁহে যে ব্রজের সখী,
নৃলোকে আসিয়া লীলা করে দোঁহে গুরু-শিষ্যরূপে থাকি'।
তিনি যে ব্রজের 'বিনোদমঞ্জরী',—শ্রীরাধা-অনুগা-দাসী,
প্রভুপাদ তাই 'বিনোদ' নামেতে ডাকিত তাঁহারে বুঝি !
নিত্য নিয়ত মগ্ন থাকি' তিনি রসরাজ-প্রেমরসে,
ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব জানাত রসিক ভকত-পাশে।
শ্যামল কৃষ্ণ দেখা দিল তাঁরে রাধা-কান্তি অঙ্গিকারি',
সেই কৃষ্ণ আজো দেবানন্দ মঠে রাজিছে বিগ্রহ ধরি'।
প্রভুপাদ-ইচ্ছা-পূরণে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল যে কত,
'বৈষ্ণব-বিজয়'-গ্রন্থাদি তারই সাক্ষ্য দিতেছে আজো।
তাঁর সিদ্ধান্ত-বাতাস-পরশে টুটে মায়াবাদ-মেঘ;
তাঁর কথা শুনি' মায়াবাদীজনও হয়ে ওঠে বৈষ্ণব।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য"—শ্লোকের ব্যাখ্যায় কহিলা তিনি,—
শ্রীহরি আসেন দূরিতে কেবল ভাগবত-ধর্ম্ম-গ্লানি !
ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত যে তাই শুদ্ধধর্ম্ম নাহি আর,
ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারেই তিনি রত ছিলা অনিবার।

অবাঙ্‌মনসগোচর হয়েও আসি' তিনি লোক-মাঝে,
বহু বৈভব দেখায়ে মোদেরে টানি' নিল তাঁর কাছে।
লোক-গুরুরূপে হেরি' তাঁরে মোরা লুটিনু তাঁহার পদে
তাঁহার করুণা ব্যতীত মোদের গতি নাহি কোন মতে।

বাল-পৌগণ্ড-যৌবন-বার্দ্ধক্যে কত লীলা করি' হেথা,
ব্রজ-রাসে পশি' এবে তিনি রয় শ্যামের চরণে বাঁধা !
ব্রজ-রাসে তাঁর প্রবেশের কালে শ্রীমঠে রাধিকা রাণী,
সহচরীরূপে বরিলা তাঁহারে প্রসাদী মালিকা দানি'।

রাধার প্রসাদী মালা লয়ে তিনি রহিল না হেথা আর,
তখনি তাঁহার সময় হইল ব্রজ-রাসে যাইবার।
চন্দ্রগ্রহণ ঘটিল সে' রাতে তাঁহার বিদায়-ক্ষণে,
সারাটি মেদিনী হইল মুখর শ্রীহরির কীর্ত্তনে।

এমতে তখন হরিনাম-নীরে ভাসিল ধরণী-ভূমি,
শ্রীহরির রাসে পশিলা গুরুজী হয়ে হরি-সঙ্গিনী।
তাঁর সে-দিনের অন্তর্দ্ধান-লীলা দিব্য বৈচিত্র্যে ভরা,
তাই সেই লীলা বুঝা সুকঠিন তাঁহার করুণা ছাড়া !

হেন প্রয়াণেরে কে বলে মরণ ?—ইহা ত' মরণ নয় !
সূর্য্যাস্তের মত তিনি মোদের আঁখির আড়ালে রয়।
সূর্য্যের অস্ত যাওয়ার মতন গেছে তিনি ধরা ছেড়ে,
কালকৃত জরা-মরণাদি তাঁরে কভু না গ্রাসিতে পারে !

নয়নে তাঁহারে দেখিতে পাই না, তা' বলে কি তিনি নাই ?
মোদের হৃদয়ে তাঁর পুণ্যস্মৃতি জাগিছে সর্ব্বদাই !

যদিও তাঁহার সেবা লাগি এবে মোদের আসক্তি বাড়ে,
তথাপি তাঁহার অদর্শন হেতু কাঁদি মোরা হাহাকারে।
এ' বিলাপ কভু নহে শোক-তাপ, এ শুধু বিরহানল,
বিরহ-তাপিত মোদের হৃদে কি পা'ব না শান্তিজল ?
সকল ব্যথার থেকেও তীব্র তাঁহার বিরহ-ব্যথা,
সে' ব্যথা জুড়াতে গাহি তাই আজি তাঁহার মহিমা-গাথা।
তাঁর লীলাবলী নিত্যই নূতন, পুরাণ হয় না বুঝি,
যত স্মরি তাঁর লীলাগুণরাশি তত ভাব-রসে মজি।
শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিবে, কত যুগ যাবে কেটে।
কত ইতিহাস বিলীন হইবে কালের সাগর-স্রোতে।
কিন্তু মোদের গুরু-গুণ-গাথা অমর-অক্ষয়রূপে,
যুগ যুগ ধরি' এই মহীতলে রাজিবে ভকত-হৃদে।
যতকাল এ' ভবে চন্দ্র-সূর্য্য উদিবে গগন' পরে,
তাবৎ নিখিল তাঁর স্তুতি-গান গাহিবে যুক্ত করে।
তাঁর লীলাগুণ শ্রবণমাত্রে জীবের হয় বড় হিত,
তাঁর পবিত্র বিরহ-বাসর মহোৎসব-বিজড়িত।
আজি ষষ্ঠ-বার্ষিক বিরহ-দিনে তাঁহার সমাধিতলে,
প্রাণের আর্ত্তি জানাই তাঁহারে তাপিত নয়ন-জলে।
পাইয়া যাঁহারে হারাতে হয়েছে, রাখিতে নারি নি কাছে,
তাঁহারে আবার সেমত পা'বার ভরসা কভু কি আছে ?
তবু যদি তিনি দেখা দেয় মোরে বারেক করুণা করে,
সে আশায় তাঁর পূজা সার করি সারাটি জীবন ভরে।
বিরহ-ব্যাকুল এ' অন্তরে আজি নমি' তাঁর পদ-পাশে,
প্রার্থনা করি তাঁরে পাই যেন মোর জীবনের শেষে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাদি-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

জগদ্‌গুরু পরমকারুণিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি জগতে সর্ব্বত্রই প্রচারকল্পে দীর্ঘদিন হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবর্গ প্রতিবৎসর ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও তীর্থদর্শনের সুযোগ ও অনুপ্রেরণা দান করতঃ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এতদুপলক্ষে এই বৎসরও সমিতির সভাপতি পরিব্রাজক-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় ও সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় কতিপয় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী প্রায় অশীতিজন তীর্থ-যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া বিগত ২৬শে ভাদ্র (ইং ১২।৯।৭৪) বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ টুরিষ্ট কোচ (Reserve Tourist Car)-যোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করতঃ শ্রীদ্বারকা ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার জন্য শুভযাত্রা করেন।

রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটে আমাদের টুরিষ্টকার-সংযোজিত গাড়ীখানি যখন রাত্রের ঘনান্ধকারকে ভেদ করিয়া তীব্র গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন আমরা মঠবাসী ভক্তগণ বিপুল আনন্দের মধ্যে "গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন'; 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর'; পরম করুণ পঁহু দুইজন, 'নিতাই গৌরচন্দ্র'; 'গৌর আমার যে-সবস্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সবস্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে'।"—প্রভৃতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৈন্যময়ী মহাজন-গীতিসমূহ যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছিলাম। এই দিন ছিল হরিবাসর-তিথি (শ্রীএকাদশী), গম্ভীরময়ী ও স্বাভীষ্ট লালসাত্মক প্রার্থনা আরও যেন আবেগময় হইতেছিল। সেই হৃৎকর্ণরসায়ন আক্ষেপময়ী ভাব আজও ভুলিতে পারিতেছি না—সে-যে কত মধুর, সে-যে কত হৃদয়-স্পর্শী তাহা একমাত্র অনুভব করাই সম্ভব—ভাষায় ব্যক্ত নহে, তাই অব্যক্ত।

রাত্রি যখন ১১টা, সকলেই নিজের নিজের স্থানে শুয়ে পরিলাম। কারণ ট্রেণে উঠার আগেই ৮॥ টার সময় হাওড়া ষ্টেশনেই আমাদের অনুকল্প সমাপ্ত করা হইয়াছে। যখন রাত প্রায় ৩টা তখন আমাদের গাড়ী বিষ্ণুপুর-ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্লাটফর্ম্মের পার্শ্বে সতরঞ্চ বিছাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিলাম। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীগুর্ব্বষ্টক 'সংসার-দাবানল..... প্রার্থনা-কীর্ত্তন করিলেন এবং পরে প্রভাতী কীর্ত্তন শেষ হইলে প্রাতঃ শৌচাদি সমাপনান্তে কীর্ত্তন-সহযোগে পদব্রজে বিষ্ণুপুরস্থ শ্রীশ্রীমদনমোহন দর্শনের জন্য

যাত্রা করা হয়। আমরা প্রথমে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দলমাদল কামান দর্শনে উপস্থিত হই। সেখানে মদীয় শ্রীগুরুপাদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ** সংক্ষেপে ইঁহার ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া জানান যে, "বর্গীর আক্রমণ হইতে ভক্তপ্রবর বীর হাম্বীরের বংশধর মল্লরাজ গোপাল সিংহ তথা দেশবাসিগণকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমদনমোহন এই কামান পরিচালনা করিয়া শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি॥"—তুমি ঘোষণা করিয়া বল যে, 'আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।' তদুপরি তিনি দীপ্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন যে,—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্ত্য মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসিত। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" অর্থাৎ, অনন্যভাবযুক্ত আমার চিন্তানিরত যে-সকল ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে একমাত্র আমারই উপাসনা করেন, সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণভার আমিই বহন করিয়া থাকি। সুতরাং তিনি যে, ভক্তরক্ষণের জন্য কামান-পরিচালনা-লীলা করিবেন—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সেই শ্রীমদনমোহন আজও আছেন, কিন্তু বদ্ধজীবের দর্শনে তিনি আজ যেন নীরব দর্শক।

এর পর আমরা শ্রীরাধামাধব-মন্দির, শ্রীশ্যামরায়-মন্দির, শ্রীকৃষ্ণবলরাম-মন্দির প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সমাধি-স্থান দর্শন ও পরিক্রমা করি, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের সমাধিতে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও পরিক্রমা হইলে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম এই বৈষ্ণবাচার্য্য সম্পর্কে বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বর্ণিত 'গোস্বামি-গ্রন্থ-সম্পুট' শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে দিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থরাজি লইয়া গৌড়দেশে আসিবার প্রাক্কালে তাঁহারা শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীপাদপ্রান্তে উপনিত হইয়া কৃপা-ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন; তদুপরি শ্রীল রূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ, কাশীশ্বর গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগৌর-নিত্যপার্ষদগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক বিরহানলে দগ্ধিভূত হৃদয়ে নেত্রজলে সিক্ত হইয়া ভূ-লুণ্ঠিত হন। তৎপরে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাভাগবত-প্রমুখের সমীপে তথা আরও বহু বৈষ্ণববৃন্দের নিকট উপনীত হইয়া কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করেন। বিদায়-লগ্ন যতই ঘনিভূত হইতে-

ছিল ততই শ্রীগুরু-বৈষ্ণববৃন্দ তথা শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদন-মোহন-রাধাদামোদরের বিরহজ্বালা যেন তীব্ররূপ ধারণ করেছিল—সেই বিদায়লগ্নের সন্ধিক্ষণ কত করুণ তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহারা যেরূপ আর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন সেই আর্ত্তির এক বিন্দুও যদি আমরা হৃদয় ধারণ করিতে পারি তবে জীবন কৃতকৃতার্থ হইবে; সেই নিদর্শন স্মরণ করতঃ আজ আমরা তাঁহারই (শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য) সমাধিপীঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপাকণা প্রার্থনা করিতেছি—তিনি আমাদিগকে অহৈতুকী কৃপা করুন, আমরা বিভিন্ন 'তীর্থদর্শন, ধাম-পরিক্রমা করিব প্রভৃতি যে-প্রয়াস লইয়া যাত্রা করিয়াছি তাহা যথার্থই স্বার্থক হউক—গোস্বামিপরিকরগণের কৃপাকণ কটাক্ষে।"—উহা বলিতে বলিতে ভাব গম্ভীর ভাষায় তিনি আরও বলিতে লাগিলেন,—ঐ প্রভুত্রয়েই ষড়্গোস্বামিবর্গের পর অজ্ঞতারূপ ঘনান্ধকার গৌড়ীয়-গগনকে দীপ্তমান আলোকে আলোকিত করেছিলেন।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অধ্যক্ষতাক্রমে গ্রন্থরাজি লইয়া গৌড়দেশে আসিবার পথে বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ তস্করগণ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতঃ প্রচুর ধনলোভে অমূল্য গ্রন্থসম্ভারের কাষ্ঠসম্পুট অপহরণ করিয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরকে অর্পণ করে। দস্যু-স্বভাব রাজা বীরহাম্বীর ছিলেন দস্যুবৃত্তির প্রতিপালক। কিন্তু ঐ গ্রন্থরাজি দর্শনে রাজার হঠাৎ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং তিনি গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। অন্যদিকে প্রভুত্রয় গ্রন্থাপহরণে প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু জনৈক ব্যক্তির নিকট বিষ্ণুপুর রাজ-সমীপে গ্রন্থসম্পুট প্রাপ্তির সম্ভাবনা অবগত হন। এমতাবস্থায় তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে খেতরীতে ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে উৎকলে প্রেরণ করিয়া একাকী বিষ্ণুপুর-রাজসভায় গমনপূর্ব্বক রাজার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তচ্ছ্রবণে পারিষদবৃন্দসহ রাজার চিত্ত বিগলিত হয়। বীরহাম্বীর আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া নির্জ্জনে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর নিকট ক্ষমা ও কৃপাভিক্ষা করেন। অপরদিকে রাজমহিষীও শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর কৃপা-লাভের জন্য ব্যাকুলিতা হন। রাজা ও রাণীর ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক আশ্রিত করেন। পরে গ্রন্থ-প্রাপ্তির ও রাজা-রাণী আশ্রিত হওয়ার সংবাদ শ্রীবৃন্দাবন এবং উড়ে ও খেতরীতে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ-শ্রবণে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু

রাজার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতঃ প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেন। সেই পরম দরদী শ্রীল আচার্য্য প্রভুর পীঠস্থানে আজ আমরা উপস্থিত হইবার যে-সুযোগ লাভ করিয়াছি ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

তদনন্তর বিষ্ণুপুর সহরস্থ বাণীপ্রেসের সত্ত্বাধিকারী পরম ভক্তিমান শ্রীযুত রসিকচন্দ্র কর মহাশয়ের সৌজন্যে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের বিশ্রামালয়ে উপস্থিত হই এবং অনেকে স্নানাদি করিলে পর আমরা জলযোগ গ্রহণ করি। শ্রীমদনমোহন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন একটু দেরিতে হয় তাই আমরা পরিশেষে এই মন্দির দর্শনে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমা করি এবং শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে বেশ কিছুক্ষণ দৈন্য-প্রার্থনাত্মক কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীমদন-মোহন তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত-বিরহে আজ যেন তিনি ব্যথিত। জগতে অনাচারক্লিষ্টতার প্রবাহে আজ তিনি যেন মুহ্যমান। ভক্তের করুণ আর্ত্তনাদ যখন দিশকে মুখরিত করে তখন তিনি আর সঙ্গোপন-লীলাভিনয় করিতে পারেন না। আমরা যখন তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করি, তখনই মায়াদেবী ত্রিতাপ-জ্বালার রজ্জু আমাদের গলায় পরিয়ে মজা দেখেন। মায়ার সেই অমোঘ-বন্ধন এমনি দুর্ব্বার যে, আমরা তাঁহার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার পন্থাই খুজিয়া পাই না এবং তিলে তিলে দগ্ধিভূত হইতে থাকি—ইহাই দৈবী-মায়ার করাল-বেষ্টনী—সৃষ্টিরচনায় তাঁহার অলৌকি কলা কৌশল। তাই জগৎপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' —অর্থাৎ এই অলৌকিক গুণময়ী আমার বহিরঙ্গাশক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতি-ক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন তাঁহারা এই দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।

অনন্তর আমরা ষ্টেশনে পৌঁছি। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তথায় প্রসাদাদি পাইয়া একটু বিশ্রাম করা হয়। বিজ্ঞাপিত পরবর্ত্তি দর্শনীয় স্থান ছিল 'গয়া'। তাই বৈকালে পুনঃ যাত্রা সুরু হয়। বলা বাহুল্য এখানকার দর্শনাদিতে ও অন্যান্য বহু বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন সজ্জন-সুহৃদ শ্রীরসিকচন্দ্র কর মহাশয়। তাঁহার সৌজন্য ও প্রীতি-মূলক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ। সমিতির সদস্যবর্গ তজ্জন্য তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বজনসহ তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গল কামনা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী

আচার্য্যসিংহ পরমহংসকুলতিলক
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ষষ্ঠ-বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীরূপানুগপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পরমপ্রিয়পার্ষদপ্রবর আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ষষ্ঠবার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব বিগত ৩০ পদ্মনাভ, ১৩ কার্ত্তিক (ইং ৩১।১০।৭৪) বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত উদযাপিত হয়। তদুপরি সমিতির অন্যান্য সকল শাখামঠসমূহে এবং মঠাশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের গৃহেও এই অপ্রকট-তিথিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানাভাবে এস্থলে শুধু মূলমঠের মহোৎসবের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

ভক্তগণের হৃদয়ে বিরহ-সেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগতা হইলে অনুগৃহীতগণ বিরহ-বেদনায় আক্রান্ত হইলেও সেব্যের অহৈতুকী করুণাগাথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে সেবকবৃন্দ তথা গুণমুগ্ধ সজ্জনগণ ভক্ত্যর্ঘ্যসহকারে তদীয় সমাধিপীঠে সমবেত হইতে আসেন। এই উপলক্ষে বিরহ-বাসরের পূর্ব্বদিবস হইতেই শ্রীসমাধি-মন্দির, মূলমন্দির, ভজন-কুটীর, অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদন এবং শ্রীমঠের তোরণ নানা বর্ণের বিচিত্র পত্র, পুষ্প, মাল্য ও বস্ত্রসম্ভার এবং কদলীবৃক্ষাদি ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভারদ্বারা ভক্তজন-চিত্তহরণকারী মনোরম দৃশ্য সমন্বিত করা হয়। কিন্তু সাজ সাজ এই পূর্ণ ব্যস্ততার মধ্যেও হারিয়ে ফেলার এক অব্যক্ত বেদনা আমাদের সকলকে তীব্র ব্যথিত করিতে থাকে। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-লক্ষ্মী-বরাহদেবের শ্রীবিগ্রহগণকে বিশেষভাবে সুশোভিত করায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণারাশির অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করতঃ তাঁহার বিরহ-ব্যথা আরও যেন তীব্ররূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্রসেবা প্রদর্শনে তিনি বহু বলিয়া স্বীকার করতঃ আরও উদ্দীপনা দান করিতেন তাই ভক্তগণ তাঁহার নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে-বিরহগীতি কীর্ত্তন করিলেন তাহা কত করুণ, কত মর্ম্মন্তুদ উহা লেখনি প্রকাশে সমর্থা নহে। শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী তাঁহার নিত্যপার্ষদকে আকর্ষণ করতঃ তাঁহাকে

নিত্যলীলায় পুনঃ প্রবেশ করাইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিলেও আজ ভক্তগণের বিরহ-দর্শনে, যেন ব্যথিত। একদিকে নিজজনকে কাছে পাইয়া যেমন আনন্দে অভিভূত আর অন্যদিকে তাঁহাদেরই নিজজনের আশ্রিতগণের ব্যথার কথা চিন্তা করিয়া যেন ভাবাবেগে উদ্বেলিত। তাই শ্রীমূর্ত্তির স্মিত হাসিমাখা অধরামৃত, আজ যেন এই করুণ-নিনাদে ব্যথিত—তজ্জন্যই বুঝি গলদেশের সুশোভিত বনমালা ক্ষণে ক্ষণে ভূপতিত হইতেছিল। এই তিথির আগমনে, তাঁহার এক অভয়বাণীর কথা বারবারই মনে হইতেছিল; আজ হইতে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কোনও এক শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রে তিনি হরিকথা বলিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের নিধি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অশেষ গুণ ও করুণারাশির কথা বলিতে বলিতে ভাবাবেগে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"যদি কেহ, 'আর নারে বাপ'—এই কথা সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করতঃ নিষ্কপটে আমার আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করে, তবে আমি তাহার পরপারে যাইবার সমস্ত দায়িত্ব নিলাম; এতে যেখানেই যাইবার প্রয়োজন হইবে আমি সেখানেই যাইতে প্রস্তুত, এমনকি প্রয়োজন হইলে নরকে গিয়াও তাহাকে লইয়া শ্রীভগবদ্‌পাদপদ্মে পৌঁছে দিবার দায়ীত্ব স্বীকার করিতেছি।"

যিনি এত জীব-দরদী, যিনি নিজের সুখ-সাচ্ছন্দকে উপেক্ষা করিয়া জীবগণকে নিজের নিত্য গৃহাভিমুখী করিতে প্রয়াসী এবং শুধু তাহাই নহে যে-ভগবদ্‌প্রেম হৃদয়ের পরম আদরের ও অমূল্য সম্পদ তাহা আকর্ষণ করতঃ জীবকে দিতে চেয়েছেন—সেই যিনি তাঁহারই আজ বিরহ-বাসর উপস্থিত; তাই তাঁহার বিরহে যে-বিচ্ছেদের দংশন-জ্বালা অদ্য সমুপস্থিত তাহা কত অসহনীয়, উহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তিনি অন্তরাল হইতে আমাদিগকে অহৈতুকী করুণাকণা দান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে সকাতর প্রার্থনা।

মহোৎসব-দিবসের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরাদি-পরিক্রমা করা হয়। উষঃকীর্ত্তনে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা, 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, শ্রীরূপমঞ্জরীপদ প্রভৃতি আর্ত্তি-বন্দনাদি গুরুমহিমা-সূচক বিভিন্ন পদাবলী-কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর সমিতির সহ-সভাপতি ও সেবা-সচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও বিরহ-সম্পর্কে পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব্বাহ্ণ অতিক্রান্তপ্রায় হইলে আমন্ত্রিত অন্যান্য মঠ হইতে আগত বৈষ্ণব-বৃন্দ ও বিভিন্ন স্থানের সজ্জনমহোদয়গণ উপস্থিত হইলে পরমকারুণিক শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবন-দর্শন ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় নিজজনের আশ্রিত অপ্রাকৃত স্নেহধন্য অনেক বৈষ্ণববর্গ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও অসীম মহিমাগাথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকটে অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তাঁহার সমাধিপীঠে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নকালে বিবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি ভোগরাগ-সম্ভার কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হইলে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণ ও সজ্জনমণ্ডলীকে ঐ মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। পরিশেষে, আগন্তুক-মাত্রকেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

উক্তদিবসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করা হয়। এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পরিব্রাজক-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। সভার উদ্বোধনিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অমিয় পীযুষধারা বাণীসংরক্ষণ-(Type Recorder) যন্ত্র-সাহায্যে কিছু সময় শ্রবণের ব্যবস্থা করা হয়। পরে বিরহতিথি-উপলক্ষে আর্ত্তি-ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি-নির্ম্মাল্যস্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়। তদনন্তর শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ রসাল ভাষায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের অপ্রাকৃত জীবন-ইতিহাস বর্ণনমুখে সুযুক্তিসমন্বিত দার্শনিক দিক্ দর্শন করেন। তদনন্তর শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী এবং কতিপয় গৃহস্থভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁহার অলৌকিক জীবন-দর্শন সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব জগতের তথাকথিত হিতকারীর দান ও ভগবদ্ভক্তের দানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ এক গূঢ়তথ্যপূর্ণ ভাষণ দিতে গিয়া পরিশেষে জানান যে, ভগবদ্ভক্তের দানই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই দানের যে-বিষয়বস্তু তাহা অবিনশ্বর, নিত্য, শাশ্বত, সচ্চিদানন্দময়। ইহা জীব লাভ করিতে পারিলে আর কোন দানেরই অপেক্ষা করিতে হয় না। যেহেতু জীবমাত্রই শান্তি বা আনন্দ কামনা করে, সেইহেতু ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান। কেননা এই দানের লক্ষ্যই অবিচ্ছিন্ন আনন্দ দান করা।

শ্রীরঘুনাথ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের স্বধামে প্রয়াণ

আমরা অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিসিক্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ** বিগত ১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৭৪) সোমবার রাত্র প্রায় ১টার সময় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হুগলী জেলার অন্তর্গত বাসুদেবপুরস্থ (ত্রিবেণী) শ্রীরঘুনাথ গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করেন।

এই বৈষ্ণবাচার্য্য আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'শ্রীজয়াদ্বৈত ব্রহ্মচারী' নামে ভূষিত করিয়া ছিলেন। তিনি পুরী, কলিকাতা, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের মঠসমূহে থাকিয়া প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি কিছুদিন ধরিয়া বিভিন্ন তীর্থস্থানাদি ভ্রমণ করিতে ছিলেন ; পরে ১৩৬০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌর-আবির্ভাব-তিথি-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের নিকটে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

তাঁহার শ্রীহরিকথা পরিবেশনে যেমন হাস্যরসের উদ্রেক আনিত, তেমনি ছিল সুযুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব ও প্রাঞ্জল ভাষার সমন্বয়। বর্ত্তমান সমাজে খাদ্য ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুতে যেমন ভেজাল দেখা দিয়াছে ; সেইরূপ ধর্ম্মজগতে, সমাজের কাঠামো, শিক্ষা-সংস্কারে, পারিপার্শ্বিক আচার-বিচার—এক কথায় মানব-সমাজ-জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবিলতা ও দুর্নীতিগ্রস্তরূপ মহাব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করতঃ বহু ধর্ম্মসভায় ভাষণ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ, কৃচ্ছ্র সাধক, বিনয়ী। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠা ও সন্ন্যাসগুরু পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকতা আদর্শস্থানীয়। তাঁহার বিরহে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ ব্যথিত। তিনি আমাদিগকে প্রচুর অহৈতুকী কৃপা করুন,—ইহাই প্রার্থনা করি।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ১৭ কেশব, ৪৮৮ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ ; ইং ১৬।১২।১৯৭৪ } ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীরুদ্র-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তুতিঃ

[শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ]

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমং।
পরেশং পরমাত্মানমনাদিনিধনং প্রভুম্॥ ৫৩॥

হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! আমি আপনাকে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর পরমাত্মা আদ্যন্তবিহীন এবং প্রভু বলিয়া জানি॥ ৫৩॥

তব বীর্য্যং মনুষ্যেষু শরীরগ্রহণাত্মিকা।
লীলেয়ং তব সর্ব্বস্য ভবচেষ্টোপলক্ষণম্॥ ৫৪॥

শরীরধারণাত্মিকা এই লীলাই আপনার বীর্য্যরূপে সমস্ত মানবের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে, আপনি সর্ব্বময় আপনার বীর্য্যই সংসারচেষ্টার কারণ॥ ৫৪॥

প্রসীদ মে নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম শাশ্বত।
প্রসীদ মে জগৎ স্বামিন্ প্রসীদাচ্যুত কেশব ॥ ৫৫ ॥
ত্বমেব জগতাং স্রষ্টা ধাতা হর্ত্তা জগদ্গুরুঃ।
ত্বমেব চিদচিদ্বস্তুরূপং ব্রহ্মন্ সুরেশ্বর ॥৫৬॥

আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে সনাতন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে জগন্নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে অচ্যুত! হে কেশব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ব্রহ্মন্! হে সুরেশ্বর! আপনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা; আপনি জগতের গুরু এবং আপনিই চিৎস্বরূপ ও অচিৎ (জগৎ) স্বরূপ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

ত্বমাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বমীশ্বরস্যেশ এব চ।
ত্বং মহত্ত্বং পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা ত্বমেব হি ॥ ৫৭ ॥

আপনি আদি এবং আপনিই অনাদি, আপনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, আপনি মহত্ত্ব, আপনি পরব্রহ্ম এবং প্রত্যেক জীবনিষ্ঠ ব্যষ্টি চৈতন্যও আপনি ॥ ৫৭ ॥

সমস্তামরমান্যস্ত্বং শরণ্যস্ত্বং সুরেশ্বর।
তবাখ্যে ভেদরাহিত্যে পরজীবৌ সনাতনৌ।
তব বাৎসল্যগৌরবাদ্ধি সর্ব্বজীবঃ সনাথকঃ ॥ ৫৮ ॥
তবাক্ষরে পরে ধাম্নি ঋচো নিত্যং স্বরাশ্রয়ে।
অধিবিশ্বে নিষেদুস্ত্বাং দাস্যকর্ম্মণি নান্যথা ॥ ৫৯ ॥
যস্ত্বাং ন বেদ লোকেঽস্মিন্ সমূঢ়ঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

হে সুরেশ্বর! আপনি অমরগণের পূজ্য এবং আপনিই শরণাগত বৎসল। আপনার ভেদরহিত দুইটী নাম আছে, উভয় নামই সনাতন। একটী পরব্রহ্ম এবং অন্যটী অপর অর্থাৎ জীব। আপনার পরমধাম অক্ষরস্বরূপ এবং তাহা নিত্য স্বরবর্ণসমূহের আশ্রয়। এই বিশ্বমধ্যে ঋক্ বা বেদমন্ত্রসকল আপনার দাসত্ব কার্য্যে অবস্থান করিয়া থাকে, ইহার আর অন্যথা নাই। যে ব্যক্তি এই জগতে আপনাকে জানে না, সে মূঢ় কি করিবে? ৫৮-৬০।

যে বৈ ত্বৎ তৎপরং ধাম বিদুর্দ্রাস্যে মনীষিণঃ।
তবেশ মায়য়া যুক্তা ন পশ্যন্তি পদং তব ॥ ৬১ ॥

যে-সকল মনীষিগণ আপনার দাসত্বে নিযুক্ত তাহারাই আপনার পরম ধাম জানিতে পারে। হে ঈশ্বর! যাহারা আপনার মায়ায় অভিভূত, তাহারা আপনার পরমপদ দর্শন করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

ত্বং প্রজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম ত্বয়া প্রজ্ঞেন শাশ্বত।
জ্ঞানবন্তো ইমে লোকা পরেণৈবাত্মনা ত্বয়া ॥ ৬২ ॥

হে সনাতন! আপনি প্রজ্ঞান এবং আপনিই পরব্রহ্ম, আপনি প্রজ্ঞান এবং পরমাত্মা, এই হেতু আপনা দ্বারাই এই সকল লোক জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

তস্মাৎ শরীরাদুৎক্রম্য কৃপয়া তব কেবলং।
আমুষ্মিকে পরে স্বর্গে ত্বয়াদত্তাসনা নরাঃ ॥ ৬৩ ॥

কেবল আপনারই কৃপাবলে সেই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পারত্রিক পরম স্বর্গে আপনি যখন মানবদিগকে আসন দান করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি অমৃতমভবত্তদা।
এতৎ সংজ্ঞানশয়নং যদেতদ্ধৃদয়ং মনঃ ॥ ৬৪ ॥
প্রজ্ঞানং চৈব বিজ্ঞানং মেধা তুষ্টির্ধৃতিস্তথা।
মতির্মনীষা চ রতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্প এব চ ॥ ৬৫ ॥
তপঃ ক্রতুর্জপঃ কামা রস ইত্যাদি তে প্রভো।
ভবন্তি নামধেয়ানি প্রজ্ঞানস্য ঘৃণানিধে ॥ ৬৬ ॥

তখন মানবগণ সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে তাহাই অমৃত হয়, এইরূপে সংজ্ঞানের শমতা হয়। হে দয়াময়! এই যে হৃদয়, মন, প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, মেধা, তুষ্টি, মতি, মনীষা, রতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, তপস্যা, যজ্ঞ, জপ, কাম এবং রস; হে প্রভো! প্রজ্ঞানরূপী আপনার এই সকল নাম ॥৬৪-৬৬ ॥

এষ ত্বং পরমং ব্রহ্ম এষ ত্বং বৈ প্রজাপতিঃ।
এষ ত্বমিন্দ্রো রুদ্রশ্চ এষ ত্বং সর্ব্বদেবতা।
এতানি সর্ব্বভূতানি ত্বমেব পরমেশ্বর ॥ ৬৭ ॥
শত্রুমিত্রাণি ব্রীড়া চ তথান্যানি সনাতন।
জরায়ুজান্যণ্ডজানি স্বেদজাদ্যুদ্ভিদানি চ ॥ ৬৮ ॥

অশ্বা গাবশ্চ পুরুষা হস্তিনশ্চেতরাণি চ।
কিঞ্চিদিদং প্রাণিজাতং জঙ্গমঞ্চ পতত্রি চ।
স্থাবরা যে চ বৈ নাথ তে সর্ব্বে তদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

এই আপনিই পরম ব্রহ্ম, এই আপনিই প্রজাপতি, এই আপনিই ইন্দ্র, রুদ্র এবং এই আপনিই সমস্ত দেবতা। হে পরমেশ্বর! আপনিই এই সমস্ত জীব। হে সনাতন! শক্র এবং মিত্র, লজ্জা ও অন্যান্য পদার্থ সকল, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ। মানব, হস্তী এবং অশ্ব, তথা অন্যান্য বস্তুসকল, আর এই যাহা কিছু প্রাণীনিচয় আছে, স্থাবর হউক, আর জঙ্গমই হউক, অথবা বিহঙ্গকুলই হউক; হে নাথ! সেই সমুদয়ই আপনার বিভূতি ॥ ৬৭-৬৯ ॥

ত্বাং হি সর্ব্বগতং চেত্থং বদন্তি শ্রুতয়ো হরে।
ত্বয়ৈব প্রেরিতা লোকাচেষ্টন্তে সাধ্বসাধু বা ॥ ৭০ ॥

হে হরে! বেদসকল আপনাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকে, আপনিই সকলকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে লোকসকল সৎ অথবা অসৎ কার্য্য করিতে চেষ্টান্বিত হয় ॥ ৭০ ॥

তস্মান্মোহকৃতং যচ্চ অপরাধমিদং প্রভো।
ক্ষম্যতাং করুণাসিন্ধো গুণৈঃ শুভতমৈস্তব ॥ ৭১ ॥

অতএব হে দয়ার সাগর! হে প্রভো! আমি অজ্ঞান বশতঃ যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি আপনার পরম মঙ্গলময় গুণদ্বারা সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৭১ ॥

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
বাসুদেব জগদ্বন্দ্য নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৭২ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত! হে মাধব! আপনাকে নমস্কার করি। হে বাসুদেব! হে জগৎপূজ্য! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭২ ॥

নমস্তে জগতাং স্বামিন্ নৃসিংহ করুণাকর।
শ্রীশ সর্ব্বগত শ্রীমন্ পরমাত্মন্নমোঽস্তু তে ॥ ৭৩ ॥

হে জগতের অধীশ্বর! হে নৃসিংহ! হে করুণাময়! হে শ্রীনাথ! হে ব্যাপক! হে শ্রীমন্! হে পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭৩ ॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তন

[জয়পুরে গিজাগড়ের জায়গীরদার কুশল সিংজীর নিকট হরিকথা]

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তনুসারে **শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য ভজন**। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, স্মরণাদিও কীর্ত্তন বা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই অধীন। শ্রীনাম-কৃপা না হইলে কখনও লীলা-স্ফূর্ত্তি হয় না। পরিপূর্ণ অখণ্ড রস শ্রীনাম-কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্যামসুন্দরাদি মনোহররূপ বিকাশিত হয়। কুসুম-সৌরভবৎ স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। শ্রীনাম-কুসুম পূর্ণ বিকচিত হইলে চিল্লীলামিথুনের চিন্ময়ী অষ্টকাল নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারীর শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হয়। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড় প্রতিষ্ঠাসম্ভার মাত্র। সন্দর্ভ, ভাগবতামৃতাদি যাবতীয় সংস্কৃত গোস্বামি-গ্রন্থের পরম নির্য্যাসস্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গৌড়ীয়ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রবেশাধিকার না থাকায় অনেকে গোস্বামিগণ-বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিদ্বজ্জনানুগত্যাভাবে প্রকৃত গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ধরিতে পারে না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

কল্পিত বা রচিত ছড়া-কীর্ত্তন "শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন" নহে—উহা নামাপরাধ কীর্ত্তন, উহা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ' বা 'ভজন' নহে। 'আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ' অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধমাত্র। শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্‌গীর্ণ শ্রীনামের সংকীর্ত্তনই ভজন; তাহাই সদ্যঃ প্রেমসম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ বা ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বসাধুজন-নির্ণীত। সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, —

কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্-যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতোবিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অত্র কলিপ্রসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি বক্তব্যম্। ভক্তিমাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ-কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্-গ্রাহ্যম্ ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ ॥১॥

---

(১) **অনুবাদ**—কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব-যুগোচিত মহা-মহা সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্ত্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-বিষয়েই কাল-দেশাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার চতুঃষষ্টিপ্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।" তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। "কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

শ্রীল সনাতন প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলেন,—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ।
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" (২)

(বৃঃ ভাঃ ১।১।৯)

তিনি আরও বলেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥ (৩)

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" (ভাঃ ২।৮।৩)—শ্লোকের টীকায় বলেন,—"সোঽপি স্মরণ-প্রযত্ন শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইতি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি।" (৪)

প্রথমং নাম্ন শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেণ তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ, এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্। (৫)

---

(২) যাহা হইতে বর্ণাশ্রমাদি নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও অর্চ্চনাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ইহা পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার একমাত্র জীবন ও ভূষণ।

(৩) হে ভরত-বংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(৪) শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ-প্রযত্নের আবশ্যকতা নাই। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই—স্মরণ।

অথ কীর্ত্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেদেতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্ ইত্যাদ্যুক্তত্বান্নাম-কীর্ত্তনা পরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ। (৬)

কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্-শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং প্রেম্না সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বম্।
যৎ সেব্যতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং তস্যাঽতুলং জল্পতু চ কো মহত্ত্বম্॥ ৮

* * * *

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ
আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ ॥ ৯

---

(৫) অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়িণী-কথা শ্রবণ-দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয় শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকর-গণের বৈশিষ্ট্য-হেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর,—এই সমুদয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও যে সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে।

(৬) অনন্তর কীর্ত্তনাদিদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত অকুতোভয়াভিলাষী যোগ্যব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্ত্তব্য।

(৭) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতি-ভেদে বহু প্রকার কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য; কেননা, একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনই অবিলম্বে কৃষ্ণে প্রেম-সম্পৎ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ। এই জন্যই ধ্যানাদি হইতেও নাম-সংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্ববিধ ভক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৮) জিহ্বা-দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে নামামৃত—যাহা সম্যগ্‌রূপে অবিরাম আস্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আস্বাদনের কোন তুলনা নাই কেই বা তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে পারে?

মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয়ঃ স্বপরহর্ষদঃ।
তৎপ্রভোর্ধ্যানতোঽপি স্যান্নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বরম্ ॥১০

নাম-সঙ্কীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥ ১১

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥ ১২

সল্লক্ষণং প্রেমভরস্য কৃষ্ণে কৈশ্চিদ্রসজ্ঞৈরুত কথ্যতে তৎ।
প্রেম্নোভরেণৈব নিজেষ্টনাম-সঙ্কীর্ত্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্ত্ত্যা ॥ ১৩

নাম্নান্তু সঙ্কীর্ত্তনমার্ত্তিভারান্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীরথাঙ্গীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি ॥ ১৪

---

(৯) শ্রীনামামৃত একটি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে।

(১০) নিজের এবং পরের অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীর ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম-সংকীর্ত্তন সাক্ষাদ্রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নাম-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

(১১—১৩) শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহো! শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন? রসিকজন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করেন; কারণ, ভগবানে প্রেমসম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সর্ব্বদা 'নাম-সংকীর্ত্তনই' অব্যর্থ; তজ্জন্য নাম-সংকীর্ত্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নাম-সংকীর্ত্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন। নাম-সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণে প্রেম-প্রাচুর্য্যের সদুৎকৃষ্ট লক্ষণ যেহেতু নিজ ইষ্টের নাম-সংকীর্ত্তন হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত প্রেমের ভরেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১৪) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক-কুলের আর্ত্তস্বরে 'প্রিয়', 'প্রিয়'—এইরূপ আহ্বানের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহবিধুরা কুররী ও চক্রবাকী-বর্গের ন্যায় ভক্তসকল বিরহজ প্রেমের সহিতই নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেতে ন তু সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সংকীর্ত্তনং সদা ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্নামপ্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎ সমং ন হি ॥ ১৬ ॥

(বৃঃ ভাঃ ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ পরমার্ত্তি-সহকারে বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য।

(১৫) মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; পরন্তু সংকীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

(১৬) শ্রীভগবানের সর্ব্বশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত 'শ্রীনাম' নিজ বিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেন না, শ্রীনাম সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্ব-পাত্রে নিজ মহিমা-প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম অধিকারী-অনধিকারী অপেক্ষা করেন না বলিয়াই 'ভুবনমঙ্গল' নামে উক্ত হন; যেহেতু উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায়। ঐ শ্রীভগবন্নাম—সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দ রসময়, কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্ত্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া সরস; কারণ শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন, কিম্বা 'রস' অর্থাৎ বীর্য্যবিশেষ বা পরম-শক্তিমত্তার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম সরস' কিম্বা অখিল দীনজন নিস্তার-কারক বা পরম মধুর বলিয়া 'সরস', অতএব শ্রীনামের সমান অন্য কিছুই নাই।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠার পর)

এই রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। **রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, স্বয়ং চিদ্ব্যাপার অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যতত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হন, এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন।** কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজনিত এবং সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়; জগতে সাধনাভিনিবেশজ রতিই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। প্রসাদজ রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধসাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ।

রতি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতিতে যেসমস্ত রতিলক্ষণ দেখা যায়, সে সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সব লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভাসকেই রতি বলিয়া থাকে।

কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধরতির উদয় হইতে দেখা যায়। সে-সব স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে।

জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ন্যায় লক্ষিত হয় তথাপি তিনি কৃতার্থ, তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দ্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষণীয় নয়, বিধি-প্রসক্ত-নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।

রতির চেষ্টারূপ অঙ্গ অনুভাব ও সঞ্চারি-সামগ্রীবিশেষ। তন্মিলনে গাঢ় রতিরূপ প্রেম, রস হইয়া পড়ে। রসবিষয়ে কৃষ্ণের রসামৃত-সমুদ্রত্ব-বিচার-প্রবন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমরস-বিষয়ে, এস্থলে পুনরায় বলা হইল না, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

প্রেম দুই প্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগ ভক্তিসাধনক্রমে প্রায়ই **কেবল-প্রেম** উদিত হয়। বিধিমার্গীয় সাধনভক্তগণ প্রায়ই **মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম** লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে কেবল-প্রেমই সর্ব্বোত্তম ফল। প্রেমও—ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ ভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল। ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ। ভাবোত্থ প্রেমের উদয়ক্রম শ্রীচরিতামৃতে—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ'-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩, ১৫)

এ বিষয়ে কারিকা,—

আকর্ষ সন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্ম্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিরেব সা॥
প্রতিফলন-ধর্ম্মত্বাৎ বদ্ধজীবে নিসর্গতঃ।
ইতরেষু চ সর্ব্বেষু রাগোস্তি বিষয়াদিষু॥
লিঙ্গভঙ্গোত্তরা ভক্তিঃ শুদ্ধপ্রীতিরনুত্তমা।
তৎপূর্ব্বমাত্মনিক্ষেপাৎ ভক্তিঃ প্রীতিময়ী সতী॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখে সা চ বিষয়প্রীতিরেব হি।
সা চৈব কৃষ্ণসাম্মুখ্যাৎ কৃষ্ণপ্রীতিঃ সুনির্ম্মলা॥

রত্যাদি-ভাবপর্য্যন্তং স্বরূপলক্ষণং স্মৃতম্ ।
দাস্যসখ্যাদি-সম্বন্ধাৎ স চৈব রসতাং ব্রজেৎ ॥
তরঙ্গরঙ্গিণী প্রীতিশ্চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী ।
বিষয়ে সচ্চিদানন্দে রসবিস্তারিণী মতা ।
প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রসঃ কৃষ্ণে স্বভাবতঃ
কৃষ্ণেতি নামধেয়ন্তু জনাকর্ষ-বিশেষতঃ ।
চিদ্ঘনানন্দ-সর্ব্বস্বং রূপং শ্যামৃতং প্রিয়ম্ ॥
অনন্তগুণ-সম্পূর্ণো লীলাঢ্যঃ গোপীবল্লভঃ ।
এভির্লিঙ্গৈর্হরিঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যতে প্রেষ্ঠমাত্মনঃ ॥
তেন বৃন্দাবনে রম্যে তদ্বনে রমতে তু যঃ ।
স ধন্যঃ শুদ্ধবুদ্ধো হি কেনোপনিষদাং মতে ॥

আকর্ষ (চুম্বক) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্তি হয়, অণুচৈতন্য জীব সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য-অবস্থায় যে স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ প্রীতির স্বরূপলক্ষণ। এই রাগধর্ম্ম চিজ্জগতে স্বভাবসিদ্ধ। জড়জগৎ সেই চিজ্জগতের প্রতিফলন। জীব তাহাতে বৈধর্ম্ম অঙ্গীকার করায় চিৎপ্রতিফলিত জড়ধর্ম্মে তাঁহার ইতরবিষয়াদিতে নিসর্গজাত একপ্রকার রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। বদ্ধজীবের লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হইলে আর বস্তুসিদ্ধ শুদ্ধভাব উদিত হয় না। সেই লিঙ্গভঙ্গের পরে যে ভক্তি লক্ষিতা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধপ্রীতি। তৎপূর্ব্বে জড়ীয়স্বরূপ তিরস্কার ও চিৎ স্বরূপ-পুরস্কাররূপ আত্মনিক্ষেপ-প্রক্রিয়া-দ্বারা যে-ভক্তি হয় তাহা প্রীতিময়ী হইতে পারে, প্রীত্যাত্মিকা হইতে পারে না। তাহার লক্ষণ শ্রীচরিতামৃতে,—

রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী-জনে ।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভা[illegible]রে অনুগতি ।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মা[illegible]গানুগার প্রকৃতি ॥
বাহ্য, অভ্যন্তর, [illegible] ত' সাধন ।
'বাহ্যে' সাধকদেহে [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥

'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥ (মঃ ২২।১৪৫, ১৪৮, ১৫১-১৫৪)

বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। স্বরূপ-লক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই স্থায়ী ভাব দাস্যাদি সম্বন্ধোদয়ে সামগ্রী-সাহচর্য্যে রসতা-লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। শ্রীজীবের প্রীতিসন্দর্ভানুসারে শিক্ষাষ্টক-ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে (সম্মোদনভাষ্য ৭ম শ্লোক)—

উল্লাস মাত্রাধিক্য ব্যঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্ত-রসেঽনুমীয়তে। যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমা দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি-ভঙ্গহেতবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রম্ভাত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে। যস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটীল্যভাসপূর্ব্বক-ভাববৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। **যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং ভজতে।** চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। যস্মিন্ জাতে মহাবাষ্পাদিবিকারঃ। দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরম-সামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষ্যতে। স্নেহ এবাভিলাষাত্মকো রাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎসংযোগপরং দুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি। তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ঞ্চ নবনবীভাবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পর-ভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্ম-লালসা। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তিশ্চ জায়তে। অনুরাগ এব অসমোর্দ্ধ-চমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা-কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকম্। বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্। উভয়ত্র মহোদীপ্ত্যাশেষ-সাত্ত্বিক-বিকারাদিকং জায়ত ইতি।

অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। **রতি জন্মিলে কৃষ্ণব্যতীত**

অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়। সেই উল্লাসময়ী রতিতে যখন অত্যন্ত মমতা আবির্ভূত হয়, তখন তাহার নাম—প্রেম। তাহা দাস্যরসে অনুভূত হয়। যাহা উৎপন্ন হইলে আর প্রীতিভঙ্গ হেতুসকল বলবান্ হইতে পারে না, সেই প্রেম বিশ্বাসময় হইলে প্রণয় হয়, তাহা সখ্যরসে লক্ষিত। প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমযোগ্যতাস্থলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের অতিশয় অভিমানে কৌটিল্যের একটু আভাস যুক্ত হইয়া প্রেমবৈচিত্র্যরূপ প্রণয় মান হইয়া পড়ে। **মান হইলে শ্রীভগবানও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন।** চিত্তের অত্যন্ত দ্রবতাস্বরূপ প্রেমই স্নেহ। স্নেহ জন্মিলে মহাবাষ্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, তদ্বিষয়ের মহাসামর্থ্য-সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে। স্নেহ অভিলাষাত্মক হইলে রাগ হয়। রাগ জন্মিলে ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হয়। **সংযোগ-বিষয়ে সুখও দুঃখ। বিয়োগ-বিষয়ে দুঃখও সুখ।** সেই রাগ যখন নিজ-বিষয়কে নব-নবভাবে সর্ব্বদা অনুভব করে ও নিজে নব-নবভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম—অনুরাগ। অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর অতিশয় বশভাবরূপ প্রেমবৈচিত্র্যক্রমে তাহার বিষয়সম্বন্ধযুক্ত অপ্রাণীতেও জন্মলাভের লালসা দেখা যায়। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি হয়। **অনুরাগ অসমোর্দ্ধ-চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন অবস্থা পাইলে তাহাকে মহাভাব বলে।** মহাভাব জন্মিলে যোগসময়ে নিমেষ সহ্য হয় না ও কল্পও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয়। বিয়োগ-সময়ে ক্ষণকালকে কল্প বোধ হয়। অনুরাগে ও মহাভাবে মহাদীপ্তির সহিত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়।

প্রীতি অশেষ-তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণে সর্ব্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে পৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। **কৃষ্ণতত্ত্বের জনাকর্ষণবিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম। শ্যামরূপ চিদঘনানন্দ-সর্ব্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক। গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণ-গুণদ্বারা সম্পূর্ণ ও নিত্যলীলা-রসাঢ্য। এই নাম-রূপ, গুণ ও লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য।** সেই কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনরূপ তদ্বনে যিনি রমণ করেন, তিনি কেনোপনিষন্মতে ধন্য ও শুদ্ধবুদ্ধ।

পঞ্চাঙ্গে সদ্ধিয়ামন্বয়সুকৃতিমতাং সৎকৃপৈকপ্রভাবাৎ
রাগপ্রাপ্তেষ্টদাস্যে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌল্যমদ্ধা।

বেদাতীতা হি ভক্তির্ভবতি তদনুগা কৃষ্ণসেবৈকরূপা
ক্ষিপ্রং প্রীতির্বিশুদ্ধা সমুদয়তি তয়া গৌরশিক্ষৈব গূঢ়া ॥

শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাস্বাদন, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—এই পঞ্চাঙ্গ-সাধনে নিরপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টদাস্যে পুরুষের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণ-সেবারূপা বেদাতীতা রাগানুগা নামে সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা।

— ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৩)

উদ্দীপন-বিভাব

যে-সকল বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণে আছে বলিয়া তিনি আলম্বন হন সেই সকল ভাব বিভাবনের হেতুরূপে পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়া উদ্দীপন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কালভেদে উদ্দীপন অনেকপ্রকার।

কায়, বাক্য ও মানসাশ্রিত-ভেদে গুণ তিনপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণ অপ্রাকৃত। এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি—

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৩।৪০)

নির্গুণ, নিরপেক্ষক, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা আমাকে সাম্য, অসঙ্গ (অনাসক্তি) প্রভৃতি গুণসকল ভজন করে।

শ্রীধরা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে আবলম্বন করিয়া সে সকল গুণ সম্যক্ প্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন। ধর্ম্মের নিকট তাঁহার উক্তি—

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্ ।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ (ভাঃ ১।৬।২৭-৩০)

সত্য—যথার্থ ভাষণ, শৌচ—শুদ্ধত্ব, দয়া—পরদুঃখাসহন, ইহাদ্বারা শরণাগত-পালকত্ব ও ভক্তসুহৃত্ত্ব, ক্ষান্তি—ক্রোধ উৎপত্তিতেও চিত্তসংযম, ত্যাগ—বদান্যতা, সন্তোষ—স্বতঃতৃপ্তি, আর্জ্জব—অকুটিলতা, ইহাদ্বারা সর্ব্ব-শুভকারিতা, শম—মনের নিশ্চলতা, এতদ্বারা সুদৃঢ়ব্রতত্ব, দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা, তপঃ—ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতারানুরূপ স্বধর্ম্ম, সাম্য—শত্রু-মিত্রাদি ভেদবুদ্ধির অভাব, তিতিক্ষা কেহ তাঁহার নিকট অপরাধ করিলে তাহা সহ্য করা। উপরতি—লাভপ্রাপ্তিতে ঔদাসিন্য, শ্রুত—শাস্ত্রবিচার। জ্ঞান পাঁচপ্রকার— ১ বুদ্ধিমত্তা, ২ কৃতজ্ঞতা, ৩ দেশকালপাত্রজ্ঞতা, ৪ সর্ব্বজ্ঞতা ও ৫ আত্মজ্ঞত্ব। বিরক্তি—অসদ্ বিষয়ে বিতৃষ্ণা, ঐশ্বর্য্য- নিয়ন্তৃত্ব, শৌর্য্য—যুদ্ধোৎসাহ, তেজ—প্রভাব, ইহা দ্বারা প্রতাপও কথিত হইয়াছে, প্রভাবের খ্যাতিই প্রতাপ, বল—দক্ষত্ব তাহা দুষ্কর কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা, ধৃতি—ক্ষোভের কারণ প্রাপ্তিতে অব্যাকুলতা, স্মৃতি—কর্ত্তব্যার্থের অনুসন্ধান, স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা। কৌশল তিন প্রকার—১ ক্রিয়ানিপুণতা, ২ একসঙ্গে বহুকার্য্য সমাধানরূপ চাতুরী, ৩ কলাবিলাস—বিজ্ঞতারূপ বৈদগ্ধী কান্তি—কমনীয়তা (হস্তাদি অঙ্গসকলের), বর্ণ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দের কমনীয়তা, তাহাতে রস অধর-চরণস্পৃষ্ট-বস্তুগত জানিতে হইবে, বয়সের কমনীয়তা, এতদ্দ্বারা নারী-গণের মনোহারিত্ব, ধৈর্য্য—অব্যাকুলতা, মার্দ্দব—প্রেমার্দ্রচিত্ততা, তদ্দ্বারা প্রেমবশ্যতা, প্রাগল্‌ভ্য—প্রতিভাচাতুর্য্য এতদ্দ্বারা বাক্‌পটুতা, প্রশ্রয়—বিনয় ইহাদ্বারা লজ্জাবত্ত্ব, সর্ব্বমানদাতৃত্ব, প্রিয়ংবদত্ব, শীল—সুস্বভাব, সহ - মনের পটুতা, ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা ; ভগ—তিন প্রকার—ভোগাস্পদত্ব, সুখিত্ব ও সর্ব্বসমৃদ্ধিমত্ত্ব, গাম্ভীর্য্য—অভিপ্রায়ের দুর্জ্ঞেয়তা, স্থৈর্য্য—অচঞ্চলতা, আস্তিক্য—শাস্ত্রচক্ষুষ্ট্ব (সকল বিষয় শাস্ত্রানুরূপ) কীর্ত্তি—সদ্‌গুণের খ্যাতি, মান—পূজ্যত্ব, অনহঙ্কৃতি—গর্ব্বরাহিত্য, ব্রহ্মণ্যত্ব,

সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতত্ব, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব, মহত্ত্বাভিলাষীর প্রার্থনীয় মহাগুণ শব্দদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব একটী গুণ, ইহা দ্বারা সে সকল গুণের অন্যত্র অল্পত্ব ও চঞ্চলত্ব আর শ্রীভগবানে পূর্ণত্ব ও অবিনশ্বরত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীসূতবাক্য —যাঁহার অঙ্গ শোভার আশ্রয়, সেই অচ্যুতকে নিত্যদর্শন করিয়াও দ্বারকা-বাসিগণের নয়ন বিশেষভাবে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। শ্রীধরাদেবীর উক্তিতে-গুণসমূহ 'নিত্য', কখনও ত্যাগ করে না--এ কথা থাকায় সর্ব্বদা সকল গুণের স্বরূপ-সংপ্রাপ্তও একটী গুণ, শ্লোকস্থ অন্য গুণসকল জীবের অলভ্য, যথা—আবির্ভাবমাত্রত্বে সত্যসঙ্কল্পত্ব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও সঙ্কল্পের অন্যথা না হওয়া। বশীকৃতাচিন্ত্যময়ত্ব (অচিন্ত্যশক্তিরূপা মায়াকে বশীভূতারাখা), আবির্ভাব-বিশেষ হইলেও অখণ্ড সত্ত্বগুণের একমাত্র অবলম্বনত্ব, জগৎপালকত্ব, হতশত্রুর স্বর্গদায়কত্ব, আত্মারামগণাকর্ষিত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতত্ব, পরমাচিন্ত্য-শক্তিমত্ত্ব, অনন্ত প্রকারে নিত্যনব-সৌন্দর্য্যাদির আবির্ভাবত্ব পুরুষাবতাররূপেও মায়ানিয়ন্তৃত্ব, জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব, গুণাবতারবীজত্ব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রোম-বিবরত্ব (লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখার সামর্থ্য), বাসুদেবত্ব (নারায়ণত্বাদি-রূপ ভগবত্তাবির্ভাবেও স্বরূপভূত পরমাচিন্ত্য-অখিল মহাশক্তিত্ব, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপে হতারি-মুক্তি ভক্তি-দায়কত্ব, নিজের বিস্ময়কর রূপাদি মাধুর্য্যবত্ত্ব, ইন্দ্রিয়রহিত অচেতনেও অশেষ সুখদসান্নিধ্যত্ব ইত্যাদি এস্থলে গুণ-সকলের দিগদর্শন মাত্র করা হইল।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥

যিনি গুণের অধিষ্ঠাতা অথবা গুণসকল যাঁহার স্বরূপভূত, সেই গুণাত্মা তুমি জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার গুণসকলের পরিমাণ করিতে কে সমর্থ হইবে ? যে-সকল নিপুণ ব্যক্তি কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদির রশ্মি-পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ, তাঁহারাও তোমার গুণগণের গণনায় অসমর্থ।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে সেইসকল গুণের পরস্পর বিরুদ্ধ কোন কোন গুণও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭)—এই ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণে তাহা স্বীকার করিতে হয়। পরস্পর বিরুদ্ধগুণ কিরূপে তাঁহাতে বিরাজিত, তাহা প্রমাণ করার অন্য কোন উপায় নাই। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রই তদ্রূপ কীর্ত্তন করিতেছে, এজন্য তাহা

বিশ্বাস করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতির শব্দই মূল ইহা—বেদান্ত-সূত্রে উল্লেখ আছে। প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত প্রমাণ— শ্রুতি। তাহাতে যেসকল শব্দ আছে, সে-সকলই প্রমাণের মূল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের যথার্থতা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ দ্বারা, অনুমান-প্রমাণের যাথার্থ্য হেতুদ্বারা উপলব্ধি করা যায়। শ্রুতির শব্দসকলের যাথার্থ্য উপলব্ধির অন্য উপায় নাই। বেদের প্রমাণ প্রভুসম্মিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রভু দাসকে যে আজ্ঞা করেন, তাহার তাহাই করিতে হয়, কোন তর্ক চলে না। বেদের বাণী সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। তাহার প্রমাণ অস্থি ও বিষ্ঠা অপবিত্র হইলেও অস্থি 'শঙ্খ' আর বিষ্ঠা 'গোময়'কে বেদ পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করায় তাহা সকলের শিরোধার্য্য। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রসকল শ্রীভগবানের যেসকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমাবেশের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে সম্ভব হয়।

শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ কংস-রঙ্গস্থলে দেখা গিয়াছে —

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পর যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্লোকে মল্লগণ, নরগণ, স্ত্রীগণ, গোপগণ, অসদ্‌রাজগণ, শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা, কংস, যোগিগণ, বৃষ্ণিগণ ও অজ্ঞগণ —এই দশপ্রকারে লোক কংসের রঙ্গভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছেন। এই দশ প্রকারের লোককে প্রতিকূল জ্ঞান, মূঢ় ও বিদ্বান্‌ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মল্লগণ, অসদ্ রাজগণ ও কংস ইহাদের প্রতিকূল জ্ঞান। অজ্ঞগণ—মূঢ়। অবশিষ্ট ছয়প্রকার লোক বিদ্বান্। শ্রীকৃষ্ণের মমতাশূন্য ও মমতাযুক্ত-ভেদে দুইপ্রকার বিদ্বান্। এস্থলে নরগণ, সামান্য ভক্তগণ ও যোগিগণ (শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনে সমাগত আকাশস্থ চতুঃসন প্রভৃতি জ্ঞানিভক্ত) মমতাশূন্য, রঙ্গভূমিতে সমাগতা নারীগণ একদিকে বল ও অন্যদিকে অবল দেখিয়া পরস্পর বলিতেছিলেন—মল্লগণ প্রকাণ্ড পর্ব্বততুল্য তাহাদের দেহ বজ্রসারের মত কঠিন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম অপ্রাপ্ত-যৌবন সুকুমারাঙ্গ। এসকল রমণীদের অনুকম্পাময় পরম প্রীতি ব্যক্ত হইয়াছে। নানাভাববতী রমণীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা কন্দর্পরূপে অবগত হইয়াছেন এবং গোপীগণ কি

তপস্যাই করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, তাহাদের কান্তভাবাখ্য প্রীতির সহিত লোকপ্রসিদ্ধ কামের মিশ্রণহেতু তাহাদের প্রীতি ব্রজদেবীগণের মত বিশুদ্ধ নহে। স্ত্রীগণমধ্যে যাঁহারা কৃপার্দ্রচিত্তে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মমতা-ভাবের কথা বলা বাহুল্য।

বৃষ্ণিগণ, মাতাপিতা ও গোপগণ—ইঁহাদের মমতাবিশেষ সূচিত হইতেছে। গোপগণের তিনি নিজজন, আর বৃষ্ণিগণের পরম দেবতা নির্দ্দেশহেতু গোপগণের বান্ধবভাবজ্ঞাপক মাধুর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক এবং বৃষ্ণিগণের পরমারাধ্য ভাবজ্ঞাপক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার যে ভাব মুখ্য, তাঁহার দর্শন তাদৃশ হইয়াছিল।

এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার পূর্ব্ববর্ত্তী ৩২ সংখ্যা প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী সমুদ্রমন্থনে আবির্ভূতা হইয়া আপনার আশ্রয়যোগ্য ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাতে নিত্য সদ্‌গুণসকল বিরাজ করিতেছে এমন আশ্রয় গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ এমন কি দেবগণও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, যাহার তপস্যা আছে, তাহার ক্রোধ জয় হয় নাই, কোনস্থানে জ্ঞান আছে, আসক্তি বর্জ্জন নাই, কেহ মহৎ, কিন্তু কামজয়ী নহেন। যাহার পরাপেক্ষা আছে, সে ত ঈশ্বরই নহে। কোথাও ধর্ম্ম আছে, কিন্তু জীবে দয়া নাই। কোথাও ত্যাগ আছে, কিন্তু মুক্তির জন্য নহে। কাহারও বীর্য্য আছে, কিন্তু কালবেগ হইতে অব্যাহতি নাই। গুণসঙ্গবর্জ্জিত দ্বিতীয় কেহ নাই। কেহ দীর্ঘায়ু কিন্তু মঙ্গলশীল নহে; কেহ মঙ্গলশীল, কিন্তু অনিশ্চিতায়ু। যাঁহাতে উভয়-শীলমঙ্গল ও আয়ুঃস্থৈর্য্য আছে, তিনি অমঙ্গল। সুমঙ্গল কেহ আমাকে অভিলাষ করেন না। এস্থলে দুর্ব্বাসা, বৃহস্পতি-শুক্রাচার্য্য, ব্রহ্মা, চন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ, পরশুরাম, শিবি রাজা, কার্ত্তবীর্য্য, শিব প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উক্ত উক্ত বিষয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনজন সেই সেই গুণ হইতেও অধিক গুণশালী এবং অতিশয় মঙ্গলের নিধানস্বরূপ, স্বরূপে পরমানন্দপূর্ণ বলিয়া আমাকে অভিলাষ করেন না।

স্বরূপশক্তির গুণাদি সম্পদরূপা অনন্ত শক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দ্বিধা বিরাজ করেন—অন্তরে অনভিব্যক্ত নিজমূর্ত্তিতে আর বাহিরে কেবল শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। শ্রীভগবান তাদৃশ গুণপূর্ণ বলিয়া লক্ষ্মীকে আকাঙ্ক্ষা না করিলেও লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বগুণের অপেক্ষণীয়, নিরপেক্ষ, নিজাভীষ্ট শ্রীমুকুন্দকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

উপনিষৎ-সার

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠার পর)

সেই পরম পুরুষ হইতে ঋক্, যজু ও সামমন্ত্রসমূহ, দীক্ষা, যজ্ঞ ও ক্রতু এবং দক্ষিণাসকল, সম্বৎসর ও যজমান জাত হয়। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ মার্গে যথাক্রমে অবিদ্বান্ ও বিদ্বান্ কর্ম্মফলানুসারে চন্দ্রলোক ও সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। বসু-রুদ্রাদি দেবতা, মনুষ্য, পশু-পক্ষিসকল, ধান্য-যবাদি শস্য, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই সকলের একমাত্র কারণ।

এই পরব্রহ্ম হইতেই সপ্ত প্রাণ, সপ্ত সমিধ্, সপ্ত হোম. সপ্ত লোক, সাগর, উপসাগর. পর্ব্বত, নদ-নদী সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

উক্ত পুরুষই এই কর্ম্ম ও জ্ঞানাত্মক বিশ্ব। যিনি এই পরমামৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া জানেন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই অবিদ্যা গ্রন্থি ছেদন করেন।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের সারকথা এই যে,—পরমাত্মা স্বতঃই প্রকাশমান, কার্য্য-কারণস্বরূপ, প্রাণীদিগের হৃদয়সঞ্চারী ও সর্ব্বাস্পদ। সচল বিহঙ্গমাদি, প্রাণাপানযুক্ত মনুষ্যাদি, নিমেষবান্ যাহা কিছু সমস্তই ইঁহাতে সমর্পিত রহিয়াছে। পরমাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাণীবর্গের জ্ঞানের অতীত।

তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, স্থূল হইতে স্থূল এবং লোকসমূহের আশ্রয় স্থল। তিনিই প্রাণ, বাগিন্দ্রিয় ও মন। সেই ব্রহ্মই সত্য ও অমৃত। তাঁহাকেই মনরূপ শরদ্বারা ভেদ করিতে হইবে। অতএব তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য।

(প্রণব) ওঁঙ্কারই ধনু, জীবাত্মা বাণ, ব্রহ্মকে বাণের লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রমাদহীন হইয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে ভেদ করা আবশ্যক। আরও উক্ত হইয়াছে যে, সেই পরমাত্মাকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া ভজন করিতে হইবে এবং অপরা বিদ্যার বাক্যসমূহ পরিত্যাগ একান্ত প্রয়োজন। এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়। এতদতিরিক্ত ভগবদুপাসনার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে যে, রথচক্রের শলাকার ন্যায় নাড়ীসকল যে-হৃদয়ে সম্প্রবিষ্ট সেই হৃদিস্থিত ও আত্মাকে প্রণব অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে।

সেই সর্ব্বজ্ঞ সমদর্শী পরমাত্মা বৈকুণ্ঠে ও জীবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নির্গুণা ভক্তির সাহায্যে তাঁহার দর্শন হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন ও কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ হৃদিকোশ মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্ম শুদ্ধ ও তেজোময়। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণ ও বিদ্যুৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি দেদীপ্যমানহেতু নিখিল বিশ্ব দীপ্তিমান্ হয়। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় ব্রহ্মনামে খ্যাত।

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের সার বস্তু এই যে দুইটি সমান নামধারী (জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ) পক্ষী সখার ন্যায় সর্ব্বদা সম্মিলিত হইয়া একই দেহরূপ বৃক্ষে বাস করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে জীবরূপ পক্ষীটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে অর্থাৎ নানা কর্ম্মফল ভোগ করে, অপর পরমাত্মারূপ পক্ষীটি কর্ম্মফলের ভোক্তা হন না, কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির ফলে আপনাকে হীন মনে করে এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির ফলে দুঃখগ্রস্ত হয়। কিন্তু সাধু-গুরু কৃপায় সাধক যখন ধার্ম্মিকগণসেবিত ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়।

যখন জীব হিরণ্যবর্ণ, বিশ্বকর্ত্তা, পরমেশ্বর ও জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পাপ-পুণ্য সমূলে বিনাশ করিয়া নির্ম্মল এবং তদাত্মকতা প্রাপ্ত হন। তাঁহার ফলে জীব আত্মক্রীড় (আপনাতেই ক্রীড়াশীল), আত্মরতি (আপনাতেই প্রীতিযুক্ত) ও ক্রিয়াবান্ (ধ্যান-বৈরাগ্যাদি ক্রিয়াশীল) হয়। এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

সত্যবাদীই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যাবাদী কখনও সেরূপ হইতে পারেনা। যাঁহারা পরম সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবদ্ধামে গমন করিতে সক্ষম হন। দেবযান নামক বিস্তৃত পথ একমাত্র সত্যদ্বারাই লাভ করা যায়। অতএব কুহকবর্জ্জিত পরম সত্যময় শ্রীভগবানের উপাসনা করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই উপনিষদে এখানেই বর্ণিত আছে যে, সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত আছে, সেখানে বিগতস্পৃহ ঋষিগণ যে-ভাবে গমন করেন সেই দেবযান-মার্গও সত্যদ্বারা লভ্য। সেই ব্রহ্মবস্তু বৃহৎ, দিব্য এবং অচিন্ত্য-রূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ; তিনি অভক্তের অনেক দূরে, আর ভক্তের অতি নিকটে হৃৎপদ্মে বিরাজিত আছেন। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা

বা অগ্নিহোত্র কর্ম্মদ্বারাও গৃহীত হন না। যিনি নির্ম্মলচিত্ত হন, তাঁহার সাধুসঙ্গে ভজন প্রভাবে ভগবানের দর্শন হয়। কাম্যকর্ম্মকারী ব্যক্তি ভগবানা-রাধনার ফলে কামালোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু সেই সকল ভূতিকাম ব্যক্তিদিগের আত্মজ্ঞের সেবা একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয়খণ্ডে,—কামত্যাগ যে মুক্তিকামীর পক্ষে প্রধান সাধন এবং আত্মলাভ প্রার্থনাই আত্মলাভের সর্ব্বোত্তম উপায় প্রভৃতি বিবৃত হইতেছে। বিভূতি-তৃষ্ণা বর্জ্জন করিয়া যে-সকল ধীমান্ আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, তাঁহারা আর দেহ ধারণ করেন না। যিনি পূর্ণকাম এবং আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার জীবিতাবস্থায় সকল কামনাই বিলীন হয়। সকাম ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কামনানুসারে সেই সেই ভোগোপযোগী লোকে জন্মগ্রহণ করেন।

বহুশাস্ত্রাভ্যাসদ্বারা, মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণের শক্তিদ্বারা, উপনিষদ্-বিচার ব্যতিরিক্ত বহু শ্রবণদ্বারা সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই আত্মবরণের দ্বারাই তিনি প্রাপ্তব্য। সেই সময় শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট স্বীয় চিন্ময়-বিগ্রহ প্রকাশ করেন। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ-বলহীন ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। বিষয়া-সক্তিজনিত প্রমাদ বা অশাস্ত্রীয় লিঙ্গধারণ বা কঠোর তপস্যাদিদ্বারাও শ্রীভগবান্ প্রাপ্তব্য নহেন, পরন্তু যে বিবেকী তত্ত্বজ্ঞানরূপ-বল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস ও জ্ঞান-সহায়রূপ উপায়াবলম্বনে যত্ন করেন, তিনিই ব্রহ্মধাম লাভ করেন। ভগবৎসাক্ষাৎকারিগণ জ্ঞানতৃপ্ত, আসক্তিশূন্য ও প্রশান্তাত্মা হন। যুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন করিয়া সেই পরব্রহ্মেই অভিনিবেশযুক্ত থাকেন।

যাঁহারা বেদান্তবিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মবস্তুকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সন্ন্যাসযোগাবলম্বনে যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, সেই সকল সাধক সংসারদশাবসানে পরব্রহ্মকেই অমৃত সদৃশ জানিয়া ব্রহ্মধামে মোক্ষাদি লাভ করেন। মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সামীপ্য লাভ করিয়া তদাত্মকভাবে তদীয়ত্ব প্রাপ্ত হন। অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যদাস্যে নিযুক্ত হন। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হইলে তাহার স্বীয় নাম রূপ-উপাধিমুক্ত হয়, জীবও তদ্রূপ প্রাকৃত নাম ও রূপ পরিত্যাগে দিব্য-পুরুষকে লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মসাদৃশ্য ব্যতীত কেবলভেদপ্রাপ্ত হন না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী ব্যক্তি শোক করেন না এবং হৃদয়গ্রন্থিমুক্ত হইয়া নিত্যস্বরূপ-লাভে সমর্থ হন।

ঋক্‌মন্ত্রে উল্লেখ আছে যে, যাঁহারা যথাবিধি কর্ম্মপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ, অপর ব্রহ্মোপাসক, অথবা উপনিষদুক্ত ভক্তিক্রিয়া অনুশীলন করেন, তাঁহাদিগের নিকটেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবে।

অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে এই পরমসত্য অক্ষর পুরুষের বিষয় বলিয়াছিলেন। সেই পরম ঋষিগণকে নমস্কার, নমস্কার।

এই উপনিষদে উপদিষ্ট সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম, যথা— গুরুপরম্পরা তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পরা-অপরা বিদ্যাতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব, যজ্ঞাদি কর্ম্মতত্ত্ব কর্ম্মকাণ্ডহেয়ত্ব, নির্ব্বেদত্ব, সর্ব্বভূতোৎপত্তি-তত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়-তত্ত্ব, জীব ও পরমাত্মার সখ্যভাবত্ব, জীবের ভগবদ্বিমুখতা ও উন্মুখতার পরিণাম এবং ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির ও ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত ব্যক্তির মহিমা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

শ্রীশ্রীগুরু-মহিমা

শ্রীগুরু, শ্রীকৃষ্ণশক্তি জীবে দেন পরা ভক্তি
কৃপা করি হইয়া সদয়।
কৃষ্ণেচ্ছায় আগমন, কৃষ্ণনাম গুণগণ
ভাগ্যবানে সদা বিতরয় ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু ভক্তিদানে কল্পতরু
গুরু ভিন্ন আর নাহি গতি।
কর গুরুপদাশ্রয় সংসার হইবে জয়
হ'বে কৃষ্ণ-ভজনে সুমতি ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ যিনি সদ্‌গুরু হন তিনি
তাঁর পদে কর অনুরাগ।
সব দুঃখ দূরে যাবে নিত্যানন্দ লাভ হবে
গুরুদাস হন মহাভাগ ॥ ৩ ॥

কলিযুগ ক্লেশময় বাদ-বিসংবাদ রয়
কিন্তু পথ আছে তরিবার।
শ্রীগুরু-আশ্রয় করি কীর্ত্তনেতে ভজে হরি
তবে জীব যায় মায়াপার ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতের বাণী গেয়েছেন শুকমুনি
সুদৃঢ় বিশ্বাস কর তায়।
পরম আনন্দ পাবে প্রেমভক্তি লাভ হবে
গুরু বিনা নাহিক উপায়॥ ৫॥

পরম দয়াল হরি, গুরুরূপে অবতরি
প্রকাশ-রূপেতে পরকাশ।
কৃষ্ণভক্তি আচরিয়া জীবে তাহা শিক্ষা দিয়া
ছিন্ন করে দৃঢ় ভবপাশ॥ ৬॥

গুরুভক্তি নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
গৌর-কৃষ্ণ-কৃপা নাহি পাবে।
ভক্তিপথে মূলাধার শ্রীগুরুই কর্ণধার
তাঁর সেবা কর প্রেমভাবে॥ ৭॥

অধমের গুরুবর শ্রীরাধার পরিকর
শ্রীভকতিপ্রজ্ঞান কেশব।
অহৈতুকী কৃপা চাহি তব যশঃ সদা গাহি
দূরে যাউক কুবাসনা সব॥ ৮॥

শ্রীগুরুকৃপাকণা-প্রার্থী—
—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

বঙ্গের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দী বিশেষভাবেই স্মরণীয়। এই শতাব্দীর শেষভাগেই বাংলার নিকেতনে জীব-জগতের মুক্তিদাতা সনাতন-ধর্ম্মনায়ক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বঙ্গভূমিতে সনাতন মিশ্রের ভবনে এক অসামান্যা রূপবতী ও সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা গুণবতী যে কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তিনিই পরমা প্রকৃতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। রাজ-পণ্ডিতের স্নেহনীড়ে রাজকন্যার মতই আদর-যত্নে শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় বিকশিত হইতেছিলেন। তিনিই পরবর্ত্তী জীবনে গৌরাঙ্গকান্তা—প্রেম ও ভক্তির জীবন্ত-প্রতীক। তাঁহার সুমহান দিব্য জীবন-দর্শন সীমাহীন প্রেম-পুণ্যের উৎসস্থল। এই বারিধির প্রতিটি বারি-কণিকা মহাবিশ্বের অনন্ত প্রেমের কারণ।

মহাদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অতুলনীয় মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ। শ্রীচৈতন্যচরিত-রচয়িতাগণের লেখনী নিস্তব্ধ হইয়া যায় তাঁহার চরিত্র অঙ্কনে; তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না,—শুধু অনুভূতির পটভূমিতে পূজা করাই চলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলামৃতে তিনি ছিলেন ত্যাগ ও ভক্তির এক দিপ্তীময়ী আলোকচ্ছটা। ভক্ত-বৈষ্ণব-দার্শনিক-গণের ভাবধারায় বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনদর্শন গম্ভীর হইতেও গম্ভীরতর।

শ্রীশচীদেবী প্রথম দর্শনেই বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া যান। অপলক নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিয়া উঠলেন,—

"মনুষ্য শরীর নয় লাখবান সোনা।
ঝলমল করে যেন কণক-প্রতিমা।"

লক্ষ্মীসমা সুন্দরী গুণময়ী নারীর ভক্তির তীক্ষ্ণতা শচীদেবীকে বিমোহিত করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শচীমাতামুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভক্তিময়ী রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

* * * *

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায় সেই জগন্মাতা॥
শচীদেবী তারে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
এই কন্যা পুত্রযোগ্যা বুঝিলেন মনে॥
শিশু হইতে দুই-তিনবার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন॥

শচীদেবীর নিকট ভক্তির প্রখরতা, প্রেমের মহিমা, সৌন্দর্য্যের প্রভা অন্তরের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যাকে পুত্র-বধূরূপে পাইবার আন্তরিক স্পৃহা শচীদেবীর অন্তরে যখন জাগ্রত তখন তাহা বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষীণ আশায় তিনি কাশীনাথ পণ্ডিতকে সনাতন মিশ্রসদনে প্রেরণ করিলেন। মিশ্রকন্যার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রাকৃত মহা-মিলনে জাগতিক কল্যাণ পরিদৃষ্ট হয়—এই সারতত্ত্ব কাশীনাথ পণ্ডিত সনাতন মিশ্র-সম্মুখে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন,—

তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাহান উচিত পতি এই মহাসতী॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অনন্যে উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত॥

শচীদেবীর মনবাসনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মিশ্র-তনয়াকে গৌর-লীলার অন্যতম অঙ্গ রূপায়ণে দেখিতে পাই। বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসতী, যিনি মহাসতী হইবেন তাঁহার পতি প্রাকৃত পতি হইলে চলিবে না। সুতরাং নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রিয়ার উপযুক্ত অপ্রাকৃত পতি। গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার এই মধুর মহামিলনকে প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে অথবা বিকৃতভাবে অনুসরণ করিলে মহেশ্বর ব্যতীত অপর ব্যক্তির কালকূট ভক্ষণে যেরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয় এবং সেইরূপ চিন্তাস্রোতে পতিত হওয়ায় অন্ধতম মায়া-তমিশ্রা গ্রাস করে।

প্রেমময় জীবনধর্ম্মের চিত্তচাঞ্চল্যকর প্রকাশ এই লীলামৃতে অবলোকন করা যায়। শ্রীভগবৎলীলাসঙ্গিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনদর্শন দুর্জ্ঞেয়—রহস্যপূর্ণ। কামধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, নিখাত স্বর্ণস্বরূপ, জীবকুলের কল্যাণাত্মক শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেমের ভুবনজয়ী মহিমা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই কৃষ্ণপ্রেম-পাগলকে কৃষ্ণ-প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত যিনি সর্ব্বতোভাবে পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি মহাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

রাজপণ্ডিত দুহিতা আসিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মন্দিরে। আত্মসুখ ধূলি-মুষ্ঠির ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া একদিকে সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুসম্পন্ন করিতেন অপরদিকে ভারতীয় নারী-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—

ভর্ত্তাতু খলু নারীণাং গুণবান্ নির্গুণোঽপি বা।
ধর্ম্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥

(রামায়ণ, অযোধ্যা ৬২, ৮)

বাল্মীকির কণ্ঠ-উদ্ভূত নারী-আদর্শ অনুযায়ী সংসার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বামীর সম্মানেই তিনি সম্মানিত ছিলেন, স্বামীর গৌরবই ছিল তাঁহার নিজের গৌরব। অনবদ্য তাঁহার চরিত্র! গৌরাঙ্গ যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনের প্রেমানন্দে দিবসরজনী নিমগ্ন থাকিতেন, দেবী ইহাতে কখনই স্বামীর প্রতি বিরূপ আচরণ করেন নাই। সুমধুর গৌরাঙ্গ-লীলাকে সজীব ও প্রাণময় করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। অচিন্ত্যনীয় তাঁহার চরিত্র। মহাভাগবতপ্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার অপ্রতিম গুণের কথা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বিনম্র চিত্তে জানাইয়াছেন শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

জীবন-মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু মানুষের মঙ্গলের জন্য যখন গার্হস্থ্য-লীলা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-জীবন অবলম্বন করেন, তখনও বিষ্ণুপ্রিয়া কোন বাঁধার সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার অপ্রাকৃত গুণে তিনি জগতের সম্মুখে মহাপ্রভুকে উপস্থাপন করিয়াছেন। এই গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি আমাদের কাছে প্রণম্য, তাঁর চরিত্র অনুসরণীয়। ভারতীয় নারী-চরিত্রের কঠোব সংযমের চিত্র মহাদেবীর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। জীবন-যৌবন-সন্ধিলগ্নেই তিনি ভোগ-বিলাসের দুর্নিবার বাসনাকে নিয়ন্ত্রণপূর্ব্বক ব্রততীর ন্যায় মহাপ্রেম আস্বাদন করতঃ ভুবন আলো করিয়া প্রস্ফুটিতা হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়ে তিনি ছিলেন এক আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহিণী।

নবদ্বীপ-প্রাঙ্গন যখন সন্ন্যাসীর চরণরজে উল্লাসিত হইয়া উঠে, অসংখ্য মানুষ তাঁহাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে; স্বয়ং শচীমাতা তাঁহাকে দর্শনের জন্য উন্মত্ত; জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়ধ্বনিতে যখন আকাশ বাতাস মুখরিত, তখনও মহাদেবী স্থির নির্ব্বিকার। স্বামীর সন্ন্যাসধর্ম্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি কখনই তাঁহার নিকট যাওয়ার চেষ্টা করেন নাই। আঙ্গিনার নিম্ববৃক্ষতলেই তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা জগৎ-পতির প্রতি নিবেদন করিয়াছিলেন—প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। পতিহীতা-কাঙ্ক্ষি বিষ্ণুপ্রিয়া পতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। স্ব-সুখস্বাচ্ছন্দ নির্ম্মূল করিয়া তিনি প্রাণভরে প্রভুর সর্ব্ববিধ কাজে সম্মতি দিয়াছেন। একান্ত পতিগতচিত্ত বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনীর ন্যায় যে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা মানুষের চিন্তাধারায় দুর্ব্বিসহ।

এই পতিপ্রাণা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল প্রেমবহ্নিতে স্বয়ং দাহিত হইয়া আদর্শ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বই স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর নীলাচলে বিচরণকালে সচল জগন্নাথ দর্শনের বাঞ্ছায় ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমন করিতেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কদাপিও গমন-অভিলাষ পোষণ করিতেন না। সন্ন্যাসীর আদর্শ অবগত থাকিয়া স্বামীর ইচ্ছাপূরণ হেতু স্বয়ং বিরহ-বেদনায় দগ্ধিভূত হইয়াও সহ্য করিতেন; এ যে নারীত্বের এক অভিনব চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য। মানবের চিন্তাশীল বুদ্ধিতে এই অপূর্ব্ব সংযম ও পাতিব্রত্য বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না।

জীবন-সায়াহ্নে মহাযোগিণী ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া অশ্রুপ্লাবনে তাঁহার অর্চ্চন করিতেন। নামামৃতই তাঁহার জীবনের অনলস সাধনায় সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের নিত্যসঙ্গী। ভক্ত বৈষ্ণবকবি-কণ্ঠে

করুণ রাগিনীতে গীত হয় মহাদেবীর জীবনের অন্তিম-লীলার অনবদ্য ভক্তির পরকাষ্ঠা, সুতীব্র বিরহজ্বালা। কৃষ্ণপ্রেমামৃত আস্বাদনকারী আদর্শ শুদ্ধ বৈষ্ণব-কবিগণ তাঁহার মহান লীলার যে কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেই আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না।

"কেহ না জানয়ে কেন রাখয়ে জীবন।
এইরূপ বিপ্রলম্ভ জ্ঞানাদর্শ জগতে বিরল॥"

শ্রীগৌর-বিরহ-কাতরা বিষ্ণুপ্রিয়ার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল তাহাও পাঠক-হৃদয়ে পবিত্র উত্তাপের সৃষ্টি করে।

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে,
* * * *
কনক জিনিয়া সে অঙ্গ হইল মলিন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই উজ্জ্বল জ্যোতিস্করূপে দেখিতে পাই। কিন্তু সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অবলোকন করিলে তাহার অন্তরালে আরও যে-একটি আলোক-বর্ত্তিকা দেখিতে পাই, তিনিই সুমহিমায় সমাসীনা পরমা প্রকৃতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। মহাভাব স্বরূপিণী সর্ব্বগুণ বিভূষিতা এই রমণীর জীবনপ্রবাহ সত্যই জগৎদুর্ল্লভ। নারী-চরিত্রের মাধুরিমায় বিষ্ণুপ্রিয়া অতুলনীয়া।

—শ্রীবিভাষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
গ্রাম—আনন্দনগর
পোঃ ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)।

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাদি-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

২৮ শে ভাদ্র, বৈকাল ৩টার সময় আমাদের ট্রেণখানি গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে ঐ দিন রিজার্ভ বাসযোগে (Reserve Bus) বুদ্ধগয়া দর্শনে রওনা হই। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিয়া থাইল্যাণ্ড, জাপানী, তিব্বতীয় প্রভৃতি বুদ্ধ-মন্দিরগুলি দর্শন করিয়া বুদ্ধগয়া-মন্দিরে উপনীত হই। ঐ মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ বর্ত্তমান। আমরা চারদিকে ঘুরে ঘুরে বহু কারুকার্য্যখচিত অনেক মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌতম-বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ-বুদ্ধ এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করায় তদবধি

এই স্থান বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধদেব সম্পর্কে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা এই যে, শাক্যসিংহ-বুদ্ধই ভগবানের নবম অবতার ভগবান-বুদ্ধ। কিন্তু উভয়ের আবির্ভাব-কাল, তিথি ও স্থান ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পাওয়া যায়। তদুপরি একজন জ্ঞানবাদী ও অপরজন শূন্যবাদী রূপে জগতে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অপরদিকে বৌদ্ধগণের কতিপয় প্রামাণিক গ্রন্থে অষ্টাদশ বুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত দুই বুদ্ধ একই ব্যক্তি নহেন। স্থানাভাবে এস্থলে উহা বিস্তৃত লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইলাম। আমরা রাত্র প্রায় ৮টায় সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদের রিজার্ভবগিতে পৌঁছিলে প্রসাদাদি গ্রহণ করতঃ শয়ন করিলাম।

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সম্পন্ন হইলে, কীর্ত্তনমুখে শোভা-যাত্রা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুপাদ-মন্দির অভিমুখে সকলেই যাত্রা করিলাম। ফল্গুধারায় স্নাত হইবার মানসে আমরা প্রথমে ফল্গুনদী-তীরে উপনিত হইলে প্রায় সকলেই এই পবিত্র ধারায় স্নান করিলেন এবং কেহ কেহ তর্পণাদি করিলে আমরা সদলবলে শ্রীবিষ্ণুপাদ-মন্দিরে উপনীত হই। শ্রীবিষ্ণুপাদ পরিক্রমণ ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইলে মন্দিরের সম্মুখস্থানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য-সম্পর্কে বর্ণনা করেন। বর্ত্তমানে যে সুদৃশ্য মন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায় উহা প্রসিদ্ধ অহল্যা বাইয়ের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে।

গয়াক্ষেত্রের সম্পর্কে প্রধানত আমরা দুইটি মত জানিতে পাই যে, 'গয়' নামক এক রাজর্ষি এই স্থানে যজ্ঞাদি করিয়া প্রচুর দানাদি করায় তাঁহার নামানুসারে 'গয়া' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। মতান্তরে 'গয়'-নামক অসুর হইতে 'গয়া' নাম উৎপন্ন হয়। এই অসুর বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন দেবতাবৃন্দ এই অসুরের হস্তে পরাস্ত হইলে দেবগণের প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু এখানে উপনিত হন। 'গয়' প্রভুর ইচ্ছানুসারে রণক্ষেত্রে চিরশায়িত হন এবং তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ-পূর্ব্বক বর দান করেন যে, এই স্থানে পিত্রাদির পিণ্ডদান করিলে পিতৃ-পুরুষগণ সদ্গতি লাভ করিবেন।

এখানে অনেকেই পিতৃ-পুরুষগণের পিণ্ডাদি-দান করেন; মধ্যাহ্নে আমরা রিজার্ভ-গাড়ীতে উপনিত হইলে প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম করি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের যাত্রা শুরু হইল 'কাশী' অভিমুখে। মোগলসরাই ষ্টেশনে পূর্ব্বসূচী অনুযায়ী আমাদের রিজার্ভ-বগিখানি রাখা

হয়। সেখান হইতে ভোরে রিজার্ভ বাসযোগে কাশী-বিশ্বনাথ দর্শনে রওনা হই। আমরা প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপনিত হইয়া স্নানাদি সমাপন করিলে দর্শকের অত্যন্ত ভির হওয়ায় ২।৪ জন করে যথাক্রমে শ্রীবিশ্বনাথ দর্শন করা হয়। পরিশেষে আমরা মণি-কর্ণিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া পুনঃ বাসযোগে মোগলসরাই পৌঁছিয়া প্রসাদ পাই।

কাশী দর্শনের পর ত্রিবেণী দর্শনের জন্য আমাদের সূচীত পঞ্জিমতে ৩১ শে ভাদ্র ভোরে পরিক্রমা-সঙ্ঘ সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে উপনীত হন। এখানে অনেকে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থলী এই পবিত্র স্থানে উদ্যোক্তা ব্যতীতও কুম্ভমেলার সমাগম হয়। স্বর্গ হইতে সুধা-কলস লইয়া ভক্তপ্রবর গরুড় এই স্থানে উপনীত হওয়ায় ইহা অতীব পবিত্র স্থানরূপে পরিণত হয়। আমরা ত্রিবেণীতে স্নানাদি করিয়া নৌকাযোগে যমুনা অতিক্রম করতঃ শ্রীবেণীমাধব দর্শন করি ও পরিশেষে কেল্লার মধ্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরে বিভিন্ন দেবতা, ঋষি প্রভৃতির অর্চ্চাবিগ্রহগণ দর্শন করিয়া সকলেই ট্যাঙ্গাযোগে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে প্রসাদাদি পাই।

এখানকার পর আমাদের নির্দ্ধারিত দর্শনীয় স্থান শ্রীব্রজমণ্ডল। তৎপর দিবস আমাদের রিজার্ভবগি মথুরা জংসনে পৌঁছিলে মথুরাস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া রিজার্ভ বাসযোগে সকলকেই তথায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। আমরা উক্ত মঠে পৌঁছিলে কীর্ত্তন সহযোগে যমুনা-তীরে উপনিত হই। যমুনায় স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া শ্রীমঠে পৌঁছিয়া প্রসাদাদি পাই।

বৈকালে মাথুরমণ্ডল পরিক্রমা-মানসে সঙ্কীর্ত্তনমুখে বহির্গত হইয়া বৈষ্ণব-প্রবর দেবাদিদেব দ্বার-রক্ষকরূপে যিনি ব্রজে বিরাজমান সেই ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, পিপলেশ্বর, রঙ্গেশ্বর মহাদেবকে সর্ব্বাগ্রে দর্শন ও তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করতঃ আদিকেশব, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া আরতি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় প্রায় গোধূলিলগ্ন অতিক্রান্ত অবস্থায় বিশ্রামঘাটে উপনীত হই। যমুনা-পুলিনে আরতি দর্শন করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীমঠে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীহরি-কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীভাগবত-পাঠমুখে দর্শনীয় স্থানগুলির মহিমা বিষদভাবে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ ; ইং ১৬।১২।৭৪

" নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ২রা গোবিন্দ, ৪৮৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮১ সাল (ইং ২৮।২।৭৫) শুক্রবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৪ঠা গোবিন্দ, ১৭ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৭৫।) রবিবার পর্য্যন্ত **দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম, প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **শনিবার** পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **রবিবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ;** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

শ্রীচৈতন্য-বাণী

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১৬ নারায়ণ, ৪৮৮ গৌরাব্দ | ১১শ সংখ্যা
মঙ্গলবার, ২৯ পৌষ, ১৩৮১; ইং ১৪।১।১৯৭৫

সানুবাদং

শ্রীইন্দ্র-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ]

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বজ্ঞামিতবিক্রম।
ত্রিগুণাতীত সর্ব্বেশ বিশ্বাত্মংস্তু নমোঽস্তু তে ॥১০॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনার পরাক্রমের পরিসীমা নাই, আপনাকে নমস্কার। হে ত্রিগুণাতীত! হে সর্ব্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্মন্! আপনাকে নমস্কার করি ॥১০॥

ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ ক্রতুর্হবিঃ।
ত্বমেব সর্ব্বদেবানাং পিতা মাতা চ কেশব ॥১১॥

আপনি যজ্ঞ এবং বষট্কার, আপনি ওঁ-কার, আপনি ক্রতু এবং ঘৃত। হে কেশব! আপনিই সকল দেবতার পিতা এবং মাতা ॥১১॥

অগ্রে হিরণ্যগর্ভস্ত্বং ভূতস্য সমবর্ত্তত।
ত্বমেবৈকঃ পতিরসি পুরুষস্ত্বং হিরণ্ময়ঃ ॥১২॥

আপনি সকল ভূতের অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে বিদ্যমান আছেন। আপনি একমাত্র পতি হইয়াছেন, আপনি পুরুষ এবং হিরণ্ময় ॥১২

পৃথিবীং দ্যামিমাং দেব ত্বমেব ধৃতবান্ প্রভো।
ত্বং সৃজস্যুৎসি পাসি ত্বং বিশ্বভুগ্ জগদীশ্বর ॥১৩॥

হে দেব! হে প্রভো! আপনিই এই পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়াছেন। হে জগদীশ্বর! আপনি স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা এবং আপনিই বিশ্বভুক্ ॥১৩॥

অবাপ্য ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রশংসাং জগতাং পতে
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ তবচ্ছায়া সনাতন।
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥১৪॥

হে ভুবনপতে! হে সনাতন! আপনি সমস্ত দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অমৃত এবং মৃত্যু, এই উভয়ই আপনার ছায়া। আপনি সেই দেবতা, আমরা ঘৃতদ্বারা আপনারই আরাধনা করিয়া থাকি ॥১৪॥

হিমবন্ত ইমে যস্য তে মহিত্বাৎ হিরণ্ময়াঃ।
সমুদ্রো রসয়া যস্য কেশা যস্য পয়োমৃতঃ ॥১৫॥

যে আপনার মহিমায় এই সকল হিমালয় হিরণ্ময়, সমুদ্র যাঁহার রসনা, ক্ষীরসিন্ধু যাঁহার কেশ-কল্প ॥১৫॥

ইমা দিশঃ প্রতিদিশো বাহূ যস্য তবাব্যয়।
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥১৬॥

হে অব্যয়! এই দিক্ এবং বিদিক্ সকল আপনারই দুই বাহু, অতএব আমরা ঘৃতদ্বারা সেই দেবতার (আপনার) ভজনা করি ॥ ১৬ ॥

আদায় প্রকৃতির্বিশ্বমাম্নায়ঞ্চ জনার্দ্দনঃ।
গর্ভং দধানা সর্গেঽত্র জনয়ন্তি চরাচরম্ ॥১৭॥

হে জনার্দ্দন! প্রকৃতিরূপে বেদের সহিত সমস্ত বিশ্ব গ্রহণ করিয়া গর্ভ ধারণ করেন এবং প্রকৃতি এই সৃষ্টিতে চরাচর প্রসব করিলেন ॥ ১৭ ॥

সমবর্ত্তত দেবানামসুরেকো ব্যয়ো বিভুঃ।
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥১৮॥

কিন্তু আপনি সমস্ত দেবতার প্রাণরূপে বিদ্যমান ছিলেন, কারণ আপনি এক অব্যয় এবং বিভু, অতএব আমরা ঘৃতদ্বারা সেই দেবতার (আপনার) ভজনা করি ॥ ১৮ ॥

য আপো মহিলা দক্ষং পর্য্যপশ্যন্ প্রজাপতিঃ।
যজ্ঞং দধানা তত্রাদৌ জনয়ন্তীর্হবিঃ পুমান্ ॥১৯॥

যে দক্ষ প্রজাপতি আপোরূপা মহিলাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন (অথবা আপো মহিলাগণ দক্ষকে দর্শন করেন) তাহার মধ্যে প্রথমে যজ্ঞ করিয়া ঘৃত প্রসব করিল ॥ ১৯ ॥

যো বৈ দেবেষ্বেক আসীদধিদেবঃ পরাৎপরঃ।
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥২০॥

যে-পুরুষ সমস্ত বেদে এক হইয়া বিদ্যমান ছিলেন, যিনি অধিদেব এবং পরাৎপর, আমরা ঘৃতদ্বারা সেই দেবতার (অর্থাৎ আপনার) ভজনা করি ॥ ২০ ॥

তত্ত্বানি বিশ্বজাতানি বভূবুঃ পরিতঃ প্রভো।
ত্বদন্যন্ন প্রজাধ্যক্ষ ভবিষ্যদ্ভূতমচ্যুত ॥২১॥

হে প্রভো! এই বিশ্বমণ্ডলে অনেকগুলি তত্ত্ব পদার্থ উৎপন্ন হইল। হে প্রজাধ্যক্ষ! কৃষ্ণ! কিন্তু আপনি ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ববস্তু হয় নাই, অথবা হইবে না ॥ ২১ ॥

যজামস্ত্বাং যজ্ঞকামাস্ত্বং হি লোকময়ঃ পুমান্।
ত্রয়াণাং পতয়ঃ স্যামস্তব কারুণ্যবীক্ষণাৎ ॥২২॥

আমরা যজ্ঞ কামনা করিয়া আপনাকেই পূজা করিয়া থাকি। কারণ আপনি জগন্ময় মহাপুরুষ। আপনার কৃপাদৃষ্টিপাতে আমরা ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

হিরণ্ময়াখ্যঃ পুরুষো হিরণ্যশ্মশ্রুকেশবান্।
আপ্রণবাৎ সর্ব্বং হিরণ্যং সবিতা তদ্বরেণ্যভাক্ ॥২৩॥

আপনি হিরণ্ময়-নামক পুরুষ, আপনার শ্মশ্রু এবং কেশকলাপ হিরণ্ময়। প্রণব অবধি সমস্ত বস্তুই হিরণ্য হইয়াছে। আপনি সবিতা অর্থাৎ জগৎ প্রসবিতা এবং আপনিই সেই বরেণ্যশব্দ-বাচ্য ॥ ২৩ ॥

অসৌ সর্ব্বগতো ব্রহ্ম যশ্চাদিত্যে ব্যবস্থিতঃ।
তদ্বৈ দেবস্য সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ উত্তমঃ।
সদা ধীমহি তে রূপং ধিয়ো যো নঃ প্রতিভাতি হি ॥২৪॥

যিনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, যিনি আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত, সেই জগৎ প্রসবিতা দেবের বরেণ্য উত্তম ভর্গ অর্থাৎ পরমজ্যোতি আমরা সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকি, তাহাতেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে ॥২৪॥

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীশ সর্ব্বেশ কেশব।
বেদান্তবেদ্য যজ্ঞেশ যজ্ঞরূপ নমোঽস্তু তে ॥২৫॥

নমস্তে গোপবেশায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥২৬॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে শ্রীনাথ। হে সর্ব্বেশ্বর! হে কেশব! আপনাকে নমস্কার। হে বেদান্ত-বেদ্য! হে যজ্ঞেশ্বর! হে যজ্ঞরূপ! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি গোপবেশধারী আপনাকে নমস্কার, আপনি বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার ॥২৫-২৬॥

উৎসবধ্বংসনাদেতদপরাধং ময়া কৃতং।
তৎক্ষম্যতাং জগন্নাথ ঘৃণাব্ধে পুরুষোত্তম ॥২৭॥

হে জগন্নাথ! হে দয়ার্ণব! হে পুরুষোত্তম! এই উৎসব ধ্বংস করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥২৭॥

অল্পেনৈব হি কালেন জহি কংসং দুরাসদং।
দেবতানাং হিতং কৃত্বা সুখে স্থাপয় মেদিনীম্ ॥২৮॥

আপনি অল্পকালের মধ্যে দুর্ধর্ষ কংসকে বধ করুন। দেবতাদিগের হিতসাধন করিয়া সুখে পৃথিবী স্থাপন করুন ॥২৮॥

শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি *

(১) পরিপ্রশ্ন—শ্রী, ভূ, নীলা কি তত্ত্বে অভিহিত হইবেন? গৌরলীলায় তাঁহারা কে?

শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর—ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ পরতত্ত্ব-বস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—শ্রীশক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—ভূশক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—নীলাশক্তি, ইহাকেই 'দুর্গাশক্তি' বলে; ইনি জগতের আধার-স্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্ত্তমানা। অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণকে কৈমুতিকন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ক্ষীরোদশায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—"ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী হইতে পারে না"—ইহা দেখাইয়া অংশী-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন—প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য; সেই বল্লাভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী,—এই দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী-নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকারূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌর-

---

* জনৈক ভক্তের প্রশ্নোত্তর-কালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিন শক্তিই বর্ত্তমানা ও তাঁহার লীলা-বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে আচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।**

—প্রকাশক

সুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ব-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে 'সনাতন রাজপণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূশক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপ বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রচারকার্য্যে সহায়কারিণী। শ্রীগৌর-সুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগান্মাতা বিষ্ণু-প্রিয়াকে 'রাধাকৃষ্ণের সেবিকা' বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে একজন বৃষভানুনন্দিনীর সহচরী, ভক্তা পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে-লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষ-লীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে "গোপী" "গোপী" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস, নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতিকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীগৌর-গদাধর-তত্ত্ব

২নং প্রশ্ন—শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃষ্ণ হন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত যদি রাধিকা হন, তাহা হইলে কি পরস্পরের মধ্যে সম্ভোগরস বর্ত্তমান?

উত্তর—শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট; তিনি বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে এরূপ বিভাবিত যে, ঐভাব ওতপ্রোতরূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণবর্ণকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণদ্বারা বাহিরে পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছে। তাঁহার অন্তর যেমন সর্ব্বতো-

ভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তদ্রূপ তাঁহার বাহ্য শরীরও শ্রীমতীর কান্তি-দ্বারা আবৃত। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী সেই বৃষভানুনন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্ত্তমান, আর শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন,—

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ॥
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাত্ত গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্য গদাধরঃ॥

রাধাভাব-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য গদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এইরূপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর পণ্ডিত রাধিকা। শ্রীগৌরসুন্দরও এইস্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভ-রসের সহায়কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে মত্ত। তবে যে গৌর-গদাধরের ভজন-প্রণালী রহিয়াছে বা গদাধরকে 'শক্তিতত্ত্ব' এবং গৌরসুন্দরকে 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। গদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকারই ভাব-প্রকাশ কায়ব্যূহস্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত কিন্তু শ্রীমতীর দেহ লইয়া প্রকাশিত হন নাই; তিনি আশ্রয়জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাব-রূপিণী। বিপ্রলম্ভ-লীলা ও সম্ভোগলীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাষ দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ দোষ হইতেই গৌর-নাগরীবাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

— —

প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান-চর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি, কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগীরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে ঐ প্রক্রিয়াটী নিস্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম্ম-শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে করিতে সংসার নির্ব্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম্মকাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়।

বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয়; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম

করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিষ্ট লোক তাঁহাদের জন্য পৃথক্ আসন দিয়া থাকেন। যাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠার আশা হইতে উদিত হয়।

প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগ সুদুষ্কর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠাশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশাশূন্য হইতে পারিবে?

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এইরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে করি যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥ (মনশিক্ষা-৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নির্লজ্জ-চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল

সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম বস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদিদ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য।

সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল-যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব গ্রহণ ও অসৎস্বভাব দূরীকরণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুদ্ধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ফলক বৈষ্ণব-আত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীবের হৃদয়ে মন্দ-স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধু-স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদ্‌গুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদ্‌গুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গদ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্ত্তব্য।

— ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৪)

শ্রীভগবানের গুণ চেষ্টা প্রসাদনাদি প্রীতিরসের উদ্দীপন বিভাব। প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেমবশ্যত্ব শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ উদ্দীপন। সমস্ত উদ্দীপন মধ্যে এই দুইটি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি রতিতে ইহাদের উদ্দীপনা অত্যাশ্চর্য্য। শান্তরতির আলম্বন ব্রহ্মঘন, তাঁহাতে গুণাদির তাদৃশ অভিব্যক্তি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার উল্লেখ করা হইল না।

উক্ত দ্বিবিধ উদ্দীপন মধ্যে উদ্ভাস্বর নামক অনুভাবদ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্ব শ্রীপৃথুরাজের প্রসঙ্গে জানা যায়। পৃথুরাজকর্ত্তৃক পূজিত বিশ্বাত্মা ভগবান্ স্বস্থানে গমনোন্মুখ হইলেও কৃপাপরতন্ত্রহেতু গমনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। পৃথুর ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের চরণকমল ধৃত হইয়াছিল। পৃথু শ্রীহরিকে দর্শন করিবার অভিলাষ করিলেও নয়ন অশ্রু প্লাবিত হওয়ায় দর্শনে অসমর্থ হইলেন। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কিছু বলিতেও সমর্থ হইলেন না। পরে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া অতৃপ্ত নয়নে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে করিতে নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীহরি পৃথুর ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় ভূমিতে শ্রীচরণ স্থাপনপূর্ব্বক গরুড়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রেমার্দ্রত্বের পরিচায়ক।

সাত্ত্বিকানুভাব দ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্ব কর্দ্দম ঋষির প্রসঙ্গে জানা যায়। শরণাগত কর্দ্দমের দাস্যপ্রীতিতে ব্যাকুল ভগবানের নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দুসকল পতিত হওয়ায় বিন্দুসরোবর নামে খ্যাত সরোবর হইয়াছিল। বাৎসল্যপ্রীতি দ্বারা প্রেমার্দ্র কৃষ্ণবলরাম মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না।

কুরুক্ষেত্রে মিলিত শ্রীনন্দযশোদারও তাদৃশ বাৎসল্য প্রেমদ্বারা আর্দ্রচিত্ত হইয়া স্বরভঙ্গ নামক সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল।

শ্রীরুক্মিণীর পালঙ্কে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুদামাকে দেখিমা সত্বর উত্থিত হইয়া দুই বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। এখানে সখ্যভাবে প্রেমার্দ্রত্ব।

দাস্য-প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবান্ বলির দ্বারদেশে সুতলে গদাহস্তে অবস্থান করিতেছেন।

মৈত্রীর বশ্যত্ব—স্নিগ্ধ পাণ্ডবগণে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য, পার্ষদ, সেবন, সখ্য, দৌত্য, বীরাসন, অনুগমন, স্তবন প্রণামাদির কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি করিলেন।

কান্তভাবের বশ্যত্ব—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণকে বলিয়াছিলেন—যাহারা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছে, আমার সহিত তোমাদের সেই অসাধারণ সাধুকার্য্যের অনুরূপ প্রত্যুপকার করিতে বিবুধ পরমায়ু দ্বারাও আমি সমর্থ হইব না। তোমাদের সাধুতা দ্বারা তাহার প্রতিকার হউক। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়—তোমরা যেমন আমার সেবা করিলে, আমি যদি তোমাদের সেপ্রকার সেবা করিতে পারিতাম তবে সুখী হইতাম। কিন্তু তাহাতে আমি অসমর্থ। তোমরা সব ছাড়িয়া আমার সেবা করিয়াছ। তাহাতে নিজ সুখ-বাসনারূপ মলিনতা নাই। সুতরাং পরম শুদ্ধভাবে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। লোকধর্ম্ম অতিক্রম হেতু তাঁহাদের অনুরাগের দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত।

প্রেমবলে সত্যাদি বিরোধীগুণের আবির্ভাব—শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তনপান করাইতেছিলেন, তখন চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ অগ্নিতাপে উছলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া অতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যশোদা বেগে গমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে গিয়া গোপনে নবনীত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এস্থলে গোপনে চুরি করিয়া নবনীত ভক্ষণ অসন্তোষ ও চৌর্য্যের পরিচয় দিলেন কেন? তখন কেহ ত নিকটে ছিল না, কিন্তু এরূপ চুরি করার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—লীলাতে আবেশবশতঃ তিনি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন।

শমবিরোধী কাম তাঁহার পরম প্রিয়জন প্রেয়সীগণে প্রেমবিশেষরূপ। তিনি নিজ মায়াদ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ। শ্রীভগবান স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত জনের মত রমণ করেন। নিজজনে যে-কৃপা তাঁহাদের সুখ-সম্পাদনেচ্ছাময় প্রেম, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্য স্ত্রীরত্ন-মধ্যে অবস্থান করিয়াও তাদৃশ রমণে আবেশকারী প্রেম-বিশেষরূপা কৃপাদ্বারাই রমণ করেন, প্রাকৃত কামদ্বারা নহে ইহাই তাৎপর্য্য। প্রাকৃত-জনের মত বলায় অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শন করিয়া কামবিষয়ক ভাব নিরাকৃত করিলেন। প্রেমবতী মহিষীগণে প্রাকৃত কামাধিকার নাই ইহা দেখিয়া প্রাকৃত কামশূন্যতা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১১।৩৭ শ্লোকে উক্ত

হইয়াছে—মহিষীগণের উদ্ভট ভাবসূচক নির্ম্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ অবলোকন দ্বারা নিহত মদন বিমোহিত হইয়া ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই প্রমদোত্তমাগণ কুহকসমূহদ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয় ক্ষোভিত করিতে অসমর্থা হইয়াছিলেন। এস্থলে মদন—প্রাকৃতকাম। মহিষীগণের মনোহর হাস্য ও সলজ্জ চাহনীতে মদন নিজেই মৃতের মত নিজ অস্ত্রাদি বলরহিত হইয়াছিলেন। অতএব বিমোহিত হইয়া ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য প্রেমচেষ্টা দর্শন করিয়া মদন এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি মৃতের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, এজন্য কোন প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমবতীর প্রেমবিশেষ দ্বারাই যেমন প্রেমানুরূপ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। কেবল প্রেমবিশেষদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বিকার উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহাতে কামুকবৈলক্ষণ্য প্রতীত হইতেছে। সুতরাং সাধারণ লোক প্রাকৃত কামাদিতে ব্যাপৃত মানব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত না বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও তাদৃশ ধারণা করে।

ঈশ্বরের ইহাই ঈশিতা—প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাঁহার প্রকৃতির স্বরূপস্থগুণের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত হন না। (ভাঃ ১।১১।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইলেও একান্তলীলায় মোহবশতঃ তাঁহাকে মহিষীগণ আপনাদের বশীভূত ও অনুব্রত মনে করিতেন।

যিনি আত্মারাম, তাঁহার আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে রতি অসম্ভব। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মানা পত্নীগণে প্রেম কিরূপে ছিল? তদুত্তর—সাধারণ লোকের যে দাম্পত্য সম্বন্ধ থাকে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণে প্রেম তদ্রূপ নহে, তাহা প্রেমসম্বন্ধে। প্রেমই প্রেমের কারণ। প্রেম না থাকিলে কেবল পত্নীত্ব দ্বারা তাঁহার প্রীতির বিষয় হইতে পারে না। প্রেম ভিন্ন কেহ তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিতেও পারে না। পত্নীগণে যে প্রেম ছিল সেই প্রেমানুরোধে তিনি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন। প্রেমাধীনতায় আত্মারামতার হানি হয় না। যেহেতু প্রেম তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিণতি বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ রমণীরত্ন ছিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীজনসুলভ হাবভাব প্রকাশদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচিত্ত মোহিত হয় নাই। তাহাদের যে সকল প্রেমচেষ্টা ছিল, তাহাতেই কেবল তিনি মুগ্ধ ছিলেন। ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ৬১ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥

ষোড়শ সহস্র মহিষী স্ময়যুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিদ্বারা সূচিতভাব এবং মনোহর ভ্রূমণ্ডল-প্রহিত সুরতমন্ত্ররূপ প্রগল্ভ কামবাণে শ্রীকৃষ্ণের নমঃক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থা হন নাই। মহিষীগণের হাবভাব কামবাণ হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ জন্মাইতে পারেন নাই।

শ্রীভগবান্ স্বরূপে শমগুণবিরোধী কাম যদি না থাকে তবে শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে ভাগবত ৯।১০।১১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, —

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্য্যপযাপিতায়াম্।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার॥

রাক্ষসাধম রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের অগোচরে সীতাদেবীকে হরণ করিয়া পলাইলে তিনি প্রিয়তমাবিরহিত হইয়া ভ্রাতার সহিত বনে বনে বিচরণ-পূর্ব্বক "স্ত্রীসঙ্গীগণের গতি এই প্রকার" ইহা প্রচার করিয়াছিলেন। আত্মরাম শ্রীরঘুনাথ অন্তরে সীতার প্রেমবশ ছিলেন। কিন্তু কামি লোকের গতি প্রচার ক্রিয়াসাম্যে তাঁহাকে স্ত্রীসঙ্গী ধারণা নির্ব্বোধের কার্য্য। ভক্তিবিশেষের সুখনিমিত্ত অন্তরে সীতার প্রেমবশ্যতা ব্যঞ্জিত করিয়া বাহিরে কামুকের ক্রিয়াসাম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধারণ জনের বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সর্ব্বত্র এইপ্রকার ত্রাসভাবাবহ— ইহাই সাধারণ জনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধারণ জনসম্বন্ধে উক্ত উভয়বিধ ভাব প্রকটন ভগবচ্চরিত্রের পক্ষে সঙ্গতও হয়। তাহা সকলদিকেই হিতকারী। ভক্তজনের জন্য প্রেমবশ্যতা প্রকটন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তির মহিমায় সশ্রদ্ধ করিয়াছেন। আর সাধারণ জনের নিটক স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক ত্রাসভাবাবহ বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সেই সম্পর্ক ত্যাগের ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের কাম স্বরূপে প্রেয়সী-বিষয়ক প্রীতিবিশেষ, তজ্জন্য তাহা দোষাবহ নহে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

উপনিষৎ-সার

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

প্রশ্নোপনিষদে প্রণবের এক এক মাত্রার উপাসনার ফল বলা হইয়াছে, কিন্তু এখন সমষ্টি প্রণবের উপাসনা ও তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রে এই সম্পূর্ণ জগতকে ব্রহ্মই বলিয়াছেন। বিরাট বিশ্বকে পরমাত্মার রূপ বলিয়া গণ্য করিলে সাকারোপাসনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। যে-ভাবনাদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি সহজসেবা ও সদ্ব্যবহার কৃত হয়, সংসারের প্রত্যেক পদার্থ ও প্রাণীর মধ্যে সেই ভাবনা জাগরিত হয়। এই ভাবনা বিশ্ব-শান্তি ও আত্মকল্যাণের প্রধান আধার।

মানবের প্রত্যেক কর্ম্মের প্রারম্ভে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ ও স্মরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই শ্রীনাম সংক্ষেপে ওঁ-কার শব্দবাচ্য।

এই উপনিষদে পরব্রহ্ম পরমাত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য উঁহার চারিটি পাদ কল্পিত হইয়াছে; যথা— বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও নাদাত্মক।

নাম ও নামীর অভেদ প্রতিপাদনের জন্য প্রণবের (প্রণব = ওঁ = অ + উ + ম্ অ, উ, ম্ এই তিন মাত্রার সহিত ও মাত্রা রহিত অব্যক্তরূপের সহিত পরব্রহ্মের এক এক পাদের সমানতা দেখান হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তভাবে চারিপাদের স্বরূপ বিবৃত হইতেছে—জাগ্রদবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, বহির্ব্বিষয়ে যিনি অনুভূতিবিশিষ্ট; স্বর্গ যাঁহার মস্তক, সূর্য্য—চক্ষু, বায়ু—প্রাণ, আকাশ—শরীর, জল—মূত্রাশয়, পৃথিবী—চরণদ্বয় ও আহবনীয় অগ্নি—মুখ; যাঁহার উনিশটি মুখ, যথা—দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত; যিনি শব্দ-রূপাদি স্থূল বিষয় ভোগ করেন—সেই বৈশ্বানর পুরুষই আত্মার প্রথম পাদ।

স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি সপ্তাঙ্গযুক্ত (ভূঃ, ভূবঃ, স্বর্, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সপ্তলোকই সপ্তাঙ্গ) ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই উনবিংশতি মুখ সম্পন্ন এবং যিনি সূক্ষ্মবিষয়-সমূহ (বাসনা ও সংস্কার) ভোগ করেন—সেই তৈজস পুরুষই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

নিদ্রিত ব্যক্তি যে-সময়ে কোন বস্তু প্রার্থনা করে না বা কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, তাহার নাম সুষুপ্তি। যিনি সর্ব্ববিক্ষেপরহিত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভোগকারী ও স্বপ্ন-জাগরণের স্বারস্বরূপ—সেই—প্রাজ্ঞ পুরুষই আত্মার তৃতীয় পাদ।

চতুর্থপাদে পাদ চতুষ্টয়যুক্ত আত্মার মহিমা, প্রদর্শন করিতেছেন—ইঁনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, সকলের উপাদান-কারণ এবং ভূতসমূহের উৎপত্তি ও লয়স্থান। তিনি প্রথম তিনটি পাদ হইতে বিলক্ষণ, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অচিন্ত্য, কেবল শব্দমাত্রগম্য, শান্ত, মঙ্গলজনক ও অদ্বিতীয়—ইঁনিই নাদাত্মক আত্মা ও বিজ্ঞেয়।

(৭) ঐতরেয়োপনিষৎ

ঐতরেয়োপনিষদে সৃষ্টি নির্ম্মাণের ক্রম দেখান হইয়াছে। পরমাত্মা তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার তেজোদ্বারা যে অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে বিভিন্ন অবয়া উদ্ভুত হইয়াছিল। ইহার নিষ্কর্ষ এই যে, যাহা কিছু ভিতর ও বাহিরে দৃষ্ট হয়, উহার মূল 'তপ'ই। পরমাত্মার তপের দ্বারা উৎপন্ন সৃষ্টি মনুষ্যের তপের দ্বারা সুব্যবস্থিত রহিয়াছে। যখন এই তপের লক্ষ্য ব্যক্তিগত হয়, তখনই প্রকৃতিতে বিকৃত হইতে থাকে, যাহার সংশোধনের জন্য পুনরায় তপস্যার আবশ্যক হয়।

পরমাত্মা দেবতা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি থাকিবার জন্য নিবাস স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গরু, ঘোড়াদি শরীর দেখার পর শেষে মনুষ্য শরীর পছন্দ করিয়া তাহার ভিতর তিনি প্রবেশ করিলেন। অগ্নি মুখমধ্যে, বায়ু নাসিকায়, সূর্য্য চক্ষুতে, দিক্ কর্ণে, চন্দ্রমা হৃদয়ে, মৃত্যু নাকে, বরুণ উপস্থে প্রবেশ করিলেন। ঐ শরীরের ক্ষুধা-পিপাসার সহিত নিজের ক্ষুধা-পিপাসা সম্মিলিত করিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। এই রূপকের দ্বারা মনুষ্যের প্রত্যেক অঙ্গকে দেবতত্ত্ব সদৃশ বলিয়াছেন। দেবতার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার-দ্বারা নিজের অনিষ্ট এবং পুণ্য-প্রক্রিয়া ব্যবহারদ্বারা মঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব এই শরীরকে দেব-মন্দির জ্ঞান করিয়া ইহার শ্রদ্ধাপূর্ণ সদুপযোগী করা উচিত। মন্দিরের দুরুপযোগ হইলে মন্দিরাভ্যন্তরে দেবতার কষ্ট হয়। ইহা সকলের জানা আবশ্যক যে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় দেবতার ক্ষুধা সম্মিলিত হয়। ভোগে আসক্তি না জাগে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে, কারণ দিব্য জীবন লাভের ইহাই প্রক্রিয়া।

মূর্দ্ধা, মস্তিষ্ক হইতে এই শরীরে পরমাত্মা স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে উপলব্ধ হয়। এই শরীরের নিকৃষ্ট প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা, পরমাত্মার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা একই কথা। যিনি এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছে জানিবেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ১৩শ মন্ত্রে এই প্রকার ঈশ্বর দর্শনের উল্লেখ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রাপ্তির মাধ্যম, যথা—জ্ঞান, আদর্শ, বিজ্ঞান, প্রতিজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৈর্য্য, মনন, স্মৃতি, সঙ্কল্প, গতি, কামনাদি। অন্তর্বৃত্তিদ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অনন্ত বাহ্য পদার্থদ্বারা নহে। এই উপনিষদে এই মহান্ তথ্যউদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
ইং ৯।১২।১৯৭৪

স্নেহভাজনেষু—

* * ! আমি প্রচার হইতে ফিরিয়া গতকল্য তোমার ৪ঠা নভেম্বরের পত্রখানা পাইলাম। আমরা জলপাইগুড়ি ও বিহারাদি অঞ্চলে প্রচার করিয়া মঙ্গলমত শ্রীধাম নবদ্বীপে ফিরিয়াছি। আশাকরি তুমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় কুশলে আছ। তোমার পত্রে জানিতে পারিলাম যে, তুমি 'Back To Godhead' নামক ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকাখানি পাইয়াছ। তাহা ভাল করিয়া পড়িবে ও তোমার সহপাঠীদিগকেও দেখাইবে তাহারা দেখুক যে, বাঙ্গালীরা দুইপাতা ইংরাজী পড়িয়া সাহেবের পোষাক পরিয়া সাহেব হইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু পাশ্চাতের কত বড় বড় শিক্ষিতেরা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক সাজ-পোষাককে দূর ছাই করিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক ফেলিয়া পরম শ্রদ্ধায় আদর্শ পোষাকরূপে ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তাঁহারা সকল ধর্ম্মের সেরা বা শ্রেষ্ঠ যে ভাগবত-ধর্ম্ম বা সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদুচিত শিখা সূত্র-মালা-তিলকাদি ধারণ করিয়াছেন। আজ তাঁহারা নিজেকে এতদিনে 'মানুষ হইলাম' এইরূপ বিচার করিয়া সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া যদি তোমরা তাঁহাদের আচার-বিচার ও শ্রীভগবৎ-চরণে নিষ্ঠা দেখ. তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সাহেব সাজা দূর্ভাগারা কত নগণ্য, কত হেয়।

Back to Godhead পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্ববাসী বর্ত্তমানে দেখিতে পাইবেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের কত বিপুল প্রচার-কার্য্য চলিতেছে। পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা মহাদেশ নাই, যেখানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিজয়-পতাকা-উড্ডীন হয় নাই।

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' ও তোমার Article-এর কথা শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভুকে জানাইয়াছি। তিনিই তোমার Article সম্বন্ধে Advice দিবেন, এবং তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। তুমি তাঁহার সাথে এ' বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবে।

তুমি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সঙ্কোচ বোধ করিয়াছ। তুমি মনে কর যে, তোমার পত্রোত্তর দিতে বা কাহারও কোন কথার জবাব দিতে আমাদের হরিভজনের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু তদ্রূপ ভাবিও না। প্রচারকের ধর্ম্ম, সৎগুরুর কাছে যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা অপরের কাছে প্রচার করা। যথা—

ভাল যাহা শিখিয়াছ, শিখাও অপরে।
তোমার মত ভাল কাজ তারাও যেন করে॥

সুতরাং অপরকে ভাল বিষয়ে বুঝাইবার যে-যত্ন তাহাও একটি ভজনাঙ্গ। আমরা চাই, মানুষ আমাদের কাছে আসুক। দুর্লভ মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? জীবের পরিচয় কি? ঈশ্বর কে? পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎটা কি? কোথা হইতে এই জগৎ আসিয়াছে? আমরাই বা কোথা হইতে আসিয়াছি? এই জগতের সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ? আমাদের কর্ত্তব্য কি? আর কিই বা আমরা করিতেছি এবং দৈনন্দিন আমরা যাহা করিতেছি ইহার পরিণামই বা কি? ইত্যাদি বিষয়ে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করুক, কিন্তু তেমন জিজ্ঞাসুর বড় অভাব। সবাই যেন সাধুদের সাথে নানা আবোল-তাবোল কথা উঠাইয়া কেবল কলহ করার জন্য প্রস্তুত। আমি এক জায়গায় পড়িয়াছি—

'বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাণাং পরিপীড়ণায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥

অর্থাৎ, খলদের বিদ্যা বিবাদের জন্য, অর্থ অহঙ্কার পুষ্টির জন্য, শক্তি অপরকে উৎপীড়ণ করিয়া পীড়া দিবার জন্য, কিন্তু সাধুগণের হেতু ঠিক তাহার বিপরীত। সাধুগণের বিদ্যা জ্ঞান দান করিবার জন্য, অর্থ সৎপাত্রে দান এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য ও শক্তি-সামর্থ্য সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলদের রক্ষা করিবার জন্য হইয়া থাকে।

গুরু-বৈষ্ণবগণের স্নেহ-সুশীতল পদচ্ছায়ায় থাকিয়া যে-সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছি তাহাদ্বারাই আমি তোমার সন্দেহ দূর করিবার যত্ন করিব। আশা করি তুমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

'* * * * *

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥'

তুমি কোন এক বক্তার এ' একটি ছত্র উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ—উহা সত্য কি না। ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিবার এই সাধুবৃত্তি দেখিয়া আমি পরমানন্দিত। তোমার মনের যাবতীয় সন্দেহ দূরীকরণের জন্য আমাকে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন করিবে। আমি যথাসাধ্য তোমার প্রশ্নের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তপূর্ণ জবাব দিব।

দেখ ভাই! এ জগতে সত্য কথা বলা বড় বিপদ! তুলসী দাসজী বলিয়াছেন—

সাচ্চা কহে তো মারে লাট্ঠা, ঝুটা জগৎ ভুলায়।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়॥

অর্থাৎ, জগতে সত্যবাদীরা প্রিয় হইতে পারে না। সত্যবাদীরাই দণ্ডনীয় হয়। আর যাহারা মিথ্যা কথাকে বেশ সুন্দর ভাবে মানুষের রুচিকর করিয়া বলিতে পারে তাহারাই প্রিয় হন এবং সমাজ সহজে তাহাতে ভুলিয়া যায়, বিচার করিবার অবকাশ পায় না। দেখ সাত্ত্বিক এবং দেবভোগ্য উপাদেয় বস্তুর ক্রেতার কত অভাব। তাই গোরস (দুগ্ধ) বিক্রয় করিবার জন্য গলি গলি চিৎকার করিয়া ডাকিতে হয়—তোমরা কেউ দু-ধ লইবে! দু-উ-ধ। কিন্তু কোথাও মদ্য-ব্যবসায়ীকে ঐ রূপভাবে মদ বিক্রী করিতে কেউ কি দেখিয়াছ? এমন কি অনেক মূর্খ লোক আছে যাহারা কলা-মূলা, পালংশাক, দধি-দুগ্ধ ইত্যাদি গব্যঘৃতকেও বিক্রি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মদ্যপান করতঃ রাস্তায় ঘাটে মাঠে প্রলাপ বকিতে ভালবাসে। বল দেখি, কেমন রুচি তাহাদের! মদের নেশায় যখন হতভাগারা রাস্তার ধারে নোংরা নালায় পড়িয়া আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন যদি একটা কুকুর মুখে প্রস্রাবও করে তবে তাহারা ভাবে যে, আমার বান্ধব মুখে আর এক গ্লাস মদ দিল। ঐ কুকুরের প্রস্রাবকেই তখন মদ-বিচারে চাটিতে থাকে। তাহাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি যদি এদের এতাদৃশ দূরবস্থা দেখিয়া দুঃখ করিতে থাকে যে, হায়! হায়! দেখ ইহারা কি দুর্ম্মতি হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে হইয়া ইহাদের পিতৃ-পুরুষের নামে কলঙ্ক রটাইবার জন্য আজ ইহারা মদ্যপায়ী মাতোয়াল হইয়াছে। হায় কি দুর্ভাগ্য ইহাদের! তবে উহারা কি করে জান? তাহারা ভাবে আমরা এক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তাই লোকেরা আমাদের প্রশংসা করিতেছে। এই ভাবিয়া তখন তাহারা উলঙ্গ হইয়া নাচিতে থাকে।

অসৎ সঙ্গের পাল্লায় পড়ে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইলে যে-দশা হওয়া স্বাভাবিক আমরা তাহাই দেখি। জীবের এই দুর্ম্মতির কারণ কি জান?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।

* * * *

'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, ইহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

উপরে লিখিত ঐ ছত্র তিনটির অর্থ হইল, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। কোন কালেই জীব ঈশ্বর হয় না – অতীতে, বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে ত্রিকালেই জীব কৃষ্ণদাস; কখনও ঈশ্বর নহে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবকে বিষ্ণুবুদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন—

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু', বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'—জ্ঞান কভু না করিবা॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জলদরাশি—যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥
যেই মূঢ় কহে,– জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

(গীতা ৭।৫)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬০)

সাধারণ জীবের কা কথা, ব্রহ্মা-রুদ্রাদিও নারায়ণ-পদবাচ্য নহেন—

জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে' গণন॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

(শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩।১২)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি স্থানি কর্ষতি॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫।৭)

গীতার এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন— 'আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব, এই জগতে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

প্রথম ছত্রটির শেষে 'সনাতন' শব্দটি প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য হইল, জীব কৃষ্ণ হইতে জাত হইলেও কখনও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ জীব বিভিন্নাংশ—অতি ক্ষুদ্র। ঈশ্বর বৃহৎ। জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ।

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ—চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
নিত্যবদ্ধ—নিত্য কৃষ্ণ হইতে বিমুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সেই বদ্ধ জীব যদি সৌভাগ্যক্রমে প্রকৃত সাধুসঙ্গ পায় তবে—

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কিন্তু মায়ামুক্ত হইলেও জীব ঈশ্বর হইয়া যান না। তখন স্ব-স্বরূপে সে নিত্য কৃষ্ণসেবায় ব্রতী হন,—ইহাই জীবের স্বরূপ। জীব মায়া অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া সহজেই মায়াবশ হইয়া পড়ে কিন্তু ঈশ্বর হন না, কারণ ; ঈশ্বর মায়াধীশ। জীবের জ্ঞান সসীম, কিন্তু ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, অনাদি আখ্যায় ভূষিত। ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞাত ; তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু জীব আগামী কল্যও যে কি হইবে তাহা জানে না, তাই জীব অজ্ঞ। এমন জীবকে যিনি ঈশ্বরের সমান বা ঈশ্বর-বিচার করে তিনি মূর্খশ্রেণীর প্রথম স্থানীয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

—গীতা ৩।২৭

জীব প্রকৃতির বশ হইয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ভাবাপন্ন ভালমন্দ ক্রিয়া করে কিন্তু 'বিমূঢ়' অর্থাৎ বিশেষ মূর্খতা হেতু ভাবে, ইহা আমি করি, আমিই কর্ত্তা ;—ইহা জীবের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

জীব ভগবদ্‌বিমুখ হওয়ায় মায়ার বশীভূত হইয়াছে। জীবাত্মা যে চেতন-বস্তু সে-বিচার মায়ামুগ্ধ হওয়াতে আচ্ছাদিত হইয়াছে। মায়ামুগ্ধতাহেতু জীব পাঞ্চভৌতিক জড় শরীরটাকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া শরীরের যত্নে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যিনি যে-পরিমাণে শুদ্ধ ও মায়ামুক্ত সে সেই পরিমাণে 'আমি কৃষ্ণদাস' 'আমি জীবাত্মা' পরমাত্মা ঈশ্বরের সেবাই আমার ধর্ম্ম বা বৃত্তি, এই বিমল বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রেমভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ লভ্য। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রেমের পাত্র।

"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" প্রভৃতি বাক্য যিনি বলেন, তিনি মানুষের প্রিয় হইবার জন্য ঐরূপ মনোহারী রুচিকর বাক্য বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই বাক্যের পরিণাম কি সে-বিষয়ে একবারও চিন্তা করেন নাই। আর করিবেনই বা কি করিয়া? কারণ, তাহার বিচারে হয়ত লঘু-গুরু কোন পাত্রাপাত্র তারতম্য নাই। স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীকে যে প্রিয়া সম্বোধন করা যায় না, তাহা তিনি বোধ হয় জানেন না। তাহার বিচারে যেহেতু প্রিয়া একটি উত্তম সম্বোধন-পদ সুতরাং ব্যবহার করিলেই হইল। স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে যে বিচার্য্য, তাহা তিনি বিচার করিবার অবকাশ পান নাই। যাহারা 'জীবে প্রেম' বাক্যটি ব্যবহার করিয়া জীবের কাছে প্রেমিক সাজিতে চাহে, তুমি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে তাহারা কতজন জীব-হিংসা হইতে নিবৃত্ত, কতজন নিরামিষাশী? দেখিবে তাহারা অপরের একটি মাংস-টুক্‌রা দ্বারা অনিত্য এই জড়-দেহটিকে মোটা তাগ্‌ড়া করিবার জন্য সচেষ্ট। তাহারা ঈশ্বর-সেবা কথাটি বলে, কিন্তু ঈশ্বর বা কৃষ্ণ-সেবা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ। স্বীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধানই ইহাদের ঈশ্বর-সেবা। উহা জীবে প্রেম নহে, জীবের দ্বারা কামনার পরি-তৃপ্তিতে একমাত্র কাম্য।

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ কাম ও প্রেমের নিখুঁত পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কাম অন্ধতম-প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।
অতএব, কামে, প্রেমে বহুত অন্তর॥

সাধারণ অজ্ঞ-সমাজকে রুচিকর বাক্যদ্বারা বশ করা যায় বটে, কিন্তু পরিণামদর্শী আত্মকল্যাণকামীগণ তাহাতে ভুলেন না। তুমি সাবধানে জীবে প্রেমিকের সাথে ব্যবহার করিবে। শুধু জীবের সেবা করিলেই ঈশ্বর সেবা হয়, এই দুর্বুদ্ধি মগজে গেলে সুনিশ্চিত বাতুলতা। যাহারা ঐরূপ 'জীবেপ্রেম' বিচার করিয়া থাকে তাহাদের মতে পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রীর ভরণ-পোষণই ঈশ্বরের সেবা, তাহাকেই প্রেম বলে। শ্রীমদ্ভাগবতের—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৪৬

অর্থাৎ, ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করার কথা আছে। তাহা তাহাদের অজ্ঞাত।

আমরা মঠবাসী একপ্রকার ভাল আছি। কয়েক দিনের মধ্যে আমি প্রচারে বাহির হইব। তুমি আমার স্নেহাশীষ জানিবে। পত্রোত্তর প্রাপ্তির সংবাদ দিবে। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভিলাষী—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবেদান্ত দামোদর**

শ্রীবামন গোস্বামী

যাহার চরণে লইলে শরণ
গৌর-প্রেমে সদ্য ভরে ওঠে মন,
সে' মহামহিম,—পতিত পাবন
লোকমাঝে আজি আসিলো;

কোলদ্বীপে গৌর-দরশন লভি'
ভাবাবেশে সদা গৌর-প্রেমে মজি'
পতিত জীবের উদ্ধারের লাগি'
শ্রীনাম-মন্ত্র বিলালো !
নরতনু ধরি' আসি' সে ভূতলে
ত্যজি গৃহ-কারা অতি শিশুকালে,
নমিয়া একদা গুরুপদ-মূলে
গুরু-সেবা-রসে মজিলো,
শ্রীগুরু-কেশবে সঁপে দিয়া চিত
বেদাদি-সিদ্ধান্ত করি' অধিগত,
অল্প বয়সে ধরি' যতি-বেশ
গৌড়ীয়-নিশান উড়ালো।
শ্রীগুরু-আজ্ঞা সে মস্তকে ধরিয়া
গৌড়ীয়-আচার্য্য-আসনে বসিয়া,
গুরুর অমূল্য বাণী বিতরিয়া
শ্রীগুরু-মহিমা ছড়ালো ;
গৌড়ীয়-নভে সে রাজে শশী সম ;
সাথে সন্ধ্যাতারা ও ধ্রুবতারা সম
জাগি' শ্রীত্রিবিক্রম ও শ্রীনারায়ণ
নব-শোভা আরো বাড়ালো।
আজি নদীয়ার দেবানন্দ মঠে
তারে ঘেরি' কতই উল্লাস রটে,
ভকতেরা সেথা মধুলেহি রূপে
সে' পদ-কমলে লুটিলো !
প্রভু শ্রীবামন গোস্বামীর জয়
দিকে দিকে আজি ধ্বনিলো !!

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাদি-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৩ পৃষ্ঠার পর)

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে রিজার্ভ বাসযোগে গোবর্দ্ধন অভিমুখে যাত্রা করা হয়। তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, পরিক্রমণ ও কেহ কেহ স্নানাদি করেন এবং গোস্বামিবর্গের ভজনস্থলী ও শ্রীহরিদেব-দর্শনাদি করতঃ শ্রীনন্দগ্রামে উপনিত হই। নন্দগ্রামে পাবন-সরোবর-তীরে উপনীত হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সমাপন করতঃ শ্রীনন্দযশোদা-মন্দির দর্শন করিয়া বর্ষাণায় পৌঁছি। তথায় শ্রীবৃষভানু-রাজমন্দির প্রভৃতি দর্শনাদি হইলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হই। তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সৌজন্যে আমাদের সকলের থাকার সুবন্দোবস্ত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরতি দর্শনান্তে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন হইলে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-মুখে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করেন।

তৎপর দিবস মঙ্গলারতি দর্শনান্তে কীর্ত্তনমুখে সর্ব্বপ্রথম শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটিরে উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক পরিক্রমণ করিলে পর মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুবরের দিব্য জীবন-চরিত ও তদীয় মহৎ জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। এর পর আমরা শ্রীমদনমোহন-মন্দির ও নিকুঞ্জবন দর্শন করিয়া ইম্‌লীতলাস্থ গৌড়ীয় সঙ্ঘের শ্রীভক্তিবিজয়কুঞ্জে উপনীত হই। আমরা কীর্ত্তনযোগে তথায় উপনীত হইলে সঙ্ঘের উপস্থিত পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ আমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। প্রত্যেক যাত্রীকে কিছু কিছু প্রসাদও প্রদান করেন। যে-ইম্‌লী (তেঁতুল) বৃক্ষতলে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হা রাধে! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কাতরস্বরে বিরহ-ব্যথায় ক্রন্দন করিতেন—সেই স্মৃতিবিজড়িত ইম্‌লী আজও বিদ্যমান। তাই শ্রীগৌড়ীয়গণের নিকট ইহা অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান। এই স্থানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম প্রচুররূপে প্রচারকপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-কুঞ্জ এবং তদীয় বিশ্রম্ভ সেবকগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীল মহারাজের পুষ্প সমাধি দর্শন ও পরিক্রমণ করি। তদনন্তর চীরঘাট (শ্রীকৃষ্ণের গোপীবস্ত্রহরণ-স্থলী) দর্শন এবং আরও কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বৈকালে পরিক্রমা-সঙ্ঘ বহির্গত না হইলেও অনেকে শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান দর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই দিন সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-চরিত বর্ণনা করেন।

তৎপর দিবস যথারীতি মঙ্গলারতি দর্শনান্তে কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীগোবিন্দ-মন্দির, নিধুবন, শ্রীরাধাদামোদর, রাধা-মাধব, রাধাবৃন্দাবনচন্দ্র, রাধা-গোপী-নাথ, বংশীবট, অষ্টসখী-মন্দির, রঙ্গনাথজী, বাঁকাবিহারী, শেঠ-মন্দির, লালা-বাবুর মন্দির, কাচকামিনী-মন্দির প্রভৃতি আরও বহু মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এইদিন সন্ধ্যায় আমরা সদলবলে রিজার্ভ বাসযোগে মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপনীত হই।

৫ই আশ্বিন, ভোরে মঙ্গলারতি দর্শনান্তে রিজার্ভ বাসযোগে গোকুল মহা-বনে যাত্রা করি। তথায় শ্রীনন্দমহারাজের ভবন, মা যশোমতীর সূতিকাগৃহ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থান (শ্রীকৃষ্ণের উদূখল-লীলাস্থলী) প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা-ভক্ষণলীলাস্থলী ব্রহ্মাণ্ডঘাটে উপনীত হই। এখানে অনেকেই স্নানাদি করেন। আমরা এখানে জলযোগ করিয়া ঐ বাসযোগে শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাবস্থলী রাভেলে উপনীত হইয়া দর্শনাদি শেষ করতঃ সেখান হইতে মথুরা জংশনে পৌঁছি। কারণ এই দিনই আমাদের জয়পুর-যাত্রা করার কথা। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমাদের রিজার্ভবগিতে মধ্যাহ্নের প্রসাদাদি পাইয়া ট্রেণেই বিশ্রাম করি। রাত্রের প্রসাদেরও চলন্ত গাড়ীতেই ব্যবস্থা ছিল।

তখন প্রায় ভোর ৪টা বাজে, আমরা জয়পুরে পৌঁছিলাম। সেখানে অবস্থিত মঠাশ্রিত কিছু ভক্তবৃন্দ ও আরও অনেক শ্রদ্ধালুব্যক্তি আমাদের পরিক্রমা-সঙ্ঘে যোগদান করেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইলে কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীগোবিন্দজী-মন্দিরাভিমুখে শোভাযাত্রা করা হয়। শ্রীগোবিন্দজী-মন্দিরে উপনীত হইলে পরিক্রমণ ও সুষ্ঠুভাবে দর্শনাদি করিয়া শ্রীরাধা-গোপীনাথ, শ্রীরাধা-দামোদর-মন্দিরাদিও দর্শন ও পরিক্রমণ করি। প্রত্যাবর্ত্তনকালে যন্তর্ মন্তর্ (জ্যোতিষ-চক্র) দর্শন করি।

বৈকালে রিজার্ভবাসযোগে গল্‌তাজী দর্শনের জন্য যাত্রা করি। পাহাড়-পথে বাসে অগ্রসর হইয়া গল্‌তাজীর প্রায় সন্নিকটে উপনীত হইলে পদ-ব্রজে গালব-ঋষিকুণ্ডের দিকে যাইতেছিলাম, সেই সময় বানরগুলি কিছু কিছু খাবার পাইবার লালসায় রাস্তার এদিক ওদিক লম্ফ-ঝম্প দিতেছিল।

অনেকে ছোলা, কিছু ফল-মূলাদি বিতরণ করেছিলেন। আমরা কদম্ব-কুণ্ড, গালবকুণ্ড প্রভৃতির জল স্পর্শ ও শিরে ধারণ করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই। গালবকুণ্ডের জল এত স্বচ্ছ দেখাইতেছিল যে, এখানে স্নান করিবার বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল। এইরূপ স্বচ্ছবারি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। শ্রীনিত্যগোপালজী-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দুধের খোয়ার সন্দেশ দেখিয়া প্রায় সকলযাত্রীই ক্রয় করেন ও ঠাকুরকে অর্পণ করেন। দর্শন ও পরিক্রমণ হইলে, এই গল্‌তা পাহাড়েই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যভাস্কর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের যে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন তাহার ইতিবৃত্ত পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু এই খানেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশিত শ্রুতিলিখন করেছিলেন, যাহা ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্যম্' নামে সুবিদিত। শ্রী-সম্প্রদায় তথা রামানন্দী-সম্প্রদায় যখন রব তোলেন যে, শ্রীমধ্ব-ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, রাধার প্রতিষ্ঠা নাই—সেইহেতু গৌড়ীয়েরা মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তদুপরি গৌড়ীয়গণের ব্রহ্মসূত্রের যেহেতু কোন ভাষ্য নাই সেইহেতু তাঁহারা কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের কোন বক্তব্য স্বীকৃত হইতে পারে না। তখন শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া দাবী করেন, তথাপিও তাঁহারা স্বীকৃতি না দেওয়ায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তিন দিনের মধ্যে উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া সময়ের জন্য আবেদন করেন।

শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব স্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে যে-ভাষ্য রচনা করেন তাহাই গোবিন্দ-ভাষ্য নামে সুবিদিত। তদুপরি শ্রীগীতা-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষৎ-ভাষ্য প্রভৃতিও রচনাপূর্ব্বক বিচার-সভায় উপস্থিত করিয়া শ্রী-সম্প্রদায়দিগকে নিরস্তপূর্ব্বক শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর রসগত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীসীতারাম—এই তিনের তত্ত্বগত যদিও প্রভেদ নাই, তথাপিও রসগত বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষতা রহিয়াছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ সম্পর্কে যুক্তি-বিচার প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে, যদি শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব হন তবে শ্রীমতীরাধারাণীসহ তিনি প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইবেন এবং শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পরিত্যক্তস্থানে অর্থাৎ

প্রবেশদ্বারের বামে গমন করিবেন। তৎপর দিবস প্রাতে দেখা গেল, সত্যি সত্যিই সেবিত বিগ্রহগণ স্থান পরিবর্ত্তন করতঃ উল্লিখিত স্থানে বিরাজমান হইয়াছেন। এবম্প্রকারে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতঃ সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা উজ্জ্বলতর করেন।

৭ই আশ্বিন ভোর ৩।৩০ মিঃ জয়পুর হইতে পুষ্কর অভিমুখে যাত্রা করিয়া রাত ৭।৩০ টায় আজমীর ষ্টেশনে পৌঁছাই এবং বাসযোগে আমরা পুষ্কর দর্শনে রওনা হইয়া সকাল ৯ ঘটীকায় পুষ্করে পৌঁছি। আমরা প্রথমে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দির, দ্বারকাধীশ-মন্দির, বরাহ-মন্দির দর্শন করি। পুষ্কর তীর্থে স্নানাদি সমাপনান্তে আমরা প্রসাদ সেবা করি। বৈকাল ৩ ঘটীকায় আমরা সাবিত্রী দর্শনে রওনা হই, সাবিত্রী-পাহাড়ের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে অক্ষম বৃদ্ধারাও সাবিত্রী দেবীর অশেষ করুণায় সক্ষম হইয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীব্রহ্মার মন্দিরে সাবিত্রীদেবীর বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, এক সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, যজ্ঞাহুতির সময় স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করেন। কিন্তু সাবিত্রীদেবী সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত থাকায় যজ্ঞস্থলে তাহার যাইতে বিলম্ব হয়। এদিকে যজ্ঞাহুতির সময় উত্তীর্ণ হইলে যজ্ঞ নিস্ফল হইবে, ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মা মন্ত্রবলে গায়ত্রী দেবীর সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার দ্বারাই যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করেন। কিছুক্ষণ পরেই সাবিত্রী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া অন্য স্ত্রীর সহিত স্বীয় পতিকে দেখিতে পাইয়া ক্রুদ্ধা হন এবং এই অতি উচ্চ পাহাড়-শিখরে অবস্থান করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে সকল দেবতাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন।

তদনন্তর বৈকাল ৫ টায় আমরা আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি এবং ঐ দিনে রাত ৯ টায় আমরা মারওয়ার অভিমুখে রওনা হই।

৮ই আশ্বিন সকাল ৪ ঘটিকায় মারওয়ার থেকে আমরা নাথদ্বার অভিমুখে যাত্রা করি। সকাল ৯ টায় নাথদ্বার ষ্টেশনে পৌঁছে বাসযোগে শ্রীনাথজী দর্শনে রওনা হই। সকাল ১১ টার মধ্যেই আমাদের দর্শন সমাপ্ত হয়। শ্রীনাথজীর একটী গোশালা আছে এবং প্রত্যহ ৫০ মন দুগ্ধের ক্ষীর-পরমান্নাদি হইয়া থাকে। তাঁহার সেবার পরিপাটী অত্যন্ত সুন্দর।

মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম করে আমরা মারওয়ার অভিমুখে রওনা হইয়া রাত ১ টায় মারওয়ারে পৌঁছি।

৯ই আশ্বিন ভোর ৩।৩০ মিঃ আমরা মারওয়ার থেকে রওনা হইয়া বৈকাল ৫ টায় মেহেশানায় পৌঁছাই। প্রসাদ সেবা করে বিশ্রাম করা হয়।

১০ই আশ্বিন সকাল ৬।৩০ মিঃ মেহেশানা থেকে যাত্রা করে রাত ১০ টায় রাজকোট পৌঁছাই এবং রাত্রে প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম করা হয়।

১১ই আশ্বিন সকাল ৭ টায় রাজকোট থেকে ভেরাভেল অভিমুখে যাত্রা করে রাত ৮ টায় ভেরাভেল পৌঁছি। রাত্রে পাঠ-কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ সেবা করে বিশ্রাম করা হয়।

১২ই আশ্বিন সকাল ৫ ঘটীকায় ট্যাঙ্গাযোগে আমরা প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সরস্বতী, কপিল ও হীরণের সঙ্গমস্থল প্রভাস-তীর্থে উপনীত হই। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, এই স্থানেই দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-অবসানের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারই ইচ্ছায় যদুবালকগণ ঋষিগণের অভিশাপ প্রাপ্ত শাম্বের উদরস্থিত মুষল ঘর্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ জলে নিক্ষেপ করেন। এই মুষল-চূর্ণ থেকেই নলখাগড়ার উৎপত্তি হয় এবং এই নলখাগড়াই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হইয়া পরে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ এই স্থানের মাহাত্ম্য বা বিবরণে একটী পৌরাণিক উপাখ্যান ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার ২৭ জন কন্যাকে চন্দ্রের নিকট বিবাহ দেন। কিন্তু চন্দ্র তাহাদিগকে সমানভাবে প্রীতি না করায় কন্যাগণ প্রজাপতির নিকট ঐ অভিযোগ করেন। প্রজাপতি চন্দ্রের ঈদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষয়রোগ হউক এই অভিশাপ দেন। চন্দ্র এই প্রভাস-তীর্থের ত্রিবেণীতে স্নান করে ক্ষয় রোগ হইতে মুক্ত হন। আমরা পরে প্রায় সকলেই এই ত্রিবেণীতে স্নানকার্য্য সমাপন করি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক

(পদ্যানুবাদ)

যাঁহার গণ্ডে কুণ্ডলদ্বয় অতি শোভা পায়,
গোকুল-নাম্নী শ্রীধামেতে অনুক্ষণ বিরাজয়।
দধিভাণ্ড ভগ্নে যিনি মাতা যশোদারে করে ভয়,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥১॥
মাতা যশোমতীর হস্তে যষ্টি দেখিবারে পাইয়া,
কমলহস্তে চক্ষুদ্বয় মার্জ্জন করিতে লাগিলা।

যাঁহার উদর উদূখলে রজ্জুতে বন্ধন হয়,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥২॥
বাল্যলীলায় নিজ-লীলাশক্তি যাঁহার প্রকটিত,
গোকুলবাসীরে আনন্দকুণ্ডে করেন নিমজ্জিত।
ঐশ্বর্য্য-ভাবহীন ভক্তসকাশে হও পরাজয়,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৩॥
তুমি সর্ব্ব বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি—
মোক্ষ বা মোক্ষাবধি অন্য কোন বর নাহি মাগি।
তোমার বালগোপাল-রূপ যেন হৃদে প্রকটিত হয়,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৪॥
কমল যেমন ভ্রমরগণদ্বারা বেষ্টিত রয়,
সেইরূপে মাতাকৃত তব মুখপদ্ম চুম্বিত হয়।
বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠযুগল অতি শোভা পায়,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৫॥
জয় জয় ভকত-বৎসল, জয় শ্রীদামোদর,
তুমি কৃপা করি সংসার-বন্ধন ঘুচাও আমার।
কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে তুমি করুণা করহ আমায়,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৬॥
যবে মাতা যশোমতী তোমায় উদূখলে বাঁধিলে,
কুবের পুত্রদ্বয় যমলার্জ্জুন উদ্ধার করিলে।
হে দামোদর! প্রেমভক্তি দান করহ আমায়,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৭॥
তোমার উদরবন্ধন-মহারজ্জুকে নমস্কার,
নিখিল বিশ্বের আধার-স্বরূপ বন্দি বার বার।
তব অতি প্রিয়তমা রাধিকাতে প্রণতি জানায়ে,
নমি আমি (তব) সচ্চিদানন্দ বালগোপাল-লীলায় ॥৮॥

—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৮ই চৈত্র, ১৩৮১ (ইং ২২শে মার্চ্চ, ১৯৭৫) শনিবার হইতে ১৪ই চৈত্র (ইং ২৮।৩।৭৫) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপ ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ ধাম-পরিক্রমা** করা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২৫শে পৌষ, '৮১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ), শনিবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামুনপুরা, হংসবাহন।

২। ৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ্চ), রবিবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য) —রাতুপুর।

৩। ১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ্চ), সোমবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ্চ), মঙ্গলবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ্চ), বুধবার ; (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ্চ), বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ্চ), শুক্রবার—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সা বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীচৈতন্যবাণী

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৬শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ১৭ মাধব, ৪৮৮ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৮১ ; ইং ১৩।২।১৯৭৫ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমহামায়া-কৃতা "শ্রীনারায়ণ-স্তুতিঃ"

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ]

নমস্তে ত্রিজগদ্ধাম্নে নমস্তে বিশ্বরূপিণে।
পুরাণায় নমস্তুভ্যং জগদুৎপত্তিহেতবে ॥৭॥

শ্রীভূলীলাদিপতয়ে নমো নারায়ণায় চ।
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে ॥৮॥

তুমি জগতের নিবাস স্থান, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগতের উৎপত্তির হেতু এবং তুমি পুরাতন, তোমাকে নমস্কার। তুমি লক্ষ্মী, পৃথিবী এবং লীলা প্রভৃতির পতি এবং তুমি নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভগবান্, তুমি বাসুদেব এবং শার্ঙ্গী, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭-৮ ॥

সর্ব্বদেবস্বরূপায় বিষ্ণবে বিষ্ণবে নমঃ।
সহস্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যমনন্তায় নমোঽস্তুতে ॥৯॥

তুমি সকল দেবতার স্বরূপ, তুমি বিশ্বব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু এবং সর্ব্বজয়ী বলিয়া জিষ্ণু, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ কর, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অনন্ত, তোমাকে নমস্কার ॥৯॥

অচ্যুতায়াবিকারায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণে।
আদিমধ্যান্তরহিতস্বরূপায় নমো নমঃ ॥১০॥

তুমি অচ্যুত, তুমি নির্ব্বিকার, তুমি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার ॥১০॥

নমোহিরণ্যগর্ভায় জ্ঞানায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বভূতাত্মনে তুভ্যং সর্ব্বভূতাশ্রয়ায় চ ॥১১॥

তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমি জ্ঞান এবং তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল জীবের আত্মা এবং সকল জীবের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার ॥১১॥

ব্রহ্মণো জ্যোতিষে তুভ্যং নমস্তে বিশ্বরূপিণে।
নমঃ শুচিসদে তুভ্যং সূর্য্যায় শুদ্ধবর্চ্চসে ॥১২॥

তুমি ব্রহ্মজ্যোতি এবং তুমি বিশ্বরূপধারী, তোমাকে নমস্কার। তুমি শুচি হইয়া যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি সূর্য্য এবং বিশুদ্ধতেজঃসম্পন্ন, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥১২॥

অগ্নয়ে হব্যভোক্ত্রে চ তস্মৈ যজ্ঞাত্মনে নমঃ।
নমস্তে প্রসবিত্রে চ সর্গস্থিত্যন্তহেতবে ॥১৩॥

তুমি অনল, তুমি ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যের ভোক্তা এবং তুমিই যজ্ঞের আত্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জগতের প্রসবকর্ত্তা এবং তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তোমাকে নমস্কার ॥১৩॥

নমো বেদান্তবেদ্যায় চতুরাত্মস্বরূপিণে।
ব্রহ্মণে জ্যোতিষে তুভ্যং শঙ্করায় হরায় চ ॥১৪॥

তুমি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়, তুমি চতুরাত্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মজ্যোতিঃ, তুমি শঙ্কর এবং হর, তোমাকে নমস্কার ॥১৪॥

ত্রিগুণায় নমস্তুভ্যং সর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাত্মান্তরবর্ত্তিনে ॥১৫॥

তুমি ত্রিগুণ এবং সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নির্গুণ, তুমি সকলের আত্মার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বাস কর, তোমাকে নমস্কার ॥১৫॥

অব্যক্তায় নমস্তুভ্যং বিষ্ণবে লোকসাক্ষিণে।
নারায়ণায় ঈশায় পূর্ণষাড়্ গুণ্যমূর্ত্তয়ে ॥১৬॥

তুমি অব্যক্ত, তুমি বিষ্ণু এবং তুমি লোকসাক্ষী, তোমাকে নমস্কার। তুমি নারায়ণ, তুমি ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ ষাড়্গুণ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার করি ॥১৬॥

অনন্তগুণপূর্ণায় নমঃ সর্ব্বার্থদায়িনে।
নমস্তে বাসুদেবায় পঞ্চাবস্থস্বরূপিণে ॥১৭॥

তুমি অনন্তগুণে পরিপূর্ণ এবং তুমি সকল অর্থ প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার। তুমি পঞ্চ অবস্থা স্বরূপী, তোমাকে নমস্কার ॥১৭॥

নমঃ পঞ্চনবব্যূহভেদরূপায় তে নমঃ।
নমো যজ্ঞবরাহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৮॥

তুমি পঞ্চ নবব্যূহভেদরূপী, তোমাকে নমস্কার, তুমি যজ্ঞবরাহরূপী ও গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার ॥১৮॥

অবিকারায় শুদ্ধায় হেয়প্রতিভয়ায় চ।
নারায়ণায় কৃষ্ণায় নরসিংহায় তে নমঃ ॥১৯॥

তুমি অবিকার, শুদ্ধ হেয়গুণের ভয়প্রদ, নারায়ণ, কৃষ্ণ এবং তুমি নরসিংহ, তোমাকে নমস্কার ॥১৯॥

কেশবায় নমস্তুভ্যং জগতাং ক্লেশহারিণে।
ত্বমেব সর্ব্বলোকানামাশ্রয়ঃ পুরুষোত্তমঃ।
প্রসীদ দেবদেবেশ সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥২০॥

তুমি কেশব, তোমাকে নমস্কার এবং তুমি সকল জগতের ক্লেশ হরণ কর, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকল লোকের একমাত্র আশ্রয় এবং তুমিই পুরুষোত্তম। অতএব হে দেবদেব! হে জগদীশ্বর! সমস্ত জগতের মঙ্গল নিমিত্ত তুমি প্রসন্ন হও ॥২০॥

জীবাস্ত্বচেতনাঃ সর্ব্বে জ্ঞানহীনা নিরাশ্রয়াঃ।
হীনদেহা নিরাকারাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতাঃ ॥২১॥
সর্ব্বানুষ্ঠানরহিতাঃ সততং দুঃখভাগিনঃ।
তেষাং লোকাংশ্চ দেহাংশ্চ দাতুমর্হসি কেশবে ॥২২॥

সমস্ত জীবই অচেতন, জ্ঞানহীন এবং তাহারা সকলেই নিরাশ্রয়। তাহাদের দেহ হীন, অতএব তাহারা নিরাকার। তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত হইয়াছে। স্বকীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে তাহারা বঞ্চিত, অতএব নিয়তই তাহারা দুঃখভোগ করিয়া থাকে। হে কেশব! তুমি তাহাদের লোক এবং দেহসকল দান কর। ২১-২২ ॥

শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও লীলাশক্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৬১ পৃষ্ঠার পর)

সাধনসিদ্ধ জীব কাঁহারা ?

৩নং প্রশ্ন—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি ? যদি থাকেন, তাঁহারা কে ?

উত্তর—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বে কর্ম্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন (গৌঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য যিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌঃ গঃ ৭৫), তাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধ বলা যায়। প্রভুপার্ষদ-বিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্য-সিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক চক্ষে বিদ্ধদর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঠাকুর হরিদাস কি সাধনসিদ্ধ ?

৪নং প্রশ্ন—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব ? তাঁহাকে ত' কেহ কেহ ব্রহ্মা বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ ?

উত্তর—ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ঋচিক মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই ঠাকুর হরিদাস। চৈতন্য-

চরিত গ্রন্থে শ্রীল মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনিপুত্র তুলসীপত্র আহরণ-পূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ, আর যাঁহারা নিত্য-বহির্ম্মুখ, পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ। প্রহ্লাদ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

জগাই-মাধাই সাধনসিদ্ধ কি নিত্যসিদ্ধ?

৫নং প্রশ্ন—জগাই-মাধাই কি সাধনসিদ্ধ অথবা নিত্যসিদ্ধ?

উত্তর—জয়-বিজয়ই গৌরাবতারে জগাই-মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন (গৌঃ গঃ ১১৫)। তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী কাহারা?

৬নং প্রশ্ন—ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ"—এইস্থানে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলিতে কাহাদের বুঝিব?

উত্তর—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভভাবের সহায়ক, তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী"। যাঁহারা গৌর-মনোঽভীষ্টের পূরণকারী, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। যাঁহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণ দেশে প্রচারকালে গ্রামকে গ্রাম সকল লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পূরণ-কার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে "গৌরাঙ্গে সঙ্গী" বলা যাইতে পারে? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগরূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে 'পার্ষদ'। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী; কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টই পূর্ণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত। মহাপ্রভুর হৃদ্গতভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় "নিত্যসিদ্ধ"।

কংসাদির গোলোকে অবস্থান বিচার

৭নং প্রশ্ন—গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক ভাবটি কি ?

উত্তর—গোলোক—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম। সেখানে প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নাই ; সুতরাং সেখানে হিংসা বা রক্তপাতাদির কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না। তবে লীলাপুষ্টির জন্য সেইস্থানে তত্তদ্ব্যতিরেক অবস্থাগুলির আকর ভাবরূপে বর্ত্তমান। নন্দ-যশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণ-সেবকগণের হৃদয়ে অনুকূল কৃষ্ণ-সেবোৎকর্ষ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধি করিবার জন্য কংস প্রভৃতির অস্তিত্বের একটী মূলভাব মাত্র তথায় বর্ত্তমান আছে ; পরন্তু উহা ভৌমলীলার ন্যায় স্থূলগত বাস্তব-স্বরূপে তথায় নাই।

জীবাত্ম-স্বরূপের অচিদ্বৃত্তি আছে কি ?

৮নং প্রশ্ন—জীবাত্মা-স্বরূপের নিত্যচিদ্বৃত্তির ন্যায় অচিদ্বৃত্তিও আছে কি ?

উত্তর—জীবাত্মার কোন অচিদ্বৃত্তি বা মায়ার ধর্ম্ম নাই। যে-স্থানে বদ্ধ জীবে অচিদ্বৃত্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই স্থানে জীবাত্ম-স্বরূপ সুপ্ত বা স্তব্ধ। চিদাভাস-ই সেই স্থানে অচিতের ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে। জীবাত্ম-স্বরূপের সেবাবৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। বিবর্ত্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে।

জীবাত্ম-স্বরূপের সাধনে আবশ্যকতা কি ?

৯নং প্রশ্ন—যদি জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াবৃত্তি হইতে সর্ব্বদা মুক্তই থাকে এবং অচিতের ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়াবতী হয়, তাহা হইলে ত' উহা মায়াবাদী যুক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে, আর ঐরূপ অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যক কি ?

উত্তর—ইহা মায়াবাদীর যুক্তি হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ নিত্য জীবাত্মার অবস্থান স্বীকার করেন না এবং জীবাত্মার হরিসেবারূপা নিত্যাবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাও মায়াবাদী বলেন না। নশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না। পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায়ই হইয়া থাকে। কালাধীন হরিবৈমুখ্যনাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যা সাধনভক্তিতে প্রকারভেদ আছে। যে-সকল অঙ্গ যাজন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাই সাধনক্রিয়া। উদাহরণ, যেরূপ একটি দর্পণে বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি জমিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ঐ দর্পণে আর মুখ দেখা যাইতেছে

না; কিন্তু ঐ আদর্শ কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই বা ইহা হইতে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ার যোগ্যতাও বিলুপ্ত হয় নাই। মুখ প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্যতা উহাতে পূর্ব্বের ন্যায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ আদর্শের উপর হইতে ধূলিরাশিগুলি ঝাড়িয়া দিলেই আবার মুখ দেখা যাইতে পারে। এই 'ঝাড়িয়া দেওয়া' কার্য্যটি সাধনক্রিয়া, জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেল, তাহা হইলেই জীবাত্মা-স্বরূপের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। যেমন সঞ্চিত শক্তিবিশিষ্ট একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে 'ইঞ্জিনে'র ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয়া না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থাপগমে সেবাবৃত্তি স্বতঃই বিকশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে। কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্যা ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থাই ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ, যেমন একটি আম্রফলের কাঁচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা। পক্ক ফলটি কৃষ্ণসেবায় সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু সাধনক্রিয়া সে-জাতীয় বস্তু নহে। উদাহরণ-স্বরূপ, যেমন একটি কাচের শিশিতে নির্ম্মল মধু রহিয়াছে; হঠাৎ শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল। ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া অন্তরস্থ মধুকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিতে হইবে না। কেবল মধুর আবরণী স্বরূপ কাচভাণ্ডটীই ধোওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ আত্মার উপর কোন সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধন-ক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই শ্রীভাগবত বলিয়াছিলেন,—"সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণাস্তাঃ।" সাধনাদি যাহা কিছু সকলই মনোনিগ্রহ করিবার জন্য। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। জগতের সর্ব্বত্রই 'সাধনভক্তি' ও 'সাধন-ক্রিয়া'র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় নানাপ্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধন-প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকলই জীবের অনর্থ বৃদ্ধি করিবার হেতু।

বেদান্তদর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপালভক্ত সম্পাদিত বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্তসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন; এমত কি, যে-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্ব্বক যে-সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয়; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্য্য-গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। তথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক বৌধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না,

অথবা কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজ স্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রী-ভাষ্য রচনা করেন—এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থানবিশেষ। শঙ্কর স্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্কর স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম তাহা সফল হইল না, আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বয় সংগোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটী ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করতঃ পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় শ্রী-ভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রী-ভাষ্যে যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা

সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্গোবিন্দ-ভাষ্য অন্য সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্তমণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। শ্রীবলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—তত্র **প্রথমে** লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। **দ্বিতীয়ে** সর্ব্ব শাস্ত্রাবিরোধ। **তৃতীয়ে** ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। **চতুর্থে** তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ **অধিকারী**। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষমো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনন্ত্বশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরস্তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যুপরিস্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত সঙ্গতি-ভেদাৎ পঞ্চন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়াধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদি-বিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় সমস্ত বেদের **ব্রহ্মে সমন্বয়**। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত **বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির **সাধন**। চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই **পুরুষার্থ** উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম-ধর্ম্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সৎপ্রসঙ্গ-লুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদয়াদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য **বিষয়**, নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তি সচ্চিদানন্দপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে **বিষয়**, **সংশয়**, **পূর্ব্বপক্ষ**, **সিদ্ধান্ত** ও **সঙ্গতি** এই পাঁচটীই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতিকূল অর্থের নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। প্রামাণিক-রূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**।

এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়,
সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্রভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ। অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্ন-পূর্ব্বক সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে করেন 'আমি বৈষ্ণব', কিন্তু কি-কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।

—জগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৫)

অতঃপর শ্রীভগবানের সাম্যগুণের কথা বলা হইতেছে। তাঁহার সাম্য ভক্তভিন্ন অন্য জনের নিকট, ভক্তের নিকট পক্ষপাতরূপ বৈষম্য প্রকটন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ (গীঃ ৯।২৯)

আমি সর্ব্বভূতে সম, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, আমাতে তাঁহারা থাকেন। আমিও তাঁহাদিগের মধ্যে থাকি।

ভক্তপ্রেমবিশেষময় নরলীলাবেশপূর্ণ কোন প্রকাশবিশেষে কোন সময়ে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিরোধী মোহাদিও দেখা যায়। তাদৃশ মোহাদি ভগবল্লীলা-মাধুর্য্য বহন করে বলিয়া বিজ্ঞগণের প্রীতিজনক হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেন বলিয়া তাহা কখনও দোষজনক হইতে পারে না। অতএব শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ
স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে ॥
তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং
* * * * (ভাঃ ১০।১২।২৫-২৬)

এস্থলে অঘাসুর বিশাল অজগরবপু প্রকট করিয়া হাঁ করতঃ শয়ন করিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ উহাকে বৃন্দাবনের বৈভববিশেষ মনে করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে সর্ব্বভূতহৃদয়স্থিত ভগবান্ রাক্ষস বলিয়া জানিয়া নিজ-সখাগণকে নিবারণ করিবার জন্য যখন মনে করিলেন, তখন গোবৎস-সহিত সখাগণ অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়াছেন। এস্থলে প্রথমে অঘাসুরকে রাক্ষস বলিয়া না জানায় শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধতা জ্ঞাপিত হইয়াছে। আহা গোপবালক ও গোবৎসগণকে হরণ করিলে—

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্ব পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ (ভাঃ ১০।১৩।১৬)

শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণ ও বৎসপালকগণকে না দেখিয়া বনের চতুর্দ্দিকে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

যখন শ্রীভগবানের ইচ্ছা না হয়, তখন প্রতিকূল জনগণ তাঁহার প্রতি মায়া বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি সর্ব্বদা মোহমুক্তই থাকেন।

শাল্ব নিজমায়াদ্বারা বসুদেবমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে তাহাকে হত্যা করে। সেজন্য কোন কোন ঋষি বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান্ তজ্জন্য শোকাতুর হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীসুকদেবের উক্তি—

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যুত ॥
ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ।
ক্ব চাখণ্ডিতবিজ্ঞান-জ্ঞানৈশ্বর্য্যস্ত্বখণ্ডিতঃ ॥

(ভাঃ ১০।৭৭।৩০ ৩১)

হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান কোন কোন ঋষি এই প্রকার বলিয়া থাকেন। অজ্ঞজনের মায়াসম্ভব শোক, মোহ, স্নেহ, ভয়াদি সমস্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণে সম্ভব হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে ভক্তপ্রেমাধীনতা সম্বন্ধে শ্রীভগবানের শোকাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলরামচরিতে বর্ণিত হইয়াছে—

শ্রুত্বৈতদ্‌ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্ ।
কৃষ্ণঞ্চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ ॥
বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ ।
ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥
(ভাঃ ১০।৫৩।২০-২১)

ভগবান্ রাম বিপক্ষীয়রাজগণের বলোদ্যম এবং রুক্মিণী হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন শুনিয়া কলহাশঙ্কায় ভ্রাতৃস্নেহপরতন্ত্র বশতঃ অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক প্রভৃতি মহাদলবল-সহিত কুণ্ডিননগরে গমন করিলেন। এস্থলে শ্রীবলদেব সর্ব্বজ্ঞ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যানুসন্ধান করেন নাই। তিনি যদি মুগ্ধ না হইতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বিশ্বাস থাকিতেন অথবা একাকী কুণ্ডিনে গমন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় তাঁহার শোকও উপস্থিত হইয়াছিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ প্রাপ্তি হওয়ায় নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীদামের প্রেম-সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্ ।
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্ ।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য ।
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ (ভাঃ ১।৮।৩১)

দধিভাণ্ড ভঞ্জনাপরাধে গোপী যশোদা যখন তোমাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তোমার যে দশা হইয়াছিল আমার সে-দশা স্মরণ হওয়ায় আমি বিশেষ মুগ্ধ। যে তোমাকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করে, যশোদার ভয়ে তোমার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া কজ্জল বিগলিত হইয়াছিল। তুমি ভয়-ভাবনায় অধোমুখে অবস্থিত ছিলে। এখানে কুন্তী-দেবীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ভয় স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। সেই ভয় যদি লোক-দেখান বাহ্যিক মিথ্যা চেষ্টা হইত, তবে কুন্তীদেবী বিমোহিত হইতেন না। তিনটী দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবানে শোক, মোহ, ভয়সংযোগ দেখান হইল। ভক্তভিন্ন অন্য ব্যক্তির মায়াসম্বন্ধি শোকাদির অসম্ভাবনা দেখাইয়া ভক্তপ্রেম সম্বন্ধে তাঁহাতে শোকাদির সংযোগ ভগবানের দোষ খ্যাপন না করিয়া প্রেমপারবশ্যগুণের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন--শ্রীবৃন্দাবনবিহারী খরতর রবিকরে কুশাঙ্কুর কণ্টক, কঙ্করাকীর্ণ বনে বিচরণ করেন, এমন ক্লিষ্টজন কিরূপে রসের আলম্বন হইতে পারেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদিতেও তাঁহার নানা ক্রীড়াসুখ বৃদ্ধি হয়। যথা—

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া।
গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্ শরীরিণাম্॥
স চ বৃন্দাবনগুণৈর্ব্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ॥ (ভাঃ ১০।১৮।২-৩)

গোপালাদি মায়ায় ব্রজে বিশেষ ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে জীবগণের নাতিপ্রিয় গ্রীষ্মঋতু উপস্থিত হইল। তাহাও বৃন্দাবনের গুণে বসন্ত ঋতুর মত লক্ষিত হইতেছিল। বিশেষ ক্রীড়ারত—এই কথা ক্রিয়াকৃত দুঃখ নিষেধ করিলেন। গোপালনচ্ছলে যে বঞ্চনা, তদ্দ্বারা বিশেষ ক্রীড়ারত। গোপালন উপলক্ষ করিয়া নানাজনকে বঞ্চনাপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে মনোমত ক্রীড়া করেন। কালকৃত দুঃখ নিষেধের জন্য বলা হইল—গ্রীষ্ম ঋতু বৃন্দাবনের গুণে বসন্ত ঋতুর মত লক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা দেশকৃত দুঃখেরও নিষেধ বুঝিতে হইবে।

গোচারণ উপলক্ষে তিনি নানা ক্রীড়া করেন। ক্লিষ্টজন ক্রীড়া করিতে পারে না। আনন্দচপল ব্যক্তিই খেলা করে। সে-সকল খেলা শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয় যে, তিনি মাতাপিতাদিগকে বন্দনা করিয়া খেলার অভিপ্রায়ে গোচারণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেস্থানে গোচারণ করেন তাহাও অতি সুখময়। যেকালে ক্রীড়া করেন, তাহাও সুখময়। সুতরাং এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সুখিত্বগুণের উল্লাস।

শ্রীকৃষ্ণের বালচাপল্যে ব্রজবাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। গোপীগণ ব্রজেশ্বরীর নিকট যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের শাসনের নিমিত্ত নহে, উহা তাঁহাদের প্রেমকৌতুক।

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতন চাত্মনা॥
ইমং লোকমমুঞ্চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্।
রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ॥ (ভাঃ ৩।৩।২০-২১)

শ্রীকৃষ্ণের সুস্নিগ্ধ হাস্যপূর্ণ দৃষ্টি, অমৃতায়মান বচন, নির্ম্মল চরিত্র এবং শোভার আশ্রয়স্বরূপ নিজ দেহদ্বারা মর্ত্ত্যলোক, দেবলোক তথা বিশেষরূপে যদুগণকে আমোদিত করিতেন। যে সকল রমণী রজনীতে তাঁহার সহিত মিলনের অবসর পাইতেন, তাঁহাদের উৎসব যাঁহার সৌহৃদ, সেই কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিতেন।

লীলাময় নরবপু শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক লীলা-বিস্তার করিয়া রূপ, বাক্য ও চরিত্র দ্বারা গো-গোপ গোপীগণকে ক্রীড়া করাইবার জন্য নিজেও ক্রীড়া করিতেন।

এরূপে শ্রীকৃষ্ণে অসুরগণের বিরক্তি দেখা যায়। তাহার কারণ শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন—

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ
সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্।
অকল্প এষামধিরোঢ়ুমঞ্জসা
পরং পদং দ্বেষ্টি যথাঽসুরা হরিম্ ॥ (ভাঃ ৪।৩।২১)

নিরহঙ্কারিগণের পুণ্যকীর্ত্তি দেখিয়া যে জন জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে, যাহার ইন্দ্রিয়সকল বিমর্থিত হয়, সে নিরহঙ্কারিগণের স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং অসুরগণ হরির প্রতি দ্বেষ করে। অসুরগণ স্বভাবসিদ্ধ মাৎসর্য্যবশে শ্রীহরির প্রতি দ্বেষ করে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তি অন্যের সুখশান্তি দেখিয়া যেরূপ জ্বলিয়া-পুরিয়া মরে, শ্রীহরির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিয়াও অসুরগণের তাদৃশ অবস্থা হয়; এজন্য উহারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় না।

যদিও সকল গুণ শ্রীভগবানে নিত্য বর্ত্তমান, তথাপি লীলাসিদ্ধির জন্য সে সকলের মধ্যে কোন কোন গুণ কোন সময়ে ব্যক্ত হয় আবার কোন গুণ ব্যক্ত হয় না। সকল গুণ এককালে ব্যক্ত হয় না। যে গুণ যে-লীলার উপযোগি, সেই লীলাকালে সেই গুণ ব্যক্ত হয়। যুগপৎ সকলগুণ প্রকাশ করার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণে আছে; চন্দ্র যেমন উজ্জ্বলতাদ্বারা বস্তু প্রকাশক, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও নিজপ্রভাবে সর্ব্বগুণ প্রকাশক।

— পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

উপনিষৎ-সার

(৮) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

তৈত্তিরীয়োপনিষদে কোন মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনকে নিরাশায় ও দীনহীন ভাবে অতিবাহিত করা উচিত হয় না। যেমন আত্মিক-উন্নতি অভীষ্ট, সেইরূপ লৌকিক জীবনেরও বিকাশোন্মুখতা হওয়া চাই। মনুষ্যের এইরূপ কামনা হওয়া উচিত যে,—"আমি সকলের অপেক্ষা যশস্বী, ধনী, নীরোগি হইব, অন্ন-বস্ত্র ও শ্রী-সম্পত্তির মালিক হইব এবং পরমাত্মার উপাসনা করিয়া নিজেকে পবিত্র করিব।"

জ্ঞানী পুরুষ আপনার উপলব্ধ জ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব দেন, কিন্তু ইহাও মনে রাখেন যে, ছাত্রের সদ্বৃত্তি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানী ব্যক্তির এই কামনা থাকে যে,—"অগণিত ব্রহ্মচারী অধ্যয়নের জন্য আমার নিকট আসিবে, উহারা নিষ্কপট ও শ্রদ্ধালু হইবে, ইন্দ্রিয় দমন করিবে ও মনকে বশীভূত রাখিবে, ইত্যাদি।" অধ্যয়ন ছাত্র করিতেছে, তবে যখন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকুল ত্যাগের পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্তির পর যে উত্তর দায়িত্ব তাহাদের সম্বন্ধে অর্পিত হইতেছে, তাহাকে যেন কখনও উপেক্ষা না করে। আজীবন উহার উপর সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকে। সেই উত্তর দায়িত্ব এইরূপ, যথা—"সত্য বলিও, ধর্ম্মাচরণ করিও, স্বাধ্যায়ে আলস্য করিও না, আচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিও. গৃহস্থ-কর্ম্ম পালন করিও, শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইতে বিরত হইও না. মানবতা ও আচার্য্যকে দেবতা সমান দর্শন করিও, চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ রাখিও, শিষ্টাচার বজায় রাখিও এবং দান করিও, ইত্যাদি।"

যে ব্যক্তি আত্মকল্যাণে লৌকিক প্রাপ্তির বাধা মনে করে এবং দীন-হীন স্থিতিতে বড়ই শোক প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে তৈত্তিরীয়োপনিষদের নির্দ্দেশ পাঠ করা উচিত।

আত্মিক প্রগতির এক প্রমুখ সাধনরূপে এই উপনিষদে অন্ন শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। উহাতে উল্লিখিত আছে যে, "অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; উহা ঔষধিরূপ। যে অন্নকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উহার উপাসনা করে, সে ব্রহ্মকে পায়। অন্নের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ধন, সন্তান, যশ, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হইয়া মহান্ হইয়া থাকেন। অন্নের বৃদ্ধি করেন এবং আদর-

পূর্ব্বক অতিথিকে অন্নদান করেন।" এই নির্দ্দেশ বিচারণীয়। অন্নদ্বারা মন নির্ম্মিত হয়, এইজন্য আহারের সাত্ত্বিক-শুদ্ধিতা ও পবিত্রতার জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। উহাকে ঔষধি ও প্রসাদ ভাবনা করা কর্ত্তব্য।

ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পিতা বরুণের নিকট গিয়াছিলেন। পিতা তাহাকে অল্প উপদেশ দিয়া অধিক জানিবার জন্য তপস্যা করিতে আদেশ করেন। কিছুদিন তপস্যার পর পুনরায় পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে কিছু প্রবচন দানের পর আবার তপস্যার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিলেন, "তপই ব্রহ্ম। তপের দ্বারা ব্রহ্মকে জান।" এইরূপে পাঁচবার অল্প অল্প ব্রহ্মের উপদেশ করেন। ইহা দ্বারা এই রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে যে, কেবল কথন ও শ্রবণদ্বারা জানিবার কৌতূহল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়। জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করিলে এক বিশেষ মনোভূমি প্রস্তুত হয় যে, তপস্যার দ্বারা উহা উপলব্ধ হয়। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তি মনোভূমিকে পরিস্কৃত করিবার জন্য সাধনরত হইবেন, অন্যথায় শুষ্কজ্ঞান ভারস্বরূপ হইবে এবং উহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মানন্দকে দিগ্‌দর্শন করিবার জন্য এইরূপ কথিত হইয়াছে—সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ একত্র করিলে যে আনন্দ হয়, সেই মনুষ্য-আনন্দ শতগুণিত হইলে মনুষ্য, গন্ধর্ব্য-আনন্দে পরিণত হয়। তাহার শতগুণ করিলে দেব-গন্ধর্ব্য আনন্দ, তাহার শতগুণে আজনিক-আনন্দ, তাহার শতগুণে কর্ম্মদেব-আনন্দ, তাহার শতগুণে 'দেব-আনন্দ' এবং উত্তরোত্তর শতগুণের দ্বারা যথাক্রমে বৃহস্পতি-আনন্দ, প্রজাপতি-আনন্দ, সর্ব্বশেষে ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবীর অসংখ্য সম্মিলিত আনন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য-জীবন ধন্য হয়।

আর একটি বিচারণীয় বস্তু এই যে, যে-ব্যক্তি ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া জানিতে না পারে সে অসত্য হইয়া যায়, পরন্তু যিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনি সাধুপুরুষ বলিয়া গন্য হন। পরমাত্মার উপলব্ধি ও উপেক্ষার ইহাই পরিণাম লক্ষিত হয়।

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

পরব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপক শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরমাত্মার নিরাকার স্বরূপের প্রতিপাদন করিতে গিয়াছেন,—যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি দৃষ্ট হয় না, অত্যন্ত গূঢ় অবস্থায় থাকে, কিন্তু অধর অরণির উপর উত্তর-অরণি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে

অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং ইন্ধনের সাহায্যেও অগ্নি প্রকটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবদেহের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রকাশ্যভাবে দৃষ্ট না হইলেও সাধনা-দ্বারা প্রকাশিত হন। আরও অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়, যেমন 'ঘানি'-যন্ত্রের পেষণে তিল হইতে তৈলরূপ দ্রব্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়; দধির মধ্যে ঘৃত অন্তর্নিহিত থাকিলেও মন্থনদণ্ডের সহায়তায় মন্থনের ফলে ঘৃতের আবির্ভাব হয়; খনিত্রের সাহায্যে খনন করিলে নদী-গর্ভের অদৃশ্য জল বহিঃ প্রকাশিত হয়। তাদৃশরূপে হৃদয়স্থিত অবাঙ্‌মনসো-গোচর পরমেশ্বর অদৃশ্য থাকিলেও যদি পরমাত্মদর্শনেচ্ছু সত্য, সংযম, তপস্যা ও নিদিধ্যাস দ্বারা সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে শ্রীহরি-গুরুকৃপায় সাধক আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং পরিশেষে ভগবদ্ ভক্তিফলে পরমাত্মার দর্শনও প্রাপ্ত হয়।

যেমন ধূলি-ময়লাযুক্ত রত্নকে যদি বিধৌত করা যায়, তখন স্বচ্ছভাব ধারণ করে, সেইরূপ যোগী আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা চিত্ত বিশোধিত করিলে শরীর ও মন স্বাভাবিকভাবে নীরোগ ও নির্ম্মল হয়। কারণ জীব অবিদ্যারূপ মলিনতায় আবৃত। সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ অন্ধকার বিলীন হয়, সেইরূপ বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তির ফলে অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়। জীব তখন স্বরূপে অবস্থিত হইয়া মুক্ত হন।

পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের কারণ একমাত্র পরব্রহ্ম। জীব ব্রহ্মের শক্তিতত্ত্ব। ব্রহ্মের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। শ্রীভগবান অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দেহবিশিষ্ট হইয়া জীব-হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির পরিণাম এই চরাচরবিশ্ব। আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসব করেন। শ্রীগীতায় যেমন সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, অত্র শ্রুতিতে জীবদেহকে অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং সখারূপে অবস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুইটি পক্ষীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবরূপ পক্ষী সুখ-দুঃখাত্মক পিপ্পল ফল ভোগ করেন, আর পরমাত্মারূপ পক্ষী অনশহারে থাকিয়া সাক্ষীরূপে জীবের ফল ভোগ দর্শন করেন। ভোক্তা অভিমানকারী জীব মায়ামোহাবিষ্ট হইয়া সংসারে শোকে মুহ্যমান্ হন। যখন সেই জীব ভগদ্ভক্ত (শ্রীগুরু) কৃপায় পরমাত্মার মহিমা অর্থাৎ নির্গুণত্ব ও সচ্চিদানন্দত্ব বুঝিতে পারেন, তখন তিনি বীতশোক হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হন।

জীবদেহের পরিমাণ কেশাগ্রের শতাংশেরও শতাংশের ন্যায় সূক্ষ্মতম হইলেও জীব আনন্ত্য বা অমৃতত্বের অধিকারী। কিন্তু উহা তাঁহার স্বরূপ নয়। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই দাসত্বরূপ স্বধর্ম্ম বিস্মৃতির ফলে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা-প্রাপ্তি। ইহাই শোক-মোহের একমাত্র কারণ। এই অবিদ্যারোগ নির্ম্মূল হইলে ভব-সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারিত হইবে।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তন্মধ্যে প্রধান তিনটি শক্তি—জ্ঞান, বল, ক্রিয়া শক্তি। সৎ হইতে সন্ধিনী, চিৎ হইতে সম্বিৎ ও আনন্দ হইতে হ্লাদিনী শক্তি-রূপে পরিচিত। তাই শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তাঁহার প্রাকৃত হস্ত পদ, চক্ষু ও কর্ণ না থাকিলেও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বস্তু গ্রহণ, সর্ব্বত্র গমন, দর্শন ও শ্রবণ করিতে সমর্থ। ভগবদ্ভক্তগণ দিব্য-ভক্তিচক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে আদি মহান্ পুরাণ-পুরুষ বলিয়া থাকেন। এই শ্রুতির পরিশেষে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্ম-জ্ঞান হইতে দুঃখনিবৃত্তি ও নিত্যসুখ-প্রাপ্তি এবং যে পরিমাণে পরাভক্তি শ্রীভগবানে, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবে ভক্তিযুক্ত হইলেই সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

শিষ্য-রত্ন কুরেশ

আচার্য্য শ্রীরামানুজের চরিত্র-প্রসঙ্গে তদীয় শিষ্য-রত্ন শ্রীকুরেশের গুরু-ভক্তির আদর্শ-গাথা শুনিতে পাই। কাঞ্চিপুরের প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে 'কুর-অগ্রহার' নামক স্থানের ভূস্বামী বলিয়া উক্ত ভক্তপ্রবর "কুরেশ" নামে খ্যাত ছিলেন। কুরেশ বাৎস্যগোত্রীয় ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। তিনি অণ্ডাল-নাম্নী এক পরমা সুশীলা সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য অতিথি-সৎকারাদি সৎকার্য্যেই নিয়োজিত ছিল। কুরেশ বাল্যকালেই শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের (শ্রীরামানুজাচার্য্যের) দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির পাত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ-দেশিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, কুরেশ সস্ত্রীক আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই আচার্য্যের সন্নিধানে অবস্থান-পূর্ব্বক আচার্য্যের

বাণী শ্রবণ ও আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কুরেশের অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। এক কথায় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটী বিষয় একাধারে কুরেশে দেদীপ্যমান থাকিলেও ঐ সকল তাঁহার ভগবৎসেবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল।

কুরেশ বিচার করিলেন, কেবল সাধারণ অতিথি-সেবা, দীন-সেবা প্রভৃতিতে অর্থ নিযুক্ত হইলে তাহাতে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার সাধিত হয় না অর্থাৎ উহা দ্বারা একান্ত জগন্মঙ্গল বা পরমার্থ লাভ ঘটে না। ঐরূপ কার্য্য বিষয়ী কর্ম্মিগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎ সেবা, লক্ষ্মীপতির পূজা, বিশেষতঃ লক্ষ্মীপতির ভক্তগণের পূজায় অর্থ-নিয়োগই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার। ইহা বিচার-পূর্ব্বক কুরেশ কাঙ্গালের বেশে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-নিবেদনার্থ শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

পারমার্থিক ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য বোধায়ন-বৃত্তানুসারী শ্রীভাষ্য রচনা করেন। কাশ্মীর-দেশান্তর্গত সারদাপীঠে বোধায়ন বৃত্তি গুপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে সংবাদ পাইয়া শ্রীভাষ্য রচনা করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে লইয়া সারদাপীঠে (বর্ত্তমান ব্রিজব্রেরো) গমন করেন। মহর্ষি-বোধায়ন-রচিত বৃত্তি বা তদানুসারিণী ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রচারিত হইলে কেবলাদ্বৈতমতবাদ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে বলিয়া বিচার করিয়া সারদাপীঠের তদানীন্তন কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, ঐ পুঁথিটি কীটদষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে,—শ্রীরামানুজের নিকট এরূপ অসত্যোক্তি প্রচার করেন।

শ্রীরামানুজ তিনমাসকাল পরিশ্রমের পর শারদাপীঠে উপনীত হইয়াছিলেন। বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত না হইলে তাঁহার ভাষ্য-রচনাই সম্ভব হইবে না, শ্রীল যামুনাচার্য্যের আজ্ঞা ও মনোঽভীষ্ট-পরিপালন অসম্ভব হইবে; সুতরাং তাঁহার (রামানুজের) জীবনধারণ বৃথা,—এইরূপ বিচার করিতে করিতে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া শ্রীরামানুজ একদিন সারদাপীঠে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সারদাদেবী (সরস্বতী) স্বয়ং বোধায়নবৃত্তি হস্তে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীরামানুজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে ঐ পুঁথি লইয়া শ্রীরামানুজ ও কুরেশকে স্থান পরিত্যাগের আদেশ করিলেন। শ্রীরামানুজ সারদাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক কুরেশের সহিত সারদাপীঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

শ্রীরামানুজ ও কুরেশ চলিয়া যাইবার কয়েক দিবস পরে সারদাপীঠে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থাগারে বোধায়নবৃত্তি পুঁথিটি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঐ পুঁথিটি তথায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় দ্রুতগামী বলবান্ পুরুষ দিবারাত্র দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে একমাস পরে পথিমধ্যে শ্রীরামানুজ ও কুরেশের সাক্ষাৎ পাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে পুঁথিটি কাড়িয়া লইলেন এবং সারদাপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইলেন।

এবার শ্রীরামানুজের আর দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহার চিরাভীপ্সিত গুরু-সেবা-শ্রীযামুনাচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ বুঝি চিরতরে ব্যর্থ হইল,—ইহা ভাবিয়া আচার্য্য যতিরাজ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। গুরুপ্রাণ কুরেশ তখন শ্রীগুরুদেবকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—"প্রভু আপনি চিন্তা করিবেন না। কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি এই একমাসকাল প্রতি-রাত্রে আপনার বিশ্রামের পর আমি বৃত্তিটি পাঠ করিতাম। ইহাতে সমগ্র বোধায়নবৃত্তিটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই ইহা অটুট লিখিয়া ফেলিতেছি।"

যতিরাজ শ্রীরামানুজ কুরেশের-বাক্য শ্রবণে যেন নষ্ট-সম্পত্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। বোধায়নবৃত্তি লেখা শেষ হইলে কুরেশের সহিত যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট এইসকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং কুরেশের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে তাঁহার লেখক করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ করিলেন। কুরেশ গণেশের ন্যায় আচার্য্যের সমগ্র ভাষ্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া সুবৃহৎ ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন।

যে-সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ রামানুজের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই সময় চোলরাজ্যের অধিপতি কৃমিকণ্ঠ নিজ রাজধানী কাঞ্চিপুরে অবস্থান করিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈব-মতে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতেছিল। চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী ভববৃতধর পাষণ্ড-পন্থীর আদর্শ ছিল। যথার্থ দৈবপ্রকৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবোত্তম শিবকে বিষ্ণুর প্রিয়তম ও অভিন্নাত্মারূপে দর্শন করেন। আর অদৈব সম্প্রদায় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় তদধীন শিবাদি দেবতাকেও স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে

কল্পনা-পূর্ব্বক গীতা ভাগবতাদি সৎশাস্ত্রে পরিপন্থী পাষণ্ডমতাবলম্বী হইয়া থাকে। চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠ মনে করিল,—যদি কোন প্রকারে পরম প্রতিভাশালী রামানুজকে পাষণ্ডশৈবমতে (অর্থাৎ শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর রূপে কল্পনাকারীর মতে—শিবকে বৈষ্ণবোত্তমরূপে পূজা 'পাষণ্ডমত' নহে) আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র চোলরাজ্যে শৈবমতের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা সঙ্কল্প করিয়া কৃমিকণ্ঠ কতিপয় ক্রুরপ্রকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করিল। ঐ সকল রাজপুরুষ রামানুজকে অবিলম্বে কাঞ্চিপুরে গমনার্থ রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

গুরুপ্রাণ কুরেশ একান্তে শ্রীরামাজাচার্য্যকে বলিলেন যে তিনি (কুরেশ) বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিয়াছেন, কৃমিকণ্ঠ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিবার জন্যই আচার্য্যকে কাঞ্চিপুরে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ শ্রীরামানুজের প্রাণ-সংহার ব্যতীত চোলরাজ্যে পাষণ্ড-মত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অতএব আচার্য্যের কিছুতেই কাঞ্চিপুরে যাওয়া উচিত নহে। অথচ কাঞ্চিপুরে না গেলেও অসুরপ্রকৃতি নৃশংস চোলরাজের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। এরূপ সঙ্কটে গুরুসেবৈকজীবাতু কুরেশ আচার্য্যের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! জগতে আপনার অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলহেতু; কারণ আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবাই ভগবৎপাদমূলে গমনের একমাত্র রাজকীয় পথ। অতএব আপনি অনুমতি করুন,—আপনার পরিবর্ত্তে এই নির্ঘৃণ্য নরাধম কৃমিকণ্ঠের রাজদরবারে গমন করুক। আপনি আমার শুভ্র বসন পরিধান-পূর্ব্বক অন্য দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গমে গমন করুন এবং আমি কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক চোলরাজের প্রেরিত রাজপুরুষগণের অনুগমন করি। আর কালবিলম্বের অবসর নাই, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।" আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিশেষ চিন্তা-পূর্ব্বক অর্থাৎ তাঁহাকে যামুনাচার্য্যের অনেক মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা সম্পন্ন করিতে হইবে চিন্তা করিয়া এবং ভবিষ্যতে কুরেশের গুরুসেবার আরও উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত প্রকাশার্থ কুরেশের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অনতি বিলম্বে তিনি কুরেশের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদে মঠ হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন এবং গোবিন্দাদি শিষ্যবর্গও ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের অনুগমন করিলেন।

এদিকে কাষায়বস্ত্র-পরিহিত ত্রিদণ্ড-ধৃক্ কুরেশ রাজপুরুষগণের সহিত কাঞ্চিপুরে কৃমিকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলে কৃমিকণ্ঠ ছদ্মবেশী কুরেশকে

'যতিরাজ রামানুজ বলিয়াই অবধারণ করিল এবং রামানুজ তাহার আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৃমিকণ্ঠের পিশাচগ্রস্তা ভগ্নীর আরোগ্য বিধান করিয়াছিলেন জানিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া রামানুজবেষী কুরেশকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। কৃমিকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল,—'মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?' রামানুজবেষী কুরেশ বলিলেন,—মনুষ্য কেন, আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবের সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য"। ইহা শ্রবণমাত্রেই কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল যে, "মহাকাল শিবের হস্তে কালক্রমে বিষ্ণুও বিনষ্ট (?) হয়। সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যে-ব্যক্তি বিষ্ণুর উপাসনা করে ও তাহার ভক্ত-নামধারী ভণ্ডদের সেবা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কেহ নাই। অতএব আপনি এখনই শৈবমতে দীক্ষিত হউন। আমার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করুন; শৈবদীক্ষা গ্রহণ না করিলে আপনার নিস্তার নাই।

রামানুজবেষী কুরেশকে একাকী প্রাপ্ত হইয়া শৈবমতাবলম্বী সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী পণ্ডিতব্রুবগণ অনেক প্রকারে নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টা করিলেও কুরেশের সুদার্শনিক সিদ্ধান্তে তাহারা শতসহস্রবার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে কৃমিকণ্ঠ অসহিষ্ণু হইয়া কুরেশকে বলিল,—"ওহে কুতার্কিক, যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে বল, 'শিবাৎ পরতরো নাস্তি' অর্থাৎ শিব হইতে আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।" কুরেশ নির্ভীক হৃদয়ে বলিলেন,—"দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্" অর্থাৎ শিব হইতে দ্রোণ অধিক। 'শিব' ও 'দ্রোণ' পরিমাণবাচক শব্দ।

ইহা শুনিয়া চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের ক্রোধাগ্নি আরও দ্বিগুণতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কৃমিকণ্ঠ রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা করিল,—"এখনই দুরাত্মার চক্ষু-দুইটি উৎপাটন কর। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার ভগ্নীর উপকার করিয়াছে বলিয়া কেবল ইহাকে প্রাণে সংহার করিও না।

রাজাদেশে ক্রূরপ্রকৃতি রাজপুরুষগণ কুরেশের চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কুরেশ এইরূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও একান্ত সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কুরেশ এইরূপ বিপদের মধ্যে একটুকুও বিচলিত না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক বিচার করিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অধিকতর গাঢ়ভাবে কায়মনো-

বাক্য সংলগ্ন করিলেন এবং রাজপুরুষগণকে বলিলেন,—"তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব ; যেহেতু যে চক্ষুর্দ্বয় সতত আমাকে জাগতিক রূপজ মোহে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত, তোমরা আমার সেই ভোগময় চক্ষুকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর বিষ্ণু তোমাদের মঙ্গল করুন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা আমার দিব্য নয়ন উন্মীলন করিয়া দিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।" রাজপুরুষগণ কুরেশের অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা ও অহিংস্য প্রকৃতি দর্শন করিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। তাহারা পথস্থ একটি ভিক্ষুককে ডাকিয়া আদেশ করিল,—'তোকে কিছু অর্থ দিতেছি, তুই এই অন্ধসাধুটির হাত ধরিয়া ইঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যা।' ভিক্ষুকের সহিত কুরেশ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া পৌঁছিলেন। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই পাষণ্ড কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, দীর্ঘ-কালস্থায়ী অস্পৃশ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকথ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

আচার্য্য-সেবার মূর্ত্ত আদর্শ কুরেশ সহধর্ম্মিণী অণ্ডাল ও পুত্র পরাশরের সহিত শ্রীরঙ্গম্ হইতে 'কৃষ্ণাচল'-নামক স্থানে আগমন-পূর্ব্বক কিছুকাল ভগবৎসেবার্থ তথায় বাস করিলেন এবং আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম-ধূলিগ্রহণার্থ 'কৃষ্ণাচল' হইতে 'যাদবাদ্রি'তে গমন করিলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বীয় পদপ্রান্তে ছিন্ন কদলীবৎ পতিত প্রিয়শিষ্য কুরেশকে ভূতল হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অশেষ আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ কুরেশকে বলিলেন,—'বৎস! তুমি কাঞ্চিপুরে গমন-পূর্ব্বক শ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর, ইহা আমার একান্ত অভিলাষ।' কুরেশ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় কাঞ্চিপুরে গমনপূর্ব্বক শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর নিকট নিজের দৈহিক চক্ষুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া দিব্যচক্ষু প্রার্থনা এবং নিজ চরণে অপরাধী অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু উৎপাটন কারিগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাদবাদ্রিস্থ আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন লোক-মুখে শুনিতে পাইলেন যে, কুরেশ নিজচক্ষু প্রার্থনা না করিয়া নিজশত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তিনি জনৈক শিষ্য-দ্বারা কুরেশকে বিশেষ-ভাবে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—"বৎস, কুরেশ! তুমি কেবল নিজ আনন্দ লাভের জন্য শত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনায় কৃতকৃত্য হওয়ায় স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছ। তুমি জান,—তোমার দেহ, মন, আত্মা সকলই আমাতে সমর্পিত

ও আমার সম্পত্তি; সুতরাং তুমি আমার সুখবিধানের জন্য শ্রীবরদরাজের নিকট তোমার নয়নদ্বয় প্রার্থনা কর। কারণ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ-প্রার্থনাই যথার্থ সেবা।"

এবার আচার্য্যের আদেশে ও তাঁহার সুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই কুরেশ শ্রীবরদরাজের নিকট নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিবামাত্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ চক্ষুর্দ্বয় লাভ করিলেন এবং শ্রীহরিগুরুপাদপদ্ম-সৌন্দর্য্য দর্শনে চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আচার্য্য রামানুজের শিষ্যশ্রেষ্ঠ কুরেশের এই অত্যদ্ভুত গুরু-সেবার কথা জগতে প্রকাশিত হইবামাত্র সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের পাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদ আচার্য্য শ্রীরামানুজও শিষ্য-গৌরব-প্রচারার্থ সর্ব্বসমক্ষে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শ্রীচরণযুগল-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কারণ কুরেশ যখন শত্রুগণকেও মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমিও হরিভজনে কৃতার্থ হইব।"

জগতে এইরূপ অকৃত্রিম গুরু-শিষ্য সম্বন্ধই কাম্য। নিরপেক্ষ চক্ষুষ্মান্ হইলে এই ঘোর তর্কযুগেও এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুসেবার আদর্শ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাদি-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৩ পৃষ্ঠার পর)

তৎপর আমরা সোমনাথের নতুন মন্দির দর্শন করি। এই স্থানেই সোমনাথের প্রাচীন মন্দির ছিল। ইহা একসময় ভারতের বিখ্যাত শিব-মন্দির ছিল। এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ ৬ মণ স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান আক্রমণে ইহার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভারত স্বাধীনতার পর ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার নিমিত্ত ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দ্দার বল্লভ ভাই পেটেল, মোরারজী দেশাই প্রভৃতি নেতাবৃন্দ পুনরায় এই নতুন মন্দির স্থাপন করেন। এই মন্দিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য আকর্ষণীয়। ইহা আরব সাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় সীমাহীন উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে প্রত্যেকেই মুগ্ধ হন। তৎপর আমরা অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত সোমনাথ-মন্দির দর্শন করিয়া প্রভাস-তীর্থে (শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-

স্থলী) উপস্থিত হই। এই প্রভাসতীর্থেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং জড়া-বেধের সাক্ষাৎ হয়। ভগবান্ অপ্রাকৃততত্ত্ব, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু অলৌকিক — শ্রীগীতা-ভাগবত-পুরাণ প্রভৃতি ইহা বর্ণন করিয়াছেন। উক্তস্থান দর্শনান্তে আমরা গন্তব্য স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করত প্রসাদ সেবা করি। রাত্রি সন্ধ্যারতির পর মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-প্রসঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব বিষদভাবে আলোচনা করেন। রাত্রে প্রসাদ সেবান্তে আমরা পোরবন্দর অভিমুখে যাত্রা করি।

১৩ই আশ্বিন, সকাল ৯টায় পোরবন্দরে পৌঁছাই এবং শ্রীসুদামা বিপ্রের মন্দির দর্শন করি। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীসুদামা বিপ্রের উপাখ্যান ব্যক্ত করেন। তৎপর আমরা গান্ধীভবন এবং কেদারেশ্বর শিব দর্শন করে প্রত্যাবর্ত্তন করি। বৈকাল ৫টায় আমাদের পাঠ-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনান্তে মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-প্রসঙ্গক্রমে আজকের দর্শনীয় স্থানসমূহের মাহাত্ম্য বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করেন এবং ভক্তিতত্ত্ব কি, তাহা সমালোচনা করেন।

১৪ই আশ্বিন সকাল ৮টায় আমরা পোরবন্দর হইতে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করে রাত্রি ৮।৩০ টায় শ্রীধাম দ্বারকায় পৌঁছাই। এখানে রেলওয়ের কীচেনরুমে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়।

১৫ই আশ্বিন সকাল ৮টায় আমরা বেটদ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করে সকাল ৯।৩০ টায় ওখায় পৌঁছি এবং লঞ্চে জলপথ অতিক্রম করত বেটদ্বারকাধীশ মন্দিরে উপস্থিত হই। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে আমাদের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণ পরেই মন্দিরের দ্বারোন্মোচন হইলে আমরা সকলেই সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি। তৎপর আমরা দ্বারকা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি। রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য সহজভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন।

১৬ই আশ্বিন ভোর ৫টায় শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনযোগে আমাদের পরিক্রমা-পার্টি সহরের নিঝুম নিস্তব্ধতাকে ভেদ করত দ্বারকাধীশ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমরা প্রথমে গোমতীদ্বারকা দর্শন করে মূল দ্বারকাধীশ মন্দিরে উপনিত হই। শ্রীমন্দির-দ্বার বন্ধ থাকায় আমরা উচ্চৈস্বরে শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকি। অল্পক্ষণ পরেই অতুল ঐশ্বর্য্যময় স্বয়ং দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের শ্রীমন্দির উন্মোচন হওয়ায় আমরা দর্শন করিলে তদনন্তর গন্তব্যস্থানে

প্রত্যাবর্ত্তন করত মহাপ্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম করা হয় এবং ঐ দিনই বিকাল ৪ ঘটিকায় আমরা মহেসানা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন শুরু করি ও ১৭ই আশ্বিন রাত ৯ টায় মহেসানায় পৌঁছাই।

১৮ই আশ্বিন সকাল ৮ টায় আগ্রা কেন্টে পৌঁছি। এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগ্রার তাজমহল, কেল্লা ইত্যাদি দেখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯শে আশ্বিন আগ্রা হইতে আমরা হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করি। যতই ট্রেণখানি দ্রুত বেগে হাওড়া অভিমুখে ছুটিতে লাগিল ততই যেন সকল যাত্রীরই প্রফুল্লিত মুখে বিষাদের ম্লানছায়া আবৃত করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের নিকট স্বীয় অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। বিদায়ের মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে যাত্রিদের নয়নাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। "কেন তাহারা আজ এত মর্ম্মাহত"? এত দিনের সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও তীর্থ দর্শন করার ফলেই তাঁহারা সকলেই সাধু-মহিমা এবং তীর্থ-মহিমা শ্রবণে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন—তাহারই ফলস্বরূপ। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুঞ্জীভূত সুকৃতি না থাকিলে সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন সম্ভব হয় না—ইহা শাস্ত্রের বাক্য। পরিক্রমায় অনেক সুকৃতিমান ভক্তই মহোৎসবাদি দান করে পরমার্থ অর্জ্জন করিয়াছেন।

২০শে আশ্বিন বিকাল ৪ ঘটীকায় আমাদের ট্রেণখানি বর্দ্ধমান পৌঁছায়। এখানে অনেক যাত্রী বিদায় গ্রহণ করেন। অবশিষ্টাংশ ব্যাণ্ডেল ও হাওড়ায় পৌঁছেন। এখানেই আমাদের পরিক্রমার সমাপ্তি ঘটে।

— শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

প্রভু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান

দয়াল ব'লে ঠাকুর ব'লে জানাই যা'রে নতি।
সেই প্রভু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী!
শিশুর মত মধুর হাসি যায় না কভু ভোলা,
মধুর কথা শুন্‌লে কানে জুড়ায় ভব-জ্বালা!
গৌর-বাণী-মূর্ত্ত-স্বরূপ, শ্রীরূপানুগ যতি,
সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী!

নিত্যকালের গোলোকবাসী, হরির নিজজন,
কৃষ্ণের ইচ্ছা পালন হেতু মর্ত্ত্যে আগমন !
অন্তর-মাঝে ব্রজরাজের সদাই অধিষ্ঠান,
ব্রজের ভাবে সদাই মগন, ব্রজ-গত-প্রাণ !
ভাব-উল্লাসে বিবশ রহে কানুর প্রেমে ডুবি',
সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

ত্রিলোকমাঝে সবার কাছে পূজ্য হইয়া রয়,
জ্ঞান-সূর্য্যের দীপ্তকিরণ ব্যাপ্ত ত্রিলোকময় !
গুরু-সেবায় তুচ্ছ করে আপন জীবনটিরে,
গুরু-সেবন নিষ্ঠা হেরি' দেবগণ স্তুতি করে।
গুরুদেবের অন্তরঙ্গ, নিখিল জীবের গতি,
সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

মায়াবাদের পূতি-নাশক জ্বালেন ভক্তি-ধূপ,
সকল শাস্ত্র স্থাপিয়াছে ঈশ্বর-নর-রূপ !
বেদান্ত-জয়ডঙ্ক বাজায়ে গাহে ভক্তির জয় ;
সিংহরবে পাষণ্ডকুল সভয়ে লুকায়ে রয় !
প্রেমধর্ম্মের প্রচারকারী পাষণ্ড-তীক্ষ্ণ অসি,
সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

পাপী-তাপীদের উদ্ধারিতে দানে শ্রীনামামৃত,
চরণতলে শরণ নিলে মিলায় জগন্নাথ !
দিব্যজীবন মৃত্যু নাহি রে, সেই ত' নিত্যপ্রভু ;
আড়ালে থাকি' সেবকহৃদে ভক্তি বাড়ায় তবু !
ভক্ত-কাছে পরম শ্রেষ্ঠ ভক্ত-হৃদয়-নিধি ;
সেই ত' প্রভু ভক্তিপ্রজ্ঞান, সেই ত' ব্রজবাসী !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর

বিরহ-মহোৎসব

বিগত ৫ই মাধব, ১৮ই মাঘ (ইং ১।২।৭৫) শনিবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বার্ষিক তিরোভাব-তিথি-উৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও তদধীনস্থ শাখা মঠসমূহে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বনগাঁর নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়া গ্রামস্থ নিজস্ব বাস-ভবনে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উক্ত বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পরম ভক্তিমান শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং যুগ্ম-সম্পাদক ও সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ৮।১০জন ব্রহ্মচারীসহ মহোৎসবের পূর্ব্ব দিবসে বসু মহাশয়ের আনন্দপাড়াস্থ বাসভবনে উপনিত হন।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু আচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত। বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রাচীন সেবকমাত্রেই এই অজাতশত্রু মহাভাগবত-প্রবরের বিষয়ে সুপরিচিত। সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার অবদান আদর্শস্থানীয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রভুবরের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম ঘনিষ্টতাই সমিতির পৌরাণিকত্বে চির-স্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বসাধারণেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিনি ছিলেন দৈন্যের স্ফূর্ত্তবিগ্রহ, এককালে শ্রীচৈতন্য-মঠের জননী-সদৃশ্যই তাঁহার অবদান ছিল। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহপ্রবণতা মঠবাসী সেবকবৃন্দের জীবনকে ভগবদ্ভজন-পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার সেবা-সৌষ্ঠবতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'সেবাবিগ্রহ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

বিরহ-তিথি-উপলক্ষে সকাল হইতে মহাজন-বিরচিত বহু বিরহ-কীর্ত্তন গীত হয়। তাঁহার প্রতিকৃতিতে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ও মাল্য ভূষিত করিলে পর এক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ। সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

নারায়ণ মহারাজ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অশেষ গুণরাজি, সেবা-বৈশিষ্ট্য, অফুরন্ত স্নেহের শাশ্বতপ্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অশেষ গুণরাজি সম্পর্কে তাঁহার জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত-ত্রিবিক্রম মহারাজ তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার অপ্রকটে ধর্ম্মজগতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, উহার দার্শনিক দিক প্রদর্শন করান। তবে বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব উভয়েই যে জগতের কল্যাণ-বিধান করিতে পারেন তাহারও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন। সভান্তে আহূত ভক্তমণ্ডলী ও সজ্জনগণকে এবং আগত সহস্রাধিক আবাল-বৃদ্ধবণিতাকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের জীবনের বিশেষ একটি আদর্শ এই যে, শ্রীগীতার শিক্ষা— 'পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ' অপেক্ষা 'মদযাজিনোঽপি মাম্' বাক্যের বা শিক্ষার আদর্শ আমরা তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তিনি পিতৃতর্পণ না করিয়া শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর ন্যায় মুক্তপুরুষের বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব অতি বিপুলভাবে প্রতিবৎসরেই করিয়া আসিতেছেন। তদুপরি শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রবেশ-দ্বারে 'শ্রীনরহরি-তোরণ' নির্ম্মাণে সম্পূর্ণ আনুকূল্য দান করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

তাঁহার বৈষ্ণব-সেবাবৃত্তি বিপুলভাবে উন্নতর হইয়া সগোষ্ঠী ঈশ্বরের করুণা লাভ করুন— শ্রীভগবচ্চরণে ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

— নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' জগতের পারমার্থিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া জাগতিক সীমিত জ্ঞান-গরিমার পরিসংখনে এই সংখ্যা প্রকাশে ষড়বিংশ বর্ষপূর্ত্তি করিতেছেন। জাগতিক শত-সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যেও পত্রিকাখানি শ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্টের বিজয় ঘোষণা করিতে বিরত হন নাই।

শ্রীপত্রিকা প্রেয়ঃকাম মনোধর্ম্মিগণের চিত্তবৃত্তির অনুকূল না হইলেও শ্রেয়ঃকাম আত্মধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের পরম আনুকূল্য-বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বহু ব্যক্তি প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, নির্ব্বিশেষ-বিদ্ধাদ্বৈতবাদ, সমন্বয়বাদ প্রভৃতির করালকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। বিষয়-পিত্তোপতপ্ত-রসনায় 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' প্রথমতঃ রুচিকর বা প্রীতিকর হয় না,— এ কথাও আমরা বুঝিতে পারি ; কিন্তু উপায় নাই। কারণ শ্রীপত্রিকা কখনই পরবঞ্চক হইতে পারেন না। পরবঞ্চনামূলে রোগীর আপাতমুখরোচক— পরিণামে সমূহ অহিতকর বিষবৎ বস্তু প্রদান করিয়া পরমাত্মীয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি চিরকালের জন্য কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিতে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' অসমর্থ। অথবা ইহ সত্যের সহিত কিছু অসত্যের ভেজালও দিতে পারিবেন না। 'সত্য' ও 'অসত্যে' 'চিৎ' ও 'জড়ে' সমন্বয় হয় না। ''নিরপেক্ষসত্য''-আচার ও প্রচারই শ্রীপত্রিকার একমাত্র কৃত্য। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নিরপেক্ষ 'সত্যকথা'-প্রচারে যদিকোন মতবাদি-সম্প্রদায় বা সঙ্কীর্ণসমাজবিশেষের অপস্বার্থের ক্ষতি বা ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রাতিকূল্য বিহিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে কাতরভাবে জানাইতেছেন ''হে ভ্রাতৃবৃন্দ! স্বরূপত সকলেই কৃষ্ণের দাস— ''কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস''। কিন্তু, 'যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ।'

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' ভাবুকতার প্রশ্রয় দেন না ; মনে উচ্ছৃঙ্খলতা— অবাধগতি— 'মন যখন যা চায়' তাহাতেই মনঃকল্পিতধর্ম্মের একটু সুর মিশাইয়া 'কাপট্য বা 'ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'ধর্ম্ম' বলিতে দেন না। ইঁহা বলেন, 'সংযত হও, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভাবুকতা, কপটাশ্রু, কপট-আঁকুপাঁকুভাব, কপট-আস্তিকতা বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা,— সব ছাড়। সব ছাড়িয়া সরল হও—'সরল হইলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে।''

অপ্রাকৃত-সহজধর্ম্মই— জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম ; আর প্রাকৃত-সহজধর্ম্মই ইন্দ্রিয়-তর্পণ—দেহ ও মনের ধর্ম্ম বা বিরূপের ধর্ম্ম। মনের খেয়াল — উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভাবুকতা— 'আমার ভাল লাগা' ব্যাপারটা— 'ভোগ' আর 'কৃষ্ণের ভাল লাগা' ব্যাপারটা—সেবা। 'ভোগ' ও 'সেবা'র সমন্বয় হয় না।

যাঁহাদের অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়ায় 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' সেবায় সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হইলেও তৎসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, সেই শ্রীগৌরপরিকর— ভক্তিভগীরথ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ-চৈতন্যসরস্বতী-গৌড়ীয়কেশব-প্রমুখ গুরুবর্গ ও বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণ-বৃন্দ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের জয়গান করিতেছি। ভগবৎ-সেবা-প্রগতির পথে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুকে সেবাপ্রগতিতে ভগবৎ-সেবান্তরায়াদ্রি উলঙ্ঘনকারক, অধোক্ষজ সেবাবার্ত্তার বধির গ্রাম্য-কথাপ্রমত্ত মুককেও যাঁহারা কৃপাবরণে মাদৃশ নরাধমকেও ধন্য হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীচরণসংলগ্ন-ধূলিস্বরূপে সমাপ্ত বর্ষের শ্রীপত্রিকার সেবায় ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা নিজগুণে অহৈতুকী কৃপাকটাক্ষপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবায় অধিকার প্রদান করুন— ইহাই শ্রীচরণসরোজে সকরুণ প্রার্থনা।

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' এইরূপ ভাবুকতার প্রশ্রয় দেন না বলিয়াই ইঁহার কথা কাহারও কাহারও নিকট অভিনব, কাহারও নিকট দুরূহ, কাহারও নিকট তীব্র, আবার কাহারও-নিকট একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয়। ভাবুকতায় বা উচ্ছৃঙ্খলতায় আপাততৃপ্তি সাধিত হইলেও উহাদ্বারা কোন স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না।

যাঁহারা মনের অবাধগতির অনুকূল কিছু সহজ খোস-গল্প, সাহিত্যা-মোদবর্দ্ধক বা জনমত-পরিপোষক কিম্বা মনের আকাশকুসুমচিন্তা বা কল্পনায় আঁকা অথবা কল্পনায় যাহা এখনও আঁকিতে পারেন নাই, এমন নানাবিধ রংবিরংএর ছবি দর্শন অর্থাৎ উচ্চশিখ প্রজ্জলিত বহির্ম্মুখতা-বহ্নির আরও যথেষ্ট ইন্ধন সংগ্রহ করিতে চান, 'শ্রীপত্রিকা' তাঁহাদের নিকট প্রীতিকর বোধ হইবেন না।

শ্রীপত্রিকায় অনেক সময় অসৎ সিদ্ধান্ত ও দুষ্টমতসমূহ প্রবলভাবে খণ্ডিত হয়, তদ্দর্শনে ফল্গু-শান্তি-প্রিয় বা সম্ভোগ-রসপ্রিয় অনেকে হয় ত হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় যে কথা বলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলেন; যাহা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা কোন কালে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে— এরূপ কোন কথা বলেন না। কারণ ইহা শ্রৌতবাণীর প্রচারক। শ্রৌতকথায় কোন সংশয় নাই, উহা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার যোগ্য নহে। এই সকল শ্রৌতকথা যদি কাহারও

অপ্রীতিকর হয় বা 'গোড়ামি' বলিয়া মনে হয়, তবে আমরা সেইরূপ পুরুষের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার চরণযুগ ধরিয়া সবিনয়ে নিবেদন করি যে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক এই শ্রীগৌড়ীয়ের কথাই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে থাকুন। ইহা নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ও সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইবে, তখন শ্রৌতবাণী বা সত্যকথা আর অপ্রীতিকর মনে হইবে না; যেমন পিত্তরোগীর খমুে মিশ্রি তিক্তবোধ হইলেও তাহার পক্ষে মিশ্রিই ঔষধরূপে ব্যবস্থিত। পিত্তাপগমে মিশ্রি স্বাভাবিক মিষ্টত্ব উপলব্ধি হইবে।

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে কতদূর উপযোগী, তাহা নিষ্কপট-মঙ্গলকামী-মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। অপরে বুঝুন আর নাই বুঝুন, গৌড়ীয়ের নগণ্য, ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র অযোগ্য সেবকাভাস-সূত্রে ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহা আমাকে গভীর অমেধ্য-গর্ত্তের কোন পূতি-গন্ধময় স্থান হইতে কেশাকর্ষণ করিয়া গৌড়ীয়ার চরণপ্রান্তে দাঁড়াইবার আশাবন্ধ প্রদান করিয়াছেন।

যদি পাঁচ মিশালে ধর্ম্মমত বা জগতের বিভিন্ন মনোধর্ম্মীর যাবতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় এবং সকলই সমান, সকলই এক ভগবানকেই লক্ষ্য করে—এইরূপ বলিয়া গোঁজামিল দেওয়া যায় হয়তো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সুখ্যাতি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাতে স্বরূপ-রূপের সন্তুষ্টি হইবে কি? তুলাদণ্ডের একদিকে সর্ব্বজন-প্রিয়তা আর একদিকে মহাপ্রভু-প্রিয়তা রক্ষা করিলে কোন্‌টি গুরুতর হইবে? এবং কোন্‌টির মূল্যই বা গুরুতর হইবে? আমাদের মনে হয়, জগতের সকল মনোধর্ম্ম লোকেরও যদি অপ্রীতিকর হইতে হয়, তাহাও ভাল. তথাপি গৌর ও গৌরজনের যাহাতে অপ্রীতি হয়, সেইরূপ মত বা চিন্তাস্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও যেন আমাদের হৃদ্দেশে অধিকার না করে। ইহাও একটি বর্ষশেষে নিবেদন।

অনেক সময় সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা দুষ্টমতাদি বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তত্তন্মতবাদী বা তন্মত-সমর্থনকারি ব্যক্তিগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন; তাঁহাদের চরণেও সকাতর নিবেদন যে, তাঁহারাই যখন অমানী-মানদ তৃণাদপি সুনীচতা-প্রতিপাদ্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব, সুতরাং গুণহীন আমি তাঁহাদের ক্ষমার্হ। আমাদিগকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিবার অবসর প্রদান করিয়া

যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতাগুণের পরিচয় প্রদান করেন এবং মিষ্ট কথা ও লোক-রঞ্জন অনভ্যস্ত আমাদিগের কর্কশ আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের নিজগুণে তন্মধ্য হইতে কোমল বিষয় আহরণ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদেরও সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি।

শ্রীপত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি গণের প্রতিও নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য সময়ের কিয়দংশও যদি তাঁহাদের দীন ভ্রাতৃবৃন্দের দুই একটি কর্কশ কথা শুনিবার জন্য প্রদান করেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্বের একাংশদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার যে কোন প্রকার সেবা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের সেবার অধিকার পাইতে পারি। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ঠ স্নেহ ও আমাদের মঙ্গল কামনা করেন জানি, কারণ যদি তাহা না করিবেন, তবে আমাদের ন্যায় ব্যক্তির কর্কশ কথা— যে কথায় কোন প্রকার আপাত-মধুরতা নাই,— কোন প্রকার গল্পলহরী বা উদ্ভট মস্তিকের উর্ব্বর কল্পনাশক্তির পরিচয় নাই,— উপন্যাস, নবন্যাসের ন্যায় পত্রে পত্রে কৌতূহল-লোদ্দীপক চিত্র নাই,— ইতর বার্ত্তাবহের ন্যায় দেহমনের প্রয়োজন-সাধক উপদেশ-সন্দেশ নাই, সেই সকল কর্কশ, অপ্রিয় সত্য কথাও ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিতেছেন কেন? আমরা তাঁহাদের ধর্য্যের প্রশংসা করি এবং তাঁহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃণাদপি শ্লোকের সহিষ্ণুতামন্ত্রে দীক্ষিত দেখিয়া হৃদয়ে বিপুল আশা লইয়া আগামী বৎসরে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি তজ্জন্য তাঁহাদের চরণে বর্ষশেষে এই নিবেদন জানাইতেছি।

সর্ব্বশেষে শ্রীপত্রিকার সদাশয় সুধীগ্রাহকগণের নিকট করযোড়ে কাকুভাবে ভিক্ষা চাহিতেছি যে, আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া— সকল অভিমান পরিত্যাগ করত তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে উৎসাহিত করুন— ইহাই নিবেদন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম॥

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয় প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৭'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'৭৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা, লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'**, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, তেঘড়িপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)— ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য পীঠকম্)—১২'০০। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) —বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাঃ, ৩। শ্রীগৌড়ীয় গীতগুচ্ছ (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) —৩'০০ টাঃ, ৪। সাংখ্য-বাণী—২০ পঃ, ৫। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩'০০ টাঃ। ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—1.00. ৭। প্রেম-প্রদীপ—২'০০ টাঃ, ৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী —২'০০ টাঃ, ৯। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীগত)—৭৫ পঃ, ১০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ—৫০ পঃ, ১১। জৈবধর্ম্ম (বাংলা, যন্ত্রস্থ)—১২'০০ টাঃ, ১২। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০'০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২'০০ টাঃ, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১'০০ টাঃ, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—১'৫০ টাঃ, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২'০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন-কাব্য)—১'২৫ টাঃ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—২'৫০ টাঃ, ১৯। শ্রীবাসোদয়াষ্টকম্—১'০০ টাঃ, ২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—১'০০ টাঃ।

Regd. No. WB/NDA-13 SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা, (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাড়সাহি (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ—পিছলদা, আন্তুলিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

১০। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীপুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ।

১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, কোরণ্ট, রাঙ্গিয়াঘাট পোঃ, (বাঙ্গেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বালুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.।

১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রজবাসী।